CONTENTS

Tuesday, The 20th December,2001

Friday the 21st December, 2001

Monday, The 24th December, 2001

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY, ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The House met in the Assembly House , Agartala, at 11A.M. on **Tuesday** , the 20th December, 2001.

PRESENT

The Hon'ble Speaker Sri Jitendra Sarkar in The Chair,The **Hon'ble Chief** Minister, The Hon'ble Dy. Speaker, 15 Ministers and 35 Members.

AN ANNOUNCEMENT GIVEN BY THE HON'BLE SPEAKER

Hon'ble Members,

I received two letters on 18th and 19th December, 2001 from Shri Anil Sarkar, Hon'ble Minister, Education, S.C. & O.B.C. etc Deartments that as he is **outside** State on 20th and 21st December, 2001 during current Assembly Session **as fixed** earlier, Shri Keshab Majumder, Hon'ble Minister of Health & F.W. and **Parliamantary** Affairs Departments will perform the duty and responsibility of the **matters related to** School Education and Higher Education Departments and Shri **Aghore Debbarma,** Hon'ble Minister the of Tribal Welfare etc. Departments will **perform the duty and** resposibility of the matter related to S.C., O.B.C. and Minority **Welfare Departments** relating to the Tripura Legislative Assembly.

QUESTIONS & ANSWERS

মি ঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দ্বারা উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি মাননীয় সদস্যদের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লিখিত যেকোন নম্বর জানালে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

মি ঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) ঃ — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-২।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-২।

প্রশ্ন

১) চলতি অর্থবর্ষে পি এম জি. এস ওয়াই প্রকল্পের কয়টি বিদ্যালয় গৃহ তৈরী করা হয়েছে ? এবং

২) সেগুলি কোথায় কোথায় ?

উত্তর

১) ১ নং প্রশ্নের উত্তর পি এম জি এস ওয়াই প্রকল্পটি বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ কার্যের সাথে যুক্ত নহে।

২) দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— এই প্রোগ্রামগুলিতে কাজ হয় কিনা ?

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— পি এম জি এস ওয়াই প্রকল্পে কাজ চলছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় (রাধাকিশোরপুর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৮

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশান নং-৮

প্রশ্ন

১) বর্তমানে রাজ্যে ডিম ও মাংসের চাহিদা কত?

২) এ. আর. ডি. দপ্তরের উদ্যোগে কত শতাংশ চাহিদা পূরণ করা হয়?

৩) রাজ্যে ডিম ও মাংসের চাহিদা বাড়ানোর জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১) বার্ষিক ডিমের চাহিদা ১১৯৯ লক্ষ এবং বার্ষিক মাংসের চাহিদা ৭৩৯৪ মেঃ টন।

২) ডিম ৮৪.৩৩ শতাংশ এবং মাংস ৮৩.৯৯ শতাংশ।

৩) চাহিদা বাড়ানোর জন্য সরকারের পরিকল্পনা নাইঙগ

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ— হাঁসের ডিম ২৭৫ ৮১ লক্ষ, ২০০৩-২০০৪ সালে ২৯৫ লক্ষ ডিম উৎপাদন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মাংস — মুরগী, হাঁস, ব্রয়লার, শূকর ও ছাগলের মাংস। হাঁস-মুরগী ২০০৩ সালে ১৬২৬ মেট্রিক টন, ২০০৩-২০০৪ সালে ১৮৩৬ মেট্রিক টন। ব্রয়লারের মাংস ১৮৪৮ মেট্রিক টন, ২০০৩-২০০৪ সালে ২০.৬০০ মেট্রিক টন। শূকরের মাংস ২৯৯৭ মেট্রিক টন, ২০০৩-২০০৪ সালে ৩৩৪৫ মেট্রিক টন। ছাগলের মাংস ৯৬১ মেট্রিক টন, ২০০৩-২০০৪ সালে ১০৮৫ মেট্রিক টন। এইভাবে আমরা চাহিদা পূরণের জন্য চেষ্টা করছি। আগামী ১০ বছরের পরিকল্পনার মধ্যে এখন ২ বছরের প্রোগ্রাম করেছি।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে ডিমের চাদিা পার ইয়ার পার হেড ৩০০ এগস্। সেটা আমাদের দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। সর্ব্ব ভাবতীয় স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ত্রিপুরাতে ডিমের চাহিদা কত এবং সাপ্লাই কত এবং এই রাজ্যে আরও বেশী করে ডিম খাওয়ার জন্য প্রচার করা হয় কিনা? একটা ডিম আধা লিটার দুধের সমান প্রোটিন। এই কারণেই সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে ডিম খাওয়ার জন্য প্রচার চলছে। ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিশেষ করে কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাবে এখন প্রচুর পরিমাণে ডিম উৎপাদন হয়। দক্ষিণ ভারতে এটা নিরামিষ খাবার হিসাবে গণ্য। কাজেই রাজ্যে অধিক পরিমাণে ডিম খাওয়ার জন্য প্রচার করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমাদের এখানে মাথা পিছু ৩৫টা করে ডিম ধরা আছে। সেটা বাড়িয়ে আমরা ১৩৯টা পর্যন্ত উঠানোর জন্য আমরা চিন্তা করছি।

শ্রী সমীর দেব সরকার (খোয়াই) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১০ বছরের জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাতে সরকারী উদ্যোগে নূতন করে কত ফার্ম তৈরী করা হবে যাতে প্রোডাকশান বাড়ানো যায়। বেসরকারী সংস্থা এবং বেকাররা যাঁতে মাংস ও ডিম উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করতে পারে সে ক্ষেত্রে কি কি সুযোগ-সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে? আর রাজ্যের পশু চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসার যে সমস্ত অসুবিধাগুলি রয়েছে, মাংস ও ডিম উৎপাদনের বাড়ানোর জন্য, সেগুলি দূর করার জন্য দপ্তর কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, একশান প্রোগ্রামে ২০০৩ বা ২০০৪ সালের মধ্যে আমরা এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রবুক্ত করার জন্য চেষ্টা করছি। আমাদের টার্গেট আছে বেকার যুবক-যুবতীদের এবং যারা বিলো পভারটি লাইন তদেরকে সরকারী এবং ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সাহায্য করার জন্য ৪০০ পরিবারকে পশু পালনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য চেষ্টা করা হবে। হাসপাতাল এবং ফার্মগুলিকে আরও ডেভেলাপমেন্ট করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রী রতনলাল নাথ। (মাননীয় সদস্য মহোদয় হাউসে অনুপস্থিত)। শ্রী বিজয় কুমার রাংখল।

শ্রী বিজয় কুমার রাংখল (কুলাই) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৩।

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার -১৩।

প্রশ্ন

1) What is the total official staff strength of Regular/D.R.W./Contingency/Temporary etc. under the A.R.D. Government of Tripura Categorically both Ministerial and Technical ?

2) The Total amonts of expenditures involved for this salary etc. per month ?

1) The total official staff strength of Regular/D.R.W./Contingency/Temporary etc. under the Department of Animal Resources Development Department of Tripura are as stated below :-

Regular	-	1,847 Nos.
D.R.W./PTW	-	119 Nos.
Farm Worker (S.R.F.P.)	-	789 Nos

2) The Total amount of expenditure involved for the salary etc. per month is as stated below :-

Salary - Rs.134.736 lakhs per month.

Wages - Rs.14.269 lakhs per month.

শ্রী বিজয় কুমার রাংখল (কুলাই) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পাবলিক সেক্টারে ডেভলাপমেন্টে র জন্য বাজেটে কত টাকা ধরা হয়েছে এবং এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ— এই ব্যাপারে আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে সঠিখ উত্তর দিতে পারতাম তবু আমি চেষ্টা করব আপনাকে উত্তর জানাতে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস। (মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৫৮।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৫৮।

প্রশ্ন

১) প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা বাবদ কেন্দ্র থেকে কত টাকা পাওয়া গেছে বা পাওয়ার আশ্বাস মিলেছে?

২) ঐ যোজনায় কোন মহকুমায় কয়টি এবং কোথায় কোথায় রাস্তা তৈরী হবে বা হচ্ছে?

উত্তর

১) প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা বাবদ কেন্দ্র থেকে যে পরিমাণ টাকা পাওয়া গেছে বা পাওয়ার আশ্বাস মিলেছে তাহা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ—

ক) বিগত আর্থিক বছরে (২০০০-২০০১ ইং) তে মোট ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ মঞ্জুর হয়েছে। উক্ত প্রকল্প রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ পাওয়া গেছে এবং তা দিয়ে কাজ চলছে।

খ) বর্তমান আর্থিক বছরে (২০০০ ২০০১ ইং) তে মোট ৫১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাবাকারে পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত প্রস্তাবটি অনুমোদন করে বর্তমান আর্থিক বছরেবর কিছু তথ্য সরবরাহ সাপেক্ষে মোট ২৫ কোটি টাকার বরাদ্দ করার আশ্বাস দিয়েছে।

২) ২০০০-২০০১ ইং আর্থিক বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে যে সমস্ত রাস্তা নির্মাণ করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে তার মহকুমাভিত্তিক তালিকা এবং ২০০১-২০০২ ইং আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে যে সমস্ত রাস্তা নির্মাণ করা হবে তার তালিকা বেশ বড় এখানে পড়লে অনেক সময় লাগবে, তো এটা কি 'লে' করে দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে, 'লে' করে দিন। (তালিকাটা 'লে') করা হয়)

ANNEXURE-A

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করার ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হল মেইন রোডের সঙ্গে কানেক্টিভ রোড তৈরী করা হয়, মানে এটাই তার মুল উদ্দেশ্য। তো এই ক্ষেত্রে অনেক বিধায়ক বা গ্রামের মানুষরা প্রস্তাব পাঠাতে পারেন। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি যে, কোন নিয়ম অনুসরন করে এই সাব রোডগুলি করা হচ্ছে?

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তালিকাটা দেখলেই বোঝা যাবে যে, আমাদের রাজ্যের সবক'টি ব্লক এলাকাতেই একটা না একটা রাস্তা সেখানে ঢুকেছে এবং এই রাস্তা কোথায় হবে তার অআইডেন্টিফিকেশনের জন্য ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে এবং ব্লক লেভেলে সেখানে পি আই ইউ থেকে মানে একটা কমিটি থেকে তারাই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এগুলি বাছাই করেন। মানে কেন্দ্রীয় সরকারের পি এম জি এস ওয়াই প্রকল্পের জন্য যে গাইড লাইন আছে সেই অনুযায়ী এই কমিটি করা হয়েছে এবং এই কমিটি ঠিক করেন। কমিটি প্রথমত ব্লক লেভেলে রাস্তার প্রায়রিটি করেন, তারপর সেখান থেকে সেটা যায় ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে এবং তখন তারা এটা ঠিক করেন। তারপর সেখান থেকে আমরা প্রপোজেল তৈরী করে মিনিস্ট্রিতে পাঠাই। তাছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্সট্রাকশন অনুযায়ী আমরা সাত বছরের জন্য একটা মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করি সারা রাজ্যের যে সমস্ত আন-কানেক্টেড হ্যামলেটুলি আছে সেগুলিকে নিয়ে। তার মধ্যেও আবার ভাগ আছে যেমন, এক হাজার জনসংখ্যার গুলি নিয়ে বা এক হাজারের কম জনসংখ্যার গুলিকে নিয়ে এগুলি করা হয়েছে এবং এগুলি করতে গিয়ে আমরা দেখেছি তার জন্য আমাদের প্রায় সাত হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। আমরা এভাবে মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করে প্রায়রিটি করে এ পি আই-এর মাধ্যমে আমরা এগুলি পাঠাই। এইভাবে আমাদের. যেমন এবছরের জন্য ৫১ কোটি, ৫২ কোটি টাকার প্রজেক্ট যেটা এপ্রোভড় হয়েছে তার অধিক টাকা আমরা এবছর পাব। তার সঙ্গে আমরা আরও দুইটা প্রজেক্টকে পাঠাবার চেষ্টা করছি, সেগুলির একটা হল হীল এরিয়াতে যে সমস্ত রাস্তা আছে তার জন্য আলাদা একটা প্রজেক্ট, আর বর্ডার এরিয়ার রাস্তার জন্য আলাদা একটা প্রজেক্ট। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে, আশা করা যায় এগুলিকেও পাঠালে হয়তো বা মঞ্জুর করতে পারে এবং এই সবটাই হবে সাত বছরের জন্য আমরা যে মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করছি তার মধ্য থেকেই প্রায়রিটি করে এই রাস্তাগুলি ঠিক করা হবে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালি) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কথা মতই মানে ডি এম-এর সভাপতিত্বে যে কমিটি আছে সেই কমিটি থেকে প্রত্যেক এলাকার বিধায়কদের কাছে সভাপতি মহোদয় একটা চিঠি দিয়েছেন, তার বিধানসভা এলাকার কোন কোন রাস্তাকে প্রায়রিটি দেওয়া দরকার এই রকম একটা প্রস্তাব সাবমিট করার জন্য। সে মত আমরা প্রস্তাব সাবমিট করেছি, কিন্তু যখন আমাদেরকে লিষ্ট দেওয়া হল তখন সেখানে আমরা দেখলাম যে, আমাদের দেওয়া একটা রাস্তার নামও তাতে নাই। তাহলে এটা আমাদের অপমান করা ছাড়া আর কিছুই নয় বলে আমি মনে করছি। এতে বিধায়কদের অপমান করা হয়েছে। আমরা যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম সে অনুযায়ী একটা সড়কও করার কোন প্রয়োজনীয়তা মনে করলেন না। অথচ যেগুলি করা হয়েছে সেগুলি লং টার্গেট করতে দশ বছর বা পনের বছরেও

হবে কিনা সন্দেহ। অথচ সেগুলিকে ইনক্লুড করা হয়েছে। আর যেটা অতি অল্প সময়ে হতে পারে এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে খুব প্রয়োজন সেগুলি করার জন্য আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, সেগুলি ইনক্লুড করা হয়নি। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখব যে, এইগুলি একটু খতিয়ে দেখবেন কিনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা? এটা কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর জানাব কথা নয়, এটা রাজ্যের মন্ত্রীরই জানার কথা।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা পি. এম. জি. এস. ওয়াই (P.M.G.S.Y.) প্রকল্প রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে একটা গাইডলাইন বাঁধ রয়েছে। সেই গাইডলাইন অনুযায়ী কমিটি করা হয়েছে। এবং সেই কমিটির তরফ থেকে ডি. এম. সকল জনপ্রতিনিধি এম. এল. এ. এবং এম. পি'দের চিঠি লিখে জানিয়েছেন। কাজেই এই ব্যাপারে আমরা কোন হস্তক্ষেপ করতে চাই না, এটা সম্পূর্ণভাবে এই কমিটির বিবেচনাব উপর নির্ভর করছে। কমিটি বিবেচনা করে দেখবে কোথায় রাস্তাঘাট করার প্রয়োজন রয়েছে এবং সে অনুযায়ী তারা সেগুলিকে এই প্রকল্পে ইনক্লুড করা হয়েছে। হয়তো মাননীয় সদস্য যেটা চেয়েছেন সেটা অন্য রাস্তা এটা ইনক্লুড করা হয়নি। কিন্তু যেগুলি করা হয়েছে সেগুলি অত্যন্ত দুর্গম এলাকাতে করা হয়েছে, সেগুলি করা প্রয়োজন। তারপরও বলব মাননীয় সদস্যের যদি আর কোন প্রস্তাব থাকে তাহলে সেটা সেই কমিটিকে দিতে পারেন। তাছাড়া সেটা আমার কাছেও দিতে পারেন। আমি নিশ্চয়ই এটা তাদের নজরে আনব, বর্ডার এরিয়ার জন্য সেখানে যাতে এটা বিবেচনায় আসেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বছরে ডি. এম. যে মিটিং ডেকেছেন এবং সমস্ত এম. এল. এ'দের প্রস্তাব দেবার জন্য লিখেছেন। কিন্তু গত বছরে এই রকম কোন চিঠি পাঠিয়েছেন কিনা জানি না। কারণ আমি এই ধরনের কোন চিঠি পাইনি। কাজেই গত বছরে অমরপুর ব্লকে কোন কাজ হয়েছে এইটা রিপ্লাইতে হয়তো আছে। আর যেগুলি ইনক্লুড করা হয়নি সেগুলিকে ইনক্লুড করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ঠিকই এই বছরে যে গাইডলাইন করা হয়েছে গত বছরে সেটা ছিল না। কারণ সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টের ইনোভেটিভ স্কীম সেটা ২০০০-০১ বছরে কাজটা কিভাবে করা হবে বা কোন পদ্ধতিতে হবে সেটা ঠিক হয়নি। কেননা কি করবে, কিভাবে করবে সেটা মিনিষ্টার লেভেলেও ঠিক ছিল না। গত বছরে এই প্রকল্পে ২৫ কোটি টাকা মঞ্জুরী ছিল সেটা পি ডব্লিউ. ডি'র কাছে দেওয়া হয়েছে। তারা প্রায়রিটি অনুযায়ী কাজ হাতে নিয়েছেন। আর এই বছর ২০০১ ০২ এই বছরে যে মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে সেটা গত বছরের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদাভাবে দেওয়া হয়েছে। এবং নতুনভাবে গাইডলাইনের ভিত্তিতে এই কাজটা শুধু করা হয়েছে। সে জন্য গত বছরে ডি এম. সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের চিঠি দিয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু এই বার দেওয়া হয়েছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা যে অভিযোগ করেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্কুলগৃহ নির্মাণের জন্য অনুরোধ করেছি এবং প্রস্তাব দিয়েছি এবং পূর্ত মন্ত্রীর কাছে রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছি, তারপর স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে স্বাস্থ্যের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়ে চিঠি লিখেছি। তার জন্য তো এখানে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু পি. এম. ডি. এস. ওয়াই'তে প্রস্তাব দিলে তার উপর আলোচনা করার কোন সুযোগ নাই। কাজেই এখানে রাজ্য সরকারের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে দেখবেন কিনা কারণ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে এই ব্যাপারে একটা ক্রাইটিরিয়া যাতে করা হয় তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নির্দেশ দিলে ভাল হবে বলে মনে করি। এই কারণে যে গুরুত্বপূর্ণ হিসাব একটা ক্রাইটেরিয়া যাতে ডি. এম. ফলো করেন এই সম্পর্কে মাননীয় মান্ত্রী মহোদয় যদি নির্দেশ দেন তাহলে ভাল হয়।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, নিশ্চয় প্রস্তাবটা খুব ভেলিড জেলা শাসকদের আরও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হবে। যাতে এলাকার জনপ্রতিনিধির দাবীগুলি কিভাবে ইনক্লুড করা যায় তা দেখতে বলা হবে। চার জেলায় আমাদের চারটা পি. আই. ও আছে। তার সাথে জনপ্রতিনিধিদের মতামত আরও কিভাবে লিংক করা যায় বা ইনভলভ করা যায় তা দেখা হবে। পি. ডব্লিউ. ডি. কাজটা করছে। আমরা এই বিষয়টা আগামীদিন মনিটর করার চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ নাথ মহোদয়।

শ্রী সুবোধ নাথ (কদমতলা) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ১৩৬।

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ১৩৬।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমার পদ্মপুর এবং পানিসাগরে সরকারী উদ্যোগে হিমঘর স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২) থাকিলে কবে নাগাদ চালু করা হবে বলে আশা করা যায়? এবং

৩) না থাকিলে তাহার কারণ কি?

১) ধর্মনগর মহকুমার পদ্মপুরে কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের কোন পরিকল্পনা নেই। তবে পানিসাগরে নন লেপসেবল পুল-এর আওতায় একটি ৩০০০ মেঃ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের প্রস্তাব বিবেচনাধীন।

২) প্রস্তাবটি অনুমোদন হলে কাজ শুরু করা যাবে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী বিল্লাল মিঞা। উনি অনুপস্থিত। শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয়।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ— মিঃ স্পীকার স্যাব, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ১২৫।

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যাব, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ১২৫।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, এই রাজ্যে জোত জমির গাছ কাটার পারমিট ইস্যু করা নিষিদ্ধ?

২) যদি সত্য হয়, তবে তা কোন সনের কত তারিখ থেকে কার্য্যকর করা হয়েছে?

৩) এধরনের আদেশের কারণ কি? এবং

৪) এধরনের আদেশের কোন সংশোধনীর জন্য দপ্তর কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) রাজ্যে জোত জমির গাছ কাটার পারমিট ইস্যু নিষিদ্ধ হয়েছে ২৩শে এপ্রিল ২০০১ ইং সন থেকে।

৩) ২০২ ওয়াগন ভর্ত্তি বৈধ কাট তিনসুখিয়া এবং দিল্লী অন্যান্য রেলস্টেশনে ধরা পরার কারণে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট এই আদেশ জারী করেন।

৪) মাননীয় সুপ্রিমকোর্টের আদেশ মুলে রাজ্য সরকার গত ২০শে জুলাই, ২০০১ ইং সনে আইন নির্দেশবলী তৈরী করে কেন্দ্রীয় বন মন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়। গত ২৯শে অক্টোবর ২০০১ ইং সনে এই বিজ্ঞপ্তির অনুমোদন কেন্দ্রীয় বন মন্ত্রক থেকে আসে। আগামী মন্ত্রী পরিষদের মিটিং-এ উক্ত প্রস্তাব উপস্থাপন করা হবে এবং অনুমোদিত হলে বিজ্ঞপ্তি জারীর পর জোত জমির থেকে গাছ কাটার আদেশ নিয়মানুসারে কার্য্যকর করা হবে।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গাছের পারমিট বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। কারণ তার সঙ্গে অনেক ফার্নিচার দোকানের মালিক, শ্রমিক ও কাঠ ব্যবসায়িরা যুক্ত। গত ১৯৯৮ সনে পারমিট বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে দুই জন শ্রমিক মারা গেছে এবং একজন লোক মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে উদয়পুরে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে এই ব্যাপারে আগামী মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা হবে। এখন আমার প্রশ্ন এটা কবে এবং কখন হবে এবং সংশোধিত আকারে পারমিট ইস্যু করা হবে কিনা?

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ— ঘটনাটা খুবই দুঃখজনক। তবে করার কিছুই নেই. সুপ্রিমকোর্টের আদেশ। সংশোধনী করা যাবে কিনা এটা মন্ত্রিসভার বৈঠক হলে পরেই বলা যাবে।

শ্রী মানিক দে (মজলিশপুর) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ঘটনাটা দুঃখজনক। এবং সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে সেগুলি বন্ধ করা হয়েছে। এখন আমার প্রশ্ন এই নির্দেশে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে রাজ্যের স-মিলের সঙ্গে যুক্ত বিরাট অংশের শ্রমিক সেখানে কাজ পাচ্ছে না। এই সম্পর্কে দপ্তরের অবগত আছে কিনা?

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ— স-মিলের প্রশ্নটা আলাদা। এটা আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে পরে আমি উত্তর দিতে পারব।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে স-মিলটি সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুসারে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে বলেছেন যে, রাজ্যের সমস্ত স-মিলগুলিকে একই জায়গাতে এনে লাইসেন্স ইস্যু করে কাজ করানোর জন্য। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা? এবং এই ব্যাপারে রাজ্যের বন দপ্তর কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, আর এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে কাঠ কাটা বন্ধ হয়ে গেছে। মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা রাজ্যের মনুঘাট থেকে শুরু করে সাব্রুম, বিলোনিয়ার বর্ডার আর ধনপুর দিয়ে কোটি কোটি টাকার বনজ সম্পদ বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবং দপ্তরের মন্ত্রীর কাছেও চিঠি দিয়েছি কোন জবাব দেন নাই এবং কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। আর আমাদের রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা কাঠ-ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাদের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিবেন কিনা?

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ— গাছ চুরির ব্যাপারে বলা মুশকিল। আপনার কাছে যদি কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকে তাহলে দপ্তরে জানাইতে পারেন। আর স-মিল বন্ধের ব্যাপারে স-মিলের মালিক, শ্রমিক এবং আমরা মিলে আবেদন করেছি যে স-মিল বন্ধ করাটা ঠিক হবে না এবং আমাদের আবেদনটা মেনে নেওয়ার জন্য।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ— স্যার, উত্তরটা পরিষ্কার না। সুপ্রিমকোর্ট থেকে নির্দেশ দেওয়ার পরে রাজ্যের স-মিলগুলিকে কোথায় কোন জাগাতে বসাতে হবে রাজ্যের বন দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে। সেই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যারা স-মিল স্থানান্তরিত করবে তাদের সেই বহনের খরচ রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যাদের স-মিলগুলি এক জায়গাতে আনবে তার জন্য যে সিফটিং খরচ সেটা রাজ্য সরকারকেই বহন করতে হবে। এবং তার জন্য জায়গাও রাজ্য সরকার দেবে। রাজ্য সরকার জায়গাও দেয়নি এবং সিফটিং খরচও দেয়নি। এই স-মিলের মালিকরাই তাদের নিজেদের খরচে সরকারের নির্ধারিত জায়গাতেই তারা স-মিল করেছে এবং সেই অনুসারে তাদেরকে পারমিটও দেওয়া হয়েছে। এখন আমি জানতে চাইছি সরকারী নিয়ম-নীতি মেনে ঐ জায়গাগুলিতে যারা গিয়েছে এবং তাদের কাঠগুলি এখনো পড়ে রয়েছে সেই কাঠগুলি চিড়ানোর জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে? এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাইছি।

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স-মিল বসানোর ব্যাপারটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের। কিন্তু লাইসেন্স ইস্যুটা হচ্ছে বন দপ্তরের ব্যাপার। লাইসেন্স ইস্যুটা আমরা করে দিয়েছি। ক্লাস্টার ভিলেজ এবং ক্লাস্টার স-মিল করার জন্য ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট উদ্যোগ নিয়েছে এবং তারা বসিয়েছে সব জায়গায়। কিন্তু সুপ্রিমকোর্টের আদেশমূলে স-মিলকে বন্ধ রাখতে হবে যদি ফরদার অর্ডনার না হয়। এই আদেশ মূলেই আমরা স-মিলগুলিকে বন্ধ রাখার আদেশ দিয়েছি। এবং এই ব্যাপারে সব মিলে, স-মিলের মালিক, শ্রমিক, এবং বন দপ্তরের যে অফিসারগণ আছেন এবং সমগ্র মিলে আমরা আবেদন করেছি যে স-মিলটা বন্ধ রাখা ঠিক হবে না। স-মিলের ব্যাপারে যত তাড়াতাড়ি পার সমস্যাটার সমাধান কর। বেশি দিন হয়নি ১ মাস হয়েছে বন্ধ আছে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে সুপ্রিমকোর্টের রায়ে জোত জায়গাতে গাছ কাটা বন্ধ রয়েছে। তীর্থমুখ এলাকায় কালাজারী পাহাড় এলাকায়, ভগবানটিলা এলাকাতে, রামভদ্র এলাকাতে

সুপ্রিমকোর্টের রায়ে কিনা জুম চাষ বন্ধ রয়েছে এবং কোন সুপ্রিমকোর্টের অর্ডার মূলে আমরা দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় দেখছি স্বয়ং বনমন্ত্রী এবং বিধায়ক অনিল চাকমা পেচারথল এলাকাতে উনারা জুম চাষ করে যাচ্ছেন। কিছুদিন আগে আমি তীর্থমুখ এলাকা পরিদর্শন করেছি, সেখানকার লোক আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে জুম চাষ করতে তাদেরকে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট বাধা দিচ্ছে। গত বৎসরও তাদেরকে বাধা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৩ইং সালে জন জুমিয়ার বিরুদ্ধে কেইস করা হয়েছিল। এবং দীর্ঘ ২ বৎসর কেইস চলার পর অমরপুর কোর্টে শেষ পর্যন্ত এটার মিমাংসা হয়েছে। এখন সেখানে জুম চাষ করতে সুযোগ দেওয়া হবে কিনা? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে স্পষ্ট জবাব আশা করছি।

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, জুম চাষের উপর আমরা কোন বাধা নিষেধ আরোপ করিনি। মাননীয় সদস্য আপনার কাছে যারা অভিযোগ করেছে সেই অভিযোগকারীরা যদি আমার কাছে পিটিশান করেন কোন রেঞ্জার বা কোন ফরেষ্টার তাদেরকে বাধা দিয়েছে জানতে পারলে খুশি হব।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমন) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ব্যবহারিক প্রয়োজনে যে গাছ কাটা সেটা না হয় বন্ধ থাকুক কিন্তু জোত জমি থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ১/২টা গাছ যেমন আম গাছ, কাঁঠাল গাছ কেটে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা, বর্তমানে যে নির্দেশ আছে সেটা বন্ধ করা হবে কিনা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নিজের জমিতে যে গাছ আছে সেই গাছ কেটে ব্যবহারের সুযোগ করার জন্য আগামী কেবিনেট মিনিং-এ বিবেচনা করা হবে কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি এটা খুব প্রাসঙ্গিক এবং আমাদের রাজ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা বর্তমান সরকারে আমরা যখন দায়িত্ব নেই তার আগে থেকেই রাজ্যের স-মিলগুলো বন্ধ ছিল এসে আমরা এগুলো পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করি স-মিলের যারা মালিক বন্ধুরা তারা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সমস্ত কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যেটা দেখা গেল যে এটা সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশেই এটা বন্ধ আছে এবং নতুন করে স-মিল চালু করতে গেলে তারা কতকগুলো বিশেষ নির্দেশিকা জারি করছে এবং সেই নির্দেশ মতে রাজ্য সরকার যদি কোন প্রস্তাব পাঠান সেগুলো তারা আবার পরীক্ষা করেন। এটা যেমন আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য আসামকে সেন্টার করে সেখানে একটি রিভিউ কমিটি করেছে। এবং এই রিভিউ কমিটির রিপোর্ট উপরে যাওয়ার পর আবার সুপ্রিমকোর্টের সরাসরি তত্ত্বাবধানে আরেকটি কমিটি আছে। তারা এগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেগুলো তারা দেন। এবং সুপ্রিমকোর্ট যে উদ্দেশ্য নিয়ে করছে আমি মনে করি এই উদ্দেশ্যটা ভাল ইকলজিকেল ব্যালেন্স মেইটেইন করার জন্য যেভাবে বেআইনভাবে গাছ কাটা হচ্ছে সেটা বন্ধ করার লক্ষ্যে এটা করা হয়েছে। এবং সেখানে আমরা বর্তমান সরকার ফরেষ্ট দপ্তর এবং শিল্প দপ্তর এই দুটোকে এক সাথে করে আমরা আলোচনা করি এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যারা নাকি স-মিল এর মালিক তাদের সমস্ত আবেদনপত্র আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের দিক থেকে কিছু ত্রুটি আছে যে সমস্ত তথ্যাদি এই সমস্ত কমিটির তরফ থেকে চাওয়া হয়েছিল সময় মত এই তথ্যাদি দেন নি। অথবা যে তথ্যাদি দিলে তাদের অসুবিধা হয় সেগুলো তারা চেপে গেছেন এই সমস্ত কারণে এগুলো অনেক সময় নিয়েছে। যাই হউক আমরা সর্বোচ্চ স্তরে বসে আলোচনা করে কতকগুলো এরিয়া আমরা চিহ্নিত করি তাতে আবার স-মিলের মালিক বন্ধুরা কতকগুলো নির্দিষ্ট এলাকার প্রতি বিশেষ তাদের যা আছে এটা ব্যবসার খাতিরে তারা মনে করেন যে জায়গাটা হয়তো সরকার চিন্তা করছে। এই জায়গায় গেলে পরে তাদের মিলের খুব একটা সুবিধা হবে না। তারা তাদের সুবিধা মত কতকগুলো জায়গা তারা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাদের যে জায়গা সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলি, কিন্তু আমাদের কথার উপর ভিত্তি করে যারা ক্লেয়ারেন্স দেন তারা সেটা তাতে রাজি না। যাই হউক টানাপোড়নের মধ্যে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এটা সেটেস ডাউন করুন। আবার তারা সেগুলো নতুন করে শুরু করেন এবং সেখানে সুপ্রিম কোর্টের এই স-মিলগুলো চালু করতে যাওয়ার আগে একটি সুনির্দিষ্ট কিছু নির্দেশ আছে এই সময়ের মধ্যে যে ইলিগেল ফিলিং যে গাছগুলো ধরা হয়েছে সেগুলো তারা বলেছে এগুলো ক্লিয়ার করতে হবে। এগুলো প্রথমত বিক্রি করার চেষ্টা করতে হবে। যাতে একেবারে

ক্লেয়ার করে আবার স-মিল-এর কাজ শুরু করবে। যে সময় সীমাটা নির্ধারণ করে দেওয়া হয় স-মিলের নতুন করে লাইসেন্স দেওয়ার পর তারা যখন শুরু করে তখন আমাদের বন দপ্তরের পক্ষ থেকে এই সময়সীমার মধ্যে যে যে কাঠ এই কাঠ যতটা সম্ভব বিক্রি করা এবং বিক্রি করা হয়েছে আর কিছু কাঠ নষ্ট হয়ে গেছে এগুলো আর বিক্রি করার যোগ্য না। এ গুলো কিনতে চাইছে না কেউ। কাজেই, এগুলোতে আর কিছু করতে পারছে না এই রিপোর্ট তাদের কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু সব কিছু করেও এটা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নাই যে বেআইন গাছ কাটা পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি এবং আমাদের অসুবিধা হচ্ছে আমাদের এখানকার গাছ হয়তো যায় ততটা বেশী হয়তো রেল লাইনে নিয়ে যায় না কিন্তু যেহেতু আমরা সীমান্তবর্তী ফলে গাছ কেটে নদীতে ফেলে বাংলাদেশে নিয়ে যাচ্ছে। এটা আটকানোর কোন সুযোগ নেই আমাদের। এবং গভীর জঙ্গলে দেখা যাচ্ছে এই যে পুরানো পদ্ধতিতে গাছ কাটা এই ধরনের করাত আছে গাছ কাটার ব্যবস্থা হচ্ছে সেগুলো ধরবার চেষ্টা হচ্ছে। এই জায়গায় ইলিগেল ফিলিং যেগুলো ধরা হচ্ছে সেই কাঠ আবার আসছে ফরেষ্ট ডি. এফ. ও'তে। এই সম্পর্কে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আবার চিঠি লেখা হয়েছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে, এই ইলিগেল ফিলিং যেগুলো হলো এগুলো নতুন করে লাইসেন্স দেওয়ার পর যে আমরা শুরু করলাম, স-মিলে এখন আবার যে বেআইনি কাঠ ধরা পড়ল এগুলোতে আমাদের ডিসপোসাল করতে হবে তাহলে তোমরা আমাদেরকে পারমিট দাও আমরা যাতে করতে পারি। সরকার যখন প্রয়োজন মনে করবে তখন সরকার নিয়ে নেবে এবং টাকাও দিয়ে দেবে। কিন্তু সব কাঠ তো আর সরকারের লাগবে না, কাজেই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অনেকেই কাঠ চান, তাদের কাছে যাতে আমরা এই কাঠটা বিক্রি করতে পারব কিনা? আবার যখন পারমিশান চাওয়া হলো তখন সুপ্রিম কোর্ট বলল যে, কাঠ রেখে আর পারমিশান দেওয়া হবে না। কাজেই যতক্ষণ এটা ক্লেয়ার না হবে ততক্ষণ এই স-মিলগুলো ইমিডিয়েটলি বন্ধ করে দাও। আমাদের ফরেষ্ট দপ্তর যে সমস্ত কাগজপত্র পাঠানো হয়েছিল সুপ্রিমকোর্টকে এই ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য ইউনিয়ন ফরেস্ট মিনিষ্ট্রিতে একজন নির্দিষ্ট অফিসার আছেন এবং সেখানে মাঝামাঝি জায়গায় একজন এড্ভোকেট আছেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা কি এডভোকেটের সঙ্গে কথা বলে সুপ্রিমকোর্টে নিচ্ছে। আমাদের প্রোগ্রাম হচ্ছে যখন এই বিষয়গুলো নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে আমাদের অফিসার উপস্থিত ছিলেন ফরেষ্ট দপ্তরের কাগজপত্র নিয়ে এবং যখনই বলার চেষ্টা হচ্ছে আমাদের যে অফিসার ছিলেন তিনি বললেন যে আমরা তো সমস্ত কাগজপত্র পাঠিয়েছি এগুলো পরীক্ষা করে তারপরে সিদ্ধান্ত নিন। ডি. এম. ও'তে কাঠ আছে কিন্তু কাঠ থাকার কারণটা কি এটা শুনতে চাইল না সুপ্রিমকোর্ট, শুধু এক তরফা সিদ্ধান্ত করে বলে দিল ইমিডিয়েটলি এটা বন্ধ কর। আমাদের যখন প্রস্তাব আসল আমরা সঙ্গে সঙ্গে ল দপ্তরের সঙ্গে কনসালট করলাম। ফরেষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কনসালট করলাম এই ভাবে যদি দীর্ঘদিন চলতে থাকে তাহলে আবার যদি স-মিলগুলো বন্ধ হয়ে যাবে এবং সমস্যা দেখা দেবে মালিক হয়তো ৬৪ জন কিন্তু প্রত্যেকটিতে ৭ থেকে ১০ জন করে শ্রমিক কাজ করে তাতে বেশ কয়েকশো লোকের কাজের সংস্থান বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে নেগেটিভ কথা গুলো এফেক্ট হবে। কিন্তু স-মিলের সিদ্ধান্ত মানতেই হবে। আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুপ্রিমকোর্টের যে রায় এটার জন্যই আমাদের বন্ধ করতে হল। এবং আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের লোকদের ডাকলাম, আমাদের যে অফিসার বন্ধু দেখাশোনা করেন মিঃ খান, এর আগে স-মিলের মালিক বন্ধুরা দেখা করলেন, আমরা বললাম আপনারা জানেন সবটা এবং সেই জায়গায় আমরা বলেছি ইমিডিয়েটলী সুপ্রিমকোর্ট আমাদের আবার ক্লিক করার ব্যবস্থা কর এবং নেকস্ট হিয়ারিং এর তারিখ হয়েছে সম্ভবত মিডল অব জানুয়ারী, এর আগে আমাদের উপায় নেই, আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। মালিকদের আমরা বলেছি, তারা আমাদের কাছে এডভাইস চেয়েছেন যে এই জায়গায় আমাদের কিছু করণীয় আছে কিনা, আমরা শুধু এইটুকুই বলেছি আপনারা একটা কাজ করতে পারেন কোন অভিজ্ঞ উকিল বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে এই বিষয়টা হলো তাতে আপনাদের যে অসুবিধাগুলি হচ্ছে বা সরকারের দিক থেকে সুপ্রিমকোর্টের যে নির্দেশগুলি দিচ্ছে সেগুলি আমরা সবটাই ঠিক ঠিক ভাবে পালন করার চেষ্টা করছি। তা সত্ত্বেও বন্ধ করে আপনাদের যে অসুবিধায় থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য

আপনাদের যাতে সাহায্য করে এর জন্য আপনার ইউনিয়ন ফরেষ্ট মিনিষ্ট্রির কাছে একটা রিপ্রেজেনটেশান দিন এবং একটা কপি যাতে আইনের দিক থেকে কোন অসুবিধা না থাকে তাহলে সুপ্রিমকার্টের দৃষ্টিতে নেওয়া যায় কিনা আমি জানি না, সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যদি উকিল বন্ধুবা এডভাইস করেন তাহলে সেখানে পাঠাতে পারেন। এটা তাদেরকে আমরা বলি এবং আমরা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টকে বলি আমাদের ওখানে যারা উকিল আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে গিয়ে যাতে নেকস্ট যে হিয়ারিং এর সময় আলোচনা করে এটাকে শেষ করা যায় এবং এটা একটা প্রতিনিয়ত সমস্যা এবং ইলিগেল ফিলিং সম্পর্কে যেটা বলেছেন এটা তো ঘটনা এটা তো বন্ধ করা যাচ্ছে না হয়তো কোথাও কমেছে কোথাও বেড়েছে তার জন্য ফরেষ্ট প্রোটেকশানের যে ফোর্স আমরা নতুন করে কিছু লোক নিচ্ছি প্রায় ২০০ এর মত নিচ্ছি এবং পুরানো যারা আছেন কম বয়স তাদেরকে আমরা ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করছি এবং যাতে তারা এখানে উন্নত মানের অস্ত্রাদি ব্যবহার করতে পারে, আর নতুন যারা তাদেরকে আমরা এই ট্রেনিং দিয়ে দুটোকে এক সাথে করতে পারলে ভাল, আবার হবফ করে বলা যাবে না যে এটা না মানলে পরেই গাছ কাটা বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু এটা প্রিভেনটিভ মেজার হিসাবে আইনের পাশাপাশি কতগুলি কার্যকরী প্রশাসনিক পদক্ষেপ যে আমরা নিতে পারি সেইগুলির মধ্যে এইগুলি হচ্ছে অন্যতম আর ফেনসিং যদি চলে আসে এটার খানিকটা সাহায্য করতে পারে। এই হচ্ছে মোটামুটি বিষয়টা এবং এটা সত্যি আমাদের রাজ্যের মত একটা ছোট্ট রাজ্য শিল্প বলতে কিছু নেই তাতে স-মিলগুলিকে ভিত্তি করে চলছে এটা অসুবিধা হচ্ছে, মাননীয় শ্যামাবাবু যেটা বললেন একই ঘটনা যেটা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, আমরা তাজ্জব কারণ গাছ লাগানোর জন্য আমরা বলছি গাছকে ভিত্তি করে নিজের জোতের জায়গায় যদি কেউ গাছ করেন এটা তার একটা অর্থোপার্জনের মাধ্যম, এটা সময় এই গাছ বিক্রি করে হয়তো কেউ তার মেয়ের বিয়ে, ছেলের পড়াশুনা, চিকিৎসা, ঘর-বাড়ী প্রয়োজনে তো লাগেই, এটা যখন বন্ধ করে দিল কি অদ্ভুদ ব্যাপার, কোথায় আপনার আসামের কোন রেল গাড়ীর ওয়াগন গাছ দেখেছে তার জন্য ত্রিপুরা, শুধু ত্রিপুরা না নর্থ-ইষ্টের সমস্ত জোতের গাছ কাটা বন্ধ করে এবং এর পরে যখন কতগুলি নির্দেশ পাঠিয়ে দিল বলল তোমাদের বক্তব্য পাঠাও, আমরা পাঠিয়েছি এবং আমরা যে বক্তব্য পাঠিয়েছি তারা যে সমস্ত স্বর্ত দিয়েছেন এইগুলি মানলে পরে কেউ গাছ লাগাবে না। গাছ লাগাবার আছে রেজিষ্ট্রেশান করতে হবে, একটা সারটেইন টাইমের পরে গাছটা কতটুকু হলো তার পরে ফারদার রেজিষ্ট্রেশান করতে হবে, এই মিয়ন মেনে আগামীদিনে কারোর কাছে গাছ লাগানোর জন্য যে উৎসাহিত করার বিষয়টা এটা সম্ভব না, আমরা এটা পরীক্ষা করে দেখছি, আমাদের ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট, ল উভয় মিলে এটার থেকে ফাঁক বের করে এবং প্রকৃত যারা নিজেদের জোত জমিতে গাছ লাগান এবং এটাকে ভিত্তি করে তাদের যে আর্থিক অসংগতি এটা দূর করার ক্ষেত্রে খানিকটা সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করেন, তাদের কি করে আমরা সাহায্য করতে পারি তার উপর মেমোরেন্ডাম তৈরী করতে বলা হয়েছে, দিজ ইজ প্রিপেয়ার্ড, আমরা নেকস্ট যখন কেবিনেট মিটিং-এ বসব এটা পরীক্ষা করে যদি আমাদের দিক থেকে গ্রহণ করার কোন অসুবিধা না হয় বা এটা যাতে আপনার রিপেগন্যান্ট না হয়, সেন্ট্রাল গভার্নমেন্টের যে ফরেষ্ট অ্যাক্ট, তাহলে পরে আমরা নিশ্চয়ই এটা করতে পারব, তাতে হয়তো খানিকটা রিলিফ দেওয়া যেতে পারে। আইনিভাবে সবাইকে বোধহয় আমাদের তরফ থেকে সমানভাবে বলা দরকার এবং এইগুলি যদি আমরা বন্ধ করতে না পারি ইকোলোজিক্যাল ব্যালেন্স যেমন নষ্ট হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে এটা মানে কিছু অপরাধ প্রবণতার মধ্যে দিয়ে বাড়ছে এটা বন্ধ হওয়া উচিত, এটা আমাদের সবার দিক থেকে বলা উচিত।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ১৮৩।

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ১৮৩।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে বন্য হাতির সংখ্যা কত?

২) গত ২০০১ ইং এপ্রিল মাস থেকে ২০০১ ইং নভেম্বর মাস অব্দি সময়ে বন্য হাতির আক্রমণে কতজন মানুষ খুন হয়েছেন?

৩) উপরোক্ত সময়ে বন্য হাতির আক্রমণে রাজ্যে ঘর-বাড়ী, ফসল সহ কি পরিমাণ সম্পদের ক্ষতি হয়েছে?

উত্তর

১) সম্প্রতি রাজ্যে হাতি সুমারীর তথ্য অনুযায়ী মাট হাতির সংখ্যা ৪০টি।

২) উক্ত সময়ে একজন মহিলা বন্য হাতির আক্রমণে মৃত্যুবরণ করেছে।

৩) উপরোক্ত সময়ে ঘর-বাড়ী, ফসল সহ মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা।

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত ২০০০ ইং এপ্রিল থেকে ২০০১ ইং এর নভেম্বর মাস অব্দি, মাননীয় মন্ত্রীর তথ্যের মধ্যে একজন মহিলা মারা গেছে হাতির আক্রমণে। কিন্তু আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখেছি হাতির মাহুত একজন মারা গেছেন এবং আরও কোথাও কোথাও মারা গেছেন। াামার মনে হয় তথ্যটা সঠিকভাবে আসেনি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এটা দেখার জন্য। এবং ক্ষতির পরিসংখ্যানটা দপ্তরের তথ্যাতে যেটা দেখানো হয়েছে সেটা সঠিক নয়। আমি ব-াব খোয়াই বিভাগে একেবারে শ্রীরাম খরা থেকে শুরু করে কৃষ্ণপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা, মহারাণীপুর, তুইচীনরাই,তারপর শান্তিরনগর বিস্তীর্ণ গাঁও পঞ্চায়েত (সাত-আটটা) গত দুই/তিন বছর যাবৎ অত্যন্ত তিন-চারশো পরিবার তাদের বাড়ী-ঘর সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে দিয়েছেমগ ১৩/১৪টা হাতি সবসময় এই গ্রামগুলিতে থাকছে। মাননীয় মন্ত্রী একবার গিয়ে এসেছেন উনার জানাও আছে। ১৩/১৪টা হাতির মধ্যে মানুষ দুইটা হাতির তান্ডবে অতিষ্ট হয়ে এই দুইটা হাতিকে তারা খুন করেছে। একটা বিদ্যুতের তার দিয়ে 'এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন, সম্পদ যেখানে বিপন্ন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি দপ্তর এখনও সঠিক তথ্য মন্ত্রীব কাছে দিতে পারেনি। হয়তো এই হাতির দ্বারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা এই গ্রামগুলি ছেড়ে চলে এসেছেন শহরের আশেপাশে তারা এখন কোথায় যাবেন। গ্রামগুলি এখন প্রায় শূণ্য। বন্য হাতি এখন জমির ফসল নষ্ট করছে না তারা বাড়ী-ঘর দেখে দেখে আক্রমণ করছে। মানুষ ঘরে ধান রাখছে না, অন্যত্র যেখানে রাখছে সেখানে গিয়েও নষ্ট করছে। মানুষের জামা, কাপড়, লেপ তোষখ পর্যন্ত হাতিগুলি খেয়ে ফেলছে। হাতিগুলি এমন পরিমাণ নষ্ট করছে কিন্তু দপ্তব থেকে ক্ষতির পরিমাণের হিসাব দিয়েছেন ৬ লক্ষ টাকা। আমি মনে কবি ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আমাদের বিভাগেই ৫০ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যাবে।. অত্যন্ত কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এটা আমার হিসাব এটার সঠিক্ অনুসন্ধান করা দরকার। এবং দুর্গত মানুষ যারা গ্রামগুলি ছেড়ে এসেছেন তাদের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা এবং জানাবেন কিনা?

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, দুই-তিন বছরের হিসাব চাওয়া হয়নি মাত্র ৬ মাসের হিসাব চাওয়া হয়েছে। ৬ মাসের হিসাবে ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে সেটাই জানানো হয়েছে। আমরা এই হাতির হাত থেকে মানুষের সম্পত্তি বাঁচানোর জন্য গত বছরও প্রায় ৮৬ হাজার টাকা খরচ করেছি হাতি তাড়ানোর জন্য। এটা লোক দিয়ে খেদানো আর হাতিগুলিকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য হাতি এনে চেষ্টা করা হয়েছে। পটকা এবং অন্য যা কিছু দরকাব সব কেনা হয়েছে তা সত্ত্বেও হাতিগুলিকে তাড়ানো যায় নি। কিছুদিন বন্ধ ছিল তার পরে হাতিগুলি আবার এসে পড়েছে। এইভাবে তাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এইবারও কিছু চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে হাতিগুলিকে কিভাবে তাড়ানো হবে। যে যে রাজ্যে এইভাবে হাতি দ্বারা আক্রান্ত হয় এই রাজ্যগুলিতে হাতিকে কিভাবে নিঃঅস্ত্র করা যায় সেই বিষয়ে আমরা খোঁজ-খবর নিচ্ছি এইবার নিশ্চয়ই একটা পদক্ষেপ নেওয়া হবে ক্ষতিপূরণ বাবদ। ক্ষতিপূরণটা বন দপ্তরের ব্যাপার না, এটা রাজস্ব বিভাগের ব্যাপার। এটা ডি. এম. দেখবেন কি কতটুকু হয়েছে এবং তার এ্যাসুরেন্স এসেজমেন্ট যদি করতে হয় এবং গভর্নমেন্ট থেকেও ক্ষতিপূরণ কিভাবে দেওয়া যায় সেটা ডি. এম. দেখবেন।

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ— মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে ক্ষতিপূরণ বিষয়টা সেটা রেভিনিউ দপ্তরের। ৬ লক্ষ,

টাকা যদি নির্ধারণ হয় তাহলে ক্ষতির পরিমাণ দেওয়া বিষয়টা উল্টোপাল্টা তো হবেই। ক্ষতির পরিমাণ ৬ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। সেটা সঠিক না। এই বিধানসভায় হাতির আক্রমণ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। দপ্তর বিষয় নিয়ে অফিসাররা সেখানে দেখেছেন। এক বছর আগে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী দেখার জন্য প্রস্তাব রেখেছিলাম। সেখানে হাতিকে ধরার জন্য সেই সমস্ত করা যায় কিনা। বাইরের রাজ্যে গ্রামগুলিতে মাঝে মাঝে এইটির ব্যাপার ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা। সেটা এক বছর হয়ে গেল এর মধ্যে লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেল। এই জিনিসগুলি দেখা বা গুরুত্ব দেওয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধ্বংস হয়ে গেছে এই বিষয়টা দেখবেন কিনা।

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ— নিশ্চয় গুরুত্ব দিয়ে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ— সময় খুব কম বলুন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— মহারাণীপুরে যাচ্ছিল, সেখানে হাতির আক্রমণ করে যারা মারা গিয়েছিল এই সংখ্যাটা মনে হয় এখানে দেওয়া হয়েছে। এবং এর আগেও বর্মণ কলোনীতে যে দুইজন মারা গেছে এই সংখ্যাটা এখানে আছে কিনা এই এ. টি. টি. এফ বা এন. এল. এফ. টি. হাতে যে দুইজন মারা গেছে সেখানকার কয়েক জনের নামে কেইস করা হয়েছে। এবং হুক লাইন টানতে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কেইস করা হয়েছে। এ. টি টি. এফ. যদি এন. এল. এফ. টি'কে মাননীয় সদস্য কথাটা বলেছেন রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের এই রকম ঘটনায় যারা মারা গেছে যড়াদের বাড়ী-ঘর নষ্ট হয়ে গেছে এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা এবং গৃহহীন মানুষের পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন কিনা।

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, জঙ্গলের হাতির মালিক বন দপ্তর। তুফান যদি বাড়ী-ঘরের ক্ষতি করে তাহলে তুফানকে তো আর দোষি করা যায় না। এব্যাপারে রিলিফ যদি চাইতে হয় তাহলে ডি এম. এর কাছে চাইতে হবে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, হাতির যে সমস্যাটা এটা আসলে কয়েক বছর যাবৎ বেড়েছে। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টেরই এই বিষয়টা দেখার বিষয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখন বনাঞ্চলে মানুষের বসতি এমনভাবে বেড়েছে তাতে তাদের খাওয়ার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে একটা বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা নেবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। হাতি তো এইভাবে মারা যাবে না, এটা বেআইনি কাজ হয়ে যাবে। আগরতলায় একটা ষাঁড় মারা গেল না, রাত দুটো পর্যন্ত এটার মৃত্যুর জন্য বসে থাকতে হয়েছিল। এখানে আইনের ব্যাপার রয়েছে। কে দায়িত্ব নেবে। পুলিশকে বলা হলে তারা বলছে আমরা কিভাবে গরুটাকে মারব। আমরা তো মারতে পারি না। আইনের ব্যাপার রয়েছে। এই বিষয়গুলি আছে। আমার অবশ্য গতকাল মাননীয় বনমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কথা হয়েছিল। উনি বললেই ভাল হতো যে পশ্চিমবঙ্গে তারা কিভাবে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনার চেষ্টা করছে। তারা কি প্রসেস নিয়েছেন এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বেং এটা এখানে কার্য্যকরী করা যায় কিনা দেখা দরকার। তারপর যদি দরকার হয় তখন গিয়ে দেখে আসা অথবা ওখান থেকে লোক এনে একটা কিছু করতে তো হবে। তবে এটা ঘটনা যে সবটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। এটা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। যে সমস্ত পরিবারগুলি হাতির আক্রমণে এমনিতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা সরকারের কাছে সাহায্য চাইলে আমরা সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করব।

শ্রী কাজলচন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) ঃ— যারা হাতির আক্রমণে নিহত হয়েছেন তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— হাতির আক্রমণে নিহতদের সমপের্ক চট করে কিছু বলা যাবে না। গত পরশুদিন এমনি একটা চিঠি পেয়েছি তাতে কিছু সাহায্য আমরা করেছি। নিহতদের সম্পর্কে চট করে কিছু বলা যাবে না। যদি কিছু করার সুযোগ থাকে তাহলে আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখব। আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে হাতির উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ করা। সেটার জন্য আপনারা নিশ্চয়ই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং আমরাও উদ্বিগ্ন। একটা জিনিস দেখতে হচ্ছে যে গোটা বিষয়টা আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নেই। এটাকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে হবে। সেটা আমরা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলোর উত্তরপত্রগুলি

এবং তারকা চিহ্নিত বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURE-A & B

OBITUARY REFERENCES

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো, ''স্মৃতিচারণ পর্ব''। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকের কার্য্যসূচীতে কয়েকটি স্মৃতিচারণ ও ধিক্কার প্রস্তাবের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। আমি এগুলি পর্যায়ক্রমে পাঠ করছি।

সমর চৌধুরী

আমি অতিব দুঃখের সঙ্গে ও শোকাপ্লুত হৃদয়ে সভাকে জানাচ্ছি যে, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য, বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন অন্যতম মন্ত্রী ও বর্তমান লোকসভা সদস্য সমর চৌধুরী গত ১০ই সেপ্টেম্বর সোমবার২০০১ ইং, দুপুর ২.১৫ মিনিটে নয়াদিল্লীর অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর।

শোষিত, নিপীড়িত, শ্রমজীবি এবং শ্রেণী সংগ্রামের অন্যতম বলিষ্ঠ নেতা সমর চৌধুরী উপজাতি, অনুপজাতি মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তিনি অনেকদিন দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান। তিনি ছয় দশকেরও বেশী সময় ধরে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় ১৯৩০ সালের জুন মাসে সমর চৌধুরীর জন্ম। ছাত্র অবস্থায় তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। দেশভাগের পর তিনি পশ্চিমবাংলার কোচবিহারে চলে যান। ১৯৫২ইং সালে লোকসভার নির্বাচনের পর কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে তিনি ত্রিপুরায় আসেন ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পান। তিনি ১৯৬২, ১৯৬৫, ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে গ্রেপ্তার হন এবং পাঁচ বছ জেলে ছিলেন। ১৯৭২, ১৯৭৮, ১৯৮৩, ১৯৮৮ ও ১৯৯৩ইং সালে তিনি সোনামুড়ার ধনপুর কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি স্বরাষ্ট্র ও রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯৮ সালে পশ্চিম ত্রিপুরার লোকসভা কেন্দ্র থেকে তিনি লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হনঙ্গ ১৯৯৯ সালেও তিনি পুনরায় সাংসদ নির্বাচিত হন।

এই সভা শ্রেদ্ধয় নেতার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

কে বিজয় ভাস্কর রেড্ডি

আমি অতিব দুঃখের সঙ্গে এই সভাকে জানাচ্ছি যে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা, অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং লোকসভার প্রাক্তন সদস্য কেটলা বিজয় ভাস্কর রেড্ডি দীর্ঘ রোগ ভোগের পর গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০০১ ইং তারিখ সকাল ১১.৪০ মিনিটে হায়দ্রাবাদের এপলো হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি কিছুদিন যাবত ফুসফুস ক্যান্সারের রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তার স্ত্রী, তিন কন্যা এবও দুই পুত্র বর্তমান।

প্রয়াত রেড্ডি পাঁচ দশকেরও বেশী সময় ধরে অন্ধ্রপ্রদেশের এবং সর্বভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিলেন। রয়েল সীমার লৌহমানব নামে পরিচিত রেড্ডি ছ'বছর লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। দু'দফার প্রথমবার ১৯৮২-৮৩ এবং দ্বিতীয়বার ১৯৯২-৯৪'তে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিজয় ভাস্কর রেড্ডি।

এই বিশিষ্ট নেতার মৃত্যুতে ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

মাধবরাও সিন্ধিয়া

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সভায় এক মর্মান্তিক হৃদয় বিদারক দুর্ঘটনার বিষয় উল্লেখ করছি। সেটি হচ্ছে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর, রবিবার ২০০১ ইং তারিখের এক বিমান দুর্ঘটনা। ঐদিন দুপুর ১২.৩৯ মিনিটে ১০ আসন বিশিষ্ট সেমনা সি-৯০ চাটার্ড বিমানটি দিল্লী থেকে কানপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। দুপুর আড়াইটা নাগাদ লক্ষ্ণৌ এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে বিমানটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপরই বিমানটি দুর্ঘটনায় পড়ে এবং একটি নদীর ধারে ধান ক্ষেতে ভেঙ্গে পড়ে। বিমানটিতে যাত্রী ছিলেন দেশের বিশিষ্ট নেতা, লোকসভার সদস্য এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাধব রাওয় সিন্ধিয়া। অন্যান্য যাত্রীরা ছিলেন মাধব রাও সিন্ধিয়ার ব্যক্তিগত সচিব, বিমান চালক, সহ-চালক এবং চার জন্য বিশিষ্ট সাংবাদিক। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় সকলেরই মৃত্যু হয়।

সর্বভারতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা মাধব রাও সিন্ধিয়া ১০ই মার্চ, ১৯৪৫ ইং সনে মুম্বাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তিনি গোয়ালিয়র রাজ পরিবারের সন্তান ছিলেন। মাত্র ২৬ বছর বয়সে ১৯৭১ সালে তিনি প্রথমবারের মতো লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর থেকে প্রতিটি লোকসভার নির্বাচনে তিন সদস্য নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন। ১৯৮৪ সালে রাজীব গান্ধী মন্ত্রিসভায় তিনি যোগ দেন এবং রেল দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্ব পালন করেন। সেই সময় রেল মন্ত্রকের উন্নয়নে বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রেলের উন্নয়নে সিন্ধিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। একজন দক্ষ প্রশাসক হিসাবেও তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৯৯১ সালে তিনি অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন, কিন্তু স্বল্পদিন পরেই এক বিমান দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি পদত্যাগ করেন। তিনি ১৯৯০ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বি. সি. সি আই) সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

প্রয়াত সিন্ধিয়ার মৃত্যুতে দেশ একজন কৃতী সন্তানকে হারাল আর দেশবাসী হারাল তাদের প্রিয়জনকে।

তাঁর মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিজনদের প্রতি জানাচ্ছে সমবেদনা।

শ্রীমতী মারাগাথাম চন্দ্রশেখর

আমি অতিব দুঃখের সঙ্গে সভাকে জানাচ্ছি যে, গত ২৬শে অক্টোবর, ২০০১ ইং তারিখ শুক্রবার রাত্রিতে প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী শ্রীমতী মারাগাথাম চন্দ্রশেখর স্বল্প রোগ ভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। শ্রীমতী চন্দ্রশেখরের এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

১৯৫২ সালে তিনি শ্রীপেরুমবুদু সংরক্ষিত আসন থেকে প্রথমবারের মতো লোকসভার সদস্যা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ৫ বার লোকসভার সদস্যা এবং ৩ বার রাজ্যসভার সদস্যা নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯১ সালে নির্বাচনে শেষবারের মতো শ্রীপেরুমবুদু থেকে শ্রীমতী মারাগাথাম চন্দ্রশেখর লোকসভার সদস্যা নির্বাচিত হন। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়ও যোগদান করেছিলেন এবং সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

বিশিষ্ট নেত্রীর মৃত্যুতে ত্রিপুরা বিধানসভা দুঃখ প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

বি কে নেহেরু

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এ সভাকে জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল ও বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ বি কে নেহেরু গত ৩১শে অক্টোবর, ২০০১ ইং হিমাচল প্রদেশের কসোলীতে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

প্রয়াত নেহেরুর জন্ম বর্তমান পাকিস্তানের লাহোরে। এলাহাবাদ ও দিল্লীতে তিনি পড়াশুনা করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন এবং নানা সমাজসেবামূলক কাজেও জড়িত ছিলেন। ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারী ত্রিপুরার প্রথম রাজ্যপাল হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর আমলেই গঠিত হয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পর্ষদ। পরবর্তীকালে তিনি জম্মু-কাশ্মীর ও গুজরাটের রাজ্যপাল হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কূটনীতিবিদ হিসাবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৯৮৫ ইং সালে তিনি

জওহর লাল নেহেরু মেমোরিয়্যাল ফান্ডের সচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এই বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি সমস্ত সদস্যা ও সদস্য মহোদয়গণকে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ করছি।

(দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়)

CENSURE AND CONDOLENCE MOTION

(ধিক্কার ও শোক প্রস্তাব)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদযগণ; আমি এই সভায় কয়েকটি জঘন্যতম ধিক্কারজনক সন্ত্রাসবাদী হামলার বিষয়ে উল্লেখ করছি। এগুলির প্রথমটি গত ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ ইং তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত হয়। বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে এবং ওয়াশিংটনের পেন্টাগণে সন্ত্রাসবাদীরা হামলা চালায়। ফলে উক্ত অট্টালিকা দুটি ভেঙ্গে পড়ে এবং হাজার হাজার লোক প্রাণ হারায়।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় ত্রিপুরা বিধানসভা মর্মাহত এবং যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

গত ৭ই অক্টোবর, ২০০১ ইং মঙ্গলবার হতে অদ্যাবধি আমেরিকা ও ব্রিটিশের যৌথ বাহিনীর দ্বারা আফগানিস্তানের উপর ক্রমাগত রকেট ও বিমান হামলায় নির্বিচারে হাজার হাজার নিরীহ শিশু ও নারীসহ আফগানবাসীর অকাল মৃত্যু ঘটে চলেছে।

এই সভা এহেন নিরীহ আফগান জনগণের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে গভীরভাবে মর্মাহত এবং নিহতদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছে।

গত ১লা অক্টোবর, ২০০১ ইং তারিখ জম্মুকাশ্মীরের বিধানসভা ভবনে উগ্রপন্থীরা হামলা চালায়। উগ্রবাদীদের এই আক্রমণে বিধানসভার তিন কর্মীসহ ২৬ জন নিহত হন। নিহত অন্যান্যদের মধ্যে ১১ জন নিরাপত্তা জওয়ান, ১২ জন সাধারণ নাগরিক, একজন ট্রাফিক কনস্টেবল এবং একজন কলেজ ছাত্রী রয়েছেন। তাছাড়া দুইজন বি এস এফ জওয়ানও উগ্রপন্থীদের গুলিতে নিহত হন। এই হামলায় ৬৩ জনের মতো কম-বেশী জখম হয়েছেন

এই সভা নিহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে এবং তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— গত ১৩ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১১.৪০ মিনিট নাগাদ কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদীরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে নয়াদিল্লীর সংবদ ভবনে হামলা চালায়।

সন্ত্রাসবাদীরা সংবদ ভবন চত্বরে প্রবেশ করে এলোপাথারী গুলি চালাতে থাকে এবং সংসদের ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের নিরাপত্তা রক্ষীদের তৎপরতা এবং বাঁধা দানের ফলে তা সম্ভব হয়নি। ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর সংগঠিত সন্ত্রাসবাদী এই হানায় সংসদ ভবন প্রাঙ্গনে দীর্ঘক্ষণ গুলি বিনিময় হয়। এর ফলে একজন মহিলা নিরাপত্তা কর্মীসহ মোট ৬ জন নিরাপত্তা রক্ষী এবং একজন মালী নিহত হন। পরে আহতদের মধ্যে ৭ জন প্রাণ হারান। আমাদের বীর নিরাপত্তা রক্ষীদের অসম সাহসিকতার জন্য বিধানসভা গর্ব অনুভব করে। যেসব নিরাপত্তা কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। তাদের শোক সন্তপ্ত পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

তাছাড়া, এই সমস্ত ঘটনায় যে সকল সাধারণ নাগরিক এবং সরকারী কর্মীর মৃত্যু হয়েছে তাদের শোক সন্তপ্ত

পরিবার-পরিজনদের প্রতি এই সভা গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে।

আমি মাননীয় সদস্য এবং সদস্যাগণকে দু'মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে প্রয়াতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি।

(সভায় উপস্থিত সকল সদস্যগণ উঠে দাঁড়িয়ে দুই মিনিট নিরবতা পালন করেন)

REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, ''বিজনেস্ এডভাইজারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও গ্রহণ করা।'' বর্তমান অধিবেশনের ২০শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, ২০০১ ইং তারিখ হইতে ২৪শে ডিসেম্বর, সোমবার, ২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য ''বিজনেস এডভাইজারী কমিটি'' যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছে সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ২০শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, ২০০১ ইং তারিখ হইতে ২৪শে ডিসেম্বর, সোমবার, ২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যাসূচী আলোচনার জন্য ''বিজনেস এডভাইজারী কমিটি'' যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছে তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে ''বিজনেস এডভাইজারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।''

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ''বিজনেস এডভাইজারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।''

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ধ্বনি ভোগে গৃহীত হলো।)

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একটা অ্যাজার্নমেন্ট মোশান ছিল দিয়েছিলাম আজকে সকাল বেলা। তার বিষয়বস্তু ছিল — রাজ্যের শাসক দলের ক্যাডারদের হাতে মারাত্মক ধরনের অস্ত্র তোলে দেওয়া সম্পর্কে ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি নাম করে। আমি চেয়েছিলাম যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হোক। কিন্তু আমি দেখলাম যে এখানে বিধানসভার সেক্রেটারী একটা চিঠি দিয়েছেন কাকে এড্রেস করেছেন জানি না। চিঠিতে এড্রেস করেছেন — লিডার অব দ্য অপোজিশান আমি তো ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না স্যার আপনার অফিস যা খুশী তাই করছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় বিরোধী দলনেতা, এই রকম যদি লেখা হয়ে থাকে তাহলে এটা প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে, যদিও এই রকম হওয়া ঠিক হয়নি। কিন্তু আপনার সম্মান নষ্ট করার জন্য এটা করা হয়নি। যাই হোক, আমি এজন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। জওহরবাবু শুনুন এটার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। যদি এইরকম হয়ে থাকে তাহলে, আপনি কিন্তু মনে করবেন না কারণ এটা ঠিক হয়নি।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) **ঃ—** শুধু এটা না। মূল বিষয়বস্তু হলো যে রাজ্যে গ্রাম রক্ষী বাহিনীর নাম করে

সেখানে অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে এটা স্পর্শকাতর। আগামীদিনে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলছে এই রাজ্যে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি এই অগ্নিগর্ভ ভয়াবহ পরিস্থিতি আরও জটিল করার জন্য এটা শাসক দলের কতিপয় ক্যাডারকে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে যাতে নির্বাচনে বিরোধীদের কণ্ঠ স্তব্ধ করা যায়। বিরোধীদের খুন করা যায়। সুতরাং এটা আলোচনার জন্য এটা আনা হল কিন্তু কোন ধারাতে বাতিল করলেন এটা তো আপনারা জানাবেন।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ (আগরতলা) ঃ— স্যার, এটা আপনারা কোন ধারাতে বাদ দিয়েছেন কিংবা আপনারা এখানে বলেছেন দিস ইজ নট পাবলিক ইমপরটেন্স এর থেকে পাবলিক ইনটারেস্ট কোন জিনিসটা হলে পাবলিক ইনটারেস্ট হবে? এটা আপনারা কি করলেন?

মিঃ স্পীকার ঃ— শুনুন এটা যদি রিসেন্ট পাবলিক অকারেন্স হয়.....।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— শুনুন, শুনুন, মেটার অব রিসেন্ট অকারেন্স। এই যে রক্ষী বাহিনী তৈরী হবে এই জন্য বিধানসভায় দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে শুধু এই না এখানে আলোচনা হওয়ার পরে অভিজ্ঞ লোক বহিঃরাজ্যে পাঠানোর জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং অভিজ্ঞ লোকরা বিভিন্ন রাজ্যে গিয়েছেন ঘুরেছেন। তারপরে তাঁর এসে বললেন যে না এই নিয়ে কোন আলাদা কোন বিশেষ আইন প্রয়োগ করার দরকার নেই। পুলিশের কাছে যে বিধি বিধান আছে তা দিয়ে তারা সামর্থ হবেন এই জাতীয় বাহিনী তৈরী করতে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— আমার কথা ঠিক কিনা? এটা তো রিসেন্ট না।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ (আগরতলা) ঃ— স্যার, পুলিশ অ্যাক্ট অনুসারে এই জিনিসটা করতে পারে। কারণ আমাদের কোন এই ব্যাপারে বলার নেই। কিন্তু এটা করানোর পিছনে এই মন্ত্রিসভা কিংবা পার্টি পাওয়ারের যে উদ্দেশ্য এবং ক্যাডারদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া। কারণ জনসাধারণ থেকে উনারা এখন দূরে সরে গেছেন। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে হঠাৎ করে ক্যাডারদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার যে প্রবণতা সেটার বিরুদ্ধে আমরা আলোচনা করব। উই হেভ গট সাফিসিয়ান ডকোমেন্ট টু প্রুভ বিয়নড রিসেনেবল ডাউট দ্যাগ দি পার্টি ইন পাওয়ার ইজ ট্রাই দি লেবেল্ড বেস্ট টু গি আর্মস টু দেয়ার ক্যাডার এটা যদি আপনি বলেন দিস ইজ নট অব পাবলিক ইমপরটেন্স, আর আপনি রিসেন্ট অকারেন্স বলেছেন। স্যার, রিসেন্ট অকারেন্সের কোন ব্যাপার নেই ইট ইজ পাবলিক ইমপরটেন্স ভেরি মার্চ পাবলিক ইমপরটেন্স এখানে এই জিনিসটা আপনি বাদ দিলেন যে এটা পাবলিক ইমপরটেন্স না অত্যন্ত লজ্জাসকর।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ (আগরতলা) ঃ— স্যার, এটা সাফিসিয়ান পাবলিক ইমপরটেন্স এখন আমাদের বিজনেসও নেই আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। ঠিক আছে আপনি যদি অ্যাডজরনডমেন্ট না করেন অ্যাডজরনমেন্ট মোশান যদি এলাউ না করেন তাহলে এটা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিন আপনি। আমরা যেকোন ফর্মে আনলেই রিজেক্ট করবো, রিজেক্ট করার একটা প্রবণতা এই হাউসে। আপনাকে দিয়ে এটা রিজেক্ট করিয়ে দেয়। আমরা কিছুই করতে পারব না। উই হেভ প্রুভ বিয়নড রিজেনেবল ডাউট দ্যাট ফুল ইনটেনশন ইজ টু.....।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— শুনুন আপনাদের আলোচনারও সুযোগ আছে। এখানে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর একটি নোটিশ আমি এডমিট করেছি এটার মধ্যে আছে কল্যাণপুরে দুই গ্রাম রক্ষী গুলি বিদ্ধ উত্তেজনা চরমে গত ১২ই ডিসেম্বর, ২০০১ ইং. তারিখে।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ (আগরতলা) ঃ— রেফারেন্স কলিংয়ের কথা কি বলছেন আমরা বলছি অ্যাডজরনমেন্ট মোশানের

...আপনি বলছেন রেফারেন্সের কথা।

মিঃ স্পীকার ঃ— না, না, গ্রাম রক্ষী নিয়েই তো আপনারা আলোচনা করছেন। এই যে বিষয়টা এটা নিয়ে সেখানে ... বলতে পারেন ঠিক কিনা?

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ (আগরতলা) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি কি আমাদের এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনার সু... দেবেন?

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি তো এটা এডমিট করছি না।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ (আগরতলা) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, গ্রাম রক্ষী বাহিনী সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করার সুযোগ দিন। এখানে আলোচনার সুযোগ আছে। কাজেই আলোচনা করতে আপত্তি কোথায়। আপনি চান জনসাধারণ মরুক।

মিঃ স্পীকার ঃ— পাব্লিক মরুক এটা আপনি চান না কি?

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ ঃ— না, রাজ্যের মানুষ মরুক এটা কেউ চাই না। যেহেতু এখানে কথা উঠেছে গ্রাম রক্ষী বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ নিয়ে সেখানে আলোচনা করার অসুবিধাটা কোথায়। আলোচনা করলে পরেই বুঝতে পারবে কে কি বলছে, ... বলছে যেটা বলা হচ্ছে এটা ঠিক কি না।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ ঃ— আমাদের নোটিশটা আপনি গ্রহণ করেন। আপনি কি রিজেক্ট করেছেন এটাকে?

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে নিয়ম-নীতি মেনে আপনারা আলোচনা করতে পারবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— এটা সবই ঠিক আছে। আলোচনা হবে আর আলোচনা হয়েছে আজকে গ্রাম রক্ষী বাহিনী যেটা আছে তারা উগ্রপন্থীদের সঙ্গে মোকাবিলা করবে এবং মোকাবিলা করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। যদি সেখানে উগ্রপন্থী মোকাবিলা করার জন্যই হতো তাহলে আমরা এটাকে সমর্থন করতাম। কিন্তু সেটি তো হচ্ছে না। হচ্ছে কি শাসক দলের লিষ্ট দেওয়া নাম দেখে তারা সাধারণ নিরহ গ্রামীণ লোককে এরেস্ট করছে। এবং সেখানে চাঁদা চাওয়া হচ্ছে, কংগ্রেস টি ইউ জে এস সমর্থকদের কাছ থেকে। এবং সেখানে বলা হচ্ছে কংগ্রেস টি ইউ জে এস করতে পারবে না। তাহলে ... এটা পরিষ্কার তারা একটা রাজনৈতিক দলের হয়ে সেখানে কাজ করছে। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে এখানে ... আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমার মনে হয় আগামী ইলেকশনে তারা কংগ্রেস টি ইউ জে এসকে ভোট দিতে দিবে না। কংগ্রেস টি ইউ জে এস'কে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করার জন্যই আজকে এই গ্রাম রক্ষী বাহিনী গঠন করা হয়েছে। তাদের কাছে রেহাই পাইতে হলে আজকে কংগ্রেস, টি ইউ জে এস ছেড়ে সবই একটা রাজনীতিতে যোগ দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— ব্যক্তিগত ধারণা থেকে এইভাবে আলোচনা করাটা কোন মানে হয় না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— বিরোধী দলনেতা এখানে যে প্রস্তাবটা তুলেছেন এটা আলোচনা হওয়া দরকার। আপনি প্রস্তাব গ্রহণ না হলে কিভাবে আপনি আলোচনার সুযোগ দেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ — আমি বলেছি গ্রামরক্ষী বাহিনী এই কথাটা দিয়েই আরেকজন সদস্য এখানে একটা রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ দিয়েছেন, আমি এটাকে এডমিট করেছি। কাজেই এখানে আলোচনা করার আপনাদের স্কোপ আছে।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ— স্যার, এটা তো একটা খুনের ব্যাপার। এটা স্পেছিপিক একটা জায়গাতে একটা ইনসিডেন্ট। কিন্তু এই গ্রামরক্ষী বাহিনীর নাম দিয়ে সারা রাজ্যে কি হচ্ছে? অরাজগতার সৃষ্টি হয়েছে। এটা আলোচনা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ— জওহরবাবু বসুন। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলছেন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়টা নিয়ে যেহেতু আমাদের মাননীয় বিধায়করা আলোচনা করতে চাইছেন, যে ফর্মে আপনি এটা এডমিট করেন নি, উনারা যদি অন্য কোন ফর্মে এটা আলোচনার জন্য নোটিশ দেয় আপনি এটা পরীক্ষা করে দেখুন। আমাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। আপনি সেটা দেখুন। আমাদের কোন আপত্তি নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ— যেহেতু লিডার অব দি হাউজ উনি বলেছেন ঠিক আছে। এতে তো আমার কোন আপত্তি থাকার কথা না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনারা এটাকে যে ফর্মে এনেছেন এটাকে মোটেই এনকারেজ করতে পারি না।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৫ তারিখে আপনি দিল্লী গেলেন। লোকসভার অধ্যক্ষ যে সেমিনার ডেকেছেন সেই সেমিনারে কতগুলি গাইড লাইন দেওয়া হয়েছে যে আপনারা অন্তত পক্ষে নিরপেক্ষতা বজায় রাখুন। আর আপনি রাজ্যের এটা বাজেটে আলোচনা করতে দেবেন না। আপনি লিডার অব দি হাউজের মুখের দিকে চেয়ে থাকবেন উনি কি বলেন। এটা নিরপেক্ষতা হয় না।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমার যে নিয়ম বা যে বিধি আছে সেই বিধিতে বলা যায় না। আমি নিরপেক্ষতা এক ইঞ্চিও ক্ষুন্ন করিনি। সরকার যদি সেখানে রাজি থাকে তাইলে স্পীকার সেখানে বাধা দেবে সরকার বলবে না এটা কোন দেশে আছে আমি জানি না।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন রেফারেন্স প্রিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যদের নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং এই বিষয়ে যে সকল সদস্যরা নোটিশ দিয়েছেন তাদের নাম উল্লেখ করছি— শ্রী কাজল চন্দ্র দাস এবং শ্রী দিলীপ সরকার মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে ঃ— "কল্যাণপুরে ২ গ্রামরক্ষী গুলিবিদ্ধ ঃ উত্তেজনা চরমে" — গত ১২ই নভেম্বর, ২০০১ ইং তারিখে স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স প্রিরিয়ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে "কল্যাণপুরে ২ গ্রামরক্ষী গুলিবিদ্ধ ঃ উত্তেজনা চরমে" গত ১২ই নভেম্বর, ২০০১ ইং তারিখ স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুণি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ২৪-১২-২০০১ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি আজ আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নোটিশটি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ— "রাজ্যে ট্যুরিজম শিল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলা সম্পর্কে।"

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের নোটিশটি হলো ঃ— "রাজ্যে ট্যুরিজম শিল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাহার বক্তব্য রাখার আহ্বান করিতেছি। যদি তিনি এক্ষুণি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগামীকাল অর্থাৎ ২১-১২-২০০১ ইং তারিখে

বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি আজ আর ১ (একটি) নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়েছেন তাঁর নাম উল্লেখ করিতেছি ঃ— সদস্যের নাম ঃ— ১) শ্র পদ্ম কুমার দেববর্মা, ২) শ্রী অমিতাভ দত্ত। বিষয় ঃ— "স্বনির্ভরতার জন্য স্বাবলম্বন কর্মসূচী সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুণি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তার বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি ২১-১২-২০০১ ইং তারিখে উত্তর দেব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো ঃ— অল্প বৃষ্টিতে আগরতলা শহর জল মগ্ন হওয়া সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বর্মণ কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী সুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি ২১-১২-২০০১ ইং তারিখে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। শ্রী অমিতাভ দত্ত এবং শ্রী অনিল চাকমা।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো ঃ— ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতাল সহ বিভিন্ন মহকুমা হাসপাতালে এনেসথেসিস্ট না থাকায় চিকিৎসা পরিষেবায় সমস্যা হওয়া সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দত্ত ও চাকমা কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

এখন আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি আগামী ২৪-১২-২০০১ ইং তারিখে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। শ্রী সমীর দেব সরকার এবং গৌর কান্তি গোস্বামী।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো ঃ— খোয়াই, সোনামুড়া ও সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্ক চালু করা সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সরকার ও শ্রী গোস্বামী কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

এখন আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি আগামী ২৪-১২-২০০১ ইং তারিখে উত্তর দেব।

PRESENTATION OF REPORT OF PRIVILAGE COMMITTEE

Mr. Speaker :- I would now call Shri Amitabha Datta, MLA, Chairman of the Privilege Committee to move his Motion for Extension of Time for Presentation of the Report of the Committee on Privileges.

Shri Amitabha Datta (Dharmanagar) :- Mr. Speaker Sir, I beg to move "That the Time for Presentation of the Report of the Committee on Privileges on the question of alleged breach of Privilege raised by Shri Shayama Charan Tripura, Member against Shri T. K. Chakma, Joint Resident Commissioner and the staff of Tripura Bhawan, Calcutta be extended upto the next Session of the Assembly."

Mr. Speaker :- Now the question before the House is the Motion moved by Shri Amitabha Datta, MLA, Chairman of the Committee on Privileges -

"That the Time for Presentation of the Report of the Committee on Privileges on the question of alleged breach of Privilege raised by Shri Shayama Charan Tripura, Member against Shri T. K. Chakma, Joint Resident Commissioner and the staff of Tripura Bhawan, Calcutta be extended upto the next Session of the Assembly."

(The Motion is Carried by the Voice Vote of the Members)

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE OF THE HOUSE

Now the Business before the House -

Laying of a coy of "The Accounts of the Tripura Jute Mills Ltd. for the year ended 31st March, 1989 as required under clause (b) of Sub-Section (3) of Section 619-A of the Companies Act, 1956."

Now, I request the Hon'ble Minister-in-Charge of the Department of Industries & Commerce to lay the above Accounts on the Table of the House.

Mr. Pabitra Kar (Minister) :- Mr. Speaker Sir, I beg to lay a copy of "The Accounts of the Tripura Jute Mills Ltd. for the year ended 31st March, 1989 as required under clause (b) of Sub-Section (3) of Section 619-A of the Companies Act, 1956." on the Table of the House.

Mr. Speaker :- Hon'ble Members are requested kindly to collect the copy of the above mentioned accounts which laid on the table of the House.

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ ঃ— স্যার, আমার মনে হয় শোক প্রস্তাবের মধ্যে একটু ভুল হয়েছে। কারণ স্যার, কোন জায়গাতে বা জম্মু-কাশ্মীরের বিধানসভার ঘটনা এবং দিল্লীর সংসদের উপর ঘটনার যে নিন্দা করা হয়েছে বা ধিক্কার জানানো হয়েছে, পাকিস্তান স্পনসরড মিলিটেন্টস সম্পর্কে কোন কথা উল্লেখ নেই। স্যার, এমনই সরকার একটি নরম মনোভাব, কারণ আমি সব সময়ই দেখি বা আমি বিভিন্ন জায়গাতেও এমনকি দিল্লীতেও বলি টু স্মেস ঘাঁটিগুলি এক্রস দ্যা লাইন অব কন্ট্রোল, তখনও দেখি অপজিশানরা পাকিস্তান স্পনসরড মিলিটেন্টস সম্পর্কে কোন লিখিত দেননি। আমার

মনে হয় এই জায়গাটার মধ্যে এই পাকিস্তান স্পনসরড মিলিটেন্টস লাইনটি যুক্ত করে দিলে ভাল হবে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— আমার মনে হয় এইভাবে লেখাটা হওয়া উচিত যে পরবর্তী সময়ে এই অভিযোগ উঠেছে এইভাবে করে দেওয়া উচিত। দ্যাট ইজ নট হেড বিন প্রুভড ইন দ্যাট ওয়ে।

মিঃ স্পীকার ঃ— কাজেই পরে এটা ইনক্লুড হয়ে যাবে। তাহলে এই সভা আগামী ২১ ১২ ২০০১ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE-A

PAPER LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

(Questions & Anawer)

Admitted-Starred Question No.11

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the General Administration (P & T) Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ডাই-ইন-হারনেস্ প্রকল্পে কতগুলি আবেদন পত্র এখনও রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন ?

২) উক্ত প্রকল্প অনুসারে চাকুরী দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

উত্তর

১) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মোট ৪০৭ (চারশত সাত) টি ডাই-ইন-হারনেস্ প্রকল্পের আবেদন পত্র সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২) উক্ত প্রকল্পে আবেদন পত্রগুলি সরকারী তদন্তক্রমে প্রকৃত ব্যক্তিদের যথা শীঘ্র সম্ভব চাকুরী প্রদানের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।

Admitted-Starred Question No.22

Name of the Member :- Shri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ২০০০-২০০১ ইং সালে এবং ২০০১-২০০২ ইং আর্থিক সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত কত টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে ?

২) রাজস্ব বাড়ানোর জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) ২০০০-২০০১ ইং সালে মোট রাজস্বের পরিমাণ ৭ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা এবং ২০০১-২০০২ ইং আর্থিক বছরে আগষ্ট মাস পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা।

২) ক) মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নিকট (IA No.636 মাধ্যমে) ১৫-১-৯৮ ইং সনের আদেশের শিথিলতার জন্য আবেদন করা হয়েছে যাতে জনসাধারণের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য কমপক্ষে ২ ঘন মিটার কাঠ সরাসরি বিক্রি করা যায় এবং এতে রাজ্যে বাজেয়াপ্ত কাঠের প্রায় ৪৯২০ ঘন মিটার কাঠ বিক্রি সম্ভব হবে।

খ) যেহেতু Working Plan এর অনুমোদন ব্যতিত বনাঞ্চলের গাছ কাটার উপর বিধিনিষেধ আরোপ আছে তাই

চেষ্টা নেয়া হচ্ছে এবং যে NTFP (নন্ টিম্বার ফরেষ্ট প্রডিউস্) বা কাঠ ব্যতিত অন্যান্য বনজ বস্তুর উপর রাজস্ব বৃদ্ধির উপর সচেষ্ট হতে হবে। তাছাড়া বন ভূমিকে অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য Border Roads, BSF, মিলিটারী ইত্যাদি বিভাগে অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

Admitted-Starred Question No.26

Name of the Member :- Shri Shayama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the General Administration (S.A.) Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকারের দিল্লী, কলকাতা, গুয়াহাটি, চেন্নাইস্থিত ত্রিপুরা ভবনে কোন মন্ত্রী, প্রাক্তন মন্ত্রী, বিধায়ক, প্রাক্তন বিধায়কের দেনা আছে কি ?

২) থাকিলে কোন ব্যক্তির কত টাকা ? এবং

৩) উক্ত দেনা আদায়ের কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

১) হ্যাঁ আছে।

২) যাদের নামে দেন আছে তাহাদের নাম ও টাকার পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ-

Sl. No.	Name	Kolkata	Delhi	Total Amount
1.	Sri A.K.Bhattacharjee, MLA		Rs.31,435/-	Rs.31,435/-
2	Sri Madhusudhan Das, Ex-MLA		Rs. 67/50	Rs. 67/50
3.	Sri R. R. Gupta, Ex-MLA		Rs. 7,640/-	Rs. 7,640/-
4.	Sri Dilip Choudhury, Ex-MLA	Rs. 135/00	Rs. 880/-	Rs. 1,015/-
5.	Sri Kashiram Reang, MLA		Rs. 1,610/-	Rs. 1,610/-
6.	Sri R.M.Jamatia, Ex-Dy. Speaker, MLA.	Rs. 22/50		Rs. 22/50
7.	Sri Birajit Sinha, Ex-Minister (MLA)	Rs. 60/00		Rs. 60/00
8.	Sri Ranjit Debnath, Ex-Minister	Rs. 345/00		Rs. 345/00
9.	Sri Naresh Roy, Ex-MLA	Rs. 630/00		Rs. 630/00
10.	Sri Jotirmay Nath, Ex-Speaker	Rs. 11/25		Rs. 11/25
11.	Sri Dhirendra Ch. Debnath, Ex-MLA	Rs. 67/50	_	Rs. 67/50
		Rs.1,271/25	Rs.41,632/50	Rs.42,903/75

৩) উপরিউক্ত দেন আদায়ের জন্য ত্রিপুরা ভবন কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগতভাবে নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করেছেন।

Admitted-Starred Question No.35

Name of the Member :- Shri Subodh Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যের অধিকাংশ Stock-Non Centre বা Sub-Centre গুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঔষধ নেই?

২) প্রতিটি Centre-এ পর্যপ্ত পবিমাণ ঔষধপত্র দেওয়া হবে কি?

৩) যদি না হয় তার কারণ কি?

উত্তর

১) ইহা সত্য নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী ঔষধ আছে।

২) অধিক ঔষধপত্র মজুত রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted-Starred Question No.124

Name of the Member :- Shri Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) কোন কোন সংরক্ষিত বন এবং প্রস্তাবিত সুরক্ষিত বন থেকে ১৯৯৮-১৯৯৯, ১৯৯৯ থেকে ২০০০, ২০০০ ২০০১ ইং বৎসরগুলিতে কত সংখ্যক স্পেসিফাইড গাছ বেআইনিভাবে কেটে পাচাব হয়েছে এবং এব ফলে কত টাকাব সম্পদ ধ্বংস হয়েছে?

২) স-মিল এবং টিম্বার মার্চেন্টের স্টোর ইয়ার্ডে কত পরিমাণ বেআইনি কাঠ এই সময়ে ধরা হয়েছে?

৩) কতজন টিম্বার মার্চেন্টের বিরুদ্ধে এই সময়ে এই অপরাধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? এবং

৪) ধরা পড়া কাঠের আনুমানিক বাজার মূল্য কত?

উত্তর

১) স্পেসিফাইড গাছ বলে আলাদাভাবে কিছু চিহ্নিত নয়। গাছ সংখ্যা অনুযায়ী তথ্য দপ্তরে রাখা সম্ভব নহে।

২) ঐ সময়ে মোট ৪২.৬৮৭ ঘনমিটার কাঠ ধরা হয়েছে।

৩) ৪ জনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৪) ধরা পড়া কাঠের আনুমানিক বাজার মূল্য ৯১ হাজার ২২৪ টাকা।

Admitted-Starred Question No.130

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ২০০০-২০০১ ইং অর্থ বৎসরে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বন দপ্তর কত অর্থ পেয়েছে?

২) উক্ত সময়ে বন দপ্তর কত অর্থ ঐ প্রকল্পে ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছে? এবং

৩) ব্যয়িত অর্থে কত পরিমাণ জায়গায় বন সৃজন করা হয়েছে?

উত্তর

১) রাজ্যের বন দপ্তর ২০০০-২০০১ ইং অর্থ বৎসরে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে মোট ৮৯০.০৬ লক্ষ টাকা পেয়েছে।

২) উক্ত সময়ে বন দপ্তর ঐ প্রকল্পে মোট ৭৬১.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে।

৩) ব্যয়িত অর্থে মোট ৩০৩১.০৩ হেক্ট বন সৃজন করা হয়েছে।

Admitted-Starred Question No.131.

Name of the Member :- Shri Bijoy Kumar Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state.

প্রশ্ন

1) What is the total Official Strength of Regular/Contengincy/DRW/Temporary etc. employees under the Agriculture Department/Government of Tripura, categorically both Ministrial & Technical ? and

2) Total Amount of Expenditure involved for Salary etc. (Per month) ?

উত্তর

1) The Total Strength of Employees under Agriculture Department under is 8494 nos. Details are :-

Category	Ministrial	Technical	Non-Technical	Total
Group-A Regular (Gazetted)	Nil	230	Nil	230
Group-B Regular (Gazetted)	Nil	196	03	199
Group-B (Non-Gazetted)	23	04	Nil	27
Group-C (Non-Gazetted)	454	2509	Nil	2963
Group-D (Non-Gazetted)	609	Nil	Nil	609
Permanent Labour	1544	-	-	1544
D.R.W.	1466	-	-	1466
Casual Labour	1433	-	-	1433
Part-time Worker	23	-	-	23
Total :	5552	2939	03	8494

১) কৃষি দপ্তরে বিভিন্ন পদে কর্মচারীর সংখ্যা মোট ৮,৪৯৪ জন। বিভিন্ন গ্রুপে কর্মচারীর সংখ্যা নিচে দেওয়া হল ঃ—

ক্যাটাগরি	মিনিষ্ট্রিয়েল	টেকনিকেল	নন-টেকনিকেল	মোট
গ্রুপ-এ রেগুলার (গেজেটেড)	—	২৩০	—	২৩০
গ্রুপ-বি রেগুলার (গেজেটেড)	—	১৯৬	০৩	১৯৯
গ্রুপ-বি (নন-গেজেটেড)	২৩	০৪	—	২৭
গ্রুপ-সি (নন-গেজেটেড)	৪৫৪	২৫০৯	—	২৯৬৩
গ্রুপ-ডি(নন-গেজেটেড)	৬০৯	—	—	৬০৯
পারমানেন্ট লেবার	১৫৪৪	-	-	১৫৪৪
ডি. আর. ডব্লিউ.	১৪৬৬	-	-	১৪৬৬
ক্যাজুয়েল লেবার	১৪৩৩	-	-	১৪৩৩
পার্ট টাইম ওয়ার্কার	২৩	-	-	২৩
মোট ঃ—	৫৫৫২	২৯৩৯	০৩	৮৪৯৪

2) The Total Salary etc. involvement for the aforesaid employees of Agriculture Department is Rs.312.50 Lakhs only per month.

২) কৃষি বিভাগে কর্মচারীর বেতন ইত্যাদি বাবদ মোট ৩১২.৫০ লক্ষ টাকা প্রতি মাসে খরচ হয়।

Admitted-Starred Question No.132

Name of the Member :- Shri Shayama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) বিদি (বেতি) মাইওয়াসা এবং গারোমালতী নামক সুস্বাদু জুম ধান আই. সি এ. আর. এর মাধ্যমে গবেষণা করে উন্নত প্রথায় চাষেণ পরিকল্পনা আছে কি?

২) থাকিলে কবে নাগাদ শুরু হবে?

৩) না থাকিলে কারণ কি?

১) হ্যাঁ। এ ব্যাপারে আই. সি. এ. আর কর্তৃক ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

২) আই. সি. এ আর-এর লেম্বুছড়া শাখা বিদি, মাইওয়াসা এবং গারোমালতী ধানের উপর গবেষণা করছেন এবং আগামী দুই বছরের মধ্যে উন্নত ধরনের বিদি, মাইওয়াসা এবং গারোমালতীর বীজ উপলব্ধ করানোর আশা প্রকাশ করছেন।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted-Starred Question No.133

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the General Administration (P & T) Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ও. বি. সি. প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্ত হয়েছে?

২) সত্য হলে, চাকুরীতে নিযুক্তির ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার সময় অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় না কেন এবং শীঘ্রই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

৩) ব্যয়িত অর্থে কত পরিমাণ জায়গায় বন সৃজন করা হয়েছে?

উত্তর

১) হ্যাঁ। এ বিষয়ে ১১ জুলাই, ২০০১ সালে প্রচারিত Revised Employment Policy এর ৬ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে।

২) নিয়োগের প্রশ্নে যদি কোন পদ নির্দিষ্ট কোন অংশের জন্য সংরক্ষিত থাকে কেবল মাত্র সে ক্ষেত্রেই সংরক্ষণের বিষয়টি বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়। অগ্রাধিকারের বিষয়গুলি বিজ্ঞাপনে দেওয়া হয় না।

Admitted-Starred Question No.135

Name of the Member :- Shri Subodh Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কদমতলায় (ধর্মনগর মহকুমা) প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে উন্নীত করা হচ্ছে?

২) সত্য হলে তবে কবে নাগাদ তা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়?

৩) না হলে তার কারণ?

১) ইহা সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না

৩) আর্থিক সংস্থান হলে ভাবা যাবে।

Admitted Un Starred Question No.137

Name of the Member :- Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্যে কোল্ড স্টোরেজের সংখ্যা কত এবং এগুলি কোথায় কোথায় অবস্থিত ?

২) উদয়পুর মহকুমায় কোল্ড স্টোরেজ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

৩) না থাকলে কারণ কি ?

উত্তর

১) বর্তমানে রাজ্যে ৪ (চার)টি কোল্ড স্টোরেজ আছে এবং এগুলি নিম্নরূপ ঃ—

ক) খুমটায়া কোল্ড স্টোরেজ (এপেক্স কো-অপারেটিভ) আগরতলা। (রাজ্যের সমবায় দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত)	২০০০ মেঃ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট
খ) সি. ডাব্লিউ. সি বাধারঘাট আগরতলা (কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত)	১০০০ মেঃ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট
গ) ভুতুরিয়া ব্রাদার্স আগরতলা। (বেসরকারী পরিচালিত)	২০০০ মেঃ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট
ঘ) ন্যারামেক নাল কাটা (কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত)	২০০ মেঃ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট

২) হ্যাঁ।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURER-B

Admitted-Un-Starred Question No.1

Name of the Members :- Shri Joy Gobinda Deb Roy & Shri Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment Services & Manpower Planning Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ৩০শে নভেম্বর, ২০০১ ইং পর্যন্ত রাজ্যের বেকারের সংখ্যা কত ?

২) তার মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, এম এ, এম এস সি, বি এ, বি এস সি, দ্বাদশ ও মাধ্যমিক এবং অষ্টম শ্রেণী পাশ বেকারের সংখ্যা কত ? (আলাদা আলদা হিসাব)

৩) তাদের মধ্যে কত জনের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে ? এবং

৪) তার মধ্যে এস সি, এস টি, ও বি সি এবং মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত কত জন ? (আলাদা আলাদা হিসাব)

৫) উক্ত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকার কি নীতি গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১) ৩০শে নভেম্বর, ২০০১ ইং পর্যন্ত রাজ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা হল ৩,৬২,০৭০ জন।

২) তার মধ্যে ডাক্তার ১২৪. ইঞ্জিনীয়ার ৫৪৪ এম এ ২৮১৪, এম এস সি ৫২২, বি এ ২৪,৫৫৮, বি এস সি ৪,৮৪৩, দ্বাদশ ১৮,৫৪৯, মাধ্যমিক ৭০,৮২৫ এবং অষ্টম শ্রেণী পাশের সংখ্যা হল ১,৫০,৫৯৮ জন।

৩) তাদের মধ্যে বয়স উত্তীর্ণ বেকারের সংখ্যা হল ৩০,২৬৯ জন।

৪) ৩,৬২,০৭০ জন বেকারের মধ্যে এস সি ৫৫,০৩৪, এস টি ৫৮,৮০৬, ও বি সি ৬,৪২২ এবং মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ১১,৬৯৭ জন।

৫) বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক একটি নিয়োগ নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

Admitted Un Starred Question No.2

Name of the Member :- Shri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় গত ১৯৯৯-২০০০ ইং, ২০০০-২০০১ ইং এবং ২০০১-২০০২ ইং আর্থিক সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত রেঞ্জ অফিসগুলি থেকে কি পরিমাণ রেভিনিউ আদায় হয়েছে? (বৎসর ভিত্তিক রেঞ্জ অফিস ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব) এবং

২) উক্ত সময়ের মধ্যে কি পরিমাণ চোরাই কাঠ সীজ করা হয়েছে? (বৎসর ভিত্তিক রেঞ্জ অফিস ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩) ঐ সময়ে কয়টি মামলা করা হয়েছে এবং কয়টি মামলা মীমাংসা করে কত অর্থ আদায় করা হয়েছে? (বৎসর ভিত্তিক রেঞ্জ অফিস ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১) তৃষ্ণা অভয়ারণ্য	৯৯-০০ Rs. in lakh	০০-০১ Rs. in lakh	০১-০২ (Upto August) Rs. in lakh
১) অভয়া রেঞ্জ	২.৯৯	৭.৬৭	৩.৭০
২) রাজনগর রেঞ্জ	০.৫৯	১.১৮	০.১২
৩) রাঙ্গামুড়া রেঞ্জ	০.০৫	০.১৬	০.০৫
উদয়পুর ডিভিশন			
৪) উদয়পুর রেঞ্জ	১০ ৭৩	২৩ ৪৪	১৫.৯১
৫) কাকড়াবন রেঞ্জ	১.৪৯	৩.৯৭	২.০৪
৬) পতিছড়ি রেঞ্জ	০.৫৫	১.২৩	১.১১
৭) সামাজিক বনায়ণ রেঞ্জ	০.০৮	—	—
বগাফা ডিভিশন			
৮) বগাফা রেঞ্জ	২.৪৪	২.৬০	১.৩৮
৯) কাকুলিয়া রেঞ্জ	৩.৩৫	৩.১৫	২.০৫
১০) সাব্রুম রেঞ্জ	২.০৫	২.০০	০.৯৯
১১) বিলোনীয়া রেঞ্জ	১.০৭	২.১০	০.৮৬
১২) শ্রীনগর রেঞ্জ	০ ৫৯	১.২৫	০.৪২

১৩) শিলাছড়ি রেঞ্জ	[illegible]	০.০৪	০.৩০
১৪) বগাফা সামাজিক বনায়ণ	০.৩০	—	০.১৮

সীজ করা চোরাই কাঠ

২) [illegible]	৯৯-০০	০০-০১	০১-০২ (Upto August)
		Rs in lakh	
১) অভয়া রেঞ্জ	১৯০ ৩১	৪৪.৩৬	২৭.৭৫
২) বাজনগর রেঞ্জ	৭৩.৭৩	৩৫.১২	১৭.০০
৩) বাঙ্গামুড়া রেঞ্জ	৩৮.৩৩	৪.৩৫	—
উদয়পুর ডিভিশন			
৪) উদয়পুর রেঞ্জ	[illegible]	৬১৮.৩৩	২৪৯.৫৮
৫) কাকড়াবন রেঞ্জ	[illegible]	১৬৫.২৭	১৫১.৭২
৬) পতিছড়ি রেঞ্জ	১৪.১৩	১১৯.৬৫	১৩.৩৭
বগাফা ডিভিশন			
৭) বগাফা রেঞ্জ	১২.৭১	৪৩.৪০	১৭.৭৬
৮) কাকলিয়া রেঞ্জ	৬.৬৭	৩৪.১৫	১০.৩৫
৯) সাব্রুম রেঞ্জ	১১২.৭৩	৫৪.৫৪	১৪.৩৬
১০) বিলোনীয়া রেঞ্জ	২১ ১৫	২৭.৩৩	২৩.৫২
১১) শ্রীনগর রেঞ্জ	১৫.৮৭	৪৩.৮৮	২৩.৪৮
১২) শিলাছড়ি রেঞ্জ	১৮৬.৩৯	৬.৯৩	৭.১৪

৩) [illegible]	মোট মামলা			নিষ্পত্তি			আদায়কৃত অর্থ (লক্ষ টাকা)		
	৯৯-০০	০০-০১	০১-০২	৯৯-০০	০০-০১	০১-০২	৯৯-০০	০০-০১	০১-০২
১) অভযা রেঞ্জ	৪৬	২৬	১৩	৩৭	১৯	০৭	০.১৩	০.১২	০.০৭
২) বাজনগর	১০৭	৬৬	২৫	৯১	৬১	২২	০.৬৩	০.৩৫	০.০৭
৩) রাঙ্গামুড়া	১৪	৩৯	৩০	১৪	৩৩	২৮	০.০৩	০.১১	০.০৩
৪) উদয়পুর রেঞ্জ	৫০	৪০	১৭	৪৮	৩৯	১৫	০.৮৭	০.৩৪	১৮.৪৫
৫) কাকড়াবন রেঞ্জ	২৬	২১	২৬	২৪	১৯	২১	০.৩৮	০.২০	০.১১
৬) পতিছড়ি রেঞ্জ	১১	১১	২৩	১০	১০	১৭	০.০৭	০.২০	০.৩৫
৭) বগাফা রেঞ্জ	৪	২	—	২	২	—	০.০৮	০.০১	—
৮) কাকুলিয়া রেঞ্জ	১২	৮	৭	১০	৮	৬	০.০২	০.০৬	০.০৬
৯) সাব্রুম রেঞ্জ	২২	২৬	১৯	১৮	১৫	১৫	০.৪৪	০.৩৪	০.৬৩
১০) বিলোনীয়া রেঞ্জ	৯	২৮	১৬	৬	২৮	১৩	০.০২	০.৩৮	০.০৮
১১) শ্রীনগর রেঞ্জ	৩	১০	—	৩	১০	—	০.০৩	০.০৩	—
১২) শিলাছড়ি রেঞ্জ	১	৩	—	১	৩	—	০.০০২	০.০৯	—

তথ্য উদয়পুর, বগাফা ডিভিশনের ও তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের সংগ্রহ করা হয়েছে। গোমতী ডিভিশনের তথ্য সংগ্রাধীন।

Admitted Un Starred Question No.4

Name of the Member :- Shri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) গত ২০০০-২০০১ ইং এবং ২০০১-২০০২ ইং আর্থিক সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত তৃষ্ণা অভয়ারণ্য উন্নয়নে কোন স্কীমে কত টাকা দেওয়া হয়েছে?

২) এই অভয়ারণ্যে বর্তমান আর্থিক বৎসরের কি কি কাজ চলছে? এবং

৩) তৃষ্ণা অভয়ারণ্যকে একটি পর্যন্ত কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে?

১) তৃষ্ণা অভয়ারণ্যে বরাদ্ধ অর্থের পরিমাণ ২০০০-০১ — ৪২.৪৫ লক্ষ টাকা, ২০০১-০২ — ৪৩.৮০ লক্ষ টাকা।

২) উক্ত বরাদ্ধকৃত অর্থ এই আর্থিক বৎসরে নিম্নলিখিত কাজের জন্য বরাদ্ধ করা হয়েছে ঃ—

ক) বন সৃজন ও নার্সাবী তৈরী করা।

খ) অভয়া ও রাজনগর বেঞ্জে জলাধার তৈরী।

গ) অফিস ও স্টাফ কোয়ার্টাব তৈরী।

ঘ) পুরাতন বাগান পরিচর্যা।

ঙ) জনসাধারণের মধ্যে পাম্প সেট বিতরণ।

চ) বন রক্ষা প্রকল্পে।

ছ) জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রকল্প।

৩) তৃষ্ণা অভয়ারণ্যকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ঃ—

ক) জনসাধারণের সুবিধার্থে দুইটি পাকা ওয়াচ টাওয়ার তৈরী করা হয়েছে।

খ) গত অর্থ বৎসরে পুরানো লেইক (Reservior) উন্নতি সাধন করা হয়েছে।

গ) যদিও এখন পর্যন্ত Eco-Tourism- এর আলাদা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়নি তবে অভয়ারণ্যর সমস্ত উন্নতি মূলক কার্য্যগুলো পর্যটকদের সুবিধার্থে করা হয়ে থাকে।

সংযোজনী

১) কেন্দ্রীয় আর্থিক বরাদ্ধ

স্কীম —	২০০০-০১	২০০১-০২
১) Assistance to State for Development of National Parks and sanctuaries - css	9.70	20.50
২) For Eco Development in and around Trishna wildlife sanctuary- css	13.50	15.00
৩) State Plan scheme for wildlife conservation and education	19.25	18.30
Total :-	42.45	53.80

২) পর্যটনদের প্রজেক্ট করে কেন্দ্রীয় আর্থিক বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে।

Admitted Un Starred Question No.8

Name of the Member :- Shri Subodh Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture (Horticulture and Soil Conservation) Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) Tripura Horticulture Corporation Ltd. -এর অধীনে কতটি Orchard আছে? (ব্লকভিত্তিক হিসাব সহ)

২) এই Orchard গুলিতে সরকার (দপ্তর) কত টাকা বরাদ্ধ করেছেন এবং কোন কোন খাতে?

৩) উক্ত Orchard গুলিতে কতজন কর্মচারী রয়েছেন?

৪) তাদের মোট কত টাকা বেতন ভাতা দিতে হয়?

উত্তর

১) Tripura Horticulture Corporation Ltd. -এর অধীনে ১৭ (সতের)টি Orchard আছে। যথাক্রমে ঃ—

বিশালগড় ব্লক, পশ্চিম ত্রিপুরা ঃ—

১) গোলাঘাটি কাজু বাগান, ২) বাঁশতলী কাজু বাগান, ৩) লাটিয়াছড়া কাজু বাগান।

সাঁতচাদ ব্লক, দক্ষিণ ত্রিপুরা ঃ—

১) গার্দাং কাজু বাগান, ২) দক্ষিণ হিচাছড়া কাজু বাগান, ৩) মনুবাজার কাজু বাগান।

রাজনগর ব্লক, দক্ষিণ ত্রিপুরা ঃ—

১) দক্ষিণ কৃষ্ণপুর কাজু বাগান, ২) দক্ষিণ শ্রীরামপুর কাজু বাগান।

পেচারথল ব্লক, উত্তর ত্রিপুরা ঃ—

১) করইছড়া কাজু বাগান, ২) দক্ষণ মাছমারা কাজু বাগান।

মনু ব্লক, উত্তর ত্রিপুরা ঃ—

১) নালকাটা আনারস বাগান।

ছামনু ব্লক, ধলাই জেলা ঃ—

১) দুর্গাছড়া কাজু বাগান।

পানিসাগর ব্লক, উত্তর ত্রিপুরা ঃ—

১) কালিধুম কাজু বাগান।

কাঞ্চনপুর ব্লক, উত্তর ত্রিপুরা ঃ—

১) দেওয়ানবাড়ী কাজু বাগান, ২) সাধওয়াল কমলা বাগান।

কুমারঘাট ব্লক উত্তর ত্রিপুরা ঃ—

১) গকুলনগর কাজু বাগান।

আমবাসা ব্লক, ধলাই জিলা ঃ—

১) হরিমঙ্গল কাজু বাগান।

২) সরকার (দপ্তর) Orchard গুলির জন্য কোন টাকা বরাদ্ধ করেন নি।

৩) উক্ত Orchard গুলিতে নিয়মিত কর্মচারী হিসেবে রয়েছেন ১২ (বার) জন এবং দৈনিক হাজিরায় অনিয়মিত শ্রমিক হিসাবে রয়েছেন ৬৭ (সাতষট্টি) জন।

৪) ক) ১২ (বার) জন নিয়মিত কর্মচারীর জন্য প্রত্যেক মাসে মোট ৫৩ হাজার ৭ শত ৩৮ টাকা এবং

খ) ৬৭ (সাতষট্টি) জন অনিয়মিত শ্রমিকের জন্য দৈনিক ৪৫ (পয়তাল্লিশ) টাকা হিসাবে প্রতি মাসে মোট

৯০,৪৫০ (নব্বই হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা দিতে হয়।

Admitted Un Starred Question No.9

Name of the Member :- Shri Subodh Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) বর্তমান অর্থ বছরে পি এম. জি. এস. ওয়াই প্রকল্পে রাজ্য সরকার কত টাকা কেন্দ্রীয় বরাদ্ধ পেয়েছেন?

২) কোন জেলায় কত টাকা বন্টন করে দেওয়া হয়েছে?

৩) কোন কোন ব্লকে কতটি করে এই প্রকল্পে রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে? (নাম সহ ব্লক ভিত্তিক হিসাব) এবং

৪) কত দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত রাস্তা সমূহের কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়?

১) বর্তমান অর্থ বছরে (২০০১-২০০২ ইং) PMGSY প্রকল্পে রাজ্য সরকার ৫১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ পেয়েছে। তবে এই বরাদ্ধকৃত অর্থ এখনও নগদে প্রদান করা হয়নি।

২) প্রশ্নই উঠে না।

৩) নাম সহ ব্লক ভিত্তিক রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব জুড়িয়া দেওয়া হইল।

৪) প্রস্তাবিত প্রকল্প এবং আর্থিক অনুমোদন পাওয়া গেলেই প্রস্তাবিত রাস্তা নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হইবে।

BLOCK WISE LIST OF ROADS PROPOSED FOR SANCTION
DURING 2001-2002 UNDER P.M.G.S.Y.
WEST TRIPURA DISTRICT

A For New Connectivity.

Name of the Block	Name of the Road from	Road to
Kathalia	Monaipathar	Kalamchoura
Boxanagar	Larrabbari Chowmohani	ONGC Project
	Kamalnagar	Bijoynagar
Melaghar	MLA Para	Amakkimura
	Kanchanmura	Ghoshpara
Bishalgarh	No-1 Gate Para	Pukuria Mura
	Madhupur	Hospital Tilla
Dukli	Malaynagar PWD Road	Royer Para (Dukli)
	Dukli Bazar	Maddya Chowmohani
	Kantarjala	Baganbari
Jampaijala	Dayaram Para	Pathaliaghat
Mohanpur	Hrishipara	Dhakaipally
	Marakpara	Sarkar Para

Name of the Block	Name of the Road from	Road to
Hezamara	Uttar Bodhjung Nagar	Gamchhakobra
Jirania	Kalitilla	Beltali
	Ghoramura	Durganagar
Mandai	Burakha	Kathirambari
	Sibram Thakur Para	Maharam Chow. Para
Teliamura	Debthang	Hirankhal Bazar
Khowai	Batapara	Battali
	Munda Basti	Kaminapara
	Palpara	Singhichhera Colony
Padma Bill	Moraichhera	Rath Tilla
	Begabil	Surya Para
Tulashikhar	Banbazar	Gour Basti
	Champahour Chowmohani	Gopal Nagar
Kalyanpur	Uttarpara	Kamalnagar
	Gujaka	Betekha
B :- Uppgradation		
Teliamura	Chakinghat Bazar	Champlai
	Darjeeling Para	Budhi Sanuashi Para
Total		

SOUTH TRIPURA DISTRICT

Name of the Block	Name of the Road from	Road to
Karbook	Chellagang	Jatanbari Fire Service Road
Rupaichari	Sindhuk Para	Baishnabpur Road
Killa	Maitholong	Thelekum
Bagafa	Kawaifung	Sisarai
Amarpur	Ampi	Baishamuni
Satchand	Manughat	Amlighat Road
Hrishyamukh	Shilong Mog Para	Bhagyamani Chakma Para
Kakraban	Mirza	Samukchhera
Rajnagar	Mandaria	Jasmura
Matabari	Dataram	Mayadabari Road
Killa	Killa	Maitholong
Satchand	U.S.Road	Howaibari
Total		

NORTH TRIPURA DISTRICT

Name of the Block	Name of the Road from	Road to
Dasda	Anandabazar	Shantipur
Damchhera	Khedachhera	Dugangapara
Gournagar	Babur Bazar Road	Forest Beat Office via Faizajalil Madrass
Jampui Hill	Avngthrik	NEC Road via Damdil
Total		

DHALAI DISTRICT

Name of the Block	Name of the Road from	Road to
Ambassa	Jahar Nagar	Dhuma Chhera
Salema	NEC Road	Saikeribari
Chhawmanu	Manikpur	Madhu Kr.
Manu	Lalchhera	Chiching Chhera
Dumburnagar	Gandachhera	Tuichakma Buddha Mandir
Salema	K.A.Road	Kamdigram Village
	K.A.Road	Kaimai Chhera
	K.A.Road	Panbua
Total		

Admitted Un Starred Question No.10

Name of the Member :- Shri Subodh Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) চলতি অর্থ বছরে সারা রাজ্যে কতজন কৃষক কিষাণ ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে কোন কোন ব্যাঙ্ক থেকে আর্থিক ঋণ পেয়েছেন এবং ব্লক ভিত্তিক হিসাব সহ?

২) ইহা কি সত্য যে উক্ত প্রকল্পে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যাঙ্ক কর্তৃক কৃষকদের হয়রানি করছেন? এবং

৩) যদি সত্য হয় তাহলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি?

উত্তর

১) চলতি অর্থ বছরে সারা রাজ্যে মোট ২২৫ জন কৃষক কিষাণ ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে যে যে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

	ব্লকের নাম	ব্যাঙ্কের নাম	ঋণ গ্রহণকারী কৃষকের সংখ্যা
পশ্চিম ত্রিপুরা ঃ—	১) বিশালগড়	টি. জি. বি.	১১ জন
	২) মেলাঘর	টি. জি. বি.	৩ জন
	৩) কাঁঠালিয়া	টি. জি. বি.-৯	
		ইউ. বি. আই.-৭	১৬ জন
	৪) বক্সনগর	টি. জি. বি.-৪	
		ইউ. বি. আই.-৩	৭ জন
	৫) সদর নন ব্লক	এস. বি. আই	১০ জন
দক্ষিণ ত্রিপুরা ঃ—	১) কাকড়াবন	টি. জি. বি.	১ জন
	২) মাতাবাড়ী	টি. জি. বি.	১৪ জন
	৩) কিল্লা	টি. জি. বি.	১৪ জন
	৪) সাতচাঁন্দ	টি. জি. বি.-৮	
		এস. বি. আই.-১	
		ইউ. বি. আই.-৩৬	৪৫ জন
উত্তর ত্রিপুরা ঃ—	১) গৌরনগর	ইউ. বি. আই	১ জন
	২) পেচারথল	টি. জি. বি.	১০ জন
	৩) পানিসাগর	টি. জি. বি.	৭৭ জন
ধলাই ঃ—	১) সালেমা	টি. জি. বি.	১ জন
	২) ছামনু	টি. জি. বি.	১৫ জন
		মোট ত্রিপুরা ঃ—	২২৫ জন

২) কৃষাণ ক্রেডিট কাডলধারী কৃষকদের কাছ থেকে কোন অভিযোগ দপ্তর পায়নি।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un Starred Question No.12

Name of the Member :- Shri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্যে জে. এফ. এম. প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে ২০০১ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত কয়টি গ্রুপ তৈরী করা হয়েছে?

২) এতে কত হেক্টর জায়গা এবং কতজন বেনিফিসারিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? (ফরেষ্ট ডিভিশন ভিত্তিক হিসাব)

৩) আরও নতুন গ্রুপ করার পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

১) রাজ্যে ২০০১ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত মোট ১৬০টি জে. এফ. এম. গ্রুপ তৈরী হয়েছে।

২) এতে প্রকল্পের আওতায় মোট ২৩৪৭৬.৭৯ হেক্টর জায়গা শবং ৮৩০৩ জন বেনিফিসারিজকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩) হ্যাঁ আছে। ক্ষয়প্রাপ্ত বন ভূমিতে এই প্রকল্প রূপায়িত হবে।

(ডিভিশন ভিত্তিক হিসাব সংযোজন করা হল)

ফরেষ্ট ডিভিশন	প্রকল্পের আওতায় জমি (হেক্টর)	বেনিফিসারিজ
সদর	১৪৮৩.০০	৭১৯
তেলিয়ামুড়া	৮০০০.০০	১৬৪০
মনু	১৯০০.৩৫	৬০৩
আমবাসা	৭২৫.০০	৮৫
কাঞ্চনপুর	২০৩৫.০০	৭৭০
কৈলাসহর	৮০০.০০	১৪৫
গোমতি	৪৬০০.০০	১০৪১
উদয়পুর	১৭৩৫.৪৪	১৭৫০
বগাফা	১৯৬৩.০০	১৩৪১
তৃষ্ণা অভয়ারণ্য	২৩৫.০০	২০৯
মোট ঃ-	২৩৪৭৬.৭৯	৮৩০৩

Admitted Un Starred Question No.15

Name of the Member :- Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার কোন কোন এলাকা রিজার্ভ ফরেষ্ট অন্তর্ভুক্ত ছিল? ঐসব এলাকার নাম, আয়তন কত?

২) Indian Forest Act অনুসারে ১৯৬১ সালে কোন কোন এলাকা রিজার্ভ ফরেষ্ট অন্তর্ভুক্ত হয়? ঐসব এলাকার নাম, আয়তন কত? এবং

৩) Proposed Forest এলাকার আয়তন কত এবং কোন এলাকায় কত?

উত্তর

1) Name of R.F.	Area in Mile	Location
1) Chandrapur	65	Udaipura Sub-Division
2) Kachigaong	20	-Do-
3) Radhakishorepur (North)	20	-Do-

Name of R.F.	Area in Mile	Location
4) Trishna Parbat	25	Belonia Sub-Division
5) South Sonamura	21.5	Sonamura Sub-Division
6) Korchakhola	29	-Do-
7) North Sonamura	42	-Do-
8) Tulatalibari	21.5	-Do-
9) Charilam	11	Earst While Sadar Sub-Division. (Now Bishalgarh Sub-Divn.)
10) Damchara	22	Dharmanagar Sub-Divn.
11) Jagannathdighi	41	Belonia Sub-Divn.
12) Kasari	52	-Do-
13) Betaga Ludhua	44.5	Sabroom Sub-Divn.
14) Pathalia	18	Earst while sadar Sub-Divn. (Now Bishalgarh Sub-Divn.)
15) Muhuripur	11	Belonia Sub-Divn.
16) Teliamura	27.14	Khowai Sub-Divn.
17) Kulai Head water	26.25	Earst while Khowai Sub-Divn. (Now Ambassa Sub-Divn.)
18) Harishnagar	30	Earst While Sadar Sub-Divn. (Now Bishalgarh Sub-Divn.)
19) Ujanmachmara	35	Earst While Dharmanagar Sub-Divn. (Now Kanchanpur Sub-Divn)
20) Samruhalai	29	Kailashahar Sub.
21) Deo	57	Earst While Kailashahar and Dharmanagar Sub-Division (Now Kailashahar, longthoraivelly and Kanchanpur Sub-Divn.)
22) Manu Chailengta	122	Earst While Kailashahar and Dharmanagar Sub-Division (Now Kailashahar, longthoraivelly and Kanchanpur Sub-Divn.)

Name of R.F.	Area in Mile	Location
23) Longhorai	89	Earst While Khowai and Kailashahar Sub-Divn. (Now Kamalpur, Longthoraivelly and Ambassa Sub-Divn.)
24) Unokoti	35	Kailashahar and Dharmanagar Sub-Divn.
25) Thal	16	Dharmanagar Sub-Divn.
26) Taranagar	20	Sadar Sub-Division.
27) Juri	15	Dharmanagar Sub-Divn.
28) Garzeechara	39.66	Udaipur Sub-Division.
29) Tolakona	15.5	Sadar Sub-Division.
	Total :-1020.05	

2) Name of R.F.	Area in KM²	Location
1) Baramura-Deotamura	714.92	Khowai-62.88 Sq.Km Sadar-1[illegible] Sq. Km Bishalgara-2[illegible] Sq. Km Udaipura 15[illegible]65 Sq. Km Amarpura-167.54 Sq. Km Belonia-75.48 Sq. Km Sabroom-76.87 Sq. Km
2) Takkatulsi	118.41	Belonia-42.45 Sq. Km Sabroom-75.96 Sq. Km
3) Atharamura-Kaljhari	648.16	Ambassa-2489 Sq. Km Kamalpura-89.65 Sq. Km Khowai-268.85 Sq. Km Amarpur-264.77 Sq. Km

2) Name of R.F.	Area in KM^2	Location
4) Kulai-Extansion	42.47	Ambassa
5) Central Catchment	420.82	Longthorai Velly-167.03 Sq. Km Kanchanpur-253.79 Sq. Km
6) Ramchandraghat	3.76	Khowai

Total :-1948.54 (752.34 $Miles^2$)

3) Name of P.R.F.	Area in KM^2	Locatity
1) Melaghar	4.674	Sonamura
2)	0.724	-Do-
3) Telkajla	1.071	-Do-
4) Taksapar	0.304	-Do-
5) Khedabari	1.522	-Do-
6) Taranagar	0.011	Sadar
7)Ghandhigram	0.149	-Do-
8) Tulakuna extn.	0.369	-Do-
9) Kamalnagar	0.23	Khowai
10) Tuichindrai	4.523	-Do-
11) Promodnagar	16.212	-Do-
12) Ratacherra	29.376	Kailashahar
13) Roa	27.432	Dharmanagar
14) Panisagar	4.463	-Do-
15) Rajnagar	0.358	-Do-
16) Chhayagharia	1.906	Belonia
17) Motai	13.58	-Do-
18) Tebaria	9.595	-Do-
19) Krishnapur	3.619	-Do-
20) Amlighat	5.779	-Do-
21) Manubazar	8.196	Sabroom

3) Name of P.R.F.	Area in KM^2	Locatity
22) Jalefa	3.668	-Do-
23) Santinagar	2.875	Khowai
24) Purba Singichera	3.671	-Do-
25) Purba Laxmichara	3.671	-Do-
26) Pepariakhala	1.066	Belonia
27) Trishna extn.	2.257	-Do-
28) Radhakishoreganj	1.13	-Do-
29) Purba Charakbhai	0.70	-Do-
30) Hichhachera	3.727	-Do-
31) Rangkung	6.731	Amarpur
32) Devbari	2.558	-Do-
33) Bampur	18.49	-Do-
34) Laxmipati	3.340	Udaipur
35) Rani	4.293	-Do-
36) Hirapur	5.326	-Do-
37) R K Pur extn.	1.680	-Do-
38) Ganjeechera	0.431	-Do-
39) Chandrapur	0.088	-Do-
40) Abhanga	6.611	Kamalpur
41) Bilashcherra	23.324	-Do-
42) Chancap	13.389	-Do-
43) Ambassa	1.088	-Do-
44) Pakhirbada	1.910	Kailashahar
45) Betchera	4.431	-Do-
46. Jalai	6.792	-Do-
47) North Sonamura	57.67	Sonamura-55.94 Bishalgarh-1.73

	Area in KM²	Locatity
	47.17	Sonamura-3.88
		Belonia-43.29
	45.80	Belonia
	101.36	Sabroom-46.30
		Belonia-55.06
	Total :-509.34	

Admitted-Starred Question No.22
Name of the Member :- Shri Billal Mia,
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the General Administration (P & T) Department be pleased to state.

প্রশ্ন

[illegible] বিভিন্ন দপ্তরে মোট কতজন সরকারী কর্মচারী আছে? এবং
[illegible] কতজন (ক্যাটাগরি ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)?

উত্তর

[illegible] বিভিন্ন দপ্তরে মোট সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা ১,৪৭,২৩৫ জন।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSITUTIONOF INDIA

FRIDAY, THE 21ST DECEMBER, 2001.

The House met in the Assembly House. Agartala, at 11. A.M. on Friday, the 21st December 2001

PRESENT

Sri Jeetendra Sarkar, Hon'ble Speaker in the Chair.The Hon'ble Deputy Speaker, the Hon'ble Chief Minister, 16 Ministers and 31 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ- আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগনের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামে পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রণব দেববর্মা মহোদয়।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা (সিমনা) ঃ- মি: স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৯

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মি: স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৯

প্রশ্ন

রাজ্যে বর্তমানে তথ্য ও সংস্কৃতি পর্যটন দপ্তরের অধীনে কতটা লোকরঞ্জন শাখা রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে লোকরঞ্জন শাখাগুলির জন্য কি কি সাহায্য করা হয়ে থাকে।

উত্তর

রাজ্যে বর্তমানে তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের তত্বাবধানে মোট ৪১১টি লোকরঞ্জন শাখা রয়েছে। এবং লোকরঞ্জন শাখাগুলির উন্নয়নের জন্য দপ্তর থেকে সঙ্গীত চর্চা করার জন্য কিছু কিছু বাদ্যযন্ত্র সরবরাহ্ করা হয়েছে।
এছাড়াও গ্রামীণ লোক শিল্পীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, যাত্রাপালা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে এবং সাধ্যমত আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।
এছাড়াও বহিঃরাজ্যে সাংস্কৃতিক দল পাঠানোর সময় লোকঞ্জন শাখা শিল্পীদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়ে থাকে।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা (সিমনা) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, লোকরঞ্জন শাখাগুলি গত ৫/৭ বছর আগে দেখছি বিভিন্ন লোকরঞ্জন শাখাতে বাদ্যযন্ত্র সহ কোচিং এর জন্য রিভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হত। এখন এই কয়েক বছর ধরে লোকরঞ্জন শাখাগুলি এমন কি আমাদের বিশেষ করে এ ডি সি এলাকার এই সমস্ত লোকরঞ্জন শাখা যেখানে গড়িয়া নাচ, লেবাং বুমানী নৃত্য বা হজাগরী নৃত্য এইগুলির জন্য তাদের কোচিং এর ব্যবস্থা ছিল এবং আমাদের ত্রিপুরার বাইরেও এটা খ্যাতি অর্জন করছে। এখন এই লোকরঞ্জন শাখাগুলি বাদ্যযন্ত্র বা কোচিং এর ব্যবস্থা এখন সর্বত্র করা হয় না। কাজেই এই ব্যাপারে এই লোকরঞ্জন শাখাগুলির কোচিং এর ব্যবস্থা করে আরো বেশী সুনাম অর্জন করবেন কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, যে লোকরঞ্জন শাখাগুলিকে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে গত ৯৬ এবং ৯৭ইং-এ হারমোনিয়াম একটি করে, ঢোলক, নাল বা তবলা ভার্যা একটি করে, সংরঞ্জি একটি করে, হ্যাজাক একটি করে দেওয়া হয়েছে, এটা ঠিক গত বছর এবং এই বছর কোন সরঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে যেগুলো দেওয়া হয়েছে আগে সেইগুলি মেরামতের জন্য দপ্তরের তরফ থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য বা মেরামত করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া যে কোচিং বা ওয়ার্কসপ এটা করা হয়েছে । আমরা এই বছরও সারা রাজ্য ভিত্তিক বিভিন্ন রকমের আইটেমে যেমন লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত, তার সাথে রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল এবং কোথাও নাটকের কর্মশালা আমাদের দপ্তরে যে সমস্ত আর্টিস্ট এবং কালচারেল অরগানাইজার আছে তাদের মাধ্যমে এবং কোথাও কোথাও সেই রকম ভাবে আর্টিস্ট নিয়ে আমরা বাইরে থেকে অন্যান্য শিল্পীদেরকে নিয়েও এটা সংগঠিত করছি। কাজেই এই ওয়ার্কসপ এখনও চলছে হয়তো বা আরো ব্যাপক প্রয়োজন সেটা সবত্র হচ্ছে না। কিন্তু যে কর্মসূচী এটা অব্যাহত রয়েছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালি) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই লোকরঞ্জন শাখায় আগে কয়েকটা পাড়া নিয়ে একটি শাখা গঠিত হত এবং এই শাখাগুলিতে বিশেষ করে রাজ্যের খবরা খবর জানার জন্য রেডিও দেওয়া হত। এখন বর্তমানে এটা দেওয়া হচ্ছে কিনা এবং হয়েছে কি[illegible] যদি না হয়ে থাকে তাহলে কারণ কি এবং যদি দেওয়া হয় তাহলে কতটি লোকরঞ্জন শাখাকে এই রকম সুযোগ দে[illegible]ছে। এখন বর্তমান বিজ্ঞানীর যোগ যেখানে সবচেয়ে কাছে খবর স্বচক্ষে দেখতে চায়, সেখানে টি. ভি দেওয়া হয় কিনা এবং দেওয়া যদি হয়ে থাকে তবে কয়টি দেওয়া হয়েছে এবং কয়টি সচল আছে বা বিকল আছে সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, লোকরঞ্জন শাখাগুলিতে কোন রেডিও বা টিভি দেওয়া হয় না। রেডিও বা টি.ভি যে স্কিমে দেওয়া হত এখন সেই স্কিম আর নেই। আজ থেকে প্রায় ২০-২২ বছর আগেই এইগুলি চালু ছিল। পরবর্তী সময় ৯০ দশকে তখন কেন্দ্রীয় স্কীমে টি.ভি দেওয়া হত। আমরা পরবর্তী সময় জানতে পেরেছি যে টি.ভি গুলি দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন ক্লাবে সেগুলি বেশীরভাগই অচল। পরবর্তী সময় এই স্কীম সেন্ট্রাল গভঃমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। রাজ্যে সরকারের অনুমোদন নিয়ে যে আমরা টি.ভি কিনে দেয় বিভিন্ন ক্লাবে মনোরঞ্জনের জন্য, তথ্য জানার জন্য এখন সেই রকম স্কীম আর নেই বন্ধ হয়ে গেছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) ঃ- আগে তথ্য কেন্দ্র যে পত্রিকা, ডেইলী এবং উয়েকলি সাপ্লাই করা হত এটা লোকরঞ্জন শাখারই একটা অংশ। এটা অথচ রিলেটেড। পত্রপত্রিকায় সেটা চলে কিনা ? কিন্তু একই দপ্তর।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, অনেক আগে এই স্কীমগুলি ছিল এই স্কীম এখন উইথড্র হয়ে গেছে। এ খন তথ্য আমাদের রাজ্যে ৫২টি কেন্দ্র আছে। আমরা এই চলতি অর্থ বছরে প্রত্যন্ত এলাকায়, সিমান্ত এলাকায় সেখানে এই তথ্য জানার জন্য সুযোগ নেই। অন্তত ন্যূনতম পক্ষে রাজের সমস্ত পত্রিকাগুলি এবং বহিরাজ্যের দুই একটি পত্রিকা এবং রাজ্যে বা ভারত সরকারের বিভিন্ন পাবলিকেশনগুলি পছন্দের জন্য আমরা ঠিক করেছি। এই বছর আরও ২০টি নতুন তথ্য কেন্দ্র আমরা স্থাপন করেছি। সবগুলি মিলিয়ে ৭০-৭২টি তথ্য কেন্দ্র হবে। আমাদের রাজ্যে সমস্ত পত্রিকা সব জায়গায় যায় না। দুই একটা পত্রিকা ছাড়া আগরতলা থেকে আমাদের এখানে পাঠাতে হয়। আমরা ইউ. জি. সি বা গাড়ীর মাধ্যমে বান্ডিল করে পাঠায়। এবং তার সাথে এই যে বিভিন্ন পাবিলেকশন এনেইলেবল করি। রেডিও, টি.ভি সব ইনফরমেশন সেন্টারে আমাদের নেই। কিন্তু কিছু ইনফরমেশন সেন্টারে টি.ভি ও রেডিও আছে। পর্যায়ক্রমে অন্তত ইনফরমেশন সেন্টারগুলিতে রেডিও বা টি.ভি দেওয়ার আমাদের পরিকল্পনা আছে। অর্থের অভাবের সব কটা এক সাথে আমরা পারছি না।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) ঃ- স্যার, লোকরঞ্জন শাখাগুলিতে বা ক্লাব অনুষ্ঠান বা অন্যান্য কর্মসূচী করার জন্য সরকার থেকে অনুদান দেওয়া হত এখন সেই অনুদান চালু আছে কিনা।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, লোকরঞ্জন শাখাগুলির জন্য সেই রকম অনুষ্ঠানের কোন নিয়মিত অনুদানের ব্যবস্থা নেই। সুকান্ত জয়ন্তী, রবীন্দ্র জয়ন্তী এইরকম সাংস্কৃতিক কর্মসূচীতে যারা অংশগ্রহণ করেন আমরা সাধ্যমত তাদের সহযোগিতা করি। কাজেই নিয়মিত বা বাৎসরিক সেই রকম হারে লোকরঞ্জন শাখাগুলিকে দেওয়ার মত অবস্থা নেই সেই রকম অর্থনৈতিক সংগতি দপ্তরের নেই।

মি: স্পীকার ঃ- শ্রীবিজয়কুমার রাংখল।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল (কুলাই) ঃ- এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৮ স্যার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৮ স্যার।

Question

1. What is the total official staff strength of regular / contigency, D.R.W etc. under the Edcuation Department, Government of Tripura, Categorically both Ministerial and Technical and
2. Total amounts of expenditure involved for this salary etc per month ?

Answer

1. The total official staff strength of regular / contignency D.R.W etc. under the Education Department (School and Higher Education) is 41 thousnad 6 hundred and one. Out of the that the total number of Ministrial staff and technical staff are 1897 and 153 respectively.
2. The total expenditure involved for salary etc. is Rs. 34 crores 4 lakhs per month.

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সরকারের নির্ধারিত নূতন কোন পলিসি আছে কিনা যে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য আরও বেশী করে ব্ল্যাক বোর্ড, ফারনিচার, স্কুল বিল্ডিং, স্টাফ রাখা হোক। ছাত্রছাত্রীদের স্ট্যান্ডার্ড অনেক নীচে নেমে যাচ্ছে। সুতরাং শিক্ষিতদের এই ডিপার্টমেন্ট রিহ্যাবিলিটেইট করার কোন পলিসি আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যালয় যখন আছে তখন তার একটা নীতি নিশ্চয়ই আছে। এর মধ্যে বিদ্যালয়ের পড়াশুনার স্ট্যান্ডার্ড বা অন্যান্য বিষয়বস্তু থাকে। এরমধ্যে দুটো স্তর রয়েছে। একটা হলো এক্সপানশান এবং অপরটি হলো কনসোডিডেশান। আমরা এ্যাকসপানশানের স্তরেই আছি। সরকার গ্রামে গঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে অন্যান্য বিষয়গুলি পৌছে দেবার চেষ্টা করছেন। এক্ষেত্রে যে নর্মস আছে, সেই অনুযায়ী প্রায় কাছাকাছি আমরা পৌঁছুতে পেরেছি। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে প্রতি ১০০ ছেলেমেয়ের জন্য একটা করে স্কুল দেবার যে নর্মস সেটাতো এখনও পৌঁছানো যায়নি। কিন্তু আমরা স্কুল বাড়াচ্ছি। এই স্কুলগুলিকে আরও উন্নত করার জন্য সমস্ত বিষয়গুলি সরকারের চিন্তাভাবনার মধ্যে রয়েছে। শিক্ষার মান বজায় রাখার নিশ্চিত দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের আছে।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিদ্যালয়গুলির স্ট্যান্ডার্ড-এর ব্যাপারে এক সময় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে, টাকা পয়সা নেই। এডুকেশন যখন ব্যাক্‌বোন, তাই আমি কি সরকারের কাছে আপীল করতে পারি যে আন প্রডাকটিভ ডিপার্টমেন্ট যেগুলি আছে এ. আর. ডি, স্টেটিসটিক্‌স, এই সমস্ত ডিপার্টমেন্ট থেকে স্কুলগুলি আরও স্ট্যান্ডারডাইজ করার জন্য এবং টীচার যদি শর্টেজ থাকে, ফারনিচার, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি যদি না থাকে, সেখান থেকে ডাইভারটি করার জন্য সরকার চিন্তা করছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মি: স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটা সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্যকে অনুধাবন করতে অনুরোধ করব কারণ টাকা পয়সার আমাদের ঘাটতি রয়েছে সেই ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে না কারণ এটা আমাদের সদস্যরা সবাই জানেন। কিন্তু তবু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্যের তুলনায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ২০ ভাগের কাছাকাছি শিক্ষাখাতে খরচ করা হয়। সব মিলিয়ে যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে ওয়ান

ফোর্থ শিক্ষা খাতে আমাদের রাজ্যের জন্য খরচ করা হয়ে থাকে। শিক্ষার যদি প্রসার করতে হয় তাহলে শিক্ষক ছাটাই করলে হবে না। প্রশ্নটা প্রডাকটিভ বা আন প্রডাকটিভের নয় কারণ শিক্ষার প্রসার করতে গেলে শিক্ষকের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন সরকারী কর্মচারীদের ছাটাই করে দাও এবং ১০ শতাংশ কর্মচারী ছাঁটাই করার সিদ্ধান্তও কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের এই চিন্তাধারা নেই। শিক্ষার অগ্রগতি করতে হলে আমাদের সর্ব্ব দিকেই নজর দিতে হবে। যে সমস্ত স্কুলে শিক্ষক নেই, বসার চেয়ার-টেবিল নেই বা আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র নেই সেই সব স্কুলগুলিতে আমাদের যে রকম টাকার সংস্থান আছে সেই সংস্থান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় ভারপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী জানাবেন কি এই যে ৪১ হাজার ৬০১জন ডি. আর. ডব্লিউ এবং কন্টিজেন্ট কর্মচারী বিভিন্ন দপ্তরে রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য দপ্তরের চেয়ে শিক্ষা দপ্তরে ডি. আর. ডব্লিউ এবং কন্টিজেন্ট কর্মচারী সবচেয়ে বেশী। ডি. আর. ডব্লিউ কর্মচারীরা মাসে ১৮০০ (এক হাজার আট শত) এবং কন্টিজেন্ট কর্মচারীরা মাসে ২০০০ (দুই হাজার) টাকা বেতন পান কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় রেগুলার কর্মচারী তাদের থেকে এই ডি. আর. ডব্লিউ এবং কন্টিজেন্ট কর্মচারীরা অনেক বেশী কাজ করেন কিন্তু একই ধরণের কাজ করে তারা অনেক কম টাকা বেতন পান। এই সমস্ত ডি. আর.ডব্লিউ এবং কন্টিনজেন্ট কর্মচারী যারা আছেন তাদের এত কম বেতন দিয়ে সংসার চালান কষ্টকর ব্যাপার কারণ ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা করানো এবং চিকিৎসা ক... সম্ভবপর নয়। এই রকম বহু ডি. আর. ডব্লিউ এবং কন্টিজেন্ট কর্মচারী আছেন যারা বছরের পর বছর এই অল্প বেতনে কাজ করছেন। এই রকম একজন কর্মচারীকে আমি চিনি যিনি ২৭ (সাতাশ) বছর ধরে ডি. আর. ডব্লিউ কর্মচারী হিসাবে কাজ করছেন। এই রকম শিক্ষা দপ্তরে যে সমস্ত কর্মচারীরা আছেন তাদের রেগুলার করা হবে কিনা? আমার ২নং সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন আমাদের রাজ্যে শিক্ষার হার বেশী কিন্তু শিক্ষার মান তেমন ভাল নয়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই শিক্ষার মান উন্নত করা হবে কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে ডি. আর. ডব্লিউ আছে কিনা, হ্যাঁ, সব দপ্তরেই ডি. আর. ডব্লিউ আছে। তবে শিক্ষা দপ্তরে কতজন ডি. আর. ডব্লিউ আছে এই সংখ্যাটা এখানে আমার কাছে নেই। আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে এটা দেওয়া যাবে।

আর ডি. আর. ডব্লিউদের রেগুলার করার ক্ষেত্রে আমাদের তো ডি. আর. ডব্লিউ কন্টিজেন্ট ইত্যাদি অনেক ধরণের স্টাফ আছে, এদেরকে রেগুলার করার ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই ধরণের চিন্তাভাবনা নেওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। কারণ, সব দপ্তর মিলে এই ধরণের স্টাফের সংখ্যা বিরাট, কাজেই এদের রেগুলার করাটা খুবই কঠিন এত পদ আমাদের নেই আবার আর্থিক অসুবিধার কারণে এত পদ সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়। তাই সরকার তাদের সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে, এমনকি ডি. আর. ডব্লিউদের পেনশন ইত্যাদি দেওয়ার ব্যাপারেও সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে। কাজেই তাদেরকে যতটুকু সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় সেটা সরকার দিয়েছে। তবে কোন শূন্য পদের জন্য ডিপার্টমেন্ট যখন দরখাস্ত আহ্বান করে সেটা শিক্ষকের জন্যই হোক বা অন্য কর্মচারী নিয়োগের জন্যই হোক তখন তাদের যদি যোগ্যতা থাকে তারা তাতে পার্টিসিপেশন করে এবং এভাবে যদি আসতে পারে তো আমাদের কোন আপত্তি নেই এবং সাধারণত এভাবে তারা রেগুলার হতে পারে। স্যার, শিক্ষার মান বলতে দুইটা জিনিস আছে, শিক্ষা যে সবটা একরকম চলছে এটাতো ঘটনা নয়। আমাদের রাজ্যে গ্রাম গঞ্জের দিকে কিছু সমস্যা আছে, সেখানে অনেক জায়গায় হয়তো আমরা সিদ্ধান্ত পাঠাতে পারি না এরকম হয়। কাজেই সেখানে এক রকমের শিক্ষা হয়। আর যেখানে এগুলি নাই সেখানে শিক্ষক যেতে পারেন, পড়াতে পারেন, তো এখানে এক রকমের শিক্ষা হয়, কাজেই, এখানে দুটো বিষয় তৈরী হয়ে গেছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- স্যার, এবার যে বি. এ পরীক্ষার রেজাল্ট বের হল তাতেওতো মাত্র ১৩ পারসেন্ট পাশ করেছে। তা এখানেতো উগ্রপন্থীর সমস্যা নেই।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- ঠিকই বলেছেন, আমি সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। এই অসুবিধাগুলি যেমন স্কুল লেভেলে আছে তেমনি কলেজ লেভেলেও আছে। কারণ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে আমরা দেখেছি গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলিতে আমরা স্ট্যান্ডার্ডটা ঠিক রাখতে পারছি না। যত পারসেন্ট পাশ করার কথা আমরা সেভাবে করাতে পারছি না, যেমন কতগুলি এমন স্কুল আছে যেখানে ছেলেমেয়েরা পাশই করেনি কেউ, তবে সেখানে শিক্ষকেরও অভাব আছে, শিক্ষক পাঠাতে পারছি না তবে শহরগুলির ক্ষেত্রে এমন স্কুলও আছে সেখানে সেন্ পারসেন্ট পাশ করে। কাজেই সব জায়গাকে একটা টিউনে নিয়ে আসার জন্য আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। উচ্চশিক্ষার স্তরেও কিছু অসুবিধা আছে এটা ঠিক, আমরা যে স্ট্যান্ডার্ড্ চাই তাতে পৌঁছানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না এটা সকলেরই জানা, এখানে অন্য রকম কিছু বলার অবকাশ নেই। তবু সরকারের প্রচেষ্টা আছে স্ট্যান্ডার্ড বাড়ানোর এবং এদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি এবং যে অসুবিধাগুলি আছে সেগুলিকে দূর করার জন্য চেষ্টা করা হবে।

মি: স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহোদয়।

শ্রীসুধন দাস ঃ- মি: স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড্ কোয়েস্চন্ নম্বর - ৪০

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- মি: স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড্ কোয়েস্চন্ - ৪০

প্রশ্ন

১) রাজ্যে মোট কয়টি এস. সি ছাত্র ও ছাত্রী নিবাস আছে,

২) এই ছাত্রাবাস গুলিতে কতজন ছাত্র ও ছাত্রী থাকার কথা এবং বর্তমানে কতজন আছে,

৩) নতুন করে ছাত্রাবাস নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি, যদি থাকে তো কোথায় করা হবে,

৪) ছাত্রাবাসের ছাত্রদের স্টাইপেন্ড বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

১) রাজ্যে মোট ৩৭টি এস. সি ছাত্রাবাস ও ১৮টি ছাত্রীনিবাস আছে।

২) এই ছাত্রীনিবাসগুলিতে মোট আসন সংখ্যা হচ্ছে ৪০৫টি এবং বর্তমানে সেগুলিতে ৩১৮জন ছাত্রী আছে। আর ছাত্রাবাসগুলিতে মোট আসন সংখ্যা হচ্ছে ৮২৪টি এবং বর্তমানে সেগুলিতে ৫৮৪জন ছাত্র আছে। কাজেই তাদের মোট আসন সংখ্যা হচ্ছে ১২২৯টি, আর বর্তমানে তাতে থাকছে মোট ৯০২জন ছাত্রছাত্রী।

৩) নতুন ছাত্রাবাস নির্মাণের পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

৪) আপাততঃ নেই।

শ্রীসুধন দাস ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা গেছে অনেক হোস্টেলে ছাত্রছাত্রীরা থাকছে না, এটা কি কারণে তারা হোস্টেলে থাকতে পারছে না তা জানাবেন কি?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে নতুন করে ছাত্রাবাস খোলার কোন পরিকল্পনা নেই। কিন্তু এখানে কিছু এলাকা রয়েছে রাজ্যের কি এস, সি, এবং কি এস, টি, তাদের এই রকম হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে সমস্ত দিক বিবেচনা করে নতুন করে ছাত্রাবাস খোলার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা অন্ততঃ যেখানে ব্লক হেড কোয়াটার্স বা দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয় এইরকম জায়গা ত ফশিলি জাতি অধ্যুষিত এলাকা বা যেখানে ব্লক হেড কোয়াটার্স নেই সে রকম এলাকা বাছাই করে সেখানে দীর্ঘদিন ধরে দাবীও রয়েছে - সে সমস্ত এলাকায় ছাত্রাবাস করা হবে কি না (বিশেষ করে ব্লক হেড কোয়ার্টার্স যেখানে নেই) ?

তৃতীয় প্রশ্ন হলো, ছাত্রদের স্টাইপেন্ড বর্তমানে যেটা দেওয়া হয় সেটা বর্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুন এই টাকা দিয়ে দু'বেলা তারা খেতে পারে না। কাজেই বর্তমানে যে হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হচ্ছে সেটাকে আরো দৈনিক অন্ততঃ দশ টাকাও যদি না বাড়ানো হয় তাহলে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এটা দূর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য খুব সঠিকভাবেই সাপ্লিমেন্টারী আনার চেষ্টা করেছেন যে আমাদের রাজ্যের এস. সি. ছাত্রছাত্রীদের থাকার জন্য ছাত্রাবাস এবং ছাত্রীনিবাস করা প্রয়োজন রয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অর্থের অপ্রতুলতার জন্য এটা করা যাচ্ছে না। তাছাড়া বর্তমানে যে হোস্টেলগুলি রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে মোট আসন সংখ্যা রয়েছে ১২২৯টি সেখানে ছাত্ররা আছে ৯০২জন। কাজেই যে আসনগুলি এখনো পূরণ করা যায়নি কারণ ছাত্র বা ছাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না সেগুলি পূরণ করার জন্য আগে উদ্যোগ নেওয়া দরকার এবং পরবর্তী সময়ে নতুন করে হোস্টেল করার জন্য চিন্তাভাবনা করা দরকার।

আর স্টাইপেন্ড এর টাকা বৃদ্ধি করার জন্য এস. সি. এবং এস. টি. ছাত্রদের পক্ষ থেকেও এই দাবী উঠেছে। যে টাকাটা দেওয়া হচ্ছে স্টাইপেন্ডের জন্য সেটা বর্তমান জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করলে কিছুই নয় ১৫ টাকায়ও সম্ভব নয়। যদিও ১২ টাকা থেকে বাড়িয়ে আমরা ১৫ টাকায় করেছি। এখন এটাকে আমরা আরো বাড়িয়ে ১৯ টাকা করা যায় কিনা এটা গভর্নমেন্ট পর্যায়ে আমরা দিয়েছি। তারা দেখছেন যে আমাদের রাজ্যের অর্থের সংকুলানের উপর নির্ভর করে এটাকে বাড়ানো যায় কিনা সেটা আমরা দেখছি।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্তমানে রাজ্যের এস. টি এবং এস. সি ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের ফ্রী কোচিং দেবার সিস্টেম রয়েছে কিনা এবং হোস্টেলগুলিতে [illegible] ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটি রয়েছে কি না?

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত ছাত্রী নিবাসগুলি আছে তারমধ্যে অনেকগুলি ছাত্রীনিবাস এখন এমন পর্যায়ে আছে যে ছাত্রীদের সেখানে থাকা একেবারেই দুস্কর ব্যাপার হয়ে গেছে। আমরা কিছুদিন আগে এস. সি. কমিটির তরফ থেকে কমলপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা দেখলাম যে ছাত্রীনিবাসগুলিতে টিনের চাল দিয়ে জল পড়ছে। এটা আজকে সাত-আট বছর ধরে এই অবস্থা ছাত্রীরা সেখানে থাকতে পারছে না। বৃষ্টির জলে তাদের থাকা এই হোস্টেলে অসুবিধাজনক। এই হোস্টেলগুলি অবিলম্বে মেরামত করার কোন ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, ছাত্রীনিবাস এবং ছাত্রনিবাস এস. টি বা এস. সি দুইটি হোস্টেলের ক্ষেত্রে আমি বলছি এগুলি অনেক পুরানো বাড়ী মেরামত করা হয়নি তা না এগুলি সময় সময় করা হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সবটা এক সঙ্গে কাজ শুরু করা যায় না। এইজন্য কিছু কিছু জায়গায় আমাদের সমস্যা আছে। কিন্তু আমরা পুরানোগুলি মেরামত করার জন্য ইতিমধ্যে হাত দিয়েছি। উনি যেটা বলেছেন কমলপুরের কথা এটা ইতিমধ্যে বলা হয়েছে মেরামত করার জন্য। উনি বলেছেন ছাত্রীনিবাস আমি বলছি এইরকম পুরানো যেসমস্ত হোস্টেল আছে সবগুলিতেকিছু না কিছু সমস্যা আছে। এগুলি আমরা দপ্তর থেকে টাকা পয়সা দিয়ে বলেছি এগুলি মেরামত করার জন্য। আর ফ্রি কোচিংয়ের কথা বলেছেন। এস. টির ক্ষেত্রে বলতে পারব, এস. সির কথা বলতে পারব না কারণ এই দপ্তর আলাদা। এস. টির ক্ষেত্রে আমরা ইতিমধ্যে সিকস্ টু এইট পর্যন্ত কোচিং ক্লাশ চালু করার জন্য আমরা বলেছি। আগে নাইন থেকে টেন পর্যন্ত বলেছে কোর্স সাবজেক্ট। সাধারণতঃ ট্রাইবেল ছেলে-মেয়েরা অনেকে ইংরাজী বাংলা ও অংক কাচা থাকে এই জন্য আমরা তাদের জন্য কোচিংয়ের ব্যবস্থা করেছি। এখন আমরা দেখছি নিচের দিক থেকে শুরু করতে হবে এখন সিকস্, সেভেন ও এইট এই তিনটা ক্লাশের কথা আমরা বলেছি কোচিং শুরু করার জন্য। তবে এস. সির ক্ষেত্রে আমার জানা নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আরো হোস্টেল খোলার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই হোস্টেল খোলার আগে এই কথা চিন্তা করা হচ্ছে কিনা বর্তমানে যে হোস্টেলগুলি আছে কি এস. টি. কি এস. সি. আপনি দেখেন আর এস. সি. দেখের শিক্ষামন্ত্রী, এই দুই ধরনের হোস্টেলগুলি আমরা পরিদর্শন করে দেখেছি ছাত্র-ছাত্রীদের এই হোস্টেলে থাকার প্রবণতাটা এই গত কয়েকটি বছর ধরে সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পেয়েছে, তার কারণটা

কি? সেখানে ছাত্রী নেই ঘটনা তা না। আপনি বলেছেন যে তারা ভর্ত্তি হচ্ছে না, থাকতে চায় না। তবে যারা এডমিশন নিয়েছে ছাত্রীবাস বা ছাত্রাবাসে তারা আবার ছয় মাস পরে হোস্টেলে থেকে চলে যায়, এর কারণটা কি? এই ব্যাপারে দপ্তর থেকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে কিনা? এস.টি আমরা সবচেয়ে বেশী দেখেছি চম্পকনগর এখান থেকে বেশী দূর না। এস. টি. কমিটি থেকে পরিদর্শনে গিয়েছি। স্যার, যেখানে ৫০ জন রাখার সেখানে আছে ৩৫ জন ১৫জন থাকে না মানে সীট খালি। প্রতিটি জায়গায় এইরকম। আগে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিবাভকরা হোস্টেলে রাখার জন্য ঝগড়া করতেন এবং সেখানে প্রতিযোগিতা হত। কিন্তু এখন এটার প্রবণতা কেন কমল এটা কি স্টাইপেন্ডের কারণে নাকি লেখাপড়া কম হওয়ার কারণে এগুলি যদি খতিয়ে না দেখে শুধু হোস্টেলেই বাড়তে থাকে তাহলে শিক্ষার মান আরও কমে যাবে। এটাই সঠিকভাবে দপ্তর থেকে তদন্ত করে দেখা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীঅঘোর দেব্বর্মা (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, ছাত্র বা ছাত্রীরা হোস্টেলে না থাকার প্রবণতার কারণে জানতে চেয়েছেন, আসলে আগে বিকেন্দ্রিক ছিল স্কুল এবং হোস্টেলগুলি। কাছাকাছি পড়বার মত সেখানে ছিল না। এখন তো এমন কোন ভীতরে গ্রাম বা এলাকা নাই যেখানে হাই স্কুল নেই অথবা সিনিয়র বেসিক নেই ফলে ছাত্ররা বাড়ীর কাছে থাকতে চায়। এই ধরনের একটা প্রবণতা আছে যে আমার বাড়ীর কাছেই তো একটা হাই স্কুল আছে। আমি আগরতলায় আসব কেন অথবা তেলিয়ামুড়াতে আসব কেন। আর বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে কতগুলি সামাজিক ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে যেমন দাঙ্গা-হাঙ্গামা এই ধরণের ঘটনার ফলে বিশেষ করে ট্রাইবেল ছাত্ররা বাড়ীতে চলে যায়। যেমন কল্যানপুর হোস্টেল থেকে চলে যেতে হয়েছে। এর অর্থ এই না যে স্টাইপেন্ড পাই না বলে হোস্টেল ছেড়ে চলে গেছে। আর এখন তো নতুন কম হাই স্কুল আছে যেখানে হোস্টেল নাই। গ্রামে যেমন বেহালাবাড়ীর মত জায়গায় এখানেও হোস্টেল আছে। এই কারণে দেখা গেছে যেখানে বাড়ী থেকেই পড়াশুনা করতে পারছে সুতরাং দূরে কেউ যেতে চাইছে না।

শ্রীরবীন্দ্র দেব্বর্মা ঃ- মিঃ স্পিকার স্যার, এখানে সরকারের একটা বার আছে তিন কি.মি. না হলে কোন ছাত্র হোস্টেল পাবে না। আমার বাড়ী যদি দুই কি.মি হয়ে থাকে তাহলে আমি পাব না কেন, আর আপনি যেটা বলছেন স্কুল কাছাকাছি হয়ে গেছে যদি সেটা রিলাগক্জেশন করে দেড় কি.মি. মধ্যে নিয়ে আসি বা এক কি.মি. ভীতরে নিয়ে আসি তাহলে যারা গরীব ছাত্র ছাত্রী তাদের তো সুযোগ দেওয়া যায়। এইটা করা যাবে কি না?

শ্রীঅঘোর দেব্বর্মা (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, সরকারী নির্দেশ আছে তিন কি.মি. হলে পরেই হোস্টেল পাবে। এখানে বটতলা থেকে মটর স্ট্যান্ড হচ্ছে দুই কি.মি. এটা তো মর্নিং ওয়াক করেই চলে আসতে পারে। তিন কি.মি. কমিয়ে আনার কোন যুক্তি আমি দেখি না।

শ্রীরবীন্দ্র দেব্বর্মা ঃ- আগরতলাতে যারা থাকে সেই প্রাইভেট হোস্টেলে রেখে পড়াশুনো করছে। তারা তো সেই দূরত্বের জন্য হোস্টেলে থাকে না। এখানে গীতা মোহনবাবু হোস্টেলে থাকেন আর উনার ছেলে উমাকান্ত হোস্টেলে থেকে পড়ছেন একেই সঙ্গে তো থাকতে পারত।

শ্রীঅঘোর দেব্বর্মা (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, উনি যেটা যুক্তি দেখিয়েছেন সেটা হয় না। কারণ একজন ছাত্রের বাড়ী ১৫ কিমি. দূরে কিন্তু তার বাবা চাকরী করে মা চাকরী করে এখানে ঠিকানা হচ্ছে তার চম্পকনগরে তো তাকে দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একটা সাপ্লিমেন্টারী।

মিঃ স্পীকার ঃ- না না, আর না। অনেকটা হয়েছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- মিঃ স্পীকার খুইব গুরুত্বপূর্ণ যেটা আপনিও শুনলে ভাল লাগবে। মাননীয় মন্ত্রী জানা আছে কিনা, ছৈলেংটা দ্বাদশ স্কুল সংলগ্ন এস. সি. গার্লস হোস্টেলটা স্থাপিত হয়েছে অনেক বছর আগে। এখনো সেখানে কোন ছাত্রী নাই। না থাকার একটা কারণ লংতরাইভ্যালীতে এস. সি. পুপোলেশন। এমন অবস্থায় সেখানে সরকার টাকা

খরচ করে হোস্টেলটা স্থাপিত করেছেন। এবং সেখানে এস. সি. সংখ্যা কম থাকায় পরবর্তী সময় এটাকে এস. টি গার্লস করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু সেটাও হয় না। এখন এই হোস্টেল এইভাবে খালি পরে থাকার কারণ কি?

শ্রীঅঘোর দেব্বর্মা (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এই তথ্য আমার জানা নেই। তবে এইটুকু, অমি বলতে পারি এস.সি. হস্টেলে এস.টি. ছেলে মেয়েরা আছে। কোথাও কোথাও জয়েন্ট, সেখানে এস.সি. ছেলে মেয়েদের পাওয়া যাবেনা সেখানে এস. টি. ছেলে মেয়েদের দেওয়া হয়। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন আমি খতিয়ে দেখব।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সেখানে এস. টি. মেয়েদের জন্য আলাদা হস্টেল করতে হয়েছে। ঐখানে এস.সি. যারা আছে তারা একাবারে স্কুল সংলগ্ন এবং তারা যেহেতু স্কুলের এক কিলোমিটারের মধ্যে সেহেতু তারা হস্টেলে থাকার সুযোগ পাচ্ছে না। আর মাছলিতে কিছু এস.সি. আছে এবং সেখানে স্কুল আছে। সুতরাং তাদের আসার দরকার পরে না। আমার কথা হচ্ছে সরকারী টাকা কেন মিস্ইউজ করা হলো এবং এর জন্য কে ইনভলবড।

শ্রীঅঘোর দেব্বর্মা (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা ৮-১০ বৎসর আগের কথা। হয়তো তখন সেখানে এস.সি. ছিল। পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার দরুন তারা হয়তো সিফ্‌ট হয়ে এসেছে তাও হতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে গভারমেন্ট এটাকে ইউটিলাইজ করা। এটা আমরা দেখব কি ভাবে এটাকে এড্‌জাস্ট করা যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ৪৩

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ৪৩

প্রশ্ন

১. অমরপুর মহকুমার সোনাছলা টি.এম.সি. হাইস্কুল ও নগরাই হাইস্কুল-এর ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকের সংখ্যা কত

২. উক্ত বিদ্যালয় দু'টিতে বিজ্ঞান ও অংকের শিক্ষক আছে কিনা, এবং

৩. না থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত বিদ্যালয় দু'টিতে বিষয় শিক্ষক নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায়?

১. অমরপুর মহকুমার সোনাছড়িতে টি.এম.সি. হাইস্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মোট ১০৫জন আর শিক্ষকের সংখ্যা মোট ১০ জন। আর নগরাই হাইস্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মোট ১৮০ জন আর শিক্ষকের সংখ্যা মোট ১১জন।

২. উক্ত বিদ্যালয় দু'টিতে বিজ্ঞান এবং অংকের কোন শিক্ষক নেই।

৩. স্যার, বিষয় শিক্ষক মানে বিজ্ঞান এবং অংকের শিক্ষক। এই গুলি দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে।

মাননীয় সদস্যও জানেন যেহেতু স্থানীয় ভাবে সেখানে শিক্ষক পাওয়া খুবই মুসকিল ব্যাপার। আর উৎভুত পরিস্থিতি বা সেখানকার যে পরিস্থিতি আছে সেই পরিস্থিতিতে বাইরে থেকেও শিক্ষক ট্রেন্সফার করেও নেওয়া যাচ্ছে না। সেই কারণে কিছু অসুবিধার সম্মুখিন তো আমাদের হতেই হয়। তবে চেষ্টা করা হচ্ছে সেখানে এর মধ্যে শিক্ষক পাঠানো যায় কিনা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় ভারপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী উনি নিজেও একজন শিক্ষক ছিলেন এবং আমি উনার ছাত্র ছিলাম। এই ব্যাপারে ভাল মতই উনার অভিজ্ঞতা আছে। উনি বলুন যে, টি.এ.সি. হাইস্কুলে এবং নগরাই হাইস্কুল এই দু'টি হাইস্কুলে শিক্ষকের যে সংখ্যা দিয়েছেন তা দিয়ে স্কুল চলতে পারে কিনা? টি.এম.সি. হাই স্কুলে কোন গ্রেজুয়েট শিক্ষক নেই। আর নগরাই হাইস্কুলে একজন গ্রেজুয়েট শিক্ষক আছে আর বাকী সব কক্-বরক শিক্ষক। কাজেই এই অবস্থায় স্কুল চলতে পারে কিনা। ভালভাবে স্কুল চলতে গেলে আর কতজন শিক্ষক দরকার আছে? এবং সেই সংখ্যক প্রয়োজনীয় শিক্ষক দেওয়া হবে কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এটা তো ঠিকই যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালাতে গেলে শিক্ষক ছাড়াতো চলে না। শিক্ষক দরকারই হয়। কিন্তু সরকারের এক্ষেত্রে কিছু নর্মস আছে, সেই নর্মস্ অনুযায়ী শিক্ষক এবং ছাত্রের যে নর্মস সেটা প্রাইমারীতে ২০ জনে ১জন এই রকম করে ছাত্র শিক্ষকের রেসিয়ু আছে। সেই রেসিয়ু অনুযায়ী যদি আমরা দেখি তা হলে

দেখা যায় যে শিক্ষক আছে সেই সংখ্যার কোন ঘাটতি নেই। কিন্তু সংখ্যার ঘাটতি না, যে বিষয়গুলি আছে সেই বিষয়গুলি ঠিকমত পড়ানো হচ্ছে কিনা।

সংখ্যার ঘাটতি না থাকলেও পড়াশুনা ঠিক মত হচ্ছে সাবজেকট্ গুলো পড়ানো হচ্ছে এটা তো ঠিক না। সেই সাবজেকট্ টিচার আমরা বলছি যে অংক এবং বিজ্ঞানের শিক্ষক নেই এটা সরকারও জানে এবং সেই গুলো পাঠানোর প্রয়োজন আছে, না হলে এই সব পড়াশুনা কি করে হবে। সেই চেষ্টাই আমরা গর্ভনমেন্ট থেকে করছি। গ্রেজুয়েট-এর সংখ্যা কত জন আছে ওখানে গ্রেজুয়েট শিক্ষক নেই অন্যরা আছে সংখ্যায় থাকলেও যতো ঠিকই হাই স্কুল এই ভাবে চলা খুবই দুঃস্কর, আমরা সেইগুলো চেষ্টা করব কি ভাবে এই অসুবিধা দূর করা যায়। গ্রেজুয়েট শিক্ষক হয়তো আমাদের অভাব নেই কিন্তু না থাকলেও বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে সেখানে পাঠানো যায় না। আমরা সকলের সহযোগিতা চাইব, শিক্ষাটা কোন রাজনৈতিক অংশ বিশেষ লোকের অংশ না সব অংশের মানুষের দরকার। সকলে মিলে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে পরিবেশ তৈরী করা যাতে শিক্ষাটাকে আমরা সর্ব স্তরে নিয়ে যেতে পারি। আমরা আশা করব সবাই সেই চেষ্টা করবেন। সরকারের সদ্ইচ্ছা থাকলেই হয় না শুধু তার সঙ্গে পরিস্থিতি পরিবেশ সমস্ত কিছু দরাকর সেই জায়গাটায় যাতে আমরা আসতে পারি। যাতে করে ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গল হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- সাপ্লিমেন্টোরী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরর জানা নাও থাকতে পারে কারণ উনি হলেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী। এখানে যে কথা বলেছেন আসলে পি.আই. এবং কে.বি.টি. টিচার বাদে দুই তিন জন হাই স্কুলের শিক্ষক আছে এই দুটি স্কুলের মধ্যে। এই দুই তিন জন যদি থাকতে পারেন তারা লোক্যাল সবাই তা না, কাজেই যদি আরো শিক্ষক পাঠান তারাও থাকতে পারবেন। তারা যে ভাবে আছেন সেই ভাবেই থাকতে পারবেন। এটা প্রমাণ করে যে বাকিরা থাকতে পারবে। এমন কোন প্রমাণ আছে কিনা যে আপনারা শিক্ষক পাঠিয়েছেন তারা যেতে পারেননি নানান কারণে এই রকম কোন ঘটনা আছে কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এইসব বিষয়ে আমার জানা নেই এই সম্পর্কে আমার পক্ষে বলা খুব মুস্কিল। কিন্তু আমরা চেষ্টা করব যাতে পাঠানো যায় মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে, এই রকম ঘটনা এই দুটো অঞ্চলে আছে পুরোটাই ট্রাইবেল অঞ্চলের এ. ডি. সি. অন্তর্ভুক্ত। সেখানে যদি নন ট্রাইবেল টিচার অন্যরা থাকে নিশ্চয় আমরা এটা চেষ্টা করব। কারণ এটা তো মাননীয় সদস্য জানেন যে এগুলো এ.ডি.সি. অঞ্চলের মধ্যে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে আমাদের ট্রাইবেল শিক্ষকের অভাব আছে। সেই কারণে অন্য অংশের শিক্ষকদের পাঠানোর জন্য আমাদের চেষ্টা আছে। শুধু শিক্ষা না সব বিষয়েতে সমস্ত দপ্তর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমরা চেষ্টা করব সেখানে কি করে পাঠানো যায়।

শ্রীপ্রণব দেব্বর্মা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন ইংরেজী, অংক এবং বিজ্ঞানের শিক্ষক অপ্রতুলতা রাজ্যের মধ্যে। আমি যে বিষয়টা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, তাহল আমাদের রাজ্যের হাই এবং হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের সংখ্যা তার অনুযায়ী অমাদের গ্রেজুয়েট শিক্ষকের সংখ্যা হিসেব করলে পরে এভারেইজ ধরলে পরে মোটামুটি এটা থাকার কথা কিন্তু কোন জায়গায় বেশী আছে আবার কোন জায়গায় একেবারেই কম। অংকের শিক্ষক এবং ইংরেজী শিক্ষক আমরা দাবী করছিনা এমন স্কুল আছে ৩০০ থেকে ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রী আছে সেখানে আমাদের সাত আটজন গ্রেজুয়েট শিক্ষক আছেন কাজেই এই রকম স্কুলগুলো যেখানে উগ্রপন্থীর কোন সমস্যা নাই। আমি বলতে পারি সিমনা হাই স্কুল, কাতলামারা হাইস্কুল এবং মনতলা হাই স্কুল সেখানে এই রকম বিশেষ শিক্ষক ছাড়াও গ্রেজ্যুয়েট শিক্ষকরে অভাব আছে। এই বিষয়গুলো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদরা (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এটা ঠিক যে আমাদের গ্রেজুয়েট শিক্ষক বিদ্যালয়ের তুলনায় বা ছাত্রের তুলনায় কম নয়। বিজ্ঞানের শিক্ষকও যে অভাব ছিল সেগুলো আমরা পূরণ করার ক্ষেত্রে অতিতে চেষ্টা করে সেগুলো পূরণ করা হয়েছে। কিন্তু এই অসুবিধার কারণ ডিসট্রিভিওশনের বা যেগুলো সঠিক ভাবে যে সব জায়গায় দরকার সেই

জায়গায় নেওয়া হচ্ছে না কোথাও বেসী কোথাও কম আছে। এই অসুবিধা ক্লীয়ার করারজন্য, সমস্যা আমাদের আছে আমরা নিশ্চয় এই দপ্তর থেকে চেষ্টা করব যাতে করে এই সব সমস্যা দূর করা যায় এবং যথাযথ ভাবে সুসম ভাবে বন্টন করা যায়। সমস্যা আছে আপনারা সকলেই জানেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দপ্তরে আমরা চেষ্টা করব যাতে এগুলো দেওয়া যায় সব জায়গাতে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- স্যার, মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে, ১৯৯৩ইং থেকে ১৯৯৮ইং সাল পর্যন্ত ছামনু ব্লক অর্ন্তগত মানিকপুর ভাইবোন ছড়া স্কুল বন্ধ ছিল। এর পর মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৯৯ইং সালে এটা চালু হয়। সেই জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা সবাই ধন্যবাদ জানিয়েছি। শুধুমাত্র উগ্রপন্থীর অজুহাতে অথচ এই ধরনের কোন ঘটনাই ছিল না। এরপরে উনি ওখানে একটা পুলিশ আউট পোষ্টও দিয়েছেন। এখন সেখানে নিরাপত্তার কোন প্রশ্নই উঠে না। ১৯৯৯ইং সালে যখন শুরু হয় তখন ১৪ জন শিক্ষক ছিলেন। গত ৫ তারিখে আমি স্কুল ভিজিট করেছি মাত্র ৭ জন শিক্ষক আছে তার মধ্যে কে. বি. টি হচ্ছে ৫জন আর ২জন হেড মাস্টার সহ অন্য শিক্ষক। এমতাবস্থায় এই স্কুল আবার প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজে প্রচেষ্টা করে স্কুলটা শুরু করেছেন এটাকে আবার দাঁড় করানোর জন্য দপ্তর চিন্তাভাবনা করবেন কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এই গুলির সংখ্যা তো আমি বারে বারেই বলছি, আমরা তো চেষ্টা করেছি সেইগুলি খোলার জন্য। মাননীয় মন্ত্রী ওখানে গেছেন গিয়ে সেটা খুলেছেন এটা যেমন ঠিক, ঠিক তেমনি আমি যখন ওখানে গেছি তখন সেই দিনে একজন হতভাগ্য শিক্ষক গুলিতে নিহত হয়েছেন। ঐ স্কুলের হেড্‌মাস্টার এবং পাশের স্কুল আছে সিনিয়র বেসিক তাঁর হেড্ মাস্টার উনিও নিহত হয়েছেন। এক একটা ঘটনাই এই ধরণের অন্যদের মধ্যে এটা সংক্রামিত হয়ে এটা হয়। তার জন্য এটাই অজুহাত হিসাবে দাঁড়িয়ে যাবে তা নয়। আমি সে কথা বলছি না যে এই অজুহাত। কিন্তু এটা একটা কারণ এই কারনেতে শিক্ষক সব জায়গায় পাঠানো আমাদের সমস্যা হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করব যাতে শিক্ষক পাঠানো যায়। আপনার স্কুলের শিক্ষকের অভাব আছে সেখানে যাচ্ছে না। আমরা চেষ্টা করব পাঠানোর জন্য।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- শিক্ষক সেখানে ছিল স্কুল চালু হয়েছে এর পরে আবার কেন সেখান থেকে ৭জন নিয়ে এল। আর অন্য শিক্ষক না দিয়ে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- সেটাই তো প্রশ্নটাতে সব জড়িয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ উঠে চলে আসছেন, উঠে চলে আসার পর আর পাঠানো যাচ্ছে না। আমরা চেষ্টা করব যাতে আবার পাঠানো যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়। অনুপস্থিত

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ মহোদয়। অনুপস্থিত

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ নাথ মহোদয়।

শ্রীসুবোধ নাথ (কদমতলা) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নং- ৬১

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্ কোয়েশ্চান নং- ৬১

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহবিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস সহ

এরজন্য সরকারীভাবে কোয়াটার নির্মানের কোনও পরিকল্পনা আছে কি না,

২) থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তার কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩) না থাকিলে তার কারণ?

উত্তর

১) হ্যাঁ আছে।

২) এই ব্যাপারে পূর্ত দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে অতি সত্ত্বর কাজ শুরু করা হয়।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুবোধ নাথ ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয় কাঞ্চনপুর এবং ধর্মনগর মহকুমার একটা বিরাট অংশের ছাত্র ছাত্রী, উপজাতি, অনুপজাতি এবং তফশীল জাতি গোষ্ঠীর ছেলে মেয়েরা এখানে পড়াশুনা করে। কিন্তু ছাত্রাবাসের অভাবে এই গরীব অংশের ছেলেমেয়েগুলি সেখানে পড়াশুনা করার ক্ষেত্রে একটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের নিকট আমি অনুরোধ রাখব ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার সুনিশ্চিত করার জন্য ছাত্রাবাসের কাজ অতি দ্রুত শুরু করা হবে কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, প্রশ্নটা কোয়াটার সংক্রান্ত ছিল সেই জন্য আমি উঠেছি। যেহেতু আমার সব খবরটা জানা নেই এই ছাত্রাবাস সেখানে শুরু হয়েছে কিনা না। এইখানে আমাদের স্টাফ কোয়াটার-টাইপ-৪, চারটি টিচিং স্টাফের কোয়াটার টাইপ-থ্রি, চারটি নন টিচিং স্টাফের কোয়াটার টাইপ টু দুইটির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং পূর্ত দপ্তরকে বলা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করব যাতে ঐ খানে ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজটাও যাতে ত্বরান্বিত হয়, সেটাও যাতে শুরু করা যায় এই চেষ্টা আমরা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য জয়গোবিন্দ দেবরায়।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় (রাধাকিশোর পুর) ঃ- এড্‌মিটেড্ কোয়েশ্চান নং-৩৬,

প্রশ্ন

(১) রাজ্যে কয়টি বি.এড কলেজ রয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

(২) উদয়পুরসহ রাজ্যের অন্যান্য মহকুমায় বি.এড কলেজ স্থাপন করার পরিকল্পনা দপ্তরের আছে কিনা,

(৩) এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে কিনা,

উত্তর

(১) রাজ্যে বর্তমানে একটি বি-এড (কলেজ অব টিচার এডুকেশন) কলেজ আছে। এটা আগরতলায় অবস্থিত।

(২) হ্যাঁ আছে, তবে সব বিভাগে নয়। দুটো ডিস্ট্রিককে কেন্দ্র করে দুই জায়গায় এটা স্পান করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

(৩) হ্যাঁ পাঠানো হয়েছে।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মনোনীত মন্ত্রী যে দুটো ডিস্ট্রিক এর কথা বললেন পেসিফিকেলি সাউথ ডিস্ট্রিকে-এ বি.এড কলেজ স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে কিনা।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- হ্যাঁ আছে, উদয়পুর এবং কৈলাসহরে দুটি কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য নারায়ন চৌধুরী।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী (কমলাসাগর) ঃ- এড্‌মিটেড্ কোয়েশ্চান নং- ১৮১

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- এডমিটেড কোয়েশ্চান নং-১৮১

প্রশ্ন

(১) বর্তমানে সেকেরকোট দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয় বিজ্ঞান শাখা খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা।

(২) থাকিলে কবে নাগাদ ঐ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখা খোলা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

(১) বর্তমানে এইরূপ কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

(২) প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চৌধুরী ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সেকেরকোট দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়ে আশে পাশে পাঁচটি হাই স্কুল আছে। সেকেরকোট দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়ে সাইন্স টিচার আছে কিন্তু অন্যান্য হাই স্কুলগুলিতে সাইন্স টিচার নেই যার জন্য সবচেয়ে অসুবিধা হয়। পরিকল্পনা থাকলে আগামী বছরে এইগুলি করা হবে কিনা।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, বিশালগড় মহকুমায় চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়টি এবং আমাদের বিশালগড় মহকুমায় তিনটি খোলার পরিকল্পনা আছে। এই বছরে না হলে পরের বছর নিশ্চয় চেষ্টা করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- প্রশ্ন পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির উত্তর পত্র এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নপত্রগুলো সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

OBITUARY REFERENCE

ANNEXURES A & B

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি দুঃখের সঙ্গে এই সভাকে জানাচ্ছি যে গতকাল ২০ ডিসেম্বর ২০০১ইং বিকাল ৩.৪০মিঃ নাগাদ প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির মার্ক্সবাদী ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি সদস্য রঞ্জন রায় জি বি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। প্রয়াত রায় বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট জেলার। ১৯১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থাতে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরবর্তী সময় কৃষক সংগঠনের কাজ করার মধ্যে দিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। তার প্রকৃত নাম ছিল হেমন্তকুমার দাস পুরকায়স্থ। ব্রিটিশ পুলিশকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ছদ্মনাম রঞ্জন রায় ধারণ করেন। পরবর্তী সময়ে এই নামে তিনি সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। ত্রিপুরায় উভয় অংশের মানুষের মধ্যে মৈত্রী মেল বন্ধন হিসাবে রঞ্জন রায় আজীবন কাজ করে গেছেন। এই বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীর মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে। আমি মাননীয় সদস্যদের দুই মিনিট দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ করছি।

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় এবং শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় এর নিকট থেকে 'সর্ট ডিস্কাশন অন মেটারস্ অব্ আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স' এর উপর দুটি নোটিশ পেয়েছি এবং জনজীবনের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলির অনুমোদন দিয়েছি।

উক্ত নোটিশ দুইটির উপর আগামী ২৪শে ডিসেম্বর, সোমবার, ২০০১ইং তারিখ এই সভায় আলোচনা হবে।

প্রথম নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ-"গ্রামরক্ষী বাহিনী গঠন সম্পর্কে"।

দ্বিতীয় নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ-"ভোটার তালিকা প্রণয়ন সম্পর্কে"।

(ত্রিপুরা বিধানসভা কার্য্য পরিচালন বিধির ৬৩নং ধারা মোতাবেক উক্ত বিষয়বস্তুগুলির উপর আলোচনার জন্য ১ (এক) ঘন্টা সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

REFERENCE CASES

মিঃ স্পীকার ঃ- আজকের কার্য্যসুচীতে ২ (দুইটি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয় কর্তৃক গত ২০.১২.২০০১ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি

নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো ঃ-"রাজ্যে ট্যুরিজম্ শিল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলা সম্পর্কে"।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয় কর্তৃক আনীত উল্লেখ্য বিষয়ের উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি - রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে আরও বেশী আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। আমরা জানি যে পর্যটন শিল্প বহুমুখী শিল্পের সমাবেশ। এটা শুধু বিনোদন নয় তার সাথে ইনফরমেশন কালচারাল এবং ইকোনমি সবটাই সেখানে যুক্ত হয়েছে। আমাদের রাজ্যে ঠিক সেই দিক থেকে পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করার জন্য যে পরিকাঠামো দরকার সে স্ট্যান্ডারডাইজ দরকার সেটা নেই। যদিও আমাদের এই ছোট রাজ্য সাড়ে দশ হাজার বর্গকি.মি.'র মত.। এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেমন আছে, ঐতিহাসিক বিভিন্ন পরিকাঠামোগুলিও রয়েছে এবং এখানকার সাংস্কৃতিক যে বৈচিত্র রয়েছে সবগুলি মিলিয়ে এখানে একটা আদর্শ পর্যটন কেন্দ্র বা পর্যটন শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব। সেই জন্য আমরা এটার প্রতি জোর দিয়েছি। আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে ১) আমাদের পর্যটন কাঠামোকে আরও উন্নত করা, এটার স্ট্যান্ডার্ড আরও বাড়ানো। ২) আমাদের এখানে সাংস্কৃতিক যে ঐতিহ্য আছে এবং এখানে অনেক ছোট ছোট জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের সংস্কৃতিকে সেই রকম ভাবে সংরক্ষিত করা এবং এটাকে বাইরের বিশেষণে তুলে ধরা। ৩) এখানকার পর্যটন শিল্পের সাথে আমাদের এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হতে পারে। সেই জন্য আমাদের হিউম্যান রিসোর্সকে ডেভেলাপমেন্ট করা। অর্থাৎ যোগাযোগের সাথে যুক্ত ট্রান্সপোর্ট, হোটেল, হ্যান্ডিক্র্যাফট ও হ্যান্ডলুম, মার্কেটিং সব মিলিয়ে আমরা এটা গ্রহণ করেছি। এই জন্য সরকার উচ্চ পর্যায়ের কমিটি যেমন গঠন করেছেন তেমনি এটার মনিটরিং এর ব্যবস্থাও আমরা সেখানে করেছি। আমাদের পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে ১৮টা ট্যুরিস্ট লজ্ চালু আছে, আরও ২টা ট্যুরিস্ট লজের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে, ৪টা ট্যুরিস্ট লজের কাজ নির্মিয়মান আছে এবং আরও ২টা ট্যুরিস্ট লজের কাজ শুরু করা হবে। আগামী বছরের শেষের দিকে ২৬টা ট্যুরিস্ট লজ আমরা ত্রিপুরাতে পাব। শুধু থাকার ব্যবস্থা করলেই হবে না, অন্যান্য পরিকাঠামোও দরকার। খাবারের জন্য ৪টা ক্যাফেটেরিয়া চালু আছে। তেলিয়ামুড়া, চতুর্দ্দশ দেবতাবাড়ী, কলেজটিলা ও কমলাসাগরে। আরও ২টি ক্যাফেটেরিয়ার তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে উনকোটি এবং পিলাকে। এছাড়া আরও ২টি ক্যাফেটেরিয়ায় নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শেষ হবে। একটা আগরতলার শিশু উদ্যানে এবং অপরটি বাধারঘাট স্টেডিয়ামের পাশে। এছাড়া আমাদের এখানে ঐতিহাসিক হ্যারিটেজ যে সমস্ত বিল্ডিং বা হ্যারিটেজ প্ল্যাস আছে সেগুলিকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে তোলে রক্ষনাবেক্ষনের কাজ শুরু করা হয়েছে। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদকে রাত্রিবেলায় আলোকিত করা, মাতার বাড়ী ও নিরমহলকে আলোকিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর উনকোটিতে রাত্রিবেলায় ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে রাত্রিবেলায় উনকোটির সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। মাতাবাড়ীতে হাই জেট ফাউন্টেন এবং উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে মিউজিক্যাল ফাউন্টেনের-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নীরমহলে লাইট এ্যান্ড সাউন্ড সো এই অর্থ বছরের শেষ দিকে চালু হয়ে যাবে এবং নীরমহল যে ভগ্ন অবস্থায় ছিল সেটার মেরামতির ব্যবস্থা আমরা করেছি। রাত্রে যাতে মানুষ নৌকাবিহার করতে পারেন তার জন্য হাই মাস্ট ইলুমিনেশান আমরা করছি। আমাদের হ্যান্ডলুম এবং হ্যান্ডিক্র্যাফট্ এটা পর্যটনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিদেশীদের কাছে এটা খুবই আকর্ষণীয় এখানকার আদিবাসীদের হ্যান্ডলুম-হ্যান্টিক্র্যাফটস তাদের জীবনধারা ইত্যাদি যাতে আমরা দেখাতে পারি সে জন্য আমরা একটা ক্রাফট্স ভিলেজ করার চেষ্টা করছি সোনামুড়া মহকুমার বগাবাসাতে। বুদ্ধিষ্ট ট্যুরিজম এই পূর্ব এশিয়াতে খুবই জনপ্রিয়। আমাদের এখানে যেখানে যেখানে বুদ্ধধর্মাবলম্বী আছে এবং তার যে সমস্ত নিদর্শন রয়েছে যেমন পিলাক মহামুনি এই গুলিকে কেন্দ্র করে আমরা চেষ্টা করছি সেখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য। পরিকাঠামো শুধু বললেই শেষ হয় না তার সাথে বাইরের মানুষ বা আমাদের রাজ্যের ডমেষ্টিক বা ইন্টারন্যাশনাল টুরিষ্ট তারা যাতে এই সুযোগ সে রকমভাবে ব্যবহার করতে পারে তার জন্য সে রকম প্যাকেজ ট্যুর ইনফরমেশান ব্যবস্থা করা দরকার। আমাদের রাজ্যে

আমরা ইতিমধ্যেই নতুন ধরণের প্যাকেজ ট্যুর করেছি যেমন হ্যারিট্যাজ ট্যুর, ডিসকভার অব্ ত্রিপুরা, গ্রীন ত্রিপুরা ইত্যাদি নামে। নামের সাথে তার যে দর্শনীয় বস্তু তার সাথে মিল রেখে আমাদের রাজ্যের এই সৌন্দর্য্য দেখতে পারেন, উপভোগ করতে পারেন তার জন্য আমরা এই প্যাকেজ ট্যুর করেছি। এবং এর জন্য আমাদের এখন ৪টি ট্যুরিস্ট প্যাকেজে যারা আছেন তারা অংশ গ্রহন করছেন। আন্তর্জাতিক স্তরে পর্যটনকে আকর্ষনীয় করে গড়ে তোলার জন্য বহু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কিন্তু আমাদের রাজ্যে সে রকম সঙ্গতি নেই তা সত্বেও আমরা চেষ্টা করছি কিছু উৎসবের মধ্য দিয়ে যেমন আমাদের কালচার‍্যাল সিনথেসিস সাংস্কৃতিক যে পরিমন্ডল বা সাংস্কৃতিক যে সত্তার এটাকে তুলে ধরতে পারব তাতে আমাদের রাজ্যের মানুষ একে অন্যকে জানবেন এবং বাইরের মানুষও ত্রিপুরা সম্পর্কে জানবেন, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির চেহারা তারা দেখবেন সে জন্য আমরা নিয়মিত কমলা উৎসব, মেলাঘরে নৌকা বাইচ, নীরমহল উৎসব, মাতাবাড়ীতে দীপ উৎসব এবং পিলাকে পিলাক উৎসব আমরা করছি। তাছাড়া নতুন দিল্লী এবং কোলকাতার বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত ফেয়ার হচ্ছে সেই সমস্ত ফেয়ারের সমস্ত রকম ইনফরমেশান নিয়ে সেখানে আমরা অংশ গ্রহণ করছি, যাতে বাইরের মানুষেরকাছে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রয়োজন সম্পর্কে তাদের আকর্ষণ করতে পারি। আমাদের এই ট্যুরিজমের উন্নতির জন্য ইতিমধ্যে ভারত সরকার আমাদের সাহায্য করেছেন। এই ব্যাপারে বিগত কয়েক বছর আমাদের যে রেভিনিউ কালেকশন হচ্ছে এবং এই কালেকশান যে বাড়ছে হিসাব দেখলেই তা বোঝা যাবে। আমাদের এখানে ট্যুরিষ্টদের থেকে যে রেভিনিউ পাচ্ছি সেটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯২-৯৩ সাল পর্যন্ত আমাদের এখানে কোন ট্যুরিস্ট আসেনি যদিও র‍্যাসট্রিকটেড এরিয়া পারমিট ছিল। ১৯৯৩-৯৪ সালে মাত্র ৪০জন ফরেন ট্যুরিস্ট আমাদের রাজ্যে এসেছিলেন এবং তখন আমাদের রেভিনিউ কালেকশন হয়েছিল ৩লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৯৬টাকা। সেই জায়গায় ২০০০-২০০১ইং সালে আমাদের রাজ্যে ফরেন টুরিস্ট এসেছে ১৩৫৩জন এবং এটা ক্রমশ বাড়ছে, এতে রেভিনিউ কালেকশন হচ্ছে পোনে চার লক্ষ টাকা থেকে এখন এটা হয়েছে ১৮৮০ হাজার টাকা এবং এবছর তার থেকে আরও অনেক বেশী বাড়বে। এভাবে আমাদের ট্যুরিস্ট্ যেমন বাড়ছে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রেভিনিউ জেনারেশনও সেখানে বাড়ছে। এই চাহিদার সঙ্গে তার রেখে ট্যুরিজমকে আরও বাড়ানোর জন্য আমাদের আরও উন্নত পরিকাঠামো দরকার, তার জন্য আমাদের ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারকেও আরও উন্নত করা দরকার। কলকাতা ও গৌহাটিতে আমাদের ট্যুরিস্ট্ ইনফরমেশন সেন্টার আছে, এখন আমরা চেষ্টা করছি দিল্লীতেও এই রকমভাবে একটা ট্যুরিস্ট্ ইনফরমেশন সেন্টার খোলার জন্য এবং আশা করছি দিল্লীতে নতুন ত্রিপুরা ভবন হলে হয়তো এটা করা যাবে। তারপর এই ট্যুরিস্ট ইনফরমেশনটা যাতে পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে জানা যায় তার জন্য আমরা ইতিমধ্যে এটাকে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত করে দিয়েছি। ত্রিপুরার দর্শনীয় স্থান কি কি হবে ওখানে সেটার ব্যাখ্যা করা হবে এবং এখানকার পর্যটন উৎসব কি রকম এই সবটাই ইন্টারনেটের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যাবে। আমাদের এই বাড়তি চাহিদা পূরণ করার জন্য আমরা নতুন আরও প্রজেক্ট করছি এবং এ বছর তার জন্য ২১টি প্রজেক্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি এবং নীতিগতভাবে এটা স্বীকৃত হয়েছে। আমরা আশা করছি এগুলি যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের রাজের যে ট্যুরিজম বা দর্শনীয় জায়গা রাজ্যের সৌন্দর্য্য এগুলি শুধু দেখানোর জন্যই নয় তাছাড়া তার জন্য আর একটা দিক আছে, সেটা হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের একটা বিরাট স্কোপ এর মধ্যে দিয়ে তৈরী হবে এবং শুধু সরকারী সেক্টরে না বে-সরকারী সেক্টরেও অনেক সুযোগ তাতে খুলবে। সেই লক্ষ্যে এরকম একটা অ্যাপ্রোচ্ নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। তার সঙ্গে আমরা আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া বিশেষ করে পুরাতাত্ত্বিক যে সমস্ত কৃতি আছে যেমন পিলাক, উনকোটি এই ধরণের একশত বছরের পুরানো যে সমস্ত ইমারথ যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, এগুলি আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সম্পদ হবে। তারা এগুলিকে রক্ষনাবেক্ষন করবেন। আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, যদিও আমাদের এখানে তাদের সে রকম ম্যান্পাওয়ার না থাকার কারণে ওরা কাজ করতে পারছে না। তবু আমাদের প্রচেষ্টায় এবং এখানকার সাংস্কৃতিক প্রেমী ও

প্রকৃতিপ্রেমী মানুষের সহায়তায় পিলাক উদয়পুর এই সব জায়গায় এবং উনকোটিতে আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে অভ্ ইন্ডিয়ার তারা কিছু কিছু কাজ শুরু করেছেন এবং উদয়পুর আমাদের রাজ্যের একটা প্রাচীনতম রাজধানী বা জনপদ। তাই তার উন্নতির জন্য আমরা বর্তমান আর্থিক বছরে একটা প্রকল্প জমা দিয়েছি এবং আশা করছি সেটা পাওয়া যাবে। তাহলে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি রক্ষনাবেক্ষনের মধ্য দিয়ে আমাদের রাজ্যে আরও বেশী ট্যুরিস্ট অ্যারাইভেল হবে এবং তার ফলে আরও বেশী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হবে। এই জন্য আমাদের রাজ্যে যে প্ল্যানিং বোর্ড হয়েছে তাতে বাহির থেকে এক্স্পারট্ যারা এসেছেন তারাও বলেছেন যে, ট্যুরিজম একটা ভাল সেক্টর, এটাকে গুরুত্ব দিতে হবে। আমরাও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেভাবে রিকোয়েস্ট করেছি। তাছাড়া আমরা যেহেতু ঢাকার খুব কাছাকাছি আছি তো বাস চলাচল শুরু হলে আমাদের সুবিধা হবে, সেভাবে প্রস্তাবও আমরা পাঠিয়েছি এবং এভাবে আমাদের রাজ্যের ট্যুরিজম বিকাশের জন্য একটা কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করেছি। ধন্যবাদ।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বলেছেন উদয়পুরকে ট্যুরিস্টদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা হবে সেটা কিভাবে করা হবে?

(২) এই রাজ্যে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়াও কাজকর্ম করছে। আমাদের উদয়পুরে জগন্নাথ বাড়ী যে মন্দিরটি সেটা বর্তমানে অত্যন্ত মুমূর্ষ অবস্থায় রয়েছে যেকোন সময়ই সেটা পড়ে যেতে পারে। কাজেই এটাকে মেরামত করার জন্য ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

(৩) ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য আকর্ষণীয় স্থানগুলির সঙ্গে উদয়পুরকেও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য- সেখানে যে অনেকগুলি দিঘি আছে সেগুলিকে সংস্কার করে ট্যুরিস্টদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য স্পীড বোট ইত্যাদির ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা আছে কি না?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, উদয়পুর নিশ্চয়ই আমাদের রাজ্যের একটা রিলিজিয়াস ট্যুরিস্ট প্লেস হিসেবে মর্যাদা পাচ্ছে এবং সেখানে একটি যাত্রীনিবাস তৈরী করা হয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করে। আরেকটা ট্যুরিসট লজও মাতাবাড়ীর কল্যাণ সাগরে করা হবে। তারপর মাতাবাড়ীকে সাজানোর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। মাতাবাড়ীতে যে সমস্ত দোকানগুলি রয়েছে সেগুলিকে নতুন করে সাজানো হবে।

তারপর বলেছেন যে, জগন্নাথ মন্দির সংস্কার করার জন্য। এটা ১০০ বছরের পুরনো যে সমস্ত মন্দির বা ইমারত রয়েছে সেগুলিকে স্পেশ্যাল টেকনোলজিক্যালী মেরামত করার জন্য এখানকার আর্কিওলোজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া রয়েছে তারা সেটা করতে পারেন, এটা করার দায়িত্ব তাদের। ত্রিপুরা রাজ্যে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া তারা গত বছর টাকা মঞ্জুর করেছিল কিন্তু সেই টাকা খরচ করার মত বড় অফিসার এখানে নেই। তাদের রিজিওন্যাল হেড্ অফিস হচ্ছে গৌহাটিতে। এখানে খুব নীচুস্তরের অফিসাররা রয়েছে। তাদের পক্ষে এই টাকা খরচ করা সম্ভব নয়। কাজেই আমরা কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে অনুরোধ করেছি তারা যেন উদয়পুরের মাতাবাড়ী, উনকোটি, দেবতামুড়া, ভুবনেশ্বরীর মন্দির এই গুলির মেরামত বা এগুলি সঠিক দেখভাল তারা করেন। আর ইতিমধ্যে আমরা ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পাশে সাজিয়েছি এখন এই পারে বদরমোকামের ঐদিকে কিছু কাজ করতে চাইছি এবং এখানে একটা মন্দিরও আমরা করতে চাইছি, আশা করি এই বছরেই এই মন্দিরটি হবে।

আর যেটা লেইক সংস্কার করার জন্য বলেছেন, এটা ট্যুরিজ ডিপার্টমেন্টের পক্ষে সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে উদয়পুর নগর পঞ্চায়েতকে আমরা অনুরোধ করেছি তারা যেন এটা করেন। উদয়পুর নগর পঞ্চায়েতও এই ব্যাপারে খুব উৎসাহী। তারা যদি সংস্কারের কাজ করেন তাহলে স্পীড বোড দেওয়ার জন্য আমরা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করব। আর জগন্নাথ দিঘিকেও সাজানোর ব্যাপারে আমরা তাদের সব দিক থেকেই সাহায্য করছি। কাজেই, এইগুলি সাজাতে গেলে অনেক টাকার প্রয়োজন। কিন্তু রাজ্য সরকারের কাছে এত টাকা নেই। আমরা কেন্দ্রিয় সরকার থেকে টাকা নিয়ে এইগুলি করছি। এবং যত তাড়াতাড়ি করা যায় সে চেষ্টা করছি।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) ঃ- স্যার, পর্যটন শিল্প সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী অনেকগুলি দিক বলেছেন। একটা বিষয় পরিষ্কার হতে চাই যে, বিভিন্ন ট্রেভেল এজেন্সী যেগুলি আছে বহিঃরাজ্য বা ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে। আমাদের রাজ্য পর্যটন শিল্পে ইতিমধ্যে কতগুলি বিষয়ে উন্নতি হয়েছে। তবে মানুষের দৃষ্টিতে যদি এগুলি নিয়ে যেতে না পারে তাহলে মানুষ কি করে আকর্ষিত হবে। এখানে প্রচার মাধ্যমগুলিকে কাজে লাগানো ।তিনি বলেছেন, কিন্তু আরও যে প্রচার মাধ্যমগুলি রয়ে গেছে এগুলি ব্যবহার করার কোন চিন্তাভাবনা বা ট্রেভেলিং এজেন্সী যেগুলি আছে এগুলি হলো মেইন ফ্যাক্টর। বিভিন্ন রাজ্যে নেশ্যান্যাল বা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেভেলিং এজেন্সী আছে যারা এগুলি দেখেন। এদের নিয়ে কোন মিটিং অর্গানাইজ করা বা তাদেরকে যুক্ত করা আমাদের রাজ্যকে অকর্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে এই ধরণের কোন কর্মসূচী নিয়েছেন কিনা? তারসঙ্গে আর একটা বিষয় রিলেটেড পর্যটন শিল্পকে আকর্ষিত করে তুলতে গেলে আমাদের রাজ্যে বড় ধরণের কোন হোটেল নেই। পর্যটন দপ্তর থেকে যতটুকু জানা গেছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্কীম আছে পর্যটন দপ্তর থেকে বড় ধরণের হোটেল ইত্যাদি তৈরী করা হয়। আমাদের রাজ্যেও স্টার জাতীয় কোন হোটেল গড়ে উঠেনি। পর্যটন দপ্তর থেকে এই ধরণের কোন চিন্তাভাবনা আছে কিনা যে, একটা সেকশন যারা আপার ইকোনমিক দিক দিয়ে একটা উন্নত পর্যায়ের তারা সাধারণতঃ এসে থাকেন একটা বড় ধরণের হোটেলে এই রাজ্যে আছে কিনা, আমাদের দিক থেকে সেই ধরণের হোটেল করার চিন্তাভাবনা আছে কিনা?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথমত ট্রেভেল এজেন্সী বা যে ট্যুর অপারেটর তাদের সাথে প্রতি বছর ২৭শে সেপ্টে ম্বর জাতীয় পর্যটন দিবস পালিত হয়। আমরা এই ট্যুর অপারেটর তাদের সাথে যুক্তভাবে এই দিবস আমরা পালন করি। তাছাড়া বাইরের ডমেস্টিক ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিস্ট তারা যাতে কিছুতেই হয়রান না হন এবং তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যায় সব নিয়ে আমরা মিটিং করেছি।

তবে হ্যাঁ, মিটিং আরও এইরকম আলোচনা ইন্টারঅ্যাকশন আরও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় যেটা হোটেলের প্রশ্নে অ্যাকমনডেশনের প্রশ্ন এটা ঠিক যে, আগরতলায় এখন যে হোটেলগুলি আছে সেখানে মোটামুটি তার যে অ্যাকোমোডারেট খুব ভাল এবং এখানে আমাদের ইন্টারন্যাশনেল স্টেনডার্ডে একটি ক্রিকেট মাঠ তৈরী হচ্ছে এবং এখানে ইন্টার ন্যাশনাল বা ন্যাশনাল লেবেলে খেলা হতে পারে, হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এটা একটাই অন্তরায় আমাদের এখানে সেই ধরণের কোন হোটেল নেই। কাজেই এটাও ট্যুরিজম পামপেকটের মতই। এই জায়গায় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এখানে আই. টি. ডি. সিকে হোটেল খোলার জন্য আমরা অনেকবার অনুরোধ করেছি। কিন্তু আই.টি. ডি.সি তারা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন পারবে না। আর আপনারা দেখেছেন আই. টি.ডি.সি ইতিমধ্যে দিল্লী ব্যাঙ্গালোরের মত জায়গায় তাদের পরিচালিত হোটেলগুলি তারা বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের কারণে পারছে না। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে আই.টি.ডি.সি হোটেল খুলবে বলে আমাদের মনে হয় না এবং বলেও দিয়েছে আমরা এটা পারব না। আমরা চেষ্টা করছি এই রকমভাবে প্রাইভেট কনসার্ন আমাদের যেহেতু ট্যুরিজমকে ইনডাস্ট্রী স্টেটাস দেওয়া হয়েছে, ইনডাসট্রীর তরফ থেকে একটা সেইরকম হোটেল খুললে পরে সেই সমস্ত ইনসেনটিজগুলি পাবে। আমরা শিল্প দপ্তরকে এবং আই.সি.ডি.সি তরফ থেকেও আমরা বলেছি বিভিন্ন প্রাইভেট যারা ইনভেস্ট করে তাদেরকে বলা হয়েছে ত্রিপুরায় আসুন হোটেল খুলুন। একটা জায়গা এয়ারপোর্ট রোডে দেখা আছে এটা আসলে পরে একটা স্টার হোটেল খোলার জন্য রাজ্য সরকার-এর তরফ থেকে দেওয়া যাবে। এটা হলো স্টার কেটাগরি হোটেল খোলার ক্ষেত্রে অসুবিধা।

মিঃ স্পীকারঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মন্ত্রী মহোদয়ের প্রশংসাই করি। পরবর্তী অংশটা অবশ্য অসহ্যও হতে পারে। কারণ আমি যেটা বাস্তব দেখেছি সেটা বলব। বিশেষ করে কমলাসাগরে সেখানে রান্নাবান্না ভালো আশা করি অন্যান্যগুলোর ব্যবস্থাপনা ভালই হবে। এই গেল প্রশংসার দিকটা। এখন বাস্তব দিকটা হলো ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গোমতী

পান্থ নিবাস যেটা তৈরী করা হলো উদয়পুরে সেটা উদ্বোধনের কয়েকদিন পরে আমি সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করি। কিন্তু সেখানে খাওয়া দাওয়া এত নিম্নমানের সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তারপর সেখানের বাথরুমগুলিও ভাল না স্নান করলে পরে বাথরুম থেকে জল রুমে ঢুকে যায়। আমাকে প্রথম ভি.আই.পি রুম বলে নিচে রাখল আমি বললাম এটা কি ভি.আই.পি রুমের নমুনা? তখন বলল যে না উপরে আছে। এরপর উপরে গিয়ে ভি.আই.পি রুম দিল সেখানে দেখলাম ৬টা খাট আছে দেখলাম। ডোমেস্টি রুম এটাকে ভি.আই.পি বলে আমাকে রাখল। তখন আমি বললাম এটা কোন ধরণের ভি.আই.পি রুম? এই হচ্ছে অবস্থা। আমার সঙ্গে লোক বেশী ছিল জয়গোবিন্দবাবুও ছিল, তবে উনি থাকেননি সঙ্গ দিয়েছেন। যাই হউক, এটাই ভি.আই.পি রুম মনে করে রইলাম।
মন্ত্রী মহোদয় জানেন গত মাসের ৭ তারিখে চা এবং কফি চাষ হচ্ছে সরকারী উদ্যোগে ওটা দেখার জন্য আমি গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি রাস্তার যে অবস্থা আর জম্পুই যাওয়া না। এমন পরিস্থিতি ইট নেই কাদা অবশ্য মন্ত্রীরা যাবেন জেনে কাজ শুরু হয়েছে কমলা উৎসবের জন্য। কোন রকমে সেখানে গিয়ে পৌছি। কিন্তু ঐ প্রজেক্টা আর দেখা গেল না। সেখানে যাওয়ার মত কোন পরিস্থিতি রাস্তার নাই। ইডেন বাংলোটা খুবই ভালো সেখানকার কর্মচারীরাও খুবই ভাল। সেখানে রান্না হলেও আগে থেকেই চাল নুন তৈল সব কিছু নিয়ে যেতে হয়। তারপর তারা যে রান্না করে দিল সেটা কুকি জাতিয় রান্না এটা খাওয়া গেলল না। প্রজেক্ট ও দেখা গেল না আর খাওয়ারও এই অবস্থা সুতরাং চলে আসলাম। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে কোন লোক সেখানে যাবে না। আগে এটা ডেভেলাপ করতে হবে। ট্যুরিজমের সঙ্গে রোড ডেভেলাপমেন্টটা খুবই জড়িত। রোড যদি ডেভেলাপ না হয় কোন ট্যুরিস্ট যাবে। দ্বিতীয়তঃ উদয়পুরে মাস্টার প্ল্যান যেটা করা হচ্ছে এটা খুবই ভালো। এটা প্রশংসনীয় । কিন্তু এটাকে মন্দির নগরী বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সমস্ত জমি এনক্রোস হয়ে গেছে। এই এনক্রোসমেন্টকে এডিট না করে এটাকে উন্নত করা যাবে এবং এরজন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা তাদেরকে যথাযথ ক্ষতি পূরণ দিয়ে তাদেরকে এডিকশন করে ডেভেলাপ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

শ্রীসুধন দাস ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঐতিহাসিক নির্দশনগুলি রক্ষনাবেক্ষন এবং পর্যটনে আকর্ষণীয় করার যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তার সঙ্গে আমার একটা প্রসঙ্গ হল রাজনগর ব্লকের চন্দ্রপুরের পাঁচশত বছর আগের একটা মসজিদ আছে। সেখানে এই বছরের অনুষ্ঠানের মাননীয় স্পীকার ও মন্ত্রী মহোদয় উভয়েই গেছেন। এখানে ঊনকোটি মন্দির, ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, বুদ্ধ মন্দির সব ধর্মের এই নির্দশণগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলা হয়েছে। আমরা ১৯৯৩ ইং সাল থেকে এই মসজিদকে কেন্দ্র করে সংহতি উৎসব করছি। এবং সেখানে পাহাড়ী বাংগালী, হিন্দু-মুসলমান সব অংশের মানুষ থাকে। এই যে বিশাল উৎসব হচ্ছে এখানে বা কোন মন্দির ও তার নিদর্শনের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এবং সেখানে ইতিমধ্যেই রবীন্দ্র-নজরুল পার্ক গড়ে উঠেছে। এবং পর্যটকরা সেখানে প্রতি বছরেই যায়। এখনো যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই। পিকনিক হয়। সেখানে একটা পিকনিক স্পটও গড়ে তোলা হয়েছে, সিদিকানহউ পিকনিক স্পট। ঐখানে চা বাগান এই সব কিছু মিলে তার যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে তার পরে প্রাকৃতিক যে বিষয়গুলি আছে সবগুলিকে মিলিয়ে এটা একটা আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে। তার পাশেই আছে বাংলাদেশ এর বিশ্বরোড দেখা যাচ্ছে উঁচু পাহাড়এবং চারিদিকে সব মিলিয়ে একটা আকর্ষণীয় স্থান। আমার মনে হচ্ছে, সমস্ত রাজ্যের ট্যুরিজম এর যে পরিকল্পনা এই পরিকল্পনার মধ্যে না রেখে এই জায়গাটাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এই বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে দেখবার ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীবিল্লাল মিঞা (বক্সনগর) ঃ- স্যার, আমি এই ব্যাপারে কিছু বলতে চাইছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- এইভাবে হয় না। আগে মন্ত্রী মহোদয়কে বলতে দিন।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, গোমতী যাত্রী নিবাস সম্পর্কে যে অভিযোগটা উঠেছে,

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলছি টু দি পয়েন্টে উত্তর দেবেন। সময় কম, আরো ২, ৩টা আছে।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- ঠিক আছে। গোমতী যাত্রী নিবাস সম্পর্কে যে অভিযোগটা উঠেছে, এটা অংশত সত্য।এই কাজটা করেছে সি.পি.ডব্লিও.ডি। আমরা সঙ্গে সঙ্গে যে অভিযোগগুলি আসছে এইগুলি যাতে করে রেকটিফাই করা যায় আমরা করছি এবং হচ্ছে। যেটা বদরমুকাম সম্পর্কে আনা হয়েছে ইতিমধ্যে বদরমুকাম দিয়ে নদীর ঐ পারে যাওয়ার জন্য পি.ডব্লিও.ডি ব্রীজ তৈরী করার পরিকল্পনা নিচ্ছে। এবং নিশ্চয়ই আমরা যখন এটাকে সাজাব সেখানে এডিকশান করতে যতটুকু না করলে না হয় নিশ্চই সেই দিকটা লক্ষ্য করা হবে। কারণ মানুষের জন্যই এইগুলি করা, মানুষ যদি হেঁটে যেতে বাধ্য হন তা হলেতো প্রকৃত উদ্দেশ্যটা সফল হবে না। তার পরে ইডেন সম্পর্কে বলেছেন সেখানে যাওয়ার রাস্তাটা এটা এমনিতে এন.ই.সি রোডের মধ্যে পড়েছে। আমি আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে জম্পুই রাস্তা এইরকম থাকবে না ভাল হবে। এখন রাস্তা ফুলডংসই পর্যন্ত মোটা মোটি ঠিক হয়েছে। তার পরে ট্যুরিজম লজগুলিতে রান্নাবান্নার ব্যাপারে একটু অসুবিধা রয়েছে এটা স্বীকার করতে হয়। ঠিক সেই রকম রান্নার লোক আমাদের নেই। যেখানে যে রকম করছি সেখানকার লোক কন্টাক বেসিস অথবা ডি.আর.ডব্লিও. নিযুক্ত হচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে লুসাই এলাকা, সেখানে লুসাই ডি.আর.ডাব্লিও। উনি যে রান্না করেন তার টেস্ট লুসাইয়ের হবে। রাজনগরে গেলে পরে সেখানে ভাল রান্না পাওয়া যাবে কুমিল্লার রান্না। সুধনবাবু যেটা বলেছেন, চন্দ্রপুর মসজিদ নিয়ে। এটা ঠিক যে এই বছর আমাদের একটা প্রজেক্ট গেছে চন্দ্রপুর সাজানোর জন্য। ইতিমধ্যে চন্দ্রপুরকে আমাদের কালচা[illegible] কেলেন্ডারের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। এবার ৬ ডিসেম্বর যে মেলা করলেন এটা ইষ্টান জয়েন্ট ক্যালচার সেন্টার থেকে সেখানে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। আগামীদিনে এটা একটা ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট পারবে না, ট্যুরিজম পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ সকলে মিলে এটা করতে হবে। এর সঙ্গে পি.ডব্লিও.ডি, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এগিয়ে আসতে হবে। আমরা যৌথভাবে এই কাজ করার চেষ্টা করছি।

শ্রীবিল্লাল মিঞা ঃ- পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, নীরমহলের গভীরতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। সেখানে ঐতিহাসিক যে আকর্ষণীয় স্থান সেটার সৌন্দর্য্য নষ্ট হচ্ছে। সেখানে ধানের চাষ করে এবং বেদখল করে বাড়ীঘর করছে। নীরমহলের ৬৪ একর সম্পত্তির মধ্যে কিছু অংশ সরকারী ভাবে এলটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই নীরমহলকে সুরক্ষা করার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নেবেন কিনা?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা এখানে উত্থাপন করেছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ স্যার, নীরমহলের সৌন্দর্য্যই তখনই বিকশিত হবে যদি না রুদি জলার জল থাকে। জলহীন ছাড়া সুন্দর লাগবে না। এই সমস্যাটা আজকের না দীর্ঘ ৫০ দশকের গোড়া থেকেই এটার ওপার দিক থেকে উদ্বাস্তুরা আসার পর সেখানে একটি উদ্বাস্তু সমবায় সমিতি করা হয়েছে এবং তখন থেকেই তারা ওখানে চাষবাস করে আসছে এবং এটা চলছে। তার আশেপাশে ব্রিক ফিলিং, ধানক্ষেত ইত্যাদি নানা ধরণের এবং এটা অনবরত শিলটিং হচ্ছে রুদ্রসাগরের গভীরতা কমে যাচ্ছে, মাঠ ভরে যাচ্ছে পসিং ডেন্ডার ফর দ্যা নীরমহল। এটা মাথায় রেখেই প্রথমতঃ দুটি কাজ আমাদের করতে হচ্ছে। একটি হচ্ছে ঐ উদ্বাস্তু সমবায় সমিতি বা সেখানকার মানুষকে এর সাথে যুক্ত করা। ঐতিহাসিক পর্যটনের যে গুরুত্ব এটাকে মাথায় রেখেই যেন সেখানকার জলের গভীরতা থাকে সেজন্য আশে পাশে যে সমস্ত চাষবাস ব্রীক ফিলিং বা এনক্রোজমেন্ট হচ্ছে এটাকে বন্ধ করা। কিন্তু এর জন্য আমরা উৎসব করছি, নানা ভাবে প্রচার পদ্ধতি হচ্ছে, এটাও তার অঙ্গ, প্রথমঃ এর দিকে খুব বিরোধীতা ছিল এমনকি আমি দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ১৯৯৮-৯৯ইং সনে মৎস্যজীবিদের প্রচন্ড বিরোধীতা যে এখানে জল রাখার গভীরতা করা যাবে না। এখন মোটামুটি তারাও বুঝতে প ারছে না নীরমহলের সৌন্দর্য মানে শুধু নীরমহলকে রক্ষা করা না, অন্যদিক থেকে পর্যটন বিকশিত হলে পরে তাদের আর্থিক উন্নতি হবে এবং তার ভিত্তিতেই আমরা ব্রহ্মপুত্র বোর্ডকে দিয়ে একটি প্রজেক্ট করেছি এবং একসপার্ট তারাই। তাছাড়া আমাদের মৎস্য দপ্তর এবং আই.সি.এ.টি. দপ্তর যুক্ত আছে। সমস্ত পরীক্ষা নীরিক্ষা করে কিভাবে সেখানে রি-এসকারিশান করা যায় ডি-সিলটিং করা যাবে এবং চারিদিকে বাধ বাধাই করে সেখানকার ওয়াটার লগিং সনডিং কি ভাবে করতে হবে এই রকম

একটি প্রজেক্ট প্রায় ১০ কোটি টাকার মত একটি প্রজেক্ট তৈরী করেছেন এটা এখন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন আছে। কারণ এটা করতে গেলে পরে প্রচুর টাকার প্রয়োজন তো এটা যদি হয় নিশ্চয়ই আগামী দিনে এই জলের গভীরতা সিলটিং বন্ধ করে অন্যদিক থেকে সেখানকার মৎস্যজীবিদের তাদেরও অন্য উপায়ে মৎস্য চাষ তো হবেই এবং অন্য উপায়ে তারাও সেখানে এই লাভটা তারা পাবেন এই চেষ্টা চলছে। সেই জায়গায় আমি মাননীয় বিধায়ক তিনিও সোনামুড়ার তারও সহযোগিতা কামনা করি। ধন্যবাদ।

শ্রীবিল্লাল মিএা ঃ- স্যার, আমি ক্লেরিফিকেশান করব না, উনাকে সহযোগিতা করতে চাই। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে অবগত আছেন কিনা এই রুদিজলাতেই দুই ধরণের প্রশাসন চলে। একটি হচ্ছে উদ্বাস্তু সমবায় সমিতি উনারাও এলটমেন্ট দেন, আবার রেভিনিউ দপ্তরও এলটমেন্ট দেন। এলটমেন্ট দিয়ে এখানে ধানচাষের জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করে দেয়, কারণ, বাড়ী করার জন্য কোথায় কোথায় উৎসাহিত করা হয়েছে এই গুলো সম্পর্কে আপনার যদি সহযোগিতা আমাদের চান দলমত নির্বিশেষে নীরমহলকে রক্ষার জন্য আমাদের সাহায্য থাকবে এবং ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি মুক্তি করার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে করেছেন, আপনারাও করেন, উনিও করবেন। দ্বিতীয় উল্লেখ্য বিষয়টি যে এনেছিলেন ওরা উপস্থিত নেই । কাজেই এগুলো আর আসছে না।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি আজ শ্রীপ্রশান্ত কপালী মহোদয়ের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি ঃ- নোটিশের বিষয়বস্তু হলো ঃ-

"যোগেন্দ্রনগর ব্রীজ থেকে রামঠাকুর বালিকা বিদ্যালয় পর্যন্ত হাওড়া নদীর জল আটকানোর বাঁধ না থাকাতে বর্তমানে নদীর জল উক্ত স্থানের সন্নিহিত এলাকাসহ বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হওয়ার ফলে জনদুর্ভোগ নিরসনে শীঘ্রই যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত কপালী কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উৎথপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগামী ২৪.১২.২০০১ইং তারিখে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য নারায়ন চন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীসুধন দাস মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি ঃ -'নোটিশের বিষয়বস্তু হলো ঃ- "সর্বপ্রিয় প্রকল্প" রাজ্যে সর্বত্র চালু হওয়া সম্পকে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীচৌধুরী ও শ্রীদাস কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ২৪.১২.২০০১ইং তারিখে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রণব দেববর্মার নিকট থেকে পেয়েছি ঃ- 'নোটিশ বিষয়বস্তু হলো ঃ-"সোনাই নদীর উপর ডাইভারসন প্রকল্প চালু না হওয়ায় কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দেববর্মা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি । আমি এখন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগামী ২৪.১২.২০০১ইং তারিখে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ- আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি হয়েছিলেন, নোটিশটি দিয়েছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো ঃ- "অল্প বৃষ্টিতে আগরতলা শহর জলমগ্ন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা অনস্বীকার্য্য যে শহর আগরতলায় অল্প সময়ে অতিবৃষ্টিপাতে বিভিন্ন স্থানে জলবদ্ধতা দেখা দেয়। বর্তমানে চালু শহরে জল নিকাশী ব্যবস্থা সমস্যা হয়েছে। বিগত বছরগুলিতে শহরায়নে বিভিন্ন নির্মাণ কাজে, ক্রমাগত জলাশয় ভরাট এবং বাঁধ, রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণের ফলে পূর্বেকার স্বাভাবিক জল নিকাশী ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে হতে বর্তমানে প্রকট সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। আগরতলা শহরের মধ্যাঞ্চল যাহা বর্তমানে উত্তরে কাটা খালের বাঁধ, দক্ষিনে হাওড়া নদীর বাঁধ ও পশ্চিমে বর্ডার রোড দ্বারা বেষ্টিত সেখানেই সমস্যাটা প্রকট। এই অঞ্চলের বৃষ্টির জল যাহা ১৯৮৬ সালে সি.এম.ডি.এ কর্তৃক সার্ভে রিপোর্ট অনুসারে ঘন্টায় ২০০ লক্ষ গ্যালন হতে পারে তাহা নিষ্কাশনের জন্য বিভিন্ন এলাকায় ওয়ার্ডে ও রাস্তার পাশে প্রায় ২৫৬ কিমিঃ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কাঁচা বা পাকা ফিডার ড্রেইনের ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু এই সকল ফিডার ড্রেন বাহিত বৃষ্টির জল সিংহ ভাগই কালাপানিয়া ও আখাউড়া খাল নামক দুটি প্রধান খালের মাধ্যমে পশ্চিমমুখী বাংলাদেশে পতিত হয়। কিন্তু অতি অল্প সময়ে অত্যধিক ধারাপাতে সঞ্চিত জল প্রবাহ অপরিসর এই খাল দুটির মাধ্যমে যথাযথ ভাবে বাহিত হতে [illegible]না। ফলে বিভিন্ন পয়েন্টে এই প্রধান খাল সমূহ প্লাবিত হয়ে পরে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে জলবদ্ধতা সৃষ্টি করে। এই [illegible]বদ্ধতা দ্রুত নিষ্কাশণের জন্য আগরতলা শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে যেমন - পূর্বথানা, গণরাজচৌমুহনী, আই.জি.এম. চৌমুহনী, মাষ্টারপাড়া, টাউন প্রতাপগড়, সেন্ট্রাল রোড এক্সটেনশান, রবীন্দ্রপল্লী ও জয়নগর ব্যাকলেনে প্রতি ঘন্টায় ১৭.৫২ লক্ষ গ্যালন জল নিষ্কাশনের ক্ষমতা সম্পন্ন মোট ১১টি পাম্প বিগত কয়েক বছর যাবতই কার্যকর রয়েছে। গত বর্ষা মৌসুমে ইন্দ্রনগর হরিজন কলোনী এলাকায় ঘন্টায় ৯ লক্ষ ৫০ হাজার গ্যালন জল নিষ্কাশনের ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন বৃহৎ পাম্পসেট্ চালু করা হয়েছে। শহরের উত্তর প্রান্তে রঞ্জিতনগর ডাইভারসান ক্যানেল থেকে জল কাঁটা খালে ফেলার জন্য অনুরূপ ঘন্টায় ৯ লক্ষ ৫০ হাজার গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্পসেট বর্তমানে নতুন ভাবে বসানো হয়েছে, যাহা আগামী বর্ষা মৌসুমে চালু থাকবে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিপুল জল বদ্ধতা উক্ত ড্রেনেজ পাম্পের মাধ্যমে নিষ্কাশন সম্ভব হচ্ছে না এবং সময়ে সময়ে আয়ত্বের বাহিরে চলে যায়। বর্তমান সরকার আগরতলা শহরে নিকাশী ব্যবস্থা উন্নয়নে এক পরিকল্পিত কর্মসূচী হাতে নিয়েছে, রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগ ও আগরতলা পুর পরিষদের প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে যে ড্রেনেজ কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে কেবলমাত্র পশ্চিমমুখী কালাপানিয়া ও আখাউড়া খালের উপর চাপ কমাবার পন্থা হিসেবে বিভিন্ন এলাকার পতিত জল ডাইভারসন ক্যানেলের মাধ্যমে উত্তর দিকে কাঁটা খালে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে, ইতিমধ্যেই ধলেশ্বর, শিবনগর এলাকায় দুটি পাকা ডাইভারসন ক্যানেল তৈরী করা হয়েছে। যার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফিডার ক্যানেলের পাকা ও প্রশস্থ করার কাজ চলছে। আখাউড়া খালের জল বর্ডার গোলচক্কর থেকে রঞ্জিতনগর ডাইভারসন ক্যানেলের মাধ্যমে টেনে নিয়ে শক্তিশালী পাম্প স্লুইচ গেটের মাধ্যমে কাটাখালের ফেলার নির্মাণ কাজ বর্তমানে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মঠচৌমুহনী-পূর্বাশা ডাইভারসন ক্যানেলে বাহিত অতিরিক্ত জল দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য ইন্দ্রনগর হরিজন কলোনীতে বিগত জুন মাসে পূর্বে বর্ণিত ঘন্টায় ৯লক্ষ ৫০ হাজার গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি শক্তিশালি পাম্পসেট চালু করা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সার্বিক অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ড্রেনেজ কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে শহরের মধ্যাঞ্চলে পরিপূর্ণ নিকাশী কাঠামো সম্পূর্ণ করতে প্রায় ৫৬ কোটি টাকার প্রয়োজন। সরকার পর্যায়ক্রমে এই কাজ সম্পন্ন করার কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে সর্বমোট ১৩ কোটি ১১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকার একটি প্রকল্প বাছাই ভিত্তিতে অনুমোদন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা ন্যাশনেল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন্ কর্পোরেশনকে এই প্রকল্প

রূপায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই উক্ত সংস্থা এই প্রকল্প রূপায়নের কাজ শুরু করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নন্ লেবসেব্ল ফান্ডের আওতায় সহায়তা থাকায় আগামী বছরে ও এই মুঞ্জরীকৃত প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যেতে অসুবিধা হবে না।

আগরতলা পুর পরিষদ সীমিত আর্থিক ক্ষমতায় নিকাশী ব্যবস্থা উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ড্রেইন বা খাল সমূহ থেকে নিয়মিত পলি উত্তোলন, পরিষ্কার ও জবরদখল মুক্ত করে দ্রুত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে শুকা মরসুমে বিভিন্ন খাল বা ড্রেইন থেকে ব্যাপক ভিত্তিতে পলি উত্তোলনের এক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এটা বর্তমানে গুরুত্বের সহিত বলা যায় যে, রাজ্য সরকার ও আগরতলা পুরপরিষদ-এর যৌথ প্রচেষ্টায় ধাপে ধাপে পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটবে এবং আগরতলা শহরে বৃষ্টির জল জমার কারণে যে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয় । তাহা দূর করার জন্য গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ (আগরতলা) ঃ- পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী শুধু ড্রেনের প্রবলেমের কথা বলেছেন। এটাও অনেকগুলি কারনের মধ্যে একটা এবং ড্রাইভারসন ক্যানেল, বিভিন্ন পাম্প সেটের কথাও উনি বলেছেন। কিন্তু ড্রেনেজ প্রবলেম ইজ্ নট্ অনলি দি মুস্ট প্রভলেম । ড্রেনেজ প্রবলেমটা শুধু মূল কারণ নয় এটা ওয়াটার ট্রেগনেনেসির ব্যাপার। আমরা আগেও এখানে আলোচনা করেছিলাম মাননীয় চীফ মিনিষ্টার উনিও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কি কি কারণে আগরতলায় জল জমে থাকে অল্প বৃষ্টিতেই ফ্লাড হলেও দ্যাট ইজ্ এনাদার থিং। হাফ এন আওয়ার বৃষ্টিতেই দেখা যায় আগরতলা শহরের বিভিন্ন পাড়ায় হাবুডুবু খাচ্ছে জল। এছাড়াও দপ্তরের এই যে, বিভিন্ন পুকুর ভরাট হচ্ছে হুয়েদার ডিপার্টমেন্ট এই পুকুর টি.এল.আর অ্যাক্ট. অনুসারে পুকুর ভরাট করতে ন্যাচার অব ল্যান্ড চেইঞ্জ করতে ডি.এম. এর পারমিশান নিতে হয় । বিভিন্ন ভাবে আজকে আমরা দেখতে পাই আর্থিক অনটন দেখিয়ে পুকুরগুলি ভরাট করার পারমিশান ওরা নিয়েছে। অনেক জায়গায় পারমিশনা না নিয়েই ভরাট করছে। এই আইনটা একটা ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আর একটা ডিপার্টমেন্টের সমন্বয় থাকা দরকার। এই আইনটাকে আরো কঠোরতম করতে গেলে আমার মনে হয় সাম এমেনমেন্ট রিকয়ারড ইন্ দিস এ্যাক্ট। যাতে করে নাকি পুকুরগুলো ভরাট না করতে পারে এবং প্রয়োজনে গভর্নমেন্ট শোড্ একয়ার্ড দোজ্ বড় বড় পুকুর যাদের আছে সেই পুকুরগুলো যাতে একয়ার করতে পারে। এটা হল এক নাম্বার। দ্বিতীয়টা হচ্ছে, এই হাউসে আমরা আনঅ্যানিমাসলি একাট রেজুলেশান এড্পট করেছিলাম। রিগাডিং দেম অব প্লাস্টিক্ পলি ব্যাগ। জল যতক্ষন অব্দি আন্ডার গ্রাউন্ড সিপেজ না করবে জলটা কোথায় যাবে। অটমেটেক্লি সিপেজ করার সুযোগ থাকছে না। তার উপরেই ড্রেনগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং বাড়ী ঘরে জল যাচ্ছে। নাম্বার তিন হচ্ছে যে, পাবলিক্ হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রেনটা করছে, রাস্তা করছে পি.ডব্লিউ.ডি। আমি আগেও বলেছিলাম যে, বোথ্ রোড এবং ড্রেন সাম অল স্পনটেনিউয়াসলি শোড্ বি লুক্ড আফটার বাই দি পি.ডব্লিউ.ডি ডিপার্টমেন্ট। ড্রেন করছে পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিয়ারিং আর রাস্তা করছে পি.ডব্লিউ.ডি অটমেটেক্লি যখন রাস্তা করে যাচ্ছে তখন ড্রেনের কোন কাজ হচ্ছে না। একটার সঙ্গে আর একটা জড়িত এবং দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক বছরই এক্জেষ্টিং মেটেলের উপরে রাস্তার হাইট বেড়ে যাচ্ছে । এই টেকনিক্যাল প্রভলেমগুলি দূরীকরণের জন্য ডিপার্টমেন্টের একটা শুধু পাবলিক এখানে বলছেন পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এইম্স শুধু তাই দিয়ে হবে না। পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনিয়ারিং এইম্স দি পি.ডব্লিউ.ডি সায়েন্স এন্ড টেক্নলজি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সমন্বয়ে কোন কমিটি গঠন করা হবে কিনা, সো দ্যাট দে কেন সার্ভে দি হোল এফেয়ার্স আমাদের এখান থেকে এবং এই সমস্ত কারণগুলি খতিয়ে দেখে আগরতলা শহরবাসীদের এই সমস্ত প্রভলেম থেকে আমাদের মুক্তি দেবেন।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আগরতলা শহরে জল জমার যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করছেন এটা ঠিক যে, এই শহরে আজ থেকে ২০ বছর আগে যে ধরণের পুকুর ব্যক্তিগত বা সরকারী পুকুরগুলি ছিল এইগুলি আগের অবস্থায় নেই।

ইতিমধ্যে যে জলাশয়গুলি রয়েছে এখনো এইগুলি রক্ষা করবার জন্য আমরা এটার উদ্যোগ নিয়েছি। বিশেষ করে আপনারা জানেন যে মহারাজগঞ্জ বাজারে দুটো পুকুর রয়েছে এটা যাতে রক্ষা করা যায় তার জন্য একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবং এখানে যারা দখলদার ছিলেন তাদেরকে উঠিয়ে দিয়ে এটাকে মুক্ত করা হয়েছে। এবং এই সঙ্গে শুধু পুকুর ভরাটের প্রশ্ন না। এটার সঙ্গে রিলেটেড ড্রেনগুলির মধ্যে জবরদখল ঘটনা আগরতলার মধ্যে রয়েছে। এবং এটাকে দূর করার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই গভঃমেন্টের পক্ষ থেকে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সদর এস.ডি.ও সাহেব সারভে করেছেন। আইডেনটফাইড হয়েছে। কোন কোন জায়গার মধ্যে ড্রেনগুলির জবর দখল হয়েছে। এবং আমরা গভঃমেন্টের পক্ষ থেকেই জবর দখল মুক্ত করে ড্রেনগুলি মুক্ত করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আরেকটা যে আমাদের সমস্যা রয়েছে সেটা ডাউনস্টিস। এটা পশ্চিম দিকে বাংলাদেশের সঙ্গে রিলেটেড জলের সম্পর্কটা। আমাদের মেইনলি আখাউড়া এবং কাটাখাল ড্রেনে বাংলাদেশে জল যায়। আমাদের আগে এটা ড্রেন ছিল কালা পানিয়া এটা এখন নেই বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কাটাখাল দিয়ে যে জলটা যায় বাংলাদেশে সেটা আবার বেক থ্রো করে আখাউড়ার দিকে। এটা এক সমস্যা। এটা বাংলাদেশের নদীর তলদেশের অবস্থা বা তাদের যে ড্রেনিজ সিসটেম এটাও নির্ভর করে অনেকটা জল যাওয়ার ক্ষেত্রে। পাশাপাশি আমাদের রয়েছে হাউড়া নদী। এই নদীর তলদেশ আগের মত নেই। তার নদীর তলদেশ মাটি লেভেল তার থেকে অনেকটা উপরে। কাজেই এই ডাউনের এর জল নিষ্কাশনের একমাত্র বাঁধের মাধ্যমে বা ড্রেনের মাধ্যমে। আমাদের মেইন খাল হচ্ছে কাটা খাল। এই যে সমস্যাগুলি রয়েছে এইগুলি দূর করার জন্য আমরা নিশ্চয় আগামী দিনে উদ্যোগ নেব। প্লাস্টিক নিয়ে যে প্রশ্ন তুলেছেন এটা আমিও ব্যক্তিগতভাবে এই প্রসঙ্গে একমত। প্লাস্টিক এবং তার সঙ্গে আনুসঙ্গিক বাড়ির জিনিস যেগুলি জমে বাড়ির মধ্যে সৃষ্টি হয় কাগজপত্রও। এই সম্পর্কে আমাদের শহরবাসীর কাছে আমরা অনেকবার আবেদন নিবেদন করেছি। কিন্তু তারপরেও আমরা এটা ঠিক সেইভাবে ড্রেনের মধ্যে আর্জনা না ফেলে তার জন্য কর্মপদ্ধতি আমরা শুরু করেছি। কিন্তু আমরা মনে করি, যথেষ্ট ঠিক নয়। এই জায়গায়টাই ঘাটতি রয়েছে। আমি শুনেছি প্লাস্টিকগুলি ব্যান হবে এবং হওয়ার উচিত। ১লা জানুয়ারী থেকে এইগুলি ব্যান হবে। পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং বা আগরতলা পৌর পরিষদ বিজ্ঞান দপ্তর এই জল মগ্ন হওয়া সম্পর্কে এটা দূর করার জন্য যে সমস্ত দপ্তরগুলি তার সঙ্গে রিলেটেড তা যুক্ত করে আগামী দিনে একটা কমিটি করা হবে কিনা । কমিটি করার ক্ষেত্রে তো আপত্তি থাকার কোন কারণ নেই। আমরা পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আগরতলা পৌরপরিষদ এর ইঞ্জিনিয়ার আমাদের দপ্তরের লোকদের নিয়ে কমিটি গঠন করে এই সমস্যাগুলি দেখার জন্য আমরা চেষ্টা করছি নিশ্চয় যদি প্রয়োজন হয় তাহলে কমিটি যুক্ত করে কাজ করার ক্ষেত্রে কোন রকম আপত্তি থাকার কথা নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ- এই সভা বেলা দুটো পর্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2.00 PM

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- এখন আমি বিধানসভার সচিব মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি রাজ্য সভার সচিবালয় থেকে সংবিধানের ৯১-তম সংশোধনী বিল, ২০০১ অনুমোদনের জন্য যে বার্তা পেয়েছেন সেটি সভাকে জানানোর জন্য এবং সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ- স্যার, কলিং এটেনশানটা কনটিনিউ করার কথা ছিল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- না, এটা শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- না স্যার, এটা শেষ হয়নি। তখন হাউস এড্জনড হয়ে গেছে। এখন এটা নিয়ে আলোচনা হোক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় স্পীকার আমাকে বলেছিলেন যে, এটা শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- স্যার, মাননীয় স্পীকার মহোদয় শেষ হয়ে গেছে বলে বলেছিলেন। তবে আমার

মনে হয় জলের ব্যাপার যেহেতু এবং উনারাও আলোচনা করতে চান। তাই ৫/৭ মিনিট আলোচনা হলে অসুবিধার কিছু নেই। যদিও দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় হাউসে উপস্থিত নেই। আমি উনার অন বিহাফ বলব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- ঠিক আছে, সুদীপবাবু বলুন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা, যে যখনই হাওড়া নদীর জল এবং কাটাখালের জল বেড়ে যায় তখন পাম্পগুলির যে এ্যাগ্জিট পয়েন্ট সেখান থেকে জল উল্টো থ্রাস্ট হয়। তখন আমাদের পাম্পগুলি যে জলটা নিষ্কাশন করার কথা, সেটা না হয়ে উল্টো থ্রাস্ট হয়। নদীর জলের প্রেসার এত বেশী থাকে যে, এই পাইপ লাইন দিয়েই জল আগরতলা শহরে ঢুকে পড়ে। এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কিছু বলবেন কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, একসাথে সবগুলি পয়েন্ট আলোচনা হয়ে গেলে সুবিধা হবে এবং সময়েরও সাশ্রয় হবে। সবগুলি এজেন্ডাই গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীপ্রশান্ত কপালী (বনমালীপুর) ঃ- স্যার, সম্প্রতি আশ্রম চৌমুহনী থেকে চন্দ্রপুর বাঁধ পর্যন্ত যে ড্রেন করা হয়েছে, সে ড্রেনের জলটা কোন দিকে নিষ্কাষিত হবে তার কোন রূপরেখা নেই। ফলে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি হলে পরেই এই জল ধলেশ্বরকে প্লাবিত করে। কোন দিক থেকে এই জল নিষ্কাষিত হবে তার কোন ব্যবস্থা নেই। কারণ কোন ড্রেনের সিস্টেম নেই। আবার আগরতলার আরেকটা পার্ট-ওয়াটার সাপ্লাই থেকে আশ্রম চৌমুহনী পর্যন্ত ড্রেনের কোন সিস্টেম না থাকায় একটু বৃষ্টি হলে পরেই টোট্যাল জায়গাটা জলের নীচে থাকে। ইভেন এই ডিসেম্বর মাসেও এই জায়গাতে অনেক বাড়ীতে জল জমে আছে। কাজেই এই জায়গা থেকে জল নিষ্কাশনের জন্য কোন উদ্যোগ বা পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা এবং জনস্বার্থে এটা একান্ত প্রয়োজন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি ?

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ- স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে, কাটাখাল এবং হাওড়া নদীর জল সঠিকভাবে বের হতে পারে না বলেই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্যা মধ্যে আমিও একজন আছি। স্যার, বন্যায় জল যখন এই দিক থেকে ধেয়ে আসে তখন লক্ষ করা যায় যে চন্দ্রপুর থেকে কাশীপুর, ইন্দ্রনগর পুরো এলাকার ৫০০ থেকে ৭০০ পরিবার জলমগ্ন হয়ে পড়ে। তখন তারা তাদের বাচ্চা-কাচ্চা, গরুবাছুর নিয়ে কেউ চন্দ্রপুর স্কুলে, কেউ বা ইন্দ্রনগর স্কুলে আশ্রয় নেয়। গভর্নমেন্ট তাদের রিলিফের ব্যবস্থা করে। এই জল কেন এই জায়গাটার মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকে? পাশাপাশি ধলেশ্বর থেকে যে রাস্তাটা জি.বি-তে গেল, এই রাস্তার এ পাড়েই সব জলমগ্ন অবস্থায় থাকে, আর অপর পাড়টি ভেসে থাকে। জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা ঠিক ভাবে হচ্ছে না বলেই এরকমটা হচ্ছে। কাটাখালের যি ডিসট্যান্স এবং জলের যে ফ্লো সেটা কভার করতে পারে না বলেই জলটা জমে একাকার হয়ে যায়। এখনও ৫/৭টা ফেমিলী জলের মধ্যে পড়ে আছে। বিভিন্ন সময়ে সেখানে এ্যাকসিডেন্ট হয়, নৌকাও সেখানে নামাতে হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইন্দ্রনগরের ব্রীজ এবং পাশে কাটা খালের যে ব্রীজ আছে এবং মধ্যে যে রাস্তাটা আছে, এটা হয়েছে প্রায় ১০ বছর আগে। এই রাস্তার পাশে ৩/৪টা স্পান পাইপ দিয়ে জলটা নিষ্কাশন স্পীডি করা যায় তাহলে এই অঞ্চলের পরিবারগুলিকে আর হয়রানি হতে হয় না। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট প্রস্তাব রাখব যে, জল নিষ্কাশনের জন্য কাটাখাল যথেষ্ট নয়। জলটা ফুলে উঠলেই জলের নীচে মানুষ পড়ে যায়। এই রাস্তাটার নীচের দিকে যদি স্পান পাইপ করে দেওয়া হয়, ২/৩টা স্পান পাইপ দেওয়া হয় তাহলে জলটা স্পীডে বের হয়। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীমানিক দে ঃ- আগরতলা শহরে জল নিষ্কাশন সম্পর্কে এখানে মাননীয় মন্ত্রী উনি উনার স্ট্যাটমেন্ট দিয়েছেন। মূল বিষয়টা হল এই শহর এবং জল নিষ্কাশনের কোন মাস্টার প্ল্যান নেওয়া হয়েছে কিনা এবং যদি এই মাস্টার প্ল্যান নেওয়া হয়ে থাকে এই সম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন স্কীমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাস্তাগুলি করা বা পাশে বাড়ানো, ড্রেইনগুলি আন্ডার গ্রাউন্ড ড্রেইনে রূপান্তরিত করা এই জাতীয় কোন স্কীম কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নেওয়া হয়েছে কিনা। যদি নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে সেই সম্পর্কে কোন স্যাংশান রাজ্য সরকার বা পুর দপ্তর পেয়েছে কিনা। আর তার সঙ্গে

যুক্ত আর একটি বিষয় ন্যাশনাল হাইওয়ে যে ভাবে হাইট বাড়ানো হচ্ছে এখন মোহনপুর থেকে আপ টু আগরতলা পর্যন্ত। তার ফলে আগরতলা শহর কিন্তু শেষ হয়ে যাবে এবং এই বিষয় সম্পর্কে রাজ্য সরকার অবহিত আছে কিনা, যদি অবহিত হয়ে থাকেন তাহলে গ্রীফ কর্তৃপক্ষ যে ভাবে হাইট বাড়াচ্ছেন তার জন্য জল রাস্তার এপাশে ওপাশে যাওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা রেখেছেন আমার মনে হয় জেনারেল এ্যাক্সপেরিয়েন্সে যেটা বুঝতে পারছি এটা কাভার করবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই সম্পর্কে সরকার অবহিত কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- পয়েন্ট অব্ ক্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কিনা যে, আগরতলা শহর যে জলমগ্ন হয়ে যায়, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এবং এটা ইদানিং বেশী হচ্ছে। আগেও জলমগ্ন হত না তা নয় আগে হত কিন্তু ইদানিং বেশী হচ্ছে। পত্রিকায় দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, অল্প বৃষ্টিতেই এই রকম হচ্ছে। এই রকম বৃষ্টি এখন হয়েছে আর ভবিষ্যতে হবে না তাও বলা যায় না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এবং আমরা পত্রিকায় দেখেছি ৩০ কোটি অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হবে আগরতলাকে সৌন্দর্য করে তোলার জন্য। সুন্দর যতই করা হোক কিন্তু জল থেকে মুক্ত না হলে এই সৌন্দর্য্যের তো কিছুই থাকবে না জলে যদি ডুবে থাকে। এটা আদৌ সত্য কিনা এবং এই টাকাগুলি কবে নাগাদ পাওয়া যাবে। মাননীয় সদস্য মানিকবাবু বলেছেন মাস্টার প্ল্যানে ৩০ কোটি টাকা দেওয়া হবে কিন্তু এই টাকা কি ভাবে খরচ করা হবে, কত দিনের মধ্যে তা খরচ করা হবে এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়াকে কিভাবে ডেভেলাপমেন্ট করা যায় এবং জলমগ্ন থেকে কিভাবে মুক্ত করা যায় তার জন্য এই বিধানসভার বিরোধী সদস্যদের নিয়েও একটা কমিটি গঠন করার জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি। কারণ আমাদেরও মতামত নিশ্চয়ই আছে। কারণ অনেক সময় আমরা দেখি মিউনিসিপ্যালিটির যিনি চেয়ারম্যান উনি খুব গুণী ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগত চিঠি দেন। এটাকে ব্যক্তিগত চিঠি না করে যেন একটা কমিটি গঠন করা হয় এবং সেখানে যেন বিরোধী সদস্যদের মতামত নেওয়া হয়। মাননীয় সদস্য মানিকবাবু তো আমার কথা শুনে মুচকি হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিলেন এবং এমন ভাব দেখালেন যে, বিরোধীদের রাখাই হবে না এই মনোবৃত্তি না নিয়ে কংক্রিট সাজেশন নিয়ে সকলেরই মতই যেন গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আলোচনা চলছে আগরতলা পৌর এলাকাকে কিভাবে জলমগ্ন অবস্থা থেকে মুক্ত করা যায় সে সম্পর্কে। আমি একটা ছোট্ট ঘটনা বলছি আমাদের পূর্ব থানার পাশেই তড়িৎমোহন দাসগুপ্ত উনি স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী। উনি গত মে কিংবা জুন মাসে চিসিৎসার জন্য দিল্লী গিয়েছিলেন এবং অক্টোবর মাসে দিল্লী থেকে ফিরে আসেন। উনি যে ঘরে থাকতেন সে ঘরে তালা দেওয়া ছিল। সেই ঘরে উনার কিছু বইপত্র ছিল যা উনি নিজে লিখেছেন এবং অন্যান্য আরও বই ছিল। তাছাড়া অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীরও কিছু বইপত্র ছিল। আসলে উনার ঘরটা ছোট একটা লাইব্রেরীর মত। কিন্তু উনি যখন ফিরে আসলেন তখন এসে দেখেন উনার সমস্ত বইপত্র এবং বিছানাপত্র সমস্ত কিছুই জলের নিচে পচে নষ্ট হয়ে গেছে। ওনার বাড়ীর পাশের একটা বাড়ী আছে সেখানে এক ভদ্রলোকের হার্ট অ্যাটাক্ হয়েছে, সেদিন সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি, কে জানে বন্যা হবে। বন্যার কারণে তাকে বাহিরে নিতে হবে তো কে তাকে বের কববে, তার আবার একটা ছেলের হাতকাটা সে নিতে পারবে না। পরে পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা এসে সেই ভদ্রলোককে নিয়ে মটরস্ট্যান্ড এর একটা হোটেলে রাখতে বাধ্য হয়েছে। আমরা এটা সবাই জানি যে, একটা রাজ্যের রাজধানীটা সেই রাজ্যের মানুষের কাছে একটা গর্বের বিষয়, আমরাও আগরতলাকে নিয়ে গর্ব করি এবং বিভিন্ন সময় সবাই যখন বক্তৃতা দেয় সে ট্রেজারী ব্যাঞ্চেরই থাকুক আর অপজিশান ব্যাঞ্চেরই থাকুন সবাই বলেন যে, আমরা ত্রিপুরার লোক আমাদের রাজধানী আগরতলা. আমরা তার জন্য গর্ব বোধ করি। কেউ কেউ আবার বলেন আগরতলাকে তিলোত্তমা শহর হিসাবে গড়ে তোলার কথা। তাই আমি বলছি যে, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থাই বলুন আর ড্রেইন ব্যবস্থাই বলুন এটা ভাল না হওয়াতে বন্যার সময় এই রাজধানীর কি চেহারা হয়, আর এই শহরের মানুষের কি দুর্বিষহ ব্যবস্থা হয়। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখনতো ড্রাই সিজন বৃষ্টি হচ্ছে না, মানুষ খাওয়ার জন্য জল

পায় না অথচ আপনি কামান চৌমুহনীতে গিয়ে দেখুন হাঁটতে পারবেন কিনা। ড্রেনের জল সব রাস্তার উপর এসে পড়েছে এখান দিয়ে হাঁটার সময় মেয়েরা যখন কাপড় উপরের দিকে তুলে হাঁটে তখন সেটা কি রকম লজ্জার ব্যাপার হয়। এব্যাপারে সেদিনও আমি পৌর পরিষদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তিনি বললেন ৩০ কোটি টাকার একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মিটিং ডেকেছেন, সেখানে আমরা এটা ঠিক করছি এবং আমাদের এটা করতে গেলে যে পরিকল্পনা দরকার যে কথাটা মাননীয় সদস্য মানিকবাবু বলেছেন যে, মাষ্টার প্ল্যান আছে কিনা, মাষ্টার প্ল্যান থাকলে সেটা কত বছর আগের কথা এবং সেটা বাস্তবমুখী কিনা এগুলি দেখতে হবে। স্যার, আমি এক সময় আগরতলা পৌরসভার এই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলাম। ১৯৮৮ ইং সালে আগরতলা শহরকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তৎক্ষনাৎ ভিত্তিতে এক মাসের মধ্যে ১১টা পাম্পসেট করে দিয়েছিলাম আমরা এবং এই ১১টা পাম্পসেট দিয়ে প্রতি ঘন্টায় কয়েক লক্ষ গ্যালন করে জল বেরিয়ে যেত তখন। এখন ২০০১ইং সাল চলছে তো এই ১৩টা বছরে এই ব্যাপারে নতুন করে কোন উদ্যোগ কেউ নিতে পারেনি এবং এই ১৩ বছরে এই মেশিনগুলির আগের সেই কার্যক্ষমতা কতটুকু আর বাকী আছে নাকি পুরোটাই শেষ হয়ে গেছে সেটাতো দেখা দরকার এবং এখন আরও বড় সমস্যা যেটা হয়েছে সেটা হল বন্যা হলে সেই মেশিনগুলি সব জলের নীচে চলে যায়। তো সেগুলিকে যে উপরের দিকে তোলা দরকার বা তার জল নিষ্কাষন ক্ষমতাটাকে বাড়ানোর জন্য কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিনা সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন। তার পাশাপাশি ধলেশ্বর ও মঠচৌমুহনীতে বড় দুইটা ড্রেন করা হয়েছে জলটাকে শহর থেকে বের করার জন্য, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কি এটা জানা আছে যে যখন নদীর জল বেশী বেড়ে যায় তখন নদীর জলটা আবার এই ড্রেনের মধ্য দিয়ে শহরের ভিতরে এসে যায় এবং শহরে জল অনেক বেশী জমে যায় যেটা দেখা গেছে গত বন্যায়। গত ৪০ কি ৫০ বছর ধরে যেখানে কখনও জল উঠেনি সেই সব জায়গায়ও জল উঠেছে যেমন, জয়নগর এবং কৃষ্ণনগর। তাই আমি মনে করি, সরকার এই ব্যাপারে পরিকল্পনা নিতে পারছে না। আর এদিকে শহরের ড্রেনগুলির কি হচ্ছে দিনের পর দিন সেগুলি শরু হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে আর একটা বড় প্রশ্ন হচ্ছে পলিথিনের বেগ, এগুলি আমাদের এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেগুলি ড্রেনের মধ্যে পড়ে ড্রেন ভরাট করে দিচ্ছে।

এখানে মানীয় সদস্য শ্রীদীপক রায় বলেছেন যে, পুরপরিষদ এলাকার বাইরেও জায়গাগুলিতে অল্প বৃষ্টিপাত হলেই জল জমে যায় ড্রেনেজের অভাবে। আরেকটা যেটা বলেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে যে আসাম আগরতলা রোড যেভাবে উঁচু করা হচ্ছে আমি জানি না কোন ইঞ্জিনীয়ার এর মাথায় এটা এসেছে এটাকে হাইওয়ে না করে অভারব্রীজ করে এটাকে মাটি দিয়ে ভরাট করছে। ফলে আমার মনে হয় বন্যার জল ব্যাপকভাবে এই রাস্তা উড়িয়ে নিয়ে যাবে । ফলে আমরা আগরতলাবাসীরা উত্তরপূর্বাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারি । কাজেই এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই এই যে বৃহৎ সমস্যা এটাকে দূর করার জন্য কি ধরণের উদ্যোগ নিচ্ছেন? এখানে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবু বলেছেন যে এই ব্যাপারে বিরোধীদলের সদস্যদেরও ইন্‌ভল্‌ভ্‌ করা উচিৎ। বিশেষ করে আগরতলা পুর পরিষদ এলাকার মধ্যে যে সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে সেখানে আগতলার মধ্যে যারা জনপ্রতিনিধি আছে এই শহরের মধ্যে তাদেরকে ইগ্‌নোর করা হচ্ছে তাদেরকে ডাকা হচ্ছে না। তাদের সুপারিশ, মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে না। ফলে এখানে যে সমস্যা সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য উনাদের মূল্যবান সাজেশান যদি কিছু থাকে সেটা গ্রহন করার জন্য একটা কমিটি গঠন করে তারমধ্যে তাদেরকে ইনক্লুড করা উচিৎ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অনুপস্থিত। তো তাকে দায়ী করা যাবে না । কারণ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিষয়টি সকালের সেশনেই এন্ড করে দিয়েছিলেন। যাইহোক্ - যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে।

প্রথমতঃ- আলোচনার দু'টু অ্যাসপেক্টস্ আছে। একটা হলে টেক্‌নিক্যাল অ্যাসপেক্ট আরেকটা হলে ফিনান্‌শিয়েল অ্যাসপেক্ট। তো টেক্‌নিক্যাল অ্যাসপেক্ট্‌টা আমার পক্ষে জবাব দিতে যাওয়াটা নির্বোধীতা হবে কাজেই এটা আমি করব না। তবে ফিনান্‌শিয়েল অ্যাসপেক্ট্ সম্পর্কে নিশ্চয়ই দুই একটি কথা বলা যাবে।

এই সমস্যার সমাধানের যে অ্যাপ্রুচটা প্রথমতঃ আমার মনে হয় বলা উচিৎ যে কোন মাষ্টার প্ল্যান আছে কিনা? অনেকদিন আগেই বোধহয় এই ধরণের একটা মাষ্টার প্ল্যান সি. এম. ডি. কে দিয়ে করা হয়েছিল। কিন্তু সে সময়ের পরিস্থিতিটা আর পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য রয়ে গেছে। কারন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে আগরতলা শহরে। কিন্তু মাটি বাড়ছে না। এবং জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাদের বসতিটাও সেভাবেই বাড়ছে। যে পয়েন্টটা সকালবেলায় আলোচনায় এসেছিল যে জলাভূমি সমস্ত ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং এইগুলি আমরা এখানে বসে আই করেছিলাম বোধহয়। কিন্তু এটাকে এখনো এনফোর্স করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফ থেকে যে ধরণের উদ্যোগ গ্রহন করার দরকার তারমধ্যে কিছু ঘাটতি রয়েছে। এবং এটা আরো ভালোভাবে কি করে আরো বেশী কার্যকরী করা যায় এটা আমাদের দরকার।

মাননীয় সদস্য আলোচনার সময় বলার চেষ্টা করেছিলেন যে, এটাকে ফার্দার অ্যামেন্ড করার কিছু আছে কিনা এটা পরীক্ষা করা দেখা উচিৎ। যদি তাই করতে হয় তাহলে সেটা করতে হবে। আর একটা করার সাপেক্ষে এই যে জলাভূমি ভরাট করা বা ধানী জমি বা উৎপাদনের জমি নষ্ট করে বসতবাড়ী নির্মাণ করা এই দুইটারই বিরোধী আমরা। তো এই দু'টো বিষয়ই আমাদের দেখতে হবে। আমি নিশ্চয়ই আশা করব সংশ্লিষ্ট দপ্তর এই বিষয় সম্পর্কে তারা নজর দেবেন এবং এরজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তারা গ্রহন করবেন।

দ্বিতীয়তঃ আরেকটা প্রশ্ন এসেছিল সকালের আলোচনায় এটা রেলিভেন্সও আছে। যারা রাস্তা করছেন আর ড্রেন করছেন তাদের মধ্যে সমন্বয় থাকছে না। আসলে সবার উপরে ছাতার মত আছে পূর্তদপ্তর। এই পূর্ত দপ্তরের আন্ডারেই এই দু'টো উয়িং কাজ করছে। তাহলে সমন্বয় করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এটা ঠিক রাস্তা করার সময় ড্রেনের কথাটা ভাবা হয়না বা আবার ড্রেন যখন করা হয় তখন রাস্তার ব্যাপারটা সেভাবে নজর দেওয়া হয়না। আবার দু'টু একসাথে করলে সুবিধা হয়। তাছাড়া আমাদের শহরের মধ্যে প্রায়ই এই যে বিদ্যুতের লাইন টানা হয়, বা টেলিফোনের লাইন টানা হয় এই গুলি নিয়েও সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। তো এই বিষয়টি কিভাবে সমন্বয় করা যায় এই সম্পর্কে আমার মনে হয় পূর্তদপ্তর এর সঙ্গে আলোচনা করলে খুব একটা সুবিধা হবে না। এই দুটো উয়িং এক করেও দেওয়া যাবে না কতগুলি অসুবিধা আছে। আমরা এইগুলি পরীক্ষা করে দেখেছি। কিন্তু এই কাজগুলি করার সময় তাদের মধ্যে কো-অর্ডিনেশনের ব্যবস্থা করলে পরে সমস্যাটা যেটা আমরা ফেস্ করছি সেটা খানিকটা হয়তো সমাধান হবে। তবে এতে জল নিষ্কাশনের সমস্যা যে দূর হয়ে যাবে তা না, কিন্তু অসুবিধা খানিকটা দূর করা যাবে।

তৃতীয় যে প্রশ্ন এখানে এসেছিল সকালবেলা সেটা হচ্ছে পলিব্যাগ। এটা সত্যি একটা সমস্যা এটা নিয়ে আমাদের বিধানসভাতে আলোচনা হয়েছিল তাতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, আমরা একটা আইন করব আইনটা অনেক আগেই করা যেত কিন্তু সমস্যা হয়ে গেল এমন কতগুলি ঔষধের পেকেট আছে তাতেও পলিব্যাগ আছে। ফলে এটাকে যদি একেবারে ব্যান্ড করে দেওয়া হয় মানে এক কথায় তাহলে অনেক ঔষধপত্র পাওয়া যাবে না, আমরা অসুবিধার মধ্যে পড়ে যাব। এরজন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল তবে আমাদের সংশ্লিষ্ট দপ্তর সেটা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইত্যবসরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা আইন পাশ করেছে, সেটাকে এনে আমরা পরীক্ষা করছি। তাতে করে এই যে প্রেকটিক্যাল সমস্যাগুলি এইগুলি পরীক্ষা করে এই যে ঔষধপত্র এগুলিকে কিভাবে আলাদা করে রেখে এটা করা যায় তারা কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন। আমরা বলছি যে, এটা পরীক্ষা করে আমাদের এখানে কার্যকরী করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হউক। আমার ধারণা অল্প সময়ের মধ্যে সেটা করতে পারব। এতে হয়ত খানিকটা সমাধান হবে কিন্তু আসল

ব্যাপার হচ্ছে এটা অ্যাওয়ারনেসের ব্যাপার স্কুলের বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা তারা বছরে একবার করে বিভিন্ন জায়গায় যায় সার্ভে করে রিপোর্ট দেয়। আমার সঙ্গেও তারা কথা বলেছে আসলে এটা নিয়ে যদি আমরা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পিং-এর দিকে যেতে না পারি তাহলে অসুবিধা হয়ে যাবে এটা করা উচিৎ এবং একটা অসুবিধা হয়ত হবে আমাদের নাগরিকদের কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা না করলে পরে অসুবিধা সবারই হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে আখাউড়া যেটা দেখবার জন্য গিয়েছিলাম গত ফ্লাডের পরে তাতে বর্ডারের পাশে গিয়ে দেখলাম যে, পলি ব্যাগের স্তুপ এটা একটা ছোট খাটো পাহাড়ের.মত হয়ে গেছে সাংঘাতিক অবস্থা হয়ে যাচ্ছে। এটা সঠিকভাবে বলেছেন। আমার মনে হয় এই সিদ্ধান্তটা কার্য্যকরী করলে পরে খানিকটা হয়ত আমরা এর থেকে রেহাই পেতে পারব। কিন্তু এটা শেষ কথা নয়। এর পরেও যে প্রশ্নগুলি এখানে এসেছে সেটা হচ্ছে যে উল্টো দিকে জল বেক করে কেন এটা চট করে বলা আমার পক্ষে একটু কঠিন। কারণ এই সম্পর্কে আমরা জানা নেই। নিশ্চয় মাননীয় সদস্য যেহেতু উত্থাপন করেছেন হয়ত তাঁর নজরে এটা এসেছে বা আমাদের দপ্তরের কেউ না কেউ তাদের দৃষ্টিতে এনে থাকবেন এটা নিশ্চয় পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যদি তাই হয় এটা বন্ধ করার কি ব্যবস্থা আছে সেটা টেকনিশিয়ান যারা, যারা এই দফতরের সঙ্গে যুক্ত তাদের সেখানে ভূমিকা নিতে হবে কেন এটা হবে দেখতে হবে। এবং এটা তখনই সম্ভব আমার নিজের যে ধারণা জলের লেভেল এবং পাইপের লেভেল যদি সমান হয়ে যায়, জলের লেভেল নিচে হতে হবে পাইপের লেভেল উপরে হতে হবেতা না হলে তো জল আসতে পারে। এটাও আমি বলছি আমার এই মন্তব্যটা চূড়ান্ত না এটা দেখতে হবে। এছাড়া যে প্রশ্নটা এখানে এসছে দীপকবাবু যেটা বলেছেন যে, রাস্তায় কয়েকটি স্পান পাইপ দিলে হয়ে যায়। এটা হয়ত উনার সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে এটা করলেই বোধহয় সমস্যার সমাধান হতে পারে। চট করে আমার পক্ষে এই প্রসঙ্গে উপসংহার টানা কঠিন। যেহেতু বিষয়গুলি আলোচনায় এসছে এগুলি নিশ্চয় রেকর্ডে থাকবে সংশ্লিষ্ট দফতর এগুলি পরীক্ষা করে দেখবে। যদি তাই হয় যে দু-চারটা স্পান পাইপ দিলে পরে সমস্যার সমাধান হয়ে যায় বা আমাদের অসুবিধা থেকে দূর হতে পারে পার্টিকুলার একটা এরিয়াতে সেটা করার ক্ষেত্রে কি অসুবিধা সেটা দেখতে কোন অসুবিধা নেই, এটা দেখা যেতে পারে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আগরতলা শহরের সবটা জলের তলায় যাবেনা, বাস্তবতায় আমাদের আশা দরকার। আমরা দেখেছি বন্যার সময় ঘুরেফিরে দেখেছি পার্টিকুলার কয়েকটা জুনে সাধারণ বৃষ্টি হলে পরে হয়। আর যখন খুবই বৃষ্টি হয় তখন একটা বিস্তীর্ণ এলাকায় এটা ছড়িয়ে পড়ে। এবং এটাও ঘটনা গত বছর যে বৃষ্টি হয়েছে তুলনামূলক দেখেছি এর আগে ৫,৭,১০ বছর আগে বৃষ্টির যে হার এটা অল্প সময়ের মধ্যে রেকর্ড মানে সারপ্লাস করে চলে গেছে, এটার মধ্যে কারো হাত নেই। বৃষ্টি বন্ধ করার কোন সুযোগ নেই, আর বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রনের মধ্যেও রাখার কোন সুযোগ নেই এবং পশ্চিমবঙ্গে আমরা শুনেছিলাম ফ্লাড হয়েছে ম্যানেড ফ্লাড। নিশ্চয় এই সমস্ত পাগলামি কথাবার্তা আমাদের কোন সদস্য বলবেন আমি বিশ্বাস করি না তবে এটা ঘটনা বৃষ্টি হয়েছে এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তবে আমরাও তাজ্জব বনে গেছি মানে রাত্র ১১-১২টা অবদি যখন আমরা শুতে যাচ্ছি তখন যে জল দেখেছি ঘুম থেকে উঠে দেখছি আমাদের বাড়ী ঘর জলের তলায় চলে গেছে এই সব ঘটনা। এটাতো আসলে আমাদের নিয়ন্ত্রনের বাইরে তবুও এই কথা বললে হবে না আমাদের এই জাতীয় পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এই অবস্থার নীরিখে দাঁড়িয়ে আমরা ব্রহ্মপুত্র যে বোর্ড আছে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা অনেক আগে বলেছিলাম কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য সহযোগিতা সেইভাবে আমরা পাইনি। আর খুব বেশী কিছু কাজ করেছেন উত্তরপূর্বাঞ্চলে তাও ঘটনা না। আর যা কিছু করেছে আসামকে সেন্টার করে আর ছোটখাটু কিছু প্রজেক্ট তারা আমাদেরকে তৈরী করে দিয়েছে। তারজন্য টাকা পয়সা আমরা তেমন পাইনি। আমাদের সরকারী তরফ থেকে আমরা ভাবছিলাম কোন একজন একসপার্ট কন্‌সালটেন্সিকে নিয়ে এর সর্বশেষ পরিস্থিতি কি তারা আমাদের কোন ওপেনিয়ন দিতে পারেন কিনা। আর সি. এম. ডি. সঙ্গে আমরা আলাপ করেছি তারা রাজি আছে। তারা আগের যে প্রজেক্ট তৈরী করেছিলেন এই পরিস্থিতিতে সেটা খতিয়ে দেখার জন্য তারা আমাদের সাহায্য করতে পারেন। এই বছরে যেটা হয়েছে ইউনিয়ন আর্বান ডেভেলাপমেন্ট

ডিপার্টমেন্ট তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলি। মিঃ জগমোহন ছিলেন মন্ত্রী। আমি লক্ষ্য করেছি, অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আমাদের এই নগর সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেন। অবশ্য অল্প সময়ের ব্যবধানে তাকে দপ্তর হারাতে হয়। পরে আর একজন মন্ত্রী আসেন তাতে আমাদের কিছু সময় নষ্ট হলো। প্রকৃত কাজ যেটা আমাদের আর দুই মাস আগে শুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হলো না নতুন মন্ত্রী আসাতে কিছু পিছিয়ে গেলাম আমরা। আমরা বাইরের এজেন্সির সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার আগে আমাদের যারা কাজ করছেন যারা জানেন সময়টা তাদের কে নিয়ে কয়েকটা মিটিং আমরা এখানে করি। যাতে আমাদের এখানে কান্ট্রি প্ল্যানে যারা আছেন আমাদের পূর্ত দপ্তর আমাদের পৌরপরিষদ এবং তাদের আগের স্কীম নিয়ে দুই তিন দিন মিটিং হয়। তারপর আবার নতুন করে একটা স্কীম তৈরী করে আমাদের কাছে সাবমিট করার জন্য একটা এক্সপার্ট কমিটি করে দেয়। তাতে করে যেটা আমাদের দেখিয়েছেন তিনটা করে জল নিষ্কাশনের নাম। একটা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে কালাপানিয়া, দ্বিতীয় হচ্ছে আখাউড়া খালটা আর তৃতীয় হচ্ছে কাটাখাল। কালাপানিয়ার অবস্থা তো সব থেকে খারাপ এবং সেখানে যেভাবে এনক্রোশ হয়েছে বিশাল বিশাল বাড়ী-ঘর করে সাংঘাতিক ব্যাপার। এইগুলি ভাঙ্গাছাড়া কোন রাস্তা নেই আমাদের। আর যারা করেছেন তারা তো দীন মজুর না। দীন-মজুরা কোনদিন দালান করতে পারে না। যারা করেছে তারা পয়সা কড়ি যাদের আছে তারাই করেছেন এবং অন্যায়ভাবে তাদের কিছু কিছু জায়গায় জমির বন্দোবস্ত দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অত্যন্ত অন্যয়ভাবে বন্দোবস্ত দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইগুলি তো বাতিল করা ছাড়া কোন রাস্তা আমাদের সামনে নাই। নতুনভাবে যারা পৌরপরিষদের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে যারা এসেছেন তাদেরকে আমরা বলেছি যে এলাকায় এই জিনিষগুলি চিহ্নিত হয়েছে আপনারা যান ঐ এলাকার যারা নির্বাচিত পৌরপরিষদের মেম্বার আছে তাদেরকে সাথে নিন এবং প্রত্যেক এলাকায় আপনারা নাগরিক কমিটি করেছেন তাদের সাহায্য নেন। তাদেরকে বুঝান যে এটা শুধু তাদের সমস্যা নয় গোটা নগরবাসীর সমস্যা। একজন লোকের জন্য এক হাজার লোক জলের তলে থাকবে এটাতো মেনে নেওয়া যায় না। ওদেরকে বুঝান ওরা যদি সেখানে নিজে নিজেরা ব্যবস্থা না নেন তাহলে আমাদের কাছে আইনের রাস্তা নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। এটা হচ্ছে একটা বড় সমস্যা এবং এই সমস্যা যেটা হয় আমাদের সচিবালয় চক্ করে জলের তলে চলে যায়। এটা হচ্ছে আমাদের সামনে বড় একটা বাঁধা এবং এখানে সামনে অবলা চৌমুহনীর পরে গিয়ে দেখবেন জল আর মোভ করছে না এখানে জল লক হয়ে যাচ্ছে। আর পিছনে গেল কাদের কাদের বাড়ী এখানে যারা বিধায়ক বাবুরা আছেন তারা ভাল জানেন। আমি নাম বলব না। এটা দিয়ে আমাদের বিরাট পরিমাণ জল নিষ্কাশিত হত। দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের কাটা খাল। কাটা খালের ব্যাপারে যেটা হয়েছে এখানে আমাদের মাননীয় বিরোধী দলনেতার বাড়ীও এখানে উনার বাড়ী ও জলের তলে চলে যায়। এবং এই যে তড়িৎবাবুর কথা বললেন এবং আমার সঙ্গেও কথাবার্তা হয়েছে এই গোটা এলাকাটাই জলের তলে চলে যায়। আমাকে অফিসার যে বন্ধুটি সাহায্য করেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই তো দুতলায় বসে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নাই স্নান করা খাওয়া পড়া পর্যন্ত সমস্ত কিছু বন্ধ। তিন চার দিন ধরে কোন রাস্তায় পাই না এই রকম পরিস্থিতি। তো এটা তুলসীবতীর গা ঘেষে গেছে যা পুরানো যেটা আমাদের মিনিসিপেলিটি অফিস ছিল তার উল্টো দিকের ড্রেইনটা তার উপর দোকানপাট হয়ে গেছে। এবং সেটা গিয়ে আমাদের পূর্ব থানার পাশ দিয়ে একদম ছোট হয়ে গেছে এবং দেখবেন চিলড্রেন পার্কের পাশে যে ড্রেনটা আছে তার যে আগের প্রাসাদ ছিল এটাকে কোথায় নিয়ে চলে এসেছে। তারপরে বাড়ীতে ঢোকার মুখে ড্রেনের উপর অনেক পাকা করেছে কেউ কাঠ দিয়ে করেছে, এইগুলো সমস্যা তৈরী করছে। আর আমাদের দপ্তরেরও কিছু দোষ আছে। জলের পাইপ করেছেন এমন বড় বড় পাইপ তারা দিয়েছেন এখানে পলি বেগ এই সমস্তগুলি আটকাচ্ছে এবং জলের যে ইজি ফ্লু এটা বাধা সৃষ্টি করছে। এই কারণে সমস্যা তৈরী হয়ে যাচ্ছে। কাজেই সব সমস্যা সমাধান করতে গেলে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ছাড়া কঠিন হয়ে যাবে। আর ও দিকটা হয়েছে কাটা খাল। কাটা খালের পাশে বাড়ী আছে। এটা মাননীয় বিধায়করা জানেন। এক সময় আমাকে এখান থেকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়েছিলেন।

তবে আমারও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে। ওখানে জলের যে বিস্তার হত এই সুযোগটা বন্ধ হয়ে গেছে। এত বাড়ী-ঘর হয়েছে। আমি জানি আমি যখন বিধায়ক ছিলাম কিছু গরীব অংশের মানুষ এখানে যারা বেশীর ভাগ গরীব তাদের বিকল্প জায়গা দেওয়ার কথা বললেও তারা যেতে রাজি না। আপনারা জলের তলে থাকতে চান যেতে চান না কেন। বলছে বছরে তিন মাস জলের তলে থাকব কিন্তু নয় মাস তো সুযোগ আমাদের এখানে। আমার মনে আছে এই যে লেম্বুছড়ার মানুষ, শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ প্রায় ১০০ মত পরিবার। সেই সময় নৃপেনবাবু মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সেখানে বীরেন দত্ত রেভিনিউ মন্ত্রী ছিলেন তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে জায়গা বের করে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে কেউ থাকে না তারা সেখান থেকেসবাই চলে এসেছে। কিন্তু কি ব্যাপার ঘটনা ঠিক রিক্সা নিয়ে সেখান থেকে আসতে চলে যায় এক ঘন্টা আবার রিক্সা নিয়ে ফিরে যেতে চলে যায় এক ঘন্টা, মোট দুই ঘন্টা চলে যায়। সব মিলিয়ে ৬ ঘন্টার জন্য রিক্সা ভাড়া চার ঘন্টা কাজ করে তো রিক্সাভাড়া পোষায় না, ফলে জলের তলাই থাকি তিন মাস। কিন্তু তবু এখানে থাকলেই আসার সুবিধা। এই হচ্ছে ঘটনা। সেটা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তাদেরকে তো আর জোর করে সরাতে পারব না। কিন্তু ফ্লাড কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের বক্তব্য হচ্ছে নদীর দুই পাড়ে বাড়ী তুলে দিতে হবে কি করে করব এটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। এখানে বাঁধের মধ্যে ইট ভাংছে এবং খোঁজ নিলে দেখা যাবে এই ইট হয়তো রাস্তা তৈরী করার ইট সেখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ভাংছে এবং এইগুলি আবার সেখানেই বিক্রি করছে। এবং এখানে যে এপ্রোস আছে এটা বড় করা হয়েছে। বড় করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে পেছন দিয়ে ইট এখানে সব চলে আসল। আগরতলার ট্রাফিক এস. পি. কে আমাকে ডেকে বলতে হল। সে বলছে আমি কি করব স্যার, আমি গেলেই তারা চারিদিক থেকে আমাকে ধরেন। আমি বললাম যে উখানে তো আমাদের কমিশনার সাহেব আছেন বিনয় সাহা, উনার সাহায্য নিন। ঠিকই গরীব মানুষ তারা কোথায় যাবে। কিন্তু এই ভাবে তো বাঁধের উপর ঘর করে তো তারা বাঁধটাকে ডেমেজ করে দিচ্ছেন। আবার বাঁধ থেকে মাটি কেটে নিয়ে গিয়ে বাড়ী উঁচু করছেন। সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে ঘটনা। এখানটায় জয়নগরের কাজ অসম্ভব বিপদজনক হয়ে যাচ্ছে। এই যে কতগুলি বাস্তব সমস্যা এইগুলো তো ধরুন চট করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তুলে দেওয়া যায় না। হকার্স তুলে দাও বললে তো সেখানে বুলডোজার চালানো যায় না। একটা বিকল্প করতে হবে বাঁধের পারে গরীব মানুষ সেখানে দালান কম আছে। শুধুমাত্র ডানদিকে সেখানে কিছু কিছু বিল্ডিং হয়েছে। এছাড়া অধিকাংশই ছোট ছোট ঘর এবং এদের অধিকাংশই দিন মজুর এরা রিক্সা চালায় কিংবা অন্যের বাড়ীতে সকালে কাজ করে। কি করে এদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে দিই। এটা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। তা সত্বেও আমরা বসে আলাপ আলোচনা করে দেখলাম যে, রিপোর্টটা তারা সাবমিট করেছেন তাতে দেখা গেছে যে এইগুলিকে যদি খুলতে না পারি তাহলে অসুবিধা হয়ে যাবে। তারপরে দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশকে তো আর জোর করে বলতে পারি না যে আপনারা আমাদের জল বের হয়ে যাওয়ার মত ব্যবস্থা করুন। এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাপার সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিতে হবে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে এটাতে ইনভলব করার চেষ্টা করছি। তবু মাঝে মাঝে তারা বাঁধ করে। এর আগে রাতের অন্ধকারে সেই বাঁধ কেটে জল বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সব সময় তো এটা করা যাবে না। এটা মিউচিল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে করতে হবে। উদের ওখানে সুবিধা হচ্ছে আর আশেপাশে বেশী জনপদ নেই। জমি জলের তলায় চলে যায়। আমাদের এখানে তো জমি, বাড়ী জলের তলায় চলে যায় এবং আমাদের রাজধানীটাই জলের তলায় চলে যায়। ফলে আমাদের সমস্যাটা যত বড় তাদের সমস্যাটা তত বড় না। এই যে একটা সিরিয়াস প্রবলেম এটা আমরা টেইক-আপ করেছি। এই জায়গাতে আমাদের এই যে প্রস্তাব আসল এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যখন আরবান ডেভলাপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলি, তাদের বলি যে দেখ ড্রেইনের ব্যাপারে সাহায্য কর। জল এবং রাস্তা পরে হবে ড্রেইনের জন্য সাহায্য কর। আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাব যদি উনি আজকে দপ্তরের মন্ত্রী না তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিন্তু একটা সর্তে আপনারা কাকে দিয়ে কাজ করাবেন। আমি বললাম কেন যারা কাজ করে

তারাই করবে। তারা বলে যে না আমাদের এখানে একটা টীম আছে সেটা হচ্ছে এন.বি.সি.সি. তাদেরকে দিয়ে যদি কাজ করান ভাল হয় তাদেরও কাজকর্ম কম। তাদের তো আর্থিক সমস্যা আছে এটাতে আপনার মত কি। আমি ৫ মিনিটের মধ্যে বললাম যে এতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমরা রাস্তাঘাট বি.আর.ও-কে দিয়ে করাই অন্যান্য পি. ডব্লিউ.ডি.কে দিয়ে করাতে চায়। এটার পেছনে কি গোমড় আছে আমি জানি না। আমরা চাইব দ্রুত কাজ করার জন্য। উনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, তা হলে আপনারা প্রজেক্ট পাঠান। আপনাদের প্রজেক্ট করার ক্ষেত্রে আমাদের এখানকার লোকেরা যাবেন এবং ৭ দিনের মধ্যে ওখানে বসে আমি ত্রিপুরা ভবনের লোকদের সঙ্গে কথা বলি। এই সাতদিনের মাথায় অফিসার পাঠান আমাদের যে টিমটা তৈরী করেছিল এবং তার যে রিপোর্ট তাদের সঙ্গে তারা বসেন। বসে এটা মডিফাই করেন, মডিফাই করে এন.বি.সি.সির এক্সপার্টরা আর্বান ডেভলাপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা এটা নিয়ে যান। ওখানে পরীক্ষা নীরিক্ষার পর তারা এতে আরও কিছু মডিফিকেশন করে তারা এই ড্রেনিজ এর ব্যাপারটা বা রাস্তার ব্যাপারটা একসেপ্ট করেন। তাতে করে যেটা দেখা গেছে যে, এই ড্রেইন এবং রাস্তা মিলিয়ে প্রায় ২৬ কোটি টাকার মত একটি গ্রেন্ড পাচ্ছি এবং কেন্দ্রীয় সরকার তারা ৫০ শতাংশ কিছু দিন আগে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন তারা রিলিজ করেছেন, সরাসরি টাকাটা তারা এন.বি.সি.সিকে দিয়ে দিয়েছে। এন.বি.সি.সি. ইতিমধ্যেই টেন্ডার কল করেছেন এবং আশা করছেন তারা জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে কাজটা শুরু করতে পারবেন। দুই মাস আমরা পিছিয়ে গেলাম এবং এন. বি.সি.সির চেয়ারম্যানকে আমি আলাদা ভাবে ডাকি এবং তিনি এখানেও আসেন যে এই যে জিনিসটা আপনারা করবেন তাতে জলের যে সমস্যাটা এটা থেকে বেরুতে পারবে কিনা, তখন তিনি গ্যারান্টি দিতে পারলেন না, বলেছেন যে অবস্থাটা শহরের তাতে চট করে কিছু বলা যাবে না কিন্তু আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখব না এবং ওরাও এগুলো সেশান হওয়ার আগ পর্যন্ত যখনই ফ্লাড হচ্ছে, ফ্লাড হলে পরেই টি.ভিতে চলে যাচ্ছে আর ওখানে যারা কাজ করছে তারা বলছে তোমরা সব জায়গার মধ্যে ছবি নাও। ছবি নাও এবং তোমরা পাঠাও, তোমরা এগ্‌জামিন কর কোথায় লগিং হচ্ছে এবং কেন লগিং হচ্ছে কিভাবে করলে পরে এই লগিং থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারব। আমি লক্ষ্য করেছি উনার আগ্রহ আছে আমাদের এই সমস্যাটা থেকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে। এখন ধরুন এরা যা যা করছে আমরা রাজনীতির লক্ষ্যে হয়তো একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে হ্যাঁ বা না বলব কিন্তু টেকনিক্যালির ব্যাপারটা আমাদের পক্ষে তো অসুবিধা হয়ে যাবে আমাদের লিডারদের মধ্যে এক দুইজন হয়তো থাকতে পারে টেকনিক্যাল মেন তারা তাদের কথা নিশ্চয় সেখানে বলতে পারেন। ফলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই দুটো প্রজেক্টের উপর ভিত্তি করে কাজ শুরু হবে। এই শুরুর মুখে এখন কি থাকবে কমিটি বানিয়ে এটা পরীক্ষা করে মতামত ইত্যাদি দিতে গেলে পরে আবার আমরা পিছিয়ে পড়ব। আমার মনে হয় এটা সমোচিন হবে না। আমি যেটা বলেছি আগরতলা পৌরসভার মধ্যে যখনই এই কাজগুলো হচ্ছে এই কাজগুলো সম্পর্কে আগরতলা পৌরসভার চেয়ারপার্সনকে আমি রিকোয়েষ্ট নিশ্চয় করতে পারব। আমাদের আগরতলা শহরের বিধায়ক বন্ধুরা যারা আছেন তাদেরকে আপনারা ডাকুন কাজটা শুরু হওয়ার আগে এন.বি.সি.সির যারা আসবেন তাদের এক্সপার্টও থাকবেন। আমাদের স্টেটের যারা ইঞ্জিনীয়ার তারাও থাকবেন, তারা সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুক। আমাদের বিধায়ক বন্ধুদের যদি কোন বক্তব্য থাকে তাহলে বলুন আপনি যদি মনে করেন এখানে কিছু সংশোধন বা পরিমার্জন করলে পরে তাদের সুবিধা হতে পারে ইউ কন্‌সিডার ইট। এটা নিশ্চয় করা যেতে পারে। এই হচ্ছে মোটামুটি বিষয়। তারপরেও যেটা হচ্ছে আমাদের আরবান দপ্তরকে ভিত্তি করে আরোও এক্সপার্ট বা এই সম্পর্কে আরোও বড় বড় শহরগুলোকে জলের সমস্যা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছেন এইরকম যদি কোন এক্সপার্ট থাকে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটি ভাল ধরণের স্কীম তৈরী করার জন্য মতামত আমরা নিতেই পারি। সব চেয়ে বড় যেটা দরকার সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ, বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের কথা বলতেই হবে। এটা তো আমরা বলতে পারব না, কেন্দ্রীয় সরকার বলবেন তাদের দৃষ্টিতে আমরা নিয়েছি এটা তো আন্তর্জাতিক লেভেল। এই ফ্লাড ব্যাপারটা যখন নাকি একটি কেন্দ্রের সঙ্গে আরেকটি কেন্দ্রের সমস্যা হয় এগুলো দেখবার

জন্য এই ধরণের একটি বডি আছে আমি শুনেছি। সেই বডি ওয়াল্ড ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আমরা লিংক আপ করার চেষ্টা করছি। ব্রহ্মপুত্র বোর্ড এর দৃষ্টিতে আমরা এটা বলেছি যে তোমরা এই বডিটার সঙ্গে কনসালট কর। আপনাকে আমাদেরকে কো-অপারেট করতে বল। ব্রহ্মপুত্র বোর্ড প্রেকটিক্যালি লিমপিং একটি বডি এই হচ্ছে ব্যাপার। আমি অনেকটা সময় নিয়ে গেলাম। কারণ আপনি তুলেছেন তো, কিন্তু বিষয়গুলো জানা নাও থাকতে পারে বা অনেকে মনে করতে পারেন সরকার বোধ হয় এই বিষয়গুলো সম্পর্কে কোন নজর দিচ্ছে না তা না আপনাদের মত আমরা সবাই একসাথে উদ্বিগ্ন এবং জল প্রত্যেকের বাড়িতে উঠে এটা এই না যে শাসক দলের লোকেরা জল থেকে মুক্ত থাকে বিরোধীরা জলের তলায় থাকে। আসলে ঘটনা তো তা না সবার বাড়িতেই জল উঠে সবারই অসুবিধা ভোগ করতে হয়। একদিন জল উঠা মানে কয়েকদিনের সমস্যা হয়ে যায়, প্রশাসন ব্যবসাবাণিজ্য অফিস আদালত সমস্ত দিক থেকে একেবারে লিফ স্টেন্ড স্টিল হয়ে যায় এর থেকে বেরুতে হবে। আমি শুধু এটা অনুরোধ করব আমাদের সংবাদ মাধ্যম এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিদের এই যে বে-আইনি দখল করে রাখছে ড্রেইন সেগুলো করে একটু সুযোগ পেলেই রাস্তার মধ্যে বেড়া নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। এই যে জিনিসগুলো শহরের মধ্যে যদি আপনি ঘুরেন তাহলে দেখবেন যে পোস্ট অফিস থেকে কামান চৌমুহনী মধ্যে রাস্তাটাতো সব জায়গায় এক রকম। লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি থেকে যখন আমরা বিধানসভায় আসি দেখবেন তো ওখানে কিছু ট্রেভেল এজেন্সি তা যেভাবে নাকি বাড়িয়ে নিয়েছে এইগুলো তো ঠিক না। এখন আবার ঠাকুরের নামে মন্দির হয়ে যাচ্ছে। এখন কিছু করতে গেলে বামফ্রন্ট সরকার, কমিউনিষ্ট তারা ধর্ম মানে না এগুলোর উপর তারা হাত দিতে আরম্ভ করেছে। আরে ধর্ম যদি মানুষের কল্যাণ হয় শত শত মানুষকে যে বিপদে ফেলছে এই জবাব কে দেবে। একটি সমস্যায় পড়ে গেছি। ফলে আমি অনুরোধ করব সবাইকে যে প্লিজ আমরা দলাদলির প্রশ্ন না সবাই মিলে চেষ্টা করলে পরে আমাদের সিভিক সেন্স যেটা এটাকে জেনারেইট করার ক্ষেত্রে একটি সমস্যা না সবাই মিলে সাহায্য করলে পরে নিশ্চয় কিছু না কিছু করা যাবে। বিশেষ করে আমি বলব কাটা খালকে মুক্ত করার জন্য। এখানে যাদের বাড়ি ঘর ইত্যাদি করে আছেন এটা এই সমস্যা থেকে বেরুতে সাহায্য করুন এবং এটা যদি আমরা গ্রো করতে পারি তাহলে বিরাট সমস্যা দূর হবে। আরো কিছু হয়নি মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা বলেছেন এটা ঠিক না। এটা ঘটনা, ঠিক আছে আপনাদের সময় যদি এইগুলি করে থাকেন আপনারা অভিনন্দনের যোগ্য হবেন, এই নিয়ে তো তর্কের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু এই পাইপগুলি জলের তলায় চলে যাচ্ছে, বর্ষার সময় তো আপনাদের পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রীকে রাত জেগে বসে থাকতে হয়, এক দিকে চেয়ারম্যান আরেকদিকে পূর্তদপ্তরের মন্ত্রী। আর তাদের আমিও তাড়া করি যে কি ব্যাপার, কি ব্যাপার, কি হচ্ছে, তো এইগুলি তারা করেন, কিন্তু কিছু কিছু উপরে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, কয়েকটা আছে এখন জলের তলায় চলে যাচ্ছে এবং সাব মার্চড্ হয়ে যায় এবং এইগুলি এ্যাক্টিভিটি বন্ধ হয়ে যায়। এইগুলি সাব মার্চড্ ওয়েলের মত এইগুলি না তো সেই ধরণের মেকানিজম না এটা যেমন করার চেষ্টা হচ্ছে, দুটো অন্ততঃ শক্তিশালি পাম্প বসিয়েছে, একটা হচ্ছে হরিজন কলোনী, আরেকটা কাটাখালের কাছে। ঐটাতে আমি কিছুদিন আগে দেখে এসেছি এবং আমাদের মিনিষ্টার আপনাদের রিপোর্ট করেছেন যে সামনের বর্ষার আগে চালু হয়ে গেলে একটু সুবিধা হবে কিন্তু ওখানে অসুবিধা হচ্ছে, যেখান দিয়ে জলটা যাবে এইদিকে এ্যামবেক্‌মেন্ট নেই। এই জায়গাটা করতে গেলে একটা বিরাট জায়গা এক্যুইজিশান করতে হবে, তার জন্য প্রায় পাঁচ থেকে সারে পাঁচ কোটি টাকা লেগে যাবে, টাকার অভাব হয়ে যাচ্ছে, উপায় নাই এই অবেক্ ওয়াটারটা যদি আটকাতে হয় আমাদের এটা করতে হবে এছাড়া কোন উপায় নাই, তার জন্য টাকার সন্ধানে আমরা আছি। কাজেই এই হচ্ছে প্রবলেম, আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যরা এর থেকে বুঝবেন সরকার বিষয়টা সম্পর্কে সমানভাবে আপনাদের মত উদ্বিগ্ন। কিন্তু না-করোক যে সমস্তটা তৈরী করছেন তাদেরকে সবাই মিলে চলুন আমরা অনুরোধ করি এই বিধানসভা থেকে যে তারা যাতে আমাদের সাহায্য করেন আর সরকারের উদ্যোগটা আমরা নিচ্ছে যে আপনাদের ইনভলব্ করে নিয়ে এটাকে দ্রুত ইনক্রিমেন্ট করার জন্য সবাই মিলে আপনারা সাহায্য করবেন এই আমার অনুরোধ।

MESSAGE FROM RAJYA SABHA SECRETARIAT

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- এখন আমি বিধানসভার সচিব মহোদয়কে নির্দেশ করছি তিনি রাজ্যসভার সবিচালয় থেকে সংবিধানের ৯১তম সংশোধনী বিল ২০০১ অনুমোদনের জন্য যে বার্তা পেয়েছেন সেটি সভাকে জানানোর জন্য এবং সভায় পেশ করার জন্য।

সচিব মহাশয় (বিধানসভা) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা বিধানসভা নিয়মাবলী ৮৮(১) ধারা মুলে আমি এই সভাকে জানাচ্ছি যে, ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করার জন্য সংবিধানের ৯১তম সংশোধনী বিল ২০০১ লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় উত্থাপিত হয়েছে ও গৃহীত হয়েছে সেটি প্রতিলিপি এবং রাজ্যসভার সচিবালয় থেকে এই সম্পর্কে যে বার্তা আমি পেয়েছি তার প্রতিলিপি এই সভায় পেশ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট এই বিল এর প্রতিলিপি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাঁদের অবগতির জন্য পূর্বেই বিতরণ করা হয়েছে।

INTIMATION REGARDING ARREST DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

Hon'ble members, I am to inform you that yesterday, Hon'ble Members Sri Birajit Sinha, Sri Jawhar Saha, Sri Billal Miah, Sri Prakash Chandra Das and Sri Dilip Sarkar had been arrested u/s 151 Cr.P.C. at 1340 hrs and discharged at 1500 hrs. As required under rule 198 of the Rules of procedure. I am reading out the communication made by the Superintendent of Police (DIB) West Tripura, Agartala in this regard.

Subject :- Arrest of Sri Birajit Sinha, MLA. Sri Jawhar Saha, MLA, Sri Prakash Ch. Das, MLA, Sri Billal Miah, MLA, Sri Dilip Sarkar, MLA - Information there of.

Sir,

To-day on 20.12.2001 Tripura pradesh Congress Committee (I) organised "Civil disobedence movement at Agartala Town under the Leadership of Sri Birajit Sinha, MLA, President of TPCC (I), Tripura, Total 2388 members of congress supporters participated in the programme. They came in front of Tulshibati Girls H/S School, Agartala in a procession from Tripura Pradesh Congress (I) office, Post Office Chowmuhani. All the participated were arrested u/s 151 C.R. P.C. on 20.12.2001 at 1340 hrs and later on discharged at 1500 hrs under the order of Sri M.L.Chakraborty. Judicial Magistrate, 1st Class, Agartala from detention centre at Children Park, Agartala this refers West Agartala P.S. G.D. Entry No. 1466 dated 20.12.2001 and 1486 dated 20.12.2001.

The above matter may kindly be brought to the notice of the Hon'ble Speaker, Tripura Legislative Assembly for his kind information.

Name of the arrested MLAs.

1. Sri Birajit Sinha, MLA.
2. Sri Jawhar Saha, MLA.
3. Sri Billal Miah, MLA.
4. Sri Prakash Chandra Das, MLA.
5. Sri Dilip Sarkar, MLA.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ- লেয়িং অব্ রিপ্লাইস্ টু দি পোষ্টপন্ড কোয়েশ্চানস্।" বিধানসভার গত অধিবেশনে পোষ্টপন্ড স্টার্ড কোয়েশ্চানস্ নাম্বার ৩০৪ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। এখন আমি মাননীয় পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপন্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৪ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

Shri Subodh Das (Minister) :- Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to lay a copy of the reply of the postponed starred question No. 304 on the Table of the House.

GOVERNMENT RESOLUTION

Mr. Deputy Speaker :- Now, the question before the House is the Government Resolution regarding retificatioin of the constitution (91st Amendment) Bill, 2001 as passed by the both the Houses of Parliament, as required under Article 368 (2) of the constitution of India.

I would request the Hon'ble Chief Minister to move this Resolution.

Sri Manik Sarkar (Chief Minister) :- I beg tomove, "That this House retifies the amendment to the costitution of India falling within the purview of clauses (a) and (b) of the proviso to clause (2) of Article 368, proposed to be made by the Constitution (Ninety-first Amendement) Bill, 2001, as passed by the two Houses of Parliament."

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION - Adopted

মিঃ স্পীকার ঃ- সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ- প্রাইভেট মেম্বার রিজিউলিশান আজকের কার্য্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বারস রেজিলিউশান আছে। প্রথম রেজিলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়, দ্বিতীয় রিজিলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয় এবং তৃতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয়।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিলিউশান্টি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজিলিউশান্টি সভায় উত্থাপন করছি। রিজিলিউশান্টি হলো ঃ- ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, রাজ্যের উগ্রপন্থী সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার শীঘ্র উগ্রপন্থী সংগঠনগুলোর (এন.এল.এফ.টি ও এ.টি.টি.এফ) সাথে আলোচনার উদ্যোগ নিন এবং একাধারে উগ্রবাদীরাও হিংসার পথ ত্যাগ করে আলোচনার টেবিলে বসুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- আলোচনা আরম্ভ করুন। এটার উপরে আলোচনা যারা করবেন তারা নাম দিয়ে দেবেন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আগে বারবারই দেখতাম বিগত ৭৮ সাল থেকেই আজ অব্দি এই সেশানেও যারা বিরোধী পক্ষ থেকে প্রাইভেট মেম্বার রেজিলিউশান আনা হয় সেটাকে সংশোধিত আকারে পেশ করা হয়। আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং সরকার পক্ষকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যেহেতু আমার এই প্রস্তাবের পক্ষ্যে উনাদের তরফ থেকে এমেন্ডমেন্ট আনা হয়নি। কারণ উনারাও জানেন আমাদের রাজ্যে ভয়াবহ অবস্থা। কি পরিস্থিতির মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমার মনে হয় আমরা যেন বারুদের স্তুপের উপর দাঁড়িয়ে আছি। কারণ এই বিধানসভার চেহারা দেখলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে। আজকে বাধ্য হয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে এই বিধানসভায় যারা দর্শক হিসাবে আসতেন তাদেরকে নিষেধ করতে হয়েছে। বাঁধা দেওয়া হয়েছে যাতে এই গ্যালারিতে না

আসা হয়। আসলে দর্শক নেই। এটা বোধ হয় ত্রিপুরা বিধানসভার ইতিহাসে প্রথম। কাজেই কি অবস্থায় আমরা আছি। এখানে আমরা ৬০জন এম.এল.এ আছি সঙ্গে সঙ্গে ৩০ লক্ষ মানুষের যে চিন্তা ভাবনা এটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এই বিধানসভায় দেখলে এটা চিন্তা করার অবকাশ থাকে না। অতি সত্বর সন্ধানী সাংবাদিক বন্ধুরা যে সমস্যার তথ্যগুলি প্রকাশ করে থাকেন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে এটাতেই দেখা গেছে এমন একটা দিন নেই যে উগ্রপন্থী অপহরন করে না, উগ্রপন্থী হত্যা করে না। ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৬৫ দিনই অপহরন ও হত্যার কাজ চলছে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে কাটিয়ে উঠার জন্য জাতি উপজাতি পাহাড়ী বাঙ্গালী যাতে আবার সেই ১৯৭৬-৭৭ সালে যে অবস্থা ছিলাম সেই স্তরে আমরা পৌঁছতে পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এই বিধানসভার পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের সর্বসম্মতিক্রমেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করতে পারি। আমার বক্তব্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মধ্যে যদি পৌছে তাহলে নিশ্চয় সম্ভব হবে তা না সমাধান আসতে পারে। সমাধান যাতে হয়। সারা ভারতের দিকে আমরা তাকাতে পারি। জম্মু কাশ্মীর পার্লামেন্ট এ হামলা হল। উগ্রপন্থী কার্যকলাপ শুধু কাশ্মীরে সীমাবদ্ধ রইল না। রাজধানী দিল্লিতে আক্রমন করল। উত্তর পূর্বাঞ্চলের কথা বলে তো লাভ নেই। আমরা ভয়াবহ অবস্থা দেখছি। সারা রাজ্য কি অবস্থা প্রকৃতপক্ষে উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করতে পেরেছে কিনা। ১৯৯৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ৬০০০ উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছে, তবুও উগ্রপন্থী আর দমন হয় না। যারা আত্মসমর্পন করেছে তারা সক্রিয় উগ্রপন্থী নয়, সাজানো এটা। আমি বিশেষ করে আমার এলাকার কথা বলছি গত দুই সেপ্টেম্বর ৬জনকে হত্যা করা হল। এটা অপূর্ব ঘটনা। নোয়াবাড়ির সিপিএম কমরেড ধীরেন্দ্র জমাতিয়া এবং তার স্ত্রী পরিবালা জমাতিয়া, নিত্যবাজারের কালু জমাতিয়া তথা স্বর্ণভক্ত জমাতিয়া, রক্ষাকান্ত জমাতিয়া (টিচার), উত্তমবাসী জমাতিয়া, পর্ণকুমার জমাতিয়া এই ৬জনকে হত্যা করা হল। পুলিশের কাছে ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে। দিপুমোহন এবং খাতুং জমাতিয়া এই দুইজনের নেতৃত্বে সেখানে গন্ডগোল করছে। সারেনডার করে আসাম রাইফেলের কাছে রেখে দেওয়া হয়েছিল আবার জঙ্গলে চলে গেল। প্রশাসন? অবাক লাগে। কাজেই, আমি মনে করি। আমি ধীরেন্দ্র জমাতিয়ার কথা উল্লেখ করতে চাই। উনি আমার নোয়াবাড়ির স্কুলের সহপাঠী ছিলেন। এই সময় এইভাবে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। ট্রাইবেল বাঙ্গালী তাদের সিথে সিঁদুর মুছে দিতে বাধ্য হয়েছে। নিখোঁজরা জীবিত-মৃত কিনা এখনো আইডেনটিফাইড করতে পারেনি পুলিশ। ৪৮ ঘন্টা নিখোঁজ অবস্থায় পড়ে আছে। এই সমস্ত যদি আমরা উত্তরণ করতে চাই, শান্তি সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে চাই, সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করাতে পারি কিংবা একই টেবিলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সরকারের বক্তব্য কিংবা বিরোধী বক্তব্য আলোচনার মাধ্যমে পৌছানো যায়। বিশেষ করে নিষিদ্ধ দুটি উগ্রপন্থী দল (এন.এল.এফ.টি ও এ.টি.টি.এফ) এদেরকে নিষিদ্ধ ঘোষিত করা হয়েছে। এরপরেও এদেরকে ধরা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না, আমি অনুরোধ করতে চাই। গতকালকে ৪-৫জনকে আহত করেছে ওরা পুলিশের লোক। গতকালও দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় দেখেছি যে ছাগলডেপা, তৈদুর পর উড়াবাড়িতে হামলা, ৫জন আহত। আহতদের মধ্যে উত্তম জমাতিয়া, সে একজন পুলিশ। এই সমস্ত ঘটনায় নিরপরাধীদেরকে ধরে এনে জেলে পুরে দেয়। যেমন - কিল্লা বেল্টে যে ঘটনা ঘটেছিল, সে ঘটনায় রাইয়াবাড়ীতে সেন্ট জনস্ হাইস্কুলের একজন টিচারকে ধরে নিয়ে এসেছে। কিল্লাতে একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার আছে, সেখানে সে একটা ঔষধের দোকান খুলেছে। তাকে কিল্লাতে থাকতে হত। তার বাবা পুলিশ। পুলিশ এই নিরপরাধ লোকটিকে ধরে এনে সাজা দেয়। সরকারের পক্ষে এটা ঠিক না। তারপর স্যার, ধনঞ্জয় জমাতিয়া, সে একজন এসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর। উনি তার অফিসের পাশে একটা বাড়ীতেই থাকতেন। তাকেও পুলিশ ধরে নিয়ে এসেছে, রেহাই দেয়নি। স্যার, আরেকটা ঘটনার কথা শুনে আপনি অবাক হবেন। সাধনবাসী জমাতিয়া, তার বড় ভাই উত্তমবাসী জমাতিয়া উগ্রপন্থীদের হাতে তিনি খুন হন। এই ঘটনায় পুলিশ তার ছোট ভাইকে ধরে এনে এমনভাবে পেটায় যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নির্দোষ ব্যক্তিদের ধরে এনে

পুলিশ বীরত্ব দেখায়। নিরপরাধ ব্যক্তিদের ধরে এনে বাহবা পেতে চায়। শান্তিরবাজারের ঘটনা সম্পর্কে আমরা বিধানসভায় তুলেছিলাম। মালখানা থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে। যে পুলিশ অফিসার নিরপরাধ লোকটিকে ধরে নিয়ে হত্যা করেছিল তাকে শাস্তির বদলে পুরস্কার দেওয়া হয় প্রমোশন দিয়ে। নিরীহ লোকদের ধরে আনলে তারা যদি পুরস্কার পায়, তাহলে তারা নিরপরাধ লোকদেরতো ধরে আনবেই। উদয়পুরে এস.ডি.পি.ও, তারপর এস. পি অরিন্দম বাবু যেভাবে আরম্ভ করেছেন এটা কিন্তু ঠিক নয়। কিল্লার ঘটনা সম্পর্কে ১৪জনকে ধরে এনে তাদের বিরুদ্ধে আই. পি. সির বিভিন্ন ধারায় কেইস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাদের একজনকেও পুলিশ দোষী সাব্যস্ত করতে পারল না। এইভাবে স্যার, নিরপরাধ লোকদেরকে হয়রানি করছে। যার ফলে তাদের আত্মীয় স্বজনরা বলছেন যে এইভাবে পুলিশ যদি নিরীহ লোকদের ধরে নিয়ে গিয়ে অন্যায় ভাবে পেটায়, তাহলে এটার প্রতিশোধ নেবার জন্য আমাদের জঙ্গলে যেতে হবে। এইরকম ধারনা তাদের মধ্যে হয়ে গেছে। এরপরই আমি সাইনাবাড়ী, তৈরুপাতে গেলাম। তাদেরকে বোঝানো হল যে, যদি তারা অপরাধী না হয় তাহলে তারা শাস্তি পাবে না। এইভাবে বোঝানোর পর এলাকাতে শান্তি ফিরে এসেছে। এরই মধ্যে গত ৭ তারিখে ঘটনায় জমাতিয়া হদা গ্রামে নতুন যারা গ্রামে চৌধুরী, এমন একজন হরেন্দ্র কিশোর জমাতিয়া, বয়স ৬৩ তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে পুলিশ ধরে নিয়ে এসেছে।

স্যার, এস. পি. নাকি তাদের বলেছে তোমরা ঐ লোককে ধরে আন। স্যার, এই ব্যাপারে আমি এস. পির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম তখন এস. পি. বললেন না, আমি এই রকম কোন নির্দেশ দিই নি। তাহলে চিন্তা করে দেখতে হবে কারা এই আউট পোষ্টের পুলিশ কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন? এস. পির নামে অন্যায় অপবাদ দিয়ে নিরপরাধ মানুষকে থানায় ধরে আনা হচ্ছে। প্রতিটি গ্রামে জমাতিয়াদের মধ্যে একটা কাষ্টম আছে, কি করতে হবে? পূজা করতে হবে। কিন্তু তখন আর এই সমস্ত গ্রামে পূজা হয় না। এই গ্রামে উগ্রপন্থী সৃষ্টি করেছে পুলিশ কর্মচারীরাই। কাজেই, এই সমস্ত নিরপরাধ মানুষ যারা জেলে আছে তাদের যাতে মুক্ত করা হয় এবং এই ব্যাপারে যারা জড়িত তাদের যাতে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। আমি যে ১৪জনের নাম বলেছিলাম তাদের যেন বিনাশর্তে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে আমি বিশেষ ভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি তিনি যেন এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেন। সর্বশেষে আমার এই প্রস্তাবকে সরকার পক্ষ এবং সবাই যাতে সমর্থন করেন এই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা। আপনি ১০ মিনিট বলবেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া যে বেসরকারী প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি মানুষ এই ব্যাপারে অবগত আছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে? যে রাজ্যে প্রতি ২৪ ঘন্টায় ৫ জন করে খুন হয়, যে রাজ্যে প্রতি ২৪ ঘন্টায় ৩জন করে নারী ধর্ষণ হয় এবং বিশেষ করে আইনসভা যাকে বিধানসভা বলা হয় সেই বিধানসভার মন্ত্রী, বিধায়ক, আমলারা সকলের নিরাপত্তার প্রশ্নে এতদিন ধরে বিধানসভায় যে ওয়াচ এ্যান্ড ওয়ার্ড ছিল তাদের সরিয়ে নিয়ে টি.এস.আর মোতায়েন করা হয়েছে এবং বাইরে কাতারে কাতারে নিরাপত্তা রক্ষী কাজেই, সেই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা খুব ভাল দাবী করা সেটা অত্যন্ত অপমানজনক। স্যার, প্রতি রাজ্যে সন্ত্রাসবাদ আছে শুধু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেই সন্ত্রাসবাদ আছে সেটা নয়। ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাজ্যেই সন্ত্রাসবাদ মাথা চারা দিয়ে উঠেছে, এমনকি বিদেশে সন্ত্রাসবাদ আছে। যেমন গত ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ইং তারিখ লাদেন গোষ্ঠী আমেরিকার পেন্টাগণ এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস করে দেয়। এরপরে গত ১৩ই ডিসেম্বর দিল্লীতে আক্রমন করেছে, হয়তো এখানেও হতে পারে, নিশ্চয়ই আশঙ্কা। কিন্তু এটাতো শুধু বক্তৃতা দিয়ে, মাঠের মধ্যে চিৎকার করে সেমিনার করে বন্ধ করা যাবে না, আর কাউকে দোহাই দিয়েও নিজেকে রক্ষা করা যাবে না। যদি এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, লাদেন করে তো আমি কি করব, আই এস আইয়ের চক্রান্ত আছে, আমরিকার হাত আছে, পাকিস্তানের হাত আছে তো এগুলি বলে কি

এগুলি বন্ধ হয়ে যাবে, তার জন্য একটা উদ্যোগ নিতে হবে। আর এটাকে নাসা দিয়ে পুলিশ মিলিটারী কমাণ্ডো এস এল আর, এ কে ৪৭ এবং তার থেকে আরও অত্যাধুনিক বন্দুক দিয়ে কামান দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যের উগ্রপন্থীর সমস্যার সমাধান করা যাবে না। স্যার, আমরা বরাবর দেখেছি, আমাদের অভিজ্ঞতা আছে কাতারে কাতারে সারেন্ডার করেও উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। কারণ, আসলে যদি কেউ উগ্রপন্থীদের আড়াল করার চেষ্টা করে যেমন আমরা দেখেছি দশরথ বাবুর আমলে শেষের দিকে এই বিধানসভায় ওনার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে তথ্য দেওয়া হয়েছিল ৭৩৩৫ জনের স্যারেন্ডারের। তা এত উগ্রপন্থী সারেন্ডার করার পরেও ত্রিপুরা রাজ্যের উগ্রপন্থী ভয়ে এখনও কাতারে কাতারে পুলিশ, ডি জি, আই জি, এম জি কত কিছু এবং কত করমের আধুনিকীকরণ পত্রপত্রিকায় দেখি আমরা। তা এত রকম আধুনিকীকরণ করেও উগ্রপন্থী আসলে ধরা যায় না সরকার যদি আড়াল করে এবং যদি না আন্তরিকভাবে উদ্যোগ থাকে তাহলে সেখানে কেউ তাদের ধরতে পারবে না। সরিষায় যদি ভূত থাকে লুকিয়ে তো সেটাকে কেউ ভূত ছাড়াতে পারবেন না। স্যার, এখানে শুধু উগ্রপন্থীদের দোষ দেওয়া হয়, কিন্তু এস ডি ও শুকরাম দেববর্মাকে যে হত্যা করা হল, বিধায়ক মধুসূদন সাহাকে যে খুন করাহল সেটাতো আর উগ্রপন্থীদের দ্বারা হয়নি। কাজেই, শুধু উগ্রপন্থীই নয় ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক আইন শৃঙ্খলাই নষ্ট হয়ে গেছে, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে, জাতি উপজাতির মধ্যে ফাটল ধরেছে, অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। তাই শুধু বিরোধীদের উপর দোষ চাপিয়ে সরকার পক্ষ খালাস পাওয়ার একটা চরিত্র আমরা দেখতে পাই। কাজেই, আমি মনে করি মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া অত্যন্ত সময়োপযোগীভাবে এই প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন, আমি জানি না সরকার পক্ষ তথা ট্রেজারী ব্যাঞ্চের বিধায়করা এটার বিরোধিতা করবেন, না কি সমর্থন করবেন, সেটা ওনাদের বক্তব্য শুনলে আমরা বুঝতে পারবো। তবে আমি বিশ্বাস করি নিশ্চয়ই আপনারা এটার ওয়েলকাম জানাবেন এবং এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী । কাজেই, রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া উগ্রপন্থীর সমস্যার সমাধান এখানে করা যাবে না। যেমন নাসা দিয়ে কি এই সরকার এটা প্রমান করতে পারল যে, কোন কট্টর উগ্রপন্থীকে আমরা নাসায় গ্রেপ্তার করতে পারলাম? স্যার, এই নাসায় প্রথম কাকে গ্রেপ্তার করা হল, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি যুবসমিতির বিভাগীয় সম্পাদক কৃষ্ণ দেববর্মা, তারপর সাংগঠনিক সম্পাদক শম্ভু দেববর্মা। এই দুইজনকে প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যের নাসায় গ্রেপ্তার করা হল। তাহলে এই যে কৃষ্ণ দেববর্মা ওনার সারা জীবনের ইতিহাস খুঁজে দেখুন তিনি কি করেছেন, কোন অপরাধের সঙ্গে উনি যুক্ত ছিলেন কিনা এবং ওনার বিরুদ্ধে কোন রেকর্ড পাওয়া যায়নি। তাহলে তো এখন হঠাৎ করে রবীন্দ্র দেববর্মাকে যদি নাসায় গ্রেপ্তার করা হয় তো এটা রাজনৈতিক ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাহলে রাজনৈতিক কারণেই যদি গ্রেপ্তার করা হয় এবং উগ্রপন্থীর আক্রমণ বন্ধ করার কারণে যদি গ্রেপ্তার করা না হয় তাহলে সেটা কি কোন দিন বন্ধ হবে। তাহলে কি আমরা বলতে পারি না যে, আসলে উগ্রপন্থীদের আড়াল করার জন্য রাজনৈতিক বিরোধীদেরকে এক ঢিলে দুই পাখী মারার জন্য একদিকে বিরোধীদেরকে কোণঠাসা করা হল, আবার আর একদিকে উগ্রপন্থীদের আড়াল করা হল এবং এভাবেই বিরোধীদের উপর অস্ত্র চালানো হচ্ছে।

স্যার, এই বিধানসভায় আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে বিচারাধীন কয়েদীদের সংখ্যা কত? উত্তর দেওয়া হয়েছে ১৬৩৫জন। এরমধ্যে উপজাতিদের সংখ্যা কত এবং অউপজাতিদের সংখ্যা কত? সেখানে উত্তরে বলা হয়েছে যে উপজাতিদের সংখ্যা ১২২২জন। তাহলে সারা রাজ্যে অপরাধী জাতি হিসেবে উপজাতিদেরকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু খতিয়ে দেখা হচ্ছে না যে, এরা আসলে উগ্রপন্থী কিনা ? কিন্তু এই উগ্রপন্থার পথ তারা কেন বেছে নিলো? তারা শিক্ষিত। এখানে অনেকবার আলোচনা হয়েছে যে মন্টু কলই সে এন.এল.এফ.টি-র নেতৃত্ব দিচ্ছে বলে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখেছি। এটা যদি সত্য হয়ে থাকে - সে একজন গ্র্যাজুয়েট স্যার। লোকশিক্ষালয়ে সে শিক্ষকতা করতো। তাকে ট্রান্সফার করা হলো ঋষ্যমুখ বাঙালী এলাকায় ১৯৯৩ সালে বামফ্রন্ট আসার পর। ট্রান্সফার করার পর সে আমার কাছে দুইবার এসেছিল। সে আমাকে বলেছে যে, এখন যে পরিস্থিতি চলছে তাতে সে ঐ বাঙালী এলাকায় গিয়ে কি করে থাকবে? তখন আমি মাননীয়

শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করলাম যে তাকে অন্য কোন জায়গায় - টাকারজলা, মান্দাই বা খোয়াই দিয়ে দিন। কিন্তু তিনি বললেন যে, এই বদলি রদ করা যাবে না। অডার ইজ্ অর্ডার। এটা ডাইরেকটর দেখবে। হলো না তার বদলি রদ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানি না তার মনের মধ্যে যে আক্রোশ হলো। সে তো জয়েন্ট করলো। কোথায় জয়ন করলো পরে শুনলা সে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে জয়েন্ট করেছে। ঋষ্যমুখ জয়ন করোন। তো এইভাবে তাদের বিপথে পরিচালনা করা হচ্ছে। এবং ইন্‌টেনশন্যালী ছাত্রদের নাইন-টেন বা এলিভেন ক্লাশে পড়ে এমন ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এবং তারা জানে যে পুলিশ একবার গ্রেপ্তার করলে তাদের হয়রানী করবে। তাদেরকে ছাড়িয়ে আনার জন্য যদি তার মা বাবা ন্যূনতম তাদের ক্ষেত হয়তো এককানি আছে এটা বিক্রি করে তাদের যদি ছাড়িয়ে আনতে হয় পরবর্তী সময়ে তাদের খাওয়ার জন্য কিছুই থাকবে না। কাজেই, তারা বাধ্য হয়ে জঙ্গলে চলে যায়। কারণ তাদের কেইসও শেষ হবে না। আর যারা সারেন্ডার করছে- শুনেছি ধনঞ্জয় রিয়াং-টি. আর. এ স্যারেন্ডার করেছে। পরে সে অনশনে বসেছে। তার দাবী হলো- তার বিরুদ্ধে কেইস উইদ্‌ড্র করতে হবে। স্যারেন্ডার করানো হয়েছে - কিন্তু কেইস উইদ্‌ড্র করা হয়নি স্যার। এই কারণে অনেকে যারা স্যারেন্ডার করেছে তারা আবার জঙ্গলে ফিরে গিয়েছেন তো এটা নাটক না। গন্ডাছড়ায় স্যার ২৭০ জন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমর চৌধুরীর কাছে আত্মসমর্পন করেছিল। সারেন্ডার করার পর তাদের এই ২৭০ জনের মধ্যে ২২৫জনই জঙ্গলে আবার চলে গেছে।

এখন আমার স্যার, গ্রামরক্ষী বাহিনী একটা গঠন করা হয়েছে। এই গ্রামরক্ষী বাহিনী দিয়ে কি উগ্রপন্থী দমন হবে। তাহলে তো আলোচনা লাগবে না, কেন্দ্রিয় সরকার লাগবে না, রাজ্য সরকারের উদ্যোগ লাগবে না। তাহলেতো পুলিশ মিলিটারী, টি এস আর সব বন্ধ করে দেওয়া দরকার। এই গ্রামরক্ষী বাহিনী এখন প্রত্যেকটা গ্রামে ১২-১৫জন নেওয়া হয়েছে আর এই ১৫জনের মধ্যে মাত্র দুটো ৩০৩ রাইফেলস্ দেওয়া হয়েছে। পুলিশকে দেওয়া হয়েছে এস এল আর। তো আগের ৩০৩ বন্দুক কি করবে - এইগুলি ১৫ জন এর মধ্যে দুইজনকে দেওয়া হয়েছে। আমি বুঝি না স্যার, এই ১৫জনের মধ্যে দুইজন কি করবে। উগ্রপন্থী যখন আসবে তখন এই ১৫জন কি লাইন ধরে দাঁড়াবে এবং বলবে যে, আমি আগে মারি এরপর তোমরা মারিও। তারপর বলবে- আমি মেরে ফেলেছি - এখন তুমি মারো। এরকম কি ১৫ জন এমনিতে লাইনে দাঁড়িয়ে একজন একজন করে মারবে? তো উগ্রপন্থী যখন এ কে ৪৭ দিয়ে টো-টো করে শেষ করে ফেলবে- তো এটা মারার জন্য নয়। আর এটা যদি তাই না হয়ে থাকে তাহলে এটা কিসের জন্য? তারপর অনেক সি আর পি এফ যারা চাকুরী করে, টিএসআর যারা এস এল আর নিয়ে পালিয়ে যায় তাদের গার্ড দিয়ে রাখার জন্য পুলিশ পাহারা লাগবে না সেখানে। কাজেই, এইভাবে বৈতরণী পার হওয়ার জন্য আপনারা যে তাবিজ লাগিয়েছেন - এটা আপনাদের গায়েই লাগবে। গ্রামরক্ষী বাহিনী বা অলক্ষী বাহিনী- আপনাদেরই অলক্ষ্মী লাগবে। আপনাদের অলক্ষ্মী লাগবে, বামফ্রন্টের অলক্ষ্মী লাগবে আমি বললাম। স্যার, এরজন্য আজকে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। এখানে রাজ্য সরকারের সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব নেই। আমরা দেখেছি বার বার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মিছিল মিটিংয়ে সেমিনারে শুধু আহ্বান করে থাকেন আসুন কি পদ্ধতিতে আসবে কিভাবে আসবে কে আলোচনা করবে কে উদ্যোগ নেবে তার কোন কথা নেই। রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়িত্ব দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারেরও দায়িত্ব রয়েছে। আমি বলব না আমাদের দায়িত্ব নেই, আমাদের যদি সেই রকম দায়িত্ব চাওয়া হয় নিশ্চয় আমরা সহযোগিতা করব রাজ্যের শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করার জন্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যের উগ্রপন্থী যেটা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা হয় সেই ব্যবস্থার জন্য সকলেই এগিয়ে আসবেন এবং ট্রেজারী বেঞ্চের পূর্ণ সহযোগিতার আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা মহোদয়।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়াকে অনেক বিলম্বে হলেও উনাদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে অনেকটা। উগ্রপন্থীদেরকে আমাদের দল কোনদিন সমর্থন করবে না এবং

রাজ্যের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন এবং গণতান্ত্রিক অংশের মানুষও এটা সমর্থন করেন না। আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের রাজ্যে ইতিপূর্বে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদেরকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কয়েকবার সভা হয়েছিল। সেই সভাতে বিরোধী দলের দলনেতা মাননীয় জওহরবাবু উপস্থিত ছিলেন শ্যামাবাবু এবং বিজয় রাংখলবাবুও উপস্থিত ছিলেন এবং যুক্ত একটা পেমপেট ছাপানো হয়েছিল সেটা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে বিলি করা হয়েছিল উগ্রপন্থীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য এবং শান্তি সম্প্রীতির জন্য। উগ্রপন্থীদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য এবং মধ্যস্থতাকারীর জন্য আমরা বিজয়বাবুকে বার বার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। উনি রাজীও হয়েছিলেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেছিলেন যে আপনারা চেষ্টা করুন। যারা আজকে এই রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করছে জাতি উপজাতির সম্পর্ক নষ্ট করছে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের তরফ থেকে উদ্যোগের ত্রুটি ছিল না। এবং আমরা বলেছি যে, রাজ্য সরকারের কাছে ওরা আত্মসমর্পণ না করুক আর যদি ওরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায় আমরা সর্বতোভাবে সাহায্য করব। কিন্তু আমরা দেখছি যে, ওদের কাছ থেকে এই ধরণের কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবু বলেছেন মন্টু কলইয়ের বদলী মডিফিকেশন করা হয়নি বলেই উগ্রপন্থীর জন্ম হয়েছে। এই সঙ্গে আমি একমত নই। আমাদের দল একমত না। এটার পেছনে সাম্রাজ্যবাদীদের হাত আছে। এটা আজকে পৃথিবীর মানুষ সবাই জানে। এখানে রবীন্দ্রবাবু বলেছেন ১১ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের [illegible] রাজ্য সংস্থা ১১০ তালা দালান এবং পেন্টাগনের দালান ধ্বংস করেছে লাদেনের আলকায়দা বাহিনী। অতএব এর পেছনে যে সন্ত্রাসবাদীদের হাত আছে এটা সারা বিশ্বের মানুষ সকলেই জানেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আফগানিস্থানে সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে হাজার হাজার নারী পুরুষ শিশুকে বোমা ফেলে খুন করেছে। এই সকল পৈশাচিকের বিরুদ্ধে আমরা এই পদ্ধতিতে উগ্রপন্থী মোকাবেলা করা যায় না। এই উগ্রপন্থীকে ধ্বংস করার জন্য বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি বের করার জন্য আমরা বলছি। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখেছি অনুপজাতিদের উপর একটা কিছু ঘটনা হলে পরে সমস্ত ট্রাইবেলকে উগ্রপন্থী বলে নাম দেওয়া হয়। আবার ইউ বি এল এফ দ্বারা কোন ঘটনা ঘটলে পরে সমস্ত বাঙ্গালীকে উগ্রপন্থী বলে প্রচার করা হয়ে থাকে। এই ধরণের প্রচার অত্যন্ত বিপদজনক। সব বাঙালীই ইউ বি এল এফ না, অনুরূপভাবে সব ট্রাইবেল উগ্রপন্থী না। আমরা লক্ষ্য করেছি, আমাদের রাজ্যে এই উগ্রপন্থীর তৎপরতার ফলে নিরীহ লোক খুন হচ্ছে তাদের ধনসম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে বাড়ী-ঘর ছাড়তে হচ্ছে শুধু তাই নয়। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কাজ প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক এইগুলি বলা যায় একটা জায়গাতে একেবারে মুখ থুবরে পড়ে আছে। আমি বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার কথা বলছি। ঐসব এলাকাতে যে সমস্ত ব্লক আছে ব্লকগুলির ডেভেলপমেন্ট কাজ ঠিক মত করা যাচ্ছে না। গ্রাম পাহাড়ে যে সমস্ত উপজাতিরা আছেন যারা লাকড়ী বিক্রি, ছন বিক্রি করে সংসার চালান, সব্জী বিক্রি করে সংসার চালান। আজকে গাড়ি-ঘোড়া না যাওয়াতে বাইরের লোকদের কাছে ছন, বাঁশ এবং লাকড়ী এমনকি সব্জী বিক্রি করতে পারছে না। রুজি রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে তারা অসহায় অবস্থার মধ্যে আছে। উগ্রপন্থীদের উৎপাতের ফলে উপজাতি এলাকায় রাস্তার কাজ করা যাচ্ছে না, পানীয় জল, ইরিগেশান এবং বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের কাজগুলি ভিতরে করা যাচ্ছে না। এর ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতি এলাকা। এই জন্য আমরা বার বার দাবী করছি উগ্রপন্থী কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। এই বিধানসভা থেকে তাদের প্রতি আমার আবেদন তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক এবং উন্নয়নের কাজে তারা অংশগ্রহন করুক। আমি হিসাব করে দেখেছি স্যার, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর এই দুই মাসে ২৫জন উপজাতি লিডারকে ওরা খুন করেছে। সেই কাঞ্চনপুরের সর্ব্বজয় রিয়াং থেকে শুরু করে ঐ উদয়পুরের হীরেন্দ্র জমাতিয়া এবং তার স্ত্রী সহ এই দুই মাসে মোট ২৫জন খুন হয়েছে। এবং যখন টি এন ভি ছিল তখন আমরা লক্ষ্য করেছি টি এন ভির রাজত্বেও আমরা দেখেছি যে, ঐ তৈদু, অম্পি ঐসব এলাকার সুরমনি কলই, ভীম দেববর্মা, তেলিয়ামুড়ার লীলপুণ্য, ধলাইয়ের গান্ধী ত্রিপুরা এই ধরণের লোকেরা খুন হয়েছে। এর ফলে উপজাতি এলাকার মধ্যে ছাত্র যুবকদের

মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে। আমরা লক্ষ্য করেছি টি এন ভির সময় রিক্রুটমেন্ট সেন্টার ছিল বিশ্রামগঞ্জের বোডিং-এ এবং উদয়পুরে কে বি আই বোডিং-এ, সেখানে রিক্রুটমেন্ট করে বাংলাদেশে পাঠানো হত। আবার ২০০১সালের আগষ্ট মাসে বাংলাদেশে অস্ত্র ট্রেনিং এর জন্য ৬৩জন ছাত্রকে পাঠানো হয়েছিল। নিশ্চয়ই এটা উপজাতিদের উপকার করবে না বরং উপজাতিদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে। এখন বাঙ্গালী খুন, বাঙ্গালী অপহরণ এবং গৃহদাহ এলাকা ছাড়া এটা শুধু বাঙ্গালীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। আজকে ট্রাইবেলও খুন, অপহরণ এবং ঘরবাড়ীতে থাকতে পারছে না। তাদের জমি জমা করতে পারছে না। চাঁদার জুলুম, মা বোনদের উপরে অত্যাচার বেত্রাঘাত, শ্রীলতাহানি নিত্য ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কনক্লোড করুন।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- আমি একজন উপজাতি ২০০০ইং সালের ২১শে এপ্রিল আমার বাড়ি ঘর সব জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমার জমি ওরা করতে দিচ্ছে না, আমার হালের বলদ নিয়ে ওরা কেটে খেয়ে লেইকের মাছ ধরে উৎসব করে। এখন ওরা মালিক। এই ধরণের অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে উপজাতিদের যে অস্তিত্ব এটা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই পথ সমস্যা সমাধানের পথ না। উগ্রপন্থীর পথে কোন সমস্যার সমাধান হয় না। আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ড তার দৃষ্টান্ত। আমাদের রাজ্যেও টি এন ভির নেতৃত্বে স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগানকে সামনে রেখে কি ঘটনা ঘটেছিল ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তা ভাল করেই জানেন। এই কাজে সম্ভবত রবীন্দ্র বাবুরাও সহযোগিতা করেছিলেন। যে সব শ্লোগানগুলো আপনারা দিয়েছিলেন মুইয়া চানাই, চাখুই চানাই, গোদক চানাই, জিন্দাবাদ।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- এগুলো তো স্যার আমরা বলবই তো কারণ আমরা বাঁশের করুল খাই। তো আমি এটা বলব না?

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- আরে রাখেন রাখেন, স্যার, স্বাধীন ত্রিপুরার এই যে শ্লোগান গুলো.....

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, স্বাধীন ত্রিপুরার এমন দাবী যুব সমিতি কখনই তুলে নাই, অতীতেও না, এখনও না এবং ভবিষ্যতেও না।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- তাহলে এখন সেই শ্লোগানগুলো গেল কোথায়। কই এখন তো আর সেই শ্লোগান শুনতে পাচ্ছি না। কারণ, আমরা দেখেছি নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে যুব সমিতি ভেঙ্গে টি.টি.এন.সি., টি.টি.এন.সি ভেঙ্গে হয়েছে টি.এইচ.পি.পি, টি.এইচ.পি.পি. ভেঙে হয়েছে আই.পি.এফ.টি। আই.পি.এফ.টি ভেঙ্গে হয়েছে আই.এন.পি.টি। অতএব এখন যুব সমিতি বা পরিবর্তিত নামগুলোর কথা বলে উপজাতিদের আর ফাঁকি দেওয়া যাচ্ছে না। কাজেই, এখন আপনারা নতুন কি নাম দেবেন তার অপেক্ষায় আছেন। অতএব চামড়া বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছেন। সামনে নির্বাচন কংগ্রেসের সঙ্গে মিলেমিশে দুই একটি আসন পাওয়া যায় কিনা ক্ষমতা দখল করা যায় কিনা, সেই ধান্ধায় আপনারা আছেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- স্যার, আমাদের লোক খুন হচ্ছে, আমার ছোট ভাই মারা গেছে। কিছুদিন আগেও গত ২৮.০৮.২০০১ইং ইউ.বি.এল.এফ.টি দ্বারা আমার দুই ভাগ্নি আর বাতিজা মারা গেছে। একই ভাবে শুধু সি.পি.এমের লোক খুন হচ্ছে এই কথা- কিন্তু আমি বলি না। খুন হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক মানুষই। আপনারা এইভাবে একতরফা ভাবে বলবেন না।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই যে উগ্রপন্থী সমস্যা এটা আমাদের এই রাজ্যের ঐতিহ্যপূর্ণ যে সংহতি জাতি উপজাতির মধ্যে যে ঐক্য, এই ঐক্যের শত্রু হলো উগ্রপন্থী অতএব আমরা চাই রাজ্যে এই উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধান হউক। আমরা এন এল এফ টি, এ টি টি এফ কে সমর্থন করি না, বি. এন. সি. টি এবং ইউ. বি. এল. এফ কাউকেই সমর্থন করিনা। আমরা সমর্থন করিনা বলেই আজকে আমাদের উপর আক্রমন সংগঠিত হচ্ছে,

আমাদের লোক খুন হচ্ছে। অতঃএব উগ্রপন্থীদের সাথে কাদের যোগাযোগ আছে, তা রাজ্যবাসী সকলেই জানেন। ফাঁকি দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। গতবছর অর্থাৎ, ২০০০ সালে মে মাসে এ.ডি.সি.তে আই.পি.এফ.টি শপথ নেওয়ার পরে বাংলাদেশে কে গেছেন সেই খোয়াই বর্ডার দিয়ে সব তথ্য আমাদের কাছে আছে। সুতরাং এটা রাজ্যের মানুষ জানে। এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া যে প্রস্তাব এনেছেন আমাদের পক্ষথেকে এই প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করি এবং শাসক দলের পক্ষ থেকে যেহেতু এটাকে সমর্থন করেছেন তার জন্য আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্যার, এই রাজ্যের উগ্রপন্থী সমস্যা এটা জন্মের পেছনে কিছুটা ক্ষোভ আছে, এটা চক্রান্ত, এই সমস্যা সমাধান হওয়া দরকার। সামনে বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন আসছে, আমরা মনে করি সাধারণ নির্বাচন যত সুষ্ঠু, অবাধ শান্তিপূর্ণভাবে করতে হয় তাহলে এই উগ্রপন্থী সমস্যা যেকোন ভাবে এর আগে সমাধান হওয়া দরকার এবং সম্ভব হলে কেন্দ্র রাজ্য উদ্যোগ নিয়ে এই সমস্যার সমাধান করুক এটা আমরা চাই। স্যার, আমরা যখন ৮৮ এ কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে ক্ষমতায় আসি তখনও এই সমস্যা আমাদের সামনে ছিল যেটা টি.এন.ভি। আমরা এসে অনুভব করতে পেরেছি যে উগ্রপন্থীকে জিইয়ে রেখে কোন সরকার যদি প্রশ্রয় দেয় তাহলে পরে রাজ্য উন্নয়ন সম্ভব হবে না। কাজেই আমরা ১ম কর্মসূচী নিলাম এই উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানের এমন ভাবে করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ হয়রানী না হয় যাতে সমাধান হয় শান্তিপূর্ণ ভাবে এবং স্থায়ী। এইজন্য আমরা টি.এন.ভি এর সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ এবং উগ্রপন্থীর উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করছি। সেই কারণেই আমরা খুব সহজেই তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে আসতে পেরেছি। সেই সময় আমরা দেখছি যে টি.এন.ভির সমস্যা। যে সমস্যা বামফ্রন্টের আমলে বার বার এই বিধানসভায় বলা হত যে এটার মধ্যে আমেরিকা ছিল তার পেছনে, পেন্টাগন, সি আই এ, পাকিস্থান এই সমস্ত কথাই শুনে আসছিলাম। আমরা ক্ষমতায় আসার পর যাচাই করলাম.দেখি পেন্টাগন কত বড়, আই এস আই কত বড় আমরা আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসলাম তিন মাস সময় নিয়ে। এর পরে সমাধান হয়ে গেছে আমরা টি.এন.ভিকে বলেছি চূড়ান্ত তালিকা দিতে হবে। যাতে এর পরে টি.এন.ভির নামে কোন একটা ঘটনা না ঘটতে পারে। তারপরে তারা চলে আসল এবং আমরা শান্তি চুক্তি করলাম। তিন বছর আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে অ্যাব্‌সুলেট পিস কায়েম করেছি এবং পরে দেখা গেছে যে এই বামফ্রন্ট এটাকে মেনে নিতে পারেনি। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আমরা এডিসিতে নিয়ে আসলাম এরপর দেখা গেছে সুষ্ঠ এবং অবাধ নির্বাচনী এই বামফ্রন্টের অস্তিত্ব বিপন্ন তারা আর কখনো জেতার আশা করতে পারেন না তখনই আবার ট্রেনিং শুরু হয় এবং এই যে ১০ই ডিসেম্বর ১৯৯২ইং যখন কাকরাইছড়া থেকে ফিরছিলাম তখন আমার উপর প্রথম আক্রমণ। আমি তো বিশ্বাসই করতে পারি নাই যে আমার উপর আক্রমন হবে। আমি ভাবছিলাম যে টায়ার ফেটে গেছে। আমার সঙ্গে যারা ছিল তারা সবাই লাফিয়ে পড়ল এবং তারা জীপের চাকার নীচে শুয়ে পড়ল। তার পরে আমার সুয়েটারের হাতা দিয়ে একটা গুলি বেড়িয়ে গেল। তখনই আমি বুঝতে পারলাম আমার উপর আক্রমন হয়েছে। যাই হোক সেই বিভীষিকা আমার মনে আছে এবং প্রাইমিনিষ্টারের দপ্তর থেকেও এটার উপর একটা ইন্‌কোয়ারী হয়েছে এবং আমার কাছে এই রিপোর্ট আছে। সেখানে কারা কারা ছিলেন এই নামগুলিও এখানে আছে। এর মধ্যে একজনের নাম বলতে পারি। যেটা শিকারীবাড়িতে এ.টি.টি.এফ, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর যখন সারেন্ডার করে তখন সে বলেছে যে এতদিন অগণতান্ত্রিক পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল এখন যেহেতু গণতান্ত্রিক পরিবেশ পরিস্থিতি এসে গেছে আমরা আবার সারেন্ডার করলাম। আর প্রয়োজন নেই উগ্রপন্থী হওয়া। এই বলে সারেন্ডার করলেন। এটা হচ্ছে ঘটনা। কাজেই, এটা কারা করাল এটা ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত। মিঃ স্পীকার স্যার, আসলে আমি বলতে চাই এইভাবে যে একটা উপজাতিদের মধ্যে যে ঐতিহাসিক ক্ষোভ এটার নিরসন হওয়া দরকার। ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে বৈষম্য যেমন দূর হওয়া দরকার

তেমনি এই যে উগ্রপন্থী নিয়ে কোন চক্রান্ত থাকা উচিত নয়। সেই রকম পরিস্থিতি যদি আমরা সবাই করতে রাজি থাকি তাহলে এখানে একটা অ্যাব্‌সুলেট পিস আসতে পারে। এই কারণেই প্রস্তাবটা এখানে আনা হয়েছে। আমি জানি তারা আন্তরিক কিনা, কারণ তারা এখনও বলছেন না যে আমরা উগ্রপন্থী বিরোধী। আসলে তাঁরা আমেরিকার কথা বলেন। উগ্রপন্থী দমন করা আপনাদের হাতে। উগ্রপন্থী দমন করুন। এই করে তারা জনগণকে বোকা বানাচ্ছে, অর্থাৎ তার অর্থ হচ্ছে উগ্রপন্থী থাকুক। এই পদে থেকে আপনারা বলতে পারেন যে, না আমরা কোন চক্রান্ত করব না এবং চক্রান্তকারী যাই হোক তার বিরুদ্ধে আমরা প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নেব। রাজ্য সরকার যদি আন্তরিকভাবে উদ্যোগ নেয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার এগিয়ে আসতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বলতে পারি আপনারা এগিয়ে আসুন এবং আলোচনায় বসুন। মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া বলেছেন, দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ব্যবস্থা করে তারপরে এই সমস্যা সমাধান করা কোন অসুবিধা হবে না। এখানে আই পি এফ টি এর কথা বলা হয়েছে। আমরা আই পি এফ টির সঙ্গে একত্রিত করণের প্রস্তাব নিয়েছি। হঠাৎ করে তারা বলছে উগ্রপন্থীর সঙ্গে চলে যাচ্ছে। আমরা এখানে নতুন আসেনি। এই বিধানসভা জন্ম থেকেই এখানে আছি। ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে কখনো বলেনি আই পি এফ টি উগ্রপন্থী দল। আজকে যুব সমিতির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বলছে যে, এটা উগ্রপন্থী দল। উপজাতি সমাজ বিকাশের জন্য, সমাজের শান্তি নিরাপত্তা প্রগতির জন্য যেটা লড়াই করবে সেটা যুবসমিতি একাই লড়াই করবে। তার চেয়ে বড় এফেকটিভ হবে যদি জনমানষ সংগঠনে এসে সামিল হয়। আমরা শান্তি নিরাপত্তা এবং প্রগতির জন্য আমরা যে জোট করতে চাইছি এতে যদি কেউ যোগ দেন, সমর্থন করেন তাতে আপনার আপত্তি কেন?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- এখন হয়ে গেছে যে উগ্রপন্থী মোকাবেলার নাম নাই। গ্রামরক্ষী বাহিনী যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। কংগ্রেস ও যুবসমিতি নাম দিয়ে প্রকাশে বলছে এটা করতে পারবেনা। কাজেই এই যদি হয় তাহলে শান্তি আসবে কোথা থেকে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার শান্তি আসবে না। আপনারা আন্তরিকভাবে যদি সমর্থন করেন তাহলে শান্তি সম্প্রীতি আসবে, উন্নয়ন, অগ্রগতি হবে। বিধানসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এই প্রস্তাব এনেছি। যাতে শান্তিপূর্ণ সুস্থ এবং অবাধ নির্বাচন সম্ভব হয়। বিধায়ক রতিবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় বিরোধী দলনেতা জহর বাবু।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া যে প্রাইভেট মেম্বার রেজোলোশন এনেছেন রাজ্যে উগ্রপন্থী স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার (এন.এল.এফ.টি এবং এ.টি.টি.এফ) সেখানে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার জন্য যে প্রস্তাব সেটাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। এবং সমর্থন করে বলছি যে, কিছুদিন আগে মাননীয় মন্ত্রী নিরঞ্জনবাবু বলেছেন যে আমরা এটাকে সমর্থন করি। রাজ্যের পরিস্থিতি বর্তমান কোথায় আছে। আমি একটা ছোট পরিসংখ্যান দিচ্ছি। আমাদের রাজ্যে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা আছে। তারাও কাজ করছে। রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়গুলির খবরাখবরগুলি নেয়। তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে আজ্ঞাবহ করে। আমার কাছে যে তথ্য আছে সেটা রাজ্যের পত্রপত্রিকাগুলিতেও তথ্য বেরিয়েছে। দেখা যায় যে ৫৫জন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অফিসার সরাসরি এই রাজ্য উগ্রপন্থী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত। একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। এটা আমার কথা নয়। আপনারা সরকারে আছেন তথ্য নিতে পারেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দার কাছে জানুন। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যসচিবকে একটা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে- আপনি চিহ্নিত করুন এই রাজ্যের কোন কোন দপ্তরের কোন্ কোন্ সরকারী কর্মচারী উগ্রপন্থী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত। সেই সারকুলারের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার সার্ভে করার দেখা গেল ১৪৪ জন সরকারী অফিসার ও কর্মী উগ্রপন্থী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত। কিন্তু একজন কর্মচারীর বিরুদ্ধেও আজ

পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এরপরও কি বলতে হবে যে, এই রাজ্যের উগ্রপন্থীরা প্রশাসন থেকে মদত পাচ্ছে না? এরপরও কি বলতে হবে যে, এই রাজ্যের বিরোধীরা রাজ্যের উগ্রপন্থীদের মদত দিয়ে চলেছে। স্যার, কিছু দিন আগে খোয়াই চাম্পাহাওড় থেকে পুলিশ একটা ওয়াকি টকি উদ্ধার করেছে। এই ওয়াকিটকি কোথা থেকে এসেছে? এটা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াকিটকি। এর মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা ভি.আই.পিগণ কোথায় যাচ্ছে এমনকি রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কোথায় যাচ্ছে সমস্ত খবরাখবর তারা এই ওয়াকিটকির মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিত। এরপরই তারা বিভিন্ন ঘটনাগুলি সংঘটিত করেছে। গত চার বছরে রাজ্যে কতজন মানুষ খুন হয়েছে? ৩য় বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমল পর্যন্ত রাজ্যে দশ হাজারের উপর জাতি-উপজাতির মানুষ খুন হয়েছে। হাজার হাজার বাড়ীঘর আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাজেই, রাজ্যের এই যে ভয়াবহ পরিস্থিতি, এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি আজকে রাজ্যের মানুষকে একটা গৃহযুদ্ধের মুখে ফেলে দেওয়া হয়েছে। (ভয়েসেস ফ্রম দি ট্রেজারী বেঞ্চ - এই রাজ্যকে গৃহ যুদ্ধের মুখেই ঠেলে দেওয়া হয়েছে? এই রাজ্যের অবস্থা তো গৃহ যুদ্ধের মতোই, কারণ আপনারা নিজেরাই উগ্রপন্থীর সৃষ্টি করেছেন) মাননীয় সদস্য প্রণব বাবু উগ্রপন্থীর সমস্যার কিভাবে সমাধান হবে আমি তো আশা করেছিলাম যে, উনার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা অন্তত এক বছরের অভিজ্ঞতা কিভাবে কাজে লাগানো যায় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কারণ উনি নিশ্চয়ই আলোচনা করেছেন তাই আমি আশা করেছিলাম এই ব্যাপারে উনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারব কিন্তু উনি মুখ খুলছেন না এই ব্যাপারে তার কারণ কি জানতে পারি নি। উনার এক বছরের অজ্ঞাতবাস সেই সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতে পারলাম না। আমার মনে হয় এই সম্বন্ধে আমরা যদি কিছু জানতাম তাহলে এই সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে আরও অনেক কিছু সহায়ক হত। আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না, এইটুকুই বলব যে, দেখুন এই যে পত্রিকাতে বের হয়েছে গত ১৩ তারিখ

শ্রীপ্রণব দেববর্মা ঃ- পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উগ্রপন্থীরা আমাকে কিডনাপ করে নিয়ে গিয়েছিল একটা স্কুলে কনভেনশান করতে গিয়ে স্কুলকে কিভাবে চালান যায় তার জন্য কনভেনশনে গিয়েছিলাম, আমি অজ্ঞাতবাসে ছিলাম না স্যার। আমাকে কিডনাপ করে নিয়ে গিয়েছিল স্যার, এবং আমাকে ৮ (আট) মাস পায়ে শিকল বেঁধে রাখা হয়েছিল। এই বাস্তবকে অস্বীকার করে এই রকম ভাবে যদি বক্তব্য রাখে স্যার, এটা তো সমস্যার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- ধন্যবাদ। আমি অজ্ঞাতবাস বলছিলাম ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা যখন খেপে গেলেন এই কারণেই অজ্ঞাতবাস বলছিলাম। আমি বলছিলাম যে, উনার বাস্তব অভিজ্ঞতা জানতে পারতাম উনার মুখ থেকে শুনলে কিন্তু এই ব্যাপারে যখন আলোচনা চলছিল তখন উনারা বাধা দিচ্ছিলেন তারপরই আমরা বললাম অজ্ঞাতবাস। ঠিক আছে স্যার, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় অপজিশান লিডার আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় দেখুন, গত ১৩ তারিখ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় বের হয়েছে জঙ্গীদের মুক্তিপণের টাকা নিচ্ছে হেজামারা ব্লকের বিডিও। অপহৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে বিডিও টাকা নিচ্ছেন যে মুক্তিপণের টাকা উনি জঙ্গীদের হাতে পৌছে দেবেন। তাই বলছি স্যার, এটা আজকে বুঝার বা বলার অবকাশ আছে কিনা যে, এই রাজ্যের উগ্রপন্থীরা কোথায় প্রশ্রয় পাচ্ছে, কারা উগ্রপন্থীদের এইভাবে লালন-পালন করছে? এই উগ্রপন্থীদের লালন-পালন করতে করতে বিড়াল থেকে তাদের বাঘে পরিণত করা হয়েছিল এবং এখন বাঘ থেকে সিংহে পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং আজকে এই প্রস্তাব যিনি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া তিনি বলেছেন এই ব্যাপারে উদ্যোগ রাজ্য সরকারকে নিতে হবে এবং প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারকেও নিতে হবে। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরামে লালথানওয়ালা চীফ মিনিষ্টার ছিলেন। এই লালথানওয়ালা চীফ মিনিষ্টার থাকাকালীন সময়ে শান্তি চুক্তি করে ঐ লালডেঙ্গাকে উনি মিজোরামের চীফ মিনিষ্টার করেছিলেন। আমরা এই কথা বলব না যে, আজকে আমাদের মাননীয় চীফ মিনিষ্টার শ্রীমানিক সরকারকে সরিয়ে এডিসির প্রাক্তন চীফ এ্যাকজিকিউটিভ মেম্বার

শ্রীরঞ্জিত দেববর্মাকে চীফ মিনিষ্টার করা হোক। আমরা বলব যে সন্ত্রাসকে সন্ত্রাস দিয়ে শুধু মোকাবিলা করলে সন্ত্রাসের সমস্যার সমাধান হবে না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের তো মোকাবেলা করতে হবে, এখানে আরও কিছু গলদ আছে, যেমন গতকালকেও উড়াবাড়ীতে উগ্রপন্থীদের হামলা হয়েছে এবং এই ব্যাপারে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে নিরীহ উপজাতিদের খুন করা হচ্ছে, উগ্রপন্থী সাজিয়ে তাদেরকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে বছরের পর বছর কিভাবে জেল খাটানো হচ্ছে তার পরিসংখ্যান কিছু দিয়েছেন বিরোধী দলের সদস্যদের তরফ থেকে। যেমন শান্তিরবাজার এলাকায় প্রচুর ঘটনা হয়েছে, আমি নিজে গিয়েছি, আমার এলাকাতেও প্রচুর ঘটনা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- প্রস্তাবটাতো সরকার সমর্থন করেছেন, কনক্লুড করুন, প্লীজ।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- না, ঘটনাগুলিতো জানতে হবে, আপনারাতো কিছুই জানেন না। যেমন, পশ্চিম দুলুমা, পাহাড়পুর, পূর্ব দুলুমা এই সমস্ত জায়গায় নীরিহ উপজাতিদের শুধুমাত্র কংগ্রেস বা টি ইউ জে এস করার জন্য কাউকে গুলি করে মারা হয়েছে, আর কেউ কেউকে মানে শত শত আমাদের কর্মীদের পুরে রাখা হয়েছে নির্বিচারে, কোন বিচার পাওয়া যায়নি এবং এই সব ক্ষেত্রে ক্লাস নাইনের ছাত্র পর্যন্ত রেহাই পায়নি। গত ছয় কি সাত মাস আগের কথা, তাকলুবাড়ীতে কৃষ্ণমঙ্গল জমাতিয়া তার বাড়ীর উঠানে বসেছিল আর পুলিশ গিয়ে হঠাৎ করে গুলি করে তাকে খুন করল। তারপর গ্রামের মানুষ যখন জানতে চাইল যে, কোন অপরাধে তাকে খুন করা হল, তখন তাদের বলা হল যে, 'তোমরা ডেডবডি নিয়ে থানায় আস।' ডেডবডি নিয়ে থানায় আসার পর বলা হল তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য এদিকে হাসপাতালে যেতে যেতে সে মারা গেল। তখন সেখানে কেইস সাজানো হল যে, এনকাউন্টারে মারা গেছে এবং সে নাকি উগ্রপন্থী, অথচ সে লাকড়ী বিক্রি করে খায়, আমাদের দলের মিটিং মিছিল-এ আসে আর মিটিং শেষ করে যাওয়ার পরে সে উগ্রপন্থী হয়ে গেল। স্যার, এভাবে রাজ্যের উগ্রপন্থীর সমস্যার সমাধান হবে না। তাই এই রাজ্যের উগ্রপন্থীর সমস্যার সমাধান করার জন্য যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া এখানে তুলেছেন সেটাকে আন্তরিকভাবে গ্রহন করে নিতে হবে। আমরা কথা দিচ্ছি এব্যাপারে আমাদের সদিচ্ছার অভাব নাই, পাঞ্জাবের উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রেই বলুন আর ভারতবর্ষের কোন রাজ্যের বা মিজোরামের ক্ষেত্রেই বলুন, আসামের ক্ষেত্রেই বলুন আমাদের দলের সদিচ্ছার পরীক্ষা দিতে হবে না আপনাদের কাছে। এই দেশের জন্য দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় কংগ্রেস যত রক্ত দিয়েছে তার একশত ভাগের একভাগ রক্তও আপনারা দেননি। আজকে আফগানিস্তানের নীরিহ মানুষদের কথা আপনারা বলছেন, আমরাও নিরীহ মানুষদের উপর অত্যাচারের বিরোধী। কিন্তু লাদেন সম্পর্কে নীরব কেন আপনারা, লাদেনের ব্যাপারে আপনাদের কোন বক্তব্য নাই কেন, অবশ্য আপনারা সবাইতো একই বংশের বংশধর।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য, কনক্লুড করুন।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- আজকে ট্রেজারী ব্যাঞ্চের আন্তরিকতা, সরকারের আন্তরিকতার উপর নির্ভর করবে এই রাজ্যের উগ্রপন্থীর সমস্যার সমাধান আদৌ হবে কিনা। আপনারা সেটাকে সমর্থন করতে চান কিনা। স্যার, আমি আবারও বলছি আমি আশা করছি আপনারা এই প্রস্তাবটাকে পূর্ণ সমর্থন করবেন এবং এই ব্যাপারে যদি আমাদের দলের তরফ থেকে কোন সাহায্য সহযোগিতা চাওয়া হয় তো আমরা আন্তরিকভাবে তার জন্য সাহায্য ও সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি এই রাজ্যের শান্তিকে চিরস্থায়ী করার জন্য এবং এই রাজ্যের জাতি উপজাতির ঐক্যের মধ্যে যে ফাটল ধরেছে এই রাজ্যের বামফ্রন্টের শাসনকালে এটাকে আবার পুনরুদ্ধারের জন্য। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া যে প্রস্তাবটি সভার সামনে বিবেচনার জন্য উপস্থিত করেছেন - আপাত দৃষ্টিতে প্রস্তাবটি ভালই। কিন্তু আলোচনার যে ধরণ দেখছি বিরোধী বেঞ্চের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনলাম- আমরাও শুনেছি, প্রেস বক্স শুনেছেন এবং অন্যান্যরাও শুনেছেন

- সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কোন কথা নেই। অদ্ভুত। যে সন্ত্রাসবাদকে মোকাবিলা করার জন্য এই সমস্ত কাঁদনী গাওয়া হচ্ছে- তার বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য নেই। তো সমাধানটা কিসের চাইছেন - এটা বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে।

আমি বলব - প্রস্তাবে যে কথা রয়েছে এইগুলি নতুন কথা নয়। এইগুলির ভেতরে কি আছে - প্রস্তাব যারা এনেছেন এবং বিশেষকরে যে পার্টি থেকে এনেছেন তারা সবচেয়ে ভাল বলতে পারবেন। আমরা অপেক্ষা করে আছি ভবিষ্যতের জন্য।

প্রথমত ঃ আমি যেটা বলব চতুর্থ বামফ্রন্ট শপথ নেবার পর প্রথম দিন প্রথম ঘন্টায় ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যে আহ্বান রেখেছিলাম তারমধ্যে পয়েন্ট একটাই ছিল - সন্ত্রাসবাদীরা আপনাদের এই ভোটকে বানচাল করার চেষ্টা করেছিল, ভোট বয়কট করবার জন্য হুমকি দিয়েছিল - কিন্তু সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে আপনারা ভোট দিয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে ভোট হয়েছে ৮১-৮২ পার্সেন্ট মানুষ ভোট দিয়েছেন এবং এই বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করবার জন্য আপনাদের এই তৎপরতা এর বিরুদ্ধে মানুষ তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। এর থেকে নিশ্চয়ই আপনাদের শিক্ষা হয়েছে। আপনারা এই ভুল পথপরিহার করুন। স্বাভাবিক জীবনে আসুন, আলোচনার টেবিলে বসুন। উপজাতিদের কথা বলতে গিয়ে এই ছিচকাঁদুনী গাইছেন। যদি সত্যি সত্যি উপজাতিদের কিছু ভাল কাজ করার অভিপ্রায় থেকে থাকে তাহলে প্রস্তাব দিন - আমরা আলোচনা করতে রাজি আছি। বোধহয়, এই বিধানসভায় কয়েক গন্ডা বক্তৃতা খোঁজলে পাওয়া যাবে শুধু বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রীর না, বামফ্রন্টের প্রত্যক সদস্যই এই কথা বলেন। বিধানসভার ভেতরে শুধু না, বিধানসভার বাইরেও এবং নেশন্যাল ফোরামেও। কাজেই, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে প্রস্তাবটি এখানে এসেছে এটা অপ্রাসঙ্গিক আমি বলছি না, কিন্তু নতুন কিছুও না। এটা নতুন প্রস্তাব না।

তিনটা মিটিং আমরা এই সরকারের আমলে সংগঠিত করেছি। আমরা বলেছিলাম- গ্রামে চলুন যেখানে সন্ত্রাসবাদীরা হুজুতি করছে। চলুন আমরা সেখানে যাই। যাদের ঘরের ছেলেরা নাম লিখিয়েছে এই ভুল খাতায়, তাদের মা, বাবাদের আমরা এক জায়গায় জড়ো করে তাদেরকে আমরা আবেদন করি - তাদের সহযোগিতা আমরা নিই। কিন্তু একটা দুইটা জায়গা ছাড়া বিরোধীদের কোন নেতৃত্বকে আমরা কোন সম্মেলনে পাইনি। বরং মিটিং এ বসে মিটিং বানচাল করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটা মিটিং এ তো আমি ছিলাম- প্রথম মিটিং জিরানীয়াতে। ওয়াকআউট করলেন তারা। বৈদ্যনাথবাবু, কোথায় কোন মিটিংএ বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে তার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। এবং এটা প্রত্যাহার করতে হবে, না হলে কোন মিটিং করা যাবে না। অদ্ভুত ব্যাপার। বৈদ্যনাথবাবু মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক, বামফ্রন্টের কনভেনার, উনি কোন জায়গায় পাবলিক মিটিং এ তার দলীয় যে অভিজ্ঞতা সে অভিজ্ঞতা থেকে এই কথা বলতেই পারেন। তো আমরা যখন শান্তি বৈঠক ডেকেছি সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করার চেষ্টা করছি, তখন সে মিটিং এর মধ্যে দলবেধে গিয়ে মিটিং বানচাল করবার এই চেষ্টার মধ্যে দিয়ে আর যাইহোক, এই সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এইগুলিতো অভিজ্ঞতা। জিরানীয়া বেশী দুরে নয়। এবং সেদিন মিটিং-এ লক্ষ্য করেছি কংগ্রেস দলের কয়েকজন ব্যবসায়ী বন্ধু চম্পকনগরের তারা ১৩জন বক্তৃতা করেছেন এবং যারা ওয়াকআউট করেছেন তাদের সবাইকে নিন্দা করেছেন। এই দলের সমর্থকরা দলের নেতৃত্ব যারা চলে গেলেন তাদের সমর্থন করতে পারছেন না। টি ইউ জে এস এবং কংগ্রেস উভয় দলই মিটিং থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কাজেই, এইগুলি বললে অনেক কথাই বলা যাবে। আগরতলায় আমরা মিটিং ডেকেছি সচিবালয়ে। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করার জন্য মিটিং এবং এখানে গিয়ে বলা হচ্ছে পদত্যাগ করুন। এগুলিতো রেকর্ডের মধ্যে আছে। একটা যুক্ত বিবৃতি বের করার জন্য এক মাস ঘুরতে হলো বিরোধী দলের নেতাদের দরজায় দরজায়। সময় হয়নি, সকালবেলা মিটিং হলে পরে বিকালে হবে না, বিকালে হলে সন্ধ্যায় হবে না। আমরা অপেক্ষা করেছি। এগুলি কে না জানে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে না এগুলি বললে তো হবেনা। যাই হউক, আমি এগুলি বলতে চাচ্ছি না উঠল তাই বললাম। এখানে আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যেমন বলেছি সন্ত্রাসবাদীদের আহ্বান করেছি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি যে আপনারা উদ্যোগ নিন। আর সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্যে আমরা বলেছি প্রকাশ্যে এই

বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছি যদি রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলতে অসুবিধা হয় তার উপর যদি আপনাদের আস্থা না থাকে, আস্থাতো নেই তারা তো বিদেশীদের সরকার বলছে, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলুন আমরা মাঝে কোন বাধা দেব না। প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তিনজনকে বলেছি আপনারা উদ্যোগ নিন। অবশ্যই আপনারা যে উদ্যোগ নেবেন রাজ্যকে অন্ধকারে রেখে না ওটা আমরা সমর্থন করি না। রাজ্যকে যুক্ত করতে হবে। যেমনটা নাগাল্যান্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা আমরা সমর্থন করি না। নাগাল্যান্ড সরকারকে যুক্ত করতে হবে। নাগাল্যান্ডে শান্তির যে প্রক্রিয়া তার সঙ্গে আজকেও করছে না। নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন ন্যাশানেল ফোরামে বিভিন্ন মিটিংগুলিতে উপস্থিত থাকার সুযোগ হয় আমার তিনি বিরোধিতা করছেন যে কেন আমরা রাজ্যসরকার জানব না এটা ঠিক না এই পদ্ধতি হওয়া উচিত না। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা যে আবেদনগুলি করে যাচ্ছি তাতে হয়ত একটা সন্ত্রাসবাদী দল পুরোপুরি আত্মসমর্পন করছে না কিন্তু তাদের কিছু কিছু সদস্য এই সময়ের মধ্যে আমি এই তিন সাড়ে তিন বছরের কথা বলছি পেছনের ইতিহাসে আমি যেতে চাইছি না। তারা কোথায়ও তাদের শিবির থেকে বেরিয়ে এসে অস্ত্র নিয়ে অথবা অস্ত্র ছাড়া তারা আত্মসমর্পন করছেন কোথাও আসাম রাইফেলসের সঙ্গে কথা বলে কোথাও কোথাও সি আর পি এফের সঙ্গে কথা বলে কোথাও কোথাও বি এস এফের সঙ্গে কথা বলে কোথাও কোথাও আমাদের রাজ্য পুলিশের সঙ্গে কথা বলে তারা আত্মসমর্পন করছেন কোথাও কোথাও সরাসরি থানায় চলে আসছেন। আমি আত্মসমর্পন করব বলে। এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু জারী আছে। তবে এই প্রস্তাবের মধ্যে যে কথা এখানে মাননীয় সদস্য বলবার চেষ্টা করেছেন আমরা এই প্রক্রিয়াতো বন্ধ করিনি। আমরা বলছি কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগ নিক রাজ্য সরকার আমাদের উদ্যোগ জারী আছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য যুক্তভাবে আমরা নিতে পারি। এবং এই বিধানসভায় বলছি বিধানসভার মাননীয় বিধায়কদের মধ্যে কেউ বা আপনাদের কয়েকজন মিলে যদি উদ্যোগ নিতে চান আপনাবা বলুন আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমি নগেন্দ্রবাবুকে বলেছি, আজকে এখানে এই ভদ্রলোকের থাকা উচিত ছিল মাননীয় সদস্য বিজয় রাংখল মহাশয় এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আমি তো উনাকে ডেকে এনে দু-তিনবার কথা বলেছি উনি বাংলাদেশে যেতে চেয়েছিলেন বলেছিলেন যে উনার পাসপোর্ট ভিসা লাগবে আমি বলেছি হ্যাঁ, আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব আপনাকে। কোথায় কোথায় যেতে চান বলুন সন্ত্রাসবাদীরা যদি কথা বলতে চায় আমরা বলছি ফ্রি স্পেস দেব, তারা কথা বলতে ফিরে কেউ তাদের গ্রেপ্তার করবে না। আমি গ্যারান্টি দিয়েছি। কাজেই, এই ভাবে কথা বললে তো হবেনা। আন্তরিকতা, আন্তরিকতার অর্থ কি? এটা কি করে আন্তরিকতা হবে। এই সমস্ত কথা আসলে বলার জন্য বলা। এখানে দাঁড়িয়ে এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন যে মূল বিষয়বস্তু, বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে আমি সেটা বলতে চেয়েছি, এটা আমরা বিরোধীতা করব কিনা কিভাবে ধরে নিয়েছেন আমরা বিরোধিতা করব? আমরাই তো এই কথাগুলি বলেছি এবং এটা ঠিকই বলেছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে অনেকদিন পরে হলেও আপনারা অন্তত এইরকম একটা প্রস্তাব এনেছেন। ঠিক আছে এর বিরোধিতা আমরা করছি না। শুধু আমার যেটা বলার সন্ত্রাসবাদ গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু। সন্ত্রাসবাদ শান্তির শত্রু, সম্প্রীতির শত্রু, সংহতির শত্রু, দেশের একতার শত্রু, ঐক্যের শত্রু, সার্বভৌমত্য এবং স্বাধীনতার শত্রু। কোন বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন একটা দেশপ্রেম আছে এইরকম মানুষ সন্ত্রাসবাদকে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সমর্থন করতে পারে না। যারা করবে আজ অথবা কাল তাদের মুখোশ উন্মুচিত হবে এবং তারা রেহাই পাবেন না। আমরা কি শুনেছি আই পি এফ টির পক্ষে ছাপাই গাওয়ার চেষ্টা করেছেন গত এ ডি সি নির্বাচনের আগে কোন বিরোধী দল নেতার কাছ থেকে আমাদের কাছে প্রস্তাব এসেছে আমার ঘরে বসে, আমি নাম নাইবা বললাম, কি দরকার ইলেক্‌সনের মধ্যে ঝামেলায় গিয়ে ওরা চাইছে দিয়ে দিন না। কি দিয়ে দেব। এরা বলছে ওরা যদি পায় এডিসি তাহলে সব শান্তি হয়ে যাবে। স্কুল খুলবে, হাসপাতাল চলবে, বাজার বন্ধ হবে না, সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে কোন উন্নয়নমূলক কাজ বিঘ্নিত হবে না আশ্চর্যজনক কথাবার্তা বলছেন। একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সংবিধান স্বীকৃত ষষ্ঠ তপশীল তাতে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটা

প্রতিষ্ঠান তৈরী হবে। আর সন্ত্রাসবাদীদের হুমকির মধ্যে পরে তারা বলছেন তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে। আমরা বামফ্রন্ট পারব না এটা। আমাদের বামফ্রন্টের পক্ষে এটা সম্ভব না। আমরা কি দেখলাম এডিসি নির্বাচনের সব দল লেজ-তেজ গুটিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকলেন। কংগ্রেস দল নির্বাচনে দাঁড়ালেন বটে কিন্তু দাঁড়ানোর কথা ছিল না। দিল্লি থেকে এখানে লোক উড়ে এসে বললেন যে এটা মুখে কালি লাগবে। অন্তত নির্বাচনে দাঁড়াও।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- পয়েন্ট অব অর্ডার, এটা মোস্ট অবজেকশন্যাল, কংগ্রেস দল প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আমরা প্রথমেই নির্বাচনি নির্ঘণ্ট ঠিক হওয়ার আগেই আমাদের নির্বাচনি প্রস্তুতি ঠিক হয়েছিল এবং আমরা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিলাম। সুতরাং যে কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে কংগ্রেস দলের ইচ্ছা ছিল না পরে দিল্লির মুখরক্ষা করার জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এটা ঠিক নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা বলেছিলাম নির্বাচনের পরিবেশ এখনো নেই। নির্বাচনের পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তারপরেই নির্বাচন দেওয়া হউক। এই রকম একটা আমরা দাবি করেছিলাম প্রস্তাব দিয়েছিলাম। রাজ্য সরকার তখন বললেন যে ঠিক আছে। এই করে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন করার পরিবেশ যেখানে ছিল না সেই জায়গায় জনগণকে নির্বাচনের মুখে ঠেলে দেওয়া ঠিক হবে না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ [illegible] এখন না দেওয়াই ভাল স[illegible]ছেন এর অর্থ কি সবাই বুঝবেন। তবে আমি একটা কথা বলব মাননীয় বিরোধী দলনেতা আমাদেরকে বোকা ব[illegible] চেষ্টা করেছেন কিছুক্ষণ আগে কিন্তু, পত্রিকার বুকে কিন্তু এইসবগুলি ব্যাপারে নির্বাচনের আগে স্বর্ণাক্ষরে লেখা। খুঁজে একটু দেখে নেবেন। এইগুলি আমার পত্রিকায় লেখা না। এডিসি সম্পর্কে তো এই ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেস বরাবর নেতিবাচক কংগ্রেসের এই সর্বনাশা ভূমিকার জন্যই তো আমরা আজকে এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। কে জানেন এটা। কাজেই, আমি সেই জায়গায় যেতে চাইছি না। ওগুলো ঘাটালে পরে সুবিধা বেশী হবেনা। এডিসি নির্বাচনে কি হল ভোটের দিন আমরা কি দেখলাম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মিসেস্ গান্ধী ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসি উনিই পাশ করিয়েছেন উনিই আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

(গন্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- প্লীস্ বসুন. এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় বিরোধী দলনেতা প্লী বি পেশেন্ট। এ ডি সি নির্বাচনে আমরা কি দেখেছি - প্রার্থী অপহৃত হয়েছেন, ছয় বছরের শিশু সন্তান নিয়ে প্রার্থীর স্ত্রী অপহৃত হয়েছেন, ৭২ বছরের প্রার্থীর পিতা অপহৃত হয়েছেন, মাথা নত করে নি বামফ্রন্ট। ফোটা ফোটা রক্ত দিয়েছে কিন্তু গণতন্ত্রের শত্রুদের রাস্তা ছেড়ে পালায়নি। ভোটের দিন সব মানুষ দেখেছেন এইগুলো কে দেখেন নি। বন্দুকের নলের মুখে গণতন্ত্রের বুকে পা রেখে এই এডিসি দখল করেছে। আই পি এফ টি সেই দিনের একটা নতুন দল এডিসি নির্বাচনের আগে লোকসভাতে দাঁড়াল সেখানে ১ শতাংশ ভোট পেল না। ত্রি পুরা রাজ্যের মানুষের চেতনা এতনিচে যে, যারা এক বছর আগে নির্বাচনে ১০০টা ভোটের মধ্যে একটা ভোট পাই নি, যাদের পাতা নেই লতা নেই তারা ১০০ টা ভোটের মধ্যে ৯৯টা ভোট পায়। আর কেন্দ্রীয় সরকার সেই জায়গায় আমরা যখন বলছিলাম ঐ ভোটের আগে থেকেই বলছিলাম হাতজোড় করে বলেছি দেখুন এই বিধানসভার নির্বাচন তারা পন্ড করতে পারেনা, এই এডিসির নির্বাচন তারা পন্ড করার চেষ্টা করছে, জবর দখল করার চেষ্টা করছে। উরা স্বাধীনতার শত্রু। উরা সংবিধানের বিরুদ্ধে কথা বলছে, স্বার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কথা বলছে, গণতান্ত্রিক অধিকার তারা হরণ করছে, এদের যদি এই ভাবে বন্দুকের নলের মুখে ভোট করার সুযোগ দেন তা হলে এটা গণতন্ত্রের জন্য আগামীদিনে বিপদ ডেকে আনবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখন যে ভাবে কামান দাগাচ্ছেন নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনের মুখে আপনি ছিলেন কোথায়। আমরা যখন বলছিলাম যে নির্বাচনের পরিবেশ নেই তখন ছিলেন কোথায়?

মিঃ ডেপুটী স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য এটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয়না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় নগেন্দ্র বাবুরা তো ভোটের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। আমরা যখন বলছিলাম যে নির্বাচনের পরিবেশ নেই তখন ছিলেন কোথায়?

মিঃ ডেপুটী স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য এটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয়না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় নগেন্দ্র বাবুরা তো ভোটের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। আমরা ময়দানে ঘুরে জীবনের ঝুকি নিয়ে এই কামান দেগেছিলেন। এই কামান দাগা জারী থাকবে। আমি এটাও বলছি এই কামান দাগা জারী থাকবে। এবং এখানে আমি যেটা বলতে চাইছি, নিরাপত্তা কর্মী পাঠালেন ভোটের ৫-৬দিন আগে। ৯৮ এর নির্বাচনে কি হয়েছিল নিরাপত্তা কর্মীরা কি করেছিলেন, ভোটারদের উৎসাহিত করেছেন তারা। উরা বলছে তোমরা ভোট দিতে পারবেনা। সেখানে নিরাপত্তা কর্মীরা বলছে যে তোমরা ভোট দিতে যাও আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। আঙ্গুল দেখেছেন গিয়ে নিরাপত্তাকর্মীরা দাগ আছে কিনা। যেখানে দাগ পাননি কি ব্যাপার আপনারা ভোট দিতে যান আপনাদের বাড়ী আমরা পাহাড়া দেব। আর এবার যারা আসল নিরাপত্তার কাজে আমরা কি দেখলাম এ ডিসির নির্বাচনে, আমরা বুথ পাহাড়া দিচ্ছি। আমরা তো ভোটার আসতে পারবে কিনা সেটা আমাদের দেখার বিষয় না। আর উরা এখান থেকে হুমকি দিচ্ছে কাকে ভোট দিচ্ছে এটা দেখতে হবে না হলে কিন্তু অসুবিধা হবে। আমরা ঠিক করে দেব আমরা যাকে বলব তাকে ভোট দিতে হবে। জগদীশ দেববর্মাকে অপহরণ করেছিল এইগুলি তো আমি বলতে চাইছিনা। এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওদেরকে বলা হচ্ছে যে ভোটাররা আসতে পারছে না তাদের নিরাপত্তা দাও। বুথ পাহাড়া দেওয়া সমস্যা না, ভোটাররাই বুথ রক্ষা করবে। উরা যাতে নিরুদ্বিঘ্নে আসতে পারে সেই ব্যবস্থা কর, তারা সেটা করল না। আমি তো গোপন করবনা। পারলাম না তো আমরা সেই নিরাপত্তা দিতে কারণ আমাদের সেই রকম শক্তি নেই। এটা নতুন ঘটনা না। ত্রিপুরা রাজ্যের যা পুলিশ বাহিনীর শক্তি আছে এই শক্তির উপর নির্ভর করে ভোটের সময় যে উত্তেজনা হয় সেই উত্তেজনা নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব না তদুপরি হচ্ছে দুটি রেজিমেন্ট বাহিনী আন-ল-ফুল দুটি বাহিনী যারা আই এস আই, সি আই এর মদতপুষ্ঠ যারা দেশের সার্বভৌমত্বের শত্রু তাদের মোকাবেলা করা তো একটা মিনিমাম ফোর্স দিয়ে সম্ভব না। কই সাহায্য করলেন না তো। আজকে এডিসিতে কি হচ্ছে, বিরোধী দলনেতা এডিসির ভেতরে আক্রান্ত হচ্ছে, দৈহিকভাবে নির্যাতিত হওয়ার মত অবস্থা। বিজনেস কি হবে জিজ্ঞাসা করতে পারছে না। প্রশ্ন তুলতে পারছেন না । কি অদ্ভুত ব্যাপার। কি কাজ হচ্ছে, পানীয় জলের জন্য মিটিং ডাকছি আসছে না কেউ। রাস্তার জন্য মিটিং ডাকছি কেউ আসছেনা। সেচের জন্য ধার করে টাকা আনছি এ আই ডি পি স্কীমে কোন প্রজেক্ট জমা পড়ছে না। এখন ঘর বাড়ীর জন্য আর ডি ডিপার্টমেন্টের ম্যাটেরিয়াল কেনা হয়েছে, তারা বলছে আমরা টাকা চাই, কি ব্যাপার ম্যাটেরিয়াল খাওয়া যাবে না টাকা খাওয়া যাবে। কাজেই, টাকা দিতে হবে। কাজেই, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেভাবে বলছেন কাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। এইভাবে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা করা যাবে না। শুধু লিখিত একটা প্রস্তাব মুখ বাঁচানোর জন্য এটা ঠিক হবে না। আমি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বলব সতি যদি এদের মোকাবিলা করতে চান তাহলে পরে সেই ধরণের ভূমিকা নিতে হবে। এখানে বলছেন যে আইন নাই, শৃঙ্খলা নেই, কি ব্যাপার আমি শুনছিলাম রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতা যে এখানে ওয়াচ-এন্ড-ওয়ার্ড ছিল তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে টি এস আর এনেছে কি কান্ড। তার মানে তো ১৩ তারিখ যে আক্রমনটা হলো আমাদের পার্লামেন্টের মধ্যে এইগুলি কেন করতে হচ্ছে আমাদের ? ঠিকই তো জঙ্গল থেকে এই সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করার জন্য যাদেরকে আমরা তৈরী করেছি তাদেরকে তুলে এনে এখানে পাহাড়া দিতে হচ্ছে । আমরা কি তাদের সুযোগ করে দেব আরেকবার আমাদের বিধানসভা আক্রমণ করার জন্য। যেমন করেছে জম্মু কাশ্মীরে যেমন হয়েছে আমাদের পার্লামেন্টে। পার্লামেন্টের মধ্যে নিরাপত্তার কোন ঘাটতি ছিল? এই যে ৭টা লোক জীবন দিয়ে দিলেন বাহাদুরের মত লড়াই করেছেন। ঢুকতে পারলে কি হতে পারত ? কে ছিলেন না এই পার্লামেন্টের মধ্যে। কাদের জীবন যেত? কাদের ক্ষতি হত? আমরা এই রকম ঝুকি

একটি নেব? আমি তো এই কথা বলি না যে আমাদের পার্লামেন্টের নিরাপত্তার প্রশ্নে তারা সেখানে ঝুকি নিয়েছেন। আমেরিকা সারা পৃথিবীটাকে পায়ের তলায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরে তারা পৌঁছে গেছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টার আক্রান্ত হয় পেন্টাগন তাদের যেটা হচ্ছে নিরাপত্তার মূল কেন্দ্র যেখান থেকে সারা পৃথিবীকে পদোনত করার চেষ্টা করছে সেটা আক্রান্ত হয়ে যায়। হোয়াইট হাউস তাদের টারগেট ছিল এবার বুঝতে পারছেন যে সমস্ত ব্যবস্থার পরেও আমেরিকা তার রাজধানীর হার এবং তাদের যে রাষ্ট্রপতি একটি পার্টিকোলার টাইম ফাস্ট দুই এবং তিন ঘন্টার মধ্যে কোথায় নিয়ে লুকোবে আমেরিকার মত জায়গা তারা খুঁজে পাচ্ছে না। এটা কি আমাদের এখানকার আগরতলার সমস্যা নাকি। বুঝতে হবে, অবস্থাটা কোথায় চলে গেছে। এই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কথা বললে পরে আপনারা মুখ বেংচি করে বক্তব্য করবেন তাতে কার সুবিধা হয়। ঐ এরা উৎসাহিত হয়। এখানে বলেছেন লিস্ট ধরে বিভিন্ন মাস্টার, আরে যদি মাস্টার সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত হয় মাস্টার কথাটাইতো মাথায় আসত না। এখন দিল্লির ইউনিভার্সিটির যে অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করা হলো তাহলে বলুন না এগুলো বামফ্রন্ট সরকার ভুল করছে। দিল্লির সংসদে যে ঘটনা হয়েছে তাদের কাছ থেকে যে তথ্য বের হয়েছে তার পরেও যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাহলে আমাদের এখান থেকে বলতে হবে যে আপনারা ভুল করেছেন তাদেরকে ছেড়ে দিন এই কথা কি আমরা বলতে পারব? স্কুলের ছাত্র, আমরা তো দেখছি সর্বনাশ করছে ওরা। ৬৪জন ছেলেকে নিয়ে গেল। কি শিলং-এ যাবে গান করতে, আমরা আউটিং-এ যাব কিন্তু তাদেরকে নিয়ে গেল সেই বাংলাদেশে। আপনারা কি এটা সমর্থন করবেন? তাহলে স্কুলের বাচ্চাদের কে সর্বনাশ করছে ওরা। যারা নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করুন। বাচ্চাগুলো নিরাপরাধ। কারা সর্বনাশ করছে, সন্ত্রাসবাদীরা ট্রাইবেলদের কথা বলে যা করছে কিন্তু তাতে দেখা গেছে ট্রাইবেলরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত বা সর্বনাশ হচ্ছে। সকালবেলা আলোচনা হচ্ছিল শ্যামাচরণ বাবু ছাওমনুর কথা বলছেন। আরে ছাওমনুতো অনেক দুর। মানিকপুর তো অনেক দুর। আমি জম্পুইজলার কথা বলছি, টাকারজলার কথা বলছি। গত এক বছর আগে আমি দুই বার মিটিং করেছিলাম, চেয়ারম্যান শুধু মিটিং এরমধ্যে বসে বলেছেন এটা কি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন সন্ত্রাসবাদীরা বলছে এবং তাদের সঙ্গে লোক যারা তারা বলছেন যে তাদেরকে ১০ শতাংশ দিতে হবে। কি করা হবে ওনলি মেন এবং সেই লোকটা বললেন, আমি তখন অন্যকে জিজ্ঞেস করলাম মিটিং-এর মধ্যে আপনারা তাকে সমর্থন করবেন? তখন সবাই মাথা নত করে বসে আছে। আর সেই লোকটা তিন মাসের মাথায় খুন হয়ে যায়। তার পরবর্ত্তী সময় যখন আবার মিটিং করলাম তখন পরবর্ত্তী সময়ে আরেকজন লোক যখন ব্লক থেকে ফিরে আসছিল তখন তাকে তুলে নিয়ে গেল এবং খুন করে দিল। আমাদের কো-অপারেটিভ মিনিষ্টার তার কথাতো আপনারা শুনছেন। আমি যখন দাঁড়িয়েছি সেখানে গিয়ে একটি শ্মশানের মধ্যে দাঁড়িয়েছি। এই পার্টি অফিস। এই পার্টি অফিসে বসলে মানুষের ক্ষতি হয়, কেউ বলতে পারবেন? মাক্সবাদী কমিউনিষ্টি পার্টির অফিসে বসে সব মানুষের সাহায্য করতে না পারি আমরা মানুষের সর্বনাশ করছি অফিসের মধ্যে কেউ বলতে পারবেন? এই মেলারমাঠ অফিসটা তছনছ করে দিয়েছে। কি এগুলো কারা করছে? এই সন্ত্রাসবাদের দৌড়াত্বের পর এই টাকারজলা, জম্পুইজলা এলাকা স্বর্গের মত সুন্দর ছিল কিন্তু আজকে শ্মশানঘাট হয়ে গেছে, আপনারা গিয়ে দেখুন একবার। আমি তো ঐ এলাকার সঙ্গে দীর্ঘ ২৫ বছরের যোগাযোগ। আমি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সদর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক ছিলাম। বিশালগড় এবং সদর একসাথে ছিল। প্রতি মাসে একবার করে লোক্যাল কমিটির মিটিং করতে যেতাম। পার্টি লোক্যাল সেক্রেটারী আজকে বিশালগড় পার্টির ডি সি সেক্রেটারী তার বাড়িতে গিয়ে দেখুন তো শ্মশান হয়ে গেছে ঐ বাড়িটা। ট্রাইবেলের বাড়ি না বাঙ্গালীর বাড়ি কেউ বলতে পারবে না। তার বাচ্চাগুলো বাংলাও বলতে পারত না, ককবরকও পারত না। কিন্তু স্ত্রী বাংলা বলতে পারত না অথচ সে বাংলার মেয়ে। তার ভাইকে খুন করে ফেলল টিনের চাল খুলে নিয়ে গেল। পুড়ো বাড়িটাই শ্মশান হয়ে গেল। তাহলে এই জায়গায় দাড়িয়ে কারা করছে এইগুলো। ব্লক থেকে মিটিং করে এসে যখন বাইরে কথা বলছিলাম তখন ওখানে আই পি এফ টির কিছু ছেলে মোটর

বাইক নিয়ে মিটিং ডিসমিস করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তখন আমি পুলিশকে বললাম যে কি ব্যাপার। কাজেই, এরপরেও এদের সঙ্গে যারা যেতে চাইবেন আমাদের আপত্তি নেই। আমাদের আপত্তির কি থাকবে। আপনারা কোন দলের সঙ্গে যাবেন কার সঙ্গে থাকবেন এটা আপনাদের ব্যাপার। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এমন কোন পদক্ষেপ যে দল দাবী করবেন যে আমরা গণতান্ত্রিক দল প্রকৃত অর্থেই আমরা শান্তি চাই, সম্প্রিতি চাই, সমৃদ্ধি চাই এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। তাদের এমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া ঠিক না যেটার মধ্যে দিয়ে পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসবাদ মদত পায়, উৎসাহিত হয়, অনুপ্রাণিত হয় এটা হচ্ছে মূল ব্যাপার। কোন দল কার সঙ্গে যাবে এটা দলের নিজস্ব ব্যাপার। আমাদের দেশে গণতন্ত্র আছে দিজ্ ইজ্ কোয়াইট্ ডিফারেন্টপয়েন্ট। আমি সেই জায়গায় যেতে চাইছি না। যদি এই জায়গায় দাড়িয়ে আজকে এখানে সমালোচনা নিশ্চয় করবেন সরকারের আপনারা, বিরোধী দল নিশ্চয়ই গঠনমূলক হওয়া উচিত। নাসার কথা বলছেন, এর তীব্র বিরোধী, তখন তো নাসা ছিল না তার নামান্তর করে মিসা ছিল, ১৯ মাস জঙ্গলে জঙ্গলে পেরিয়েছি আমি, ১৯ মাসের চার ভাগের তিন ভাগ সময় আমি ট্রাইবেল এলাকায় কাটিয়েছি। আমরা নাসাকে কঠোর বিরোধিতা করছি। এটাকে এখন কোটা করার চেষ্টা হচ্ছে, এটায় সমস্যা সমাধান হবে না। আর ওখানে বলছেন দলের লোক ধরা হচ্ছে। দলের লোক যদি সন্ত্রাসবাদীদের সহিত আঁতাত করে সে যেকোন দলের হউক, সে সি.পি.এম দলের লোক হউক সে ধরা পরবে। তাতে কি করা যাবে। কাজেই, এই জায়গায় দাড়িয়ে কত সিপিএমের লোক জীবন দিয়েছেন সন্ত্রাসবাদীদের হাতে হিসাব দিয়েছেন মন্ত্রী, গত দুই মাসের মধ্যে কটা লোক মারা গেছে, ৮০ বছরের বৃদ্ধ থেকে ১৭ বছরের যুবক তারা ট্রাইবেলদের মধ্যে কারা জীবন দিচ্ছে? কাজেই, এই জায়গায় দাড়িয়ে এইভাবে আলোচনা করলে হবে না। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আলোচনা করতে হবে। এবং সন্ত্রাসবাদকে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদত দেন এদের মুখোশ খুলতে হবে, তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং এইখানে দাড়িয়ে আমি আপনাদের প্রস্তাব পুরো সমর্থন করে বলছি আপনারা বিধানসভা কমিটি তৈরী চান করুন, তার পরে কমিটি করে আলোচনা শুরু করুন। আমি এটা গ্রহন করব। আমরা সব দিক থেকে আপনাদের সাহায্য করব। কাজেই, আমি বলব বার বার যে প্রশ্নটা আসছে, আন্তরিকতা আমরা পুরোপুরি আন্তরিকতা নিয়ে কথা বলছি, এবং এটা প্রমাণিত। কাজেই, এই জায়গায় দাড়িয়ে আমি আশা করব মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা এনেছেন এটা বাস্তবায়নের জন্য সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী, সুবিধাবাদীর পথে হাঁটাবার পরিবর্তে আমাদের দিক থেকে সর্বোদয়ভাবে সহযোগিতা করব। এবং এটা তো একটা প্রস্তাব একডাকে কনক্রিট ফর্মে অপারেটিভ্ যে পার্ট এই সম্পর্কে যদি আপনাদের কোন প্রস্তাব থাকে আজকে বিধানসভায় যদি না পারেন, দুদিন পরে কোন আপত্তি নেই। আমি অনুরোধ করব আপনাদের আমরাই সবার আগে চাই এই সন্ত্রাসবাদ এটা নির্মূল হউক। লাদেনের কথা বলছেন, তাকে কে তৈরী করেছে, এইগুলি আমার বলার ইচ্ছা ছিল না। আফগানিস্তানের মধ্যে কারা ছিল সরকারে, যে সরকারটা ছিল সোভিয়েত দেশের সঙ্গে একটা ভাল সম্পর্ক ছিল, সোভিয়েতের সঙ্গে তো ভারতের বন্ধুত্ব সম্পর্ক ছিল। আমরা যখন বিদেশীদের নিতে চাই আমেরিকা আমাদের যে স্বর্ত দেয় সোভিয়েত তার চেয়ে সহজ শর্তে আমাদের সাহায্য করে, আমাদের মাদার ইনডেক্স গুলি তৈরী করতে সাহায্য করেছে, সেই জায়গায় তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। তো সেই জায়গায় দাড়িয়ে ওখানে যখন সরকারটা কাজ করছিল ভারতের বন্ধুত্ব সম্পর্ক রক্ষা করে আমেরিকার এটা সহ্য হচ্ছিল না। কারণ মধ্যপ্রাচ্য তেল, অন্যান্য খনিজ এবং সোভিয়েত দেশ বর্ডার এলাকা, মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা, এইগুলি তো মাটির নিচে অফুরন্ত সম্পত্তি আছে। কাজেই, বলতে হচ্ছে যেটা এটা একটা নজির। কাজেই স্ট্রেটেজিক জায়গা। ঐ জায়গাটায় যেতে পারলে একদিকে ভারত আর আরেক দিকে চীন, আরেক দিকে রাশিয়া, আরেকদিকে মধ্যপ্রাচ্য। কাজেই, এই জায়গাটায় যেতে হবে যেকোন ভাবেই হউক। কাজেই, লাদেনকে ওখান থেকে আনা হয়েছে, তাকে তৈরী করা হয়েছে, তার হাতে সমস্ত অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে, এখন বোতল থেকে দৈত্য বেরিয়েছে। এই দৈত্য আর ভেতরে ঢুকছে না। আর তার সঙ্গে যে শর্ত ছিল তা রক্ষা করছে না, বলছে আমাকে দিয়ে সব করিয়েছ এখন তুমি গাছের পাকা ফল খাচ্ছ এটা তো হবে না। সে উলটো

করেছে তাকে ঘৃণা করি আমরা, লাদেন, লাদেনের বংশধর সন্ত্রাসবাদ, আন্তর্জাতিক হউক, জাতীয় হউক, আঞ্চলিক হউক, রাজ্য হউক তাদেরকে আমরা ঘৃণা করি। কিন্তু একটা লাদেন যদি সে এখনো কিন্তু প্রমান হয়নি যে সে দোষী। কিন্তু চারদিক থেকে মিলিয়ে সবাই মনে করছেন এর জন্য সেই দায়ী, কেউ তার পক্ষপাতিত্ব নয়, কিন্তু একটা লাদেনের জন্য গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করা হবে, এটা সমর্থন করেন আপনারা? আমি তো বিশ্বাস করি না, কোন গণতান্ত্রিক দল এর সমর্থন করতে পারে, আমাদের আপত্তি ঐ জায়গাটায়। একে কি কেউ সমর্থন করছে। বাংলাদেশের মাটি থেকে এখানে এসে আমাদের এখানে আক্রমনগুলি করছে। এটাকে সমর্থন করার প্রশ্ন আসে? সমর্থন করার প্রশ্ন আসে না। কাজেই, এইগুলির জন্য খুব সুচিন্তিত ভাবে চিন্তা ভাবনা করে গভীরে গিয়ে আমাদের কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা যেটা বার বার বলছি কাশ্মীর সমস্যা, উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্যা এক নয়। উত্তর পূর্বাঞ্চলের-নাগাল্যান্ডেরসমস্যা-আসামের সমস্যা এক নয়। আসাম, নাগাল্যান্ডের সাথে মণিপুরকে মিলালে ভুল হবে। প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা সমস্যা। কাজেই, আবার সাধারণ কতগুলি সমস্যা আছে। এটা গভীরে যাওয়া দরকার। আমাদের এখানে উন্নয়নের একটা সমস্যা, কেন্দ্রীয় সরকারের ২৫০ কোটি টাকার একটা প্রস্তাব রেখেছিলাম আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ৬ মাসের মাথায় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে। দেড় বছর অপেক্ষা করার পর তারা ১০ কোটি টাকার প্রস্তাব একসেপ্ট করেছে। ১০ কোটি টাকার মধ্যে ১০ পয়সা আমরা এখন পর্যন্ত পাই নি। বলেছেন বলেই কথাগুলি বলছি আমি। কাজেই এই জায়গায় দাড়িয়ে আমাদের যেটা বক্তব্য এই প্রস্তাব যেটা ভালপ্রস্তাব ইট ইজ্ গুড মেসেজ, এই মেসেজটা যাক বিধানসভা থেকে। কিন্তু আমি বলব এই প্রস্তাবই শেষ কথা না প্রস্তাবটাকে বাস্তবায়নের জন্য কনক্রিট ফর্মে আপনারা অপারেটিভ একটা কিছু কর্মসুচী আনুন। আসলে আমরা-পরীক্ষা করে দেখব এবং নিশ্চয়ই তাকে কার্যকরী করার জন্য চেষ্টা করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা প্রস্তাব আনব রাজ্য এবং কেন্দ্রের উদ্যোগ নিয়ে। উনি বলছেন যে আপনারা করুন আমরা আছি?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- না না কে বলেছে আপনি সব সময় উল্টো বুঝেন কি করা যাবে, সমস্যা হচ্ছে এটা। প্রস্তাব আপনি তুললেন প্রস্তাব আমরা একসেপ্ট করলাম তা হলে প্রস্তাবক নিশ্চয়ই এটা মাথার মধ্যে আছে, একটা চিন্তা আছে। এই প্রস্তাবটা কনসেপ্টেড হলে পরে এই ভাবে প্রসিড করলে ভাল হবে। আমি তো বলেছি এবং আগে যুক্ত মিটিং-এ আপনারা উদ্যোগ নিন। নগেন্দ্র বাবুকে ব্যক্তিগতভাবে বলছি, ব্যক্তিগতভাবে নগেন্দ্রবাবু সমস্যা সমাধান করতে পারেন এটা আমি মনে করি না, আমি তার জন্য তাঁকে দায়ী করছি না। তার আন্তরিকতা নিয়ে আমি হয়তো প্রশ্ন তুলছি না। আমি তো বিজয় বাবুকে বলেছি আজকে উনি নেই উনার অবর্তমানে বলছি না, উনি থাকলেও আমি বলব, বলেছি প্লীজ্ টেইক্ ইনেসেটিভ । কারণ আপনি তো একসময় এটার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঐ টি.এন.ভির কথা বলেছিলেন না, কে সর্বনাশ করেছে ? এরপরে কি হয়েছে, টি.এন.ভির সঙ্গে কার চুক্তি হয়েছিল কে জানে না, এগুলোর চিঠি পত্র দেয়নি। আসলে যিনি বসতেন এক সময় মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর চিঠি ধরা পরেনি? তাঁকে যে সাংবাদিক বন্ধুরা বলেছেন এটা আপনার স্বাক্ষর কিনা যদি অস্বীকার করেন, মামলা করেন কোথায়, যায়নি তো কোর্টে, সেই চিঠি তো এখনও আছে আমাদের কাছে, দেশের কথায় ছাপা আছে। যদি সাহস থাকত, চ্যালেঞ্জ করত দেশের কথার বিরুদ্ধে মামলা হত, দেশের কথার সম্পাদককে ফাঁসিতে ঝুলাতে পারত। কই সেখানে যায়নি তো, বলে না না আমার বিচার জনগণ করবে। জনগণ করেছেন নির্বাচনে হারিয়ে দিয়েছেন। জনগণ তো করেছেন বিচার তার পরে কোন জবাব নেই। কাজেই, এই জায়গায় দাড়িয়ে এই টি.এন.ভিকে শিখণ্ডি করে এখানে রাজীব গান্ধীর লম্বা হাতের সাহায্য নিয়ে সরকার করে আপনারা সাড়ে তিন বছর পিসফুলে বলেছেন ইয়েস, জঙ্গলের সন্ত্রাস বন্ধ করেন, সমতলের যে সন্ত্রাস হয়েছে আগরতলার মানুষের চোখের ঘুম সেখানে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, এই বিধানসভার সচিবের স্ত্রী, সচিবের কন্যাও কিন্তু বাড়িতে নির্বিঘ্নে থাকতে পারেনি। কোথায়, লক্ষ্মী নারায়ণ

বাড়ীর কাছে। এইগুলি বলার আর দরকার নেই। কাকলি রায় কে এই গুলি বলতে চাইছি না। বটতলার পার্টি অফিসটা আক্রান্ত হয়েছে আমিও আক্রান্ত সন্ধ্যা বেলায় ঢিল মারলে পরে পুলিশ হেড কোয়ার্টারের ডি জির মাথায় পড়ে ওখানে পার্লামেন্টথেকে সেখানে ইন্টারফেয়ার করে আমাদের বের করে আনতে হয়। কাজেই, এইগুলি তো ছিল আরেক ধরণের সন্ত্রাস। জঙ্গলের সন্ত্রাস আর সমতলের সন্ত্রাস দুটো মিলে এই জিনিস হচ্ছে। গায়ে লাগবে, উত্তেজিত হবেন আমার কিছু করার নেই, কারণ এই গুলি আপনারা বলতে বাধ্য করেছেন, তার জন্য আমি বলছি। আমি আমার কথা শেষ করার আগে আবার সব বিরোধী দলের সদস্য নেতৃত্বকে সাঁতা সাঁতা যদি চান বাঁকা পথে জানালা দিয়ে দরজায় ঢুকে চেয়ার দখল করার চেষ্টা করলে পরে কিন্তু এইবার হবে না ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের চোখ কান খোলা আছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় সঞ্জিবীত। কুপথে যারা হাঁটবার চেষ্টা করবেন সেখানে মানুষ রুখে দাঁড়াবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- এটা একসেপটেড্ হয়ে গেছে [illegible] নেই।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ- স্যার [illegible]

মিঃ স্পীকার ঃ- কোন প্রয়োজন বুঝি না তো আপনার প্রস্তাবটা আপনি বলছেন যে এটা গ্রহণ করুন, ঠিক কি না? কি দরকার উনার প্রস্তাবটা তো গৃহীত হয়েছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী এই প্রস্তাবের উপর যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এটা ঠিক নয়। কারণ উনার বক্তৃতায় বুঝা গেছে আন্তরিকতার অভাব। বিরোধী দলের বক্তব্য থেকে উনি সন্দেহ করেছেন। কারণ আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি রাজ্য এবং কেন্দ্র [illegible] একাবদ্ধভাবে সহযোগিতা করে সন্ত্রাসবাদী উগ্রপন্থী বাধ্য হবে যেমনটি হয়েছিল ৮৮ ইং সালে কে.বি.কৃষ্ণ রাও যখন রাজ্যে গভর্নর ছিলেন উনার মাধ্যমে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিনিধি হিসাবে প্রধানমন্ত্রীকে রাজী করানো শেষ পর্যন্ত কেবিনেট পর্যায়ে মন্ত্রী, তৎসময়ে শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এবং শ্রীবিজয় রাংখল এর সঙ্গে আলোচনায় গভর্নরের প্রচেষ্টায় সেটা সম্ভব হয়েছে। ঠিক তেমনি আমি আশা করব মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্য সমর্থন জানিয়ে তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এইগুলো প্রস্তাবের পক্ষে এটাই আমি প্রথম দেখলাম ৭৮ইং সাল থেকে এখন অবধি বিরোধীদের প্রচারগুলো সেইদিকে অনুমোদন করা হয় অসংশোধন করে এইভাবেগ্রহন করা হয়েছে। আজকে এটাই প্রমাণ করল বিরোধীরা কেবল বিরোধিতা করার জন্য বিধানসভায় আসে তা নয়। তাদের আন্তরিকতা আছে। রাজ্যের সঙ্গে সহযোগিতা করার আন্তরিকতা আছে সেই জন্য এটা আনা। বিরোধীদের আনা প্রস্তাবকে বিরোধিতা মনে না করে এটা সমর্থন করাতে আন্তরিকভাবে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই এবং আবারও অনুরোধ করব যেভাবে গভর্নরকে দিয়ে সহযোগিতা করে কেবিনেট মন্ত্রীর যোগাযোগ করে সেই ব্যবস্থা করে নেয়। বিজয় কুমার রাংখলের সম্ভব হয়নি। বিরোধীদের পক্ষ থেকে সম্ভব হবে না। কেবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রীকে যদি পাঠাতে সম্ভব না হন তাহলে নিরঞ্জন বাবু, জীতেন্দ্র চৌধুরী, অঘোরবাবু রয়েছেন উনাদের পাঠাতে পারেন। তারা আছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। উনি যদি সহযোগিতা করেন আমরা হাত বাড়িয়ে দিতে রাজি আছি। কাজেই, এই জিনিসগুলি যেভাবে করা হয়েছে ঠিক সেইভাবে করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে আবারও অনুরোধ রেখে এবং সেই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাতে আমারও অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীজমাতিয়া কর্তৃক উত্থাপিত রেজুলিউশনটি পড়ে দিচ্ছি রেজোলিউশনটি হল ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে রাজ্যে উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার শীঘ্রই উগ্রপন্থী সংগঠনগুলো এন.এল.এফ.টি, এ.টি.টি.এফ এর সাথে আলোচনার উদ্যোগ নেন এবং একাধারে উগ্রপন্থী এটাও হিংসার পথ পরিত্যাগ করে আলোচনায় বসুন।

(রেজোলিউশনটি সভা কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হল)

দ্বিতীয় রেজিউলিশনটি এনেছেন সমীর দেব সরকার। উনি অনুপস্থিত।

তৃতীয় রেজিউলিশনটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক দে মহোদয়। উনার রেজিউলিশনটি সভায় উথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমানিক দে ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করছি। এই বিধানসভায় প্রস্তাব করছে যে "আগরতলা পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের কাজ সম্পূর্ণ করতে অর্থের বরাদ্দের পরিমা ণ দ্রুত বাড়ানো হোক।" আমাদের রাজ্যে সার্বিক বেকার সমস্যা, আর্থিক উন্নয়ন এবং রাজ্যের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। এই রাজ্যের মানুষ দীর্ঘ আন্দোলন করেই এই রাজ্যে রেলের কাজ শুরু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী দাওয়া আদায় করে এনেছে। যদিও অনেক সরকারের প্রধানমন্ত্রীরাই বলতেন যে, ভোট দাও রেল দেব কিন্তু রেল দিতেন না। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি যে দেবগৌড়া সরকার প্রথম ঘোষণা দেন এবং আন্তরিকভাবে এটা কার্যকরী করে এই রাজ্যে রেল এর দীর্ঘদিনের দাবী তার প্রতি সম্মান জানানো হয়। এখানে অন্যান্যরা কিন্তু এই দাবীর প্রতি কেউ সই করতে রাজি ছিলেন না এমন দাবীও আছে। এই দাবীর পক্ষে দুটো কথা বলতেন না কিন্তু দেবগৌড়া সরকার তার প্রথম আন্তরিকতা পরিচয় দেন যে বছর তিনি ঘোষণা দেন সেই বছর থেকে কাজ শুরু করেন। আমি দীর্ঘ আলোচনা না করে কেন এই প্রস্তাবটা আমি হাউসে এনেছি সেটা বলতে চাই। ১৯৯৬-৯৭ইং সালে রেলের জন্য প্রথম ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হলো। কিন্তু তখন খরচ হয়েছে ৬ লক্ষ ৭৮৯ টাকা। ৯৭-৯৮ইং সালে বরাদ্দ করা হলো ৫৫ কোটি টাকা, তার মধ্যে খরচ হয়েছে ৫৫ কোটি ৬১ লক্ষ ৭১ হাজার ৭৬০ টাকা। ৯৮-৯৯ ইং সালে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। খরচ হয়েছে ১৮ কোটি ৮ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৮২ টাকা। ৯৯-২০০০ ইং সালে বরাদ্দ করা হয়েছিল ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। খরচ হয়েছে ৩০ কোটি ৭৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩৫৮ টাকা। ২০০০-০১ইং সালে বরাদ্দ করা হয়েছে ৭০ কোটি টাকা, খরচ হয়েছে ৭০ কোটি ৪৯ লক্ষ ১৫ হাজার ৫১৭ টাকা। ২০০১-২০০২ইং সালে বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ৩০ কোটি টাকা, নভেম্বর পর্যন্ত টাকা পাওয়া গেছে ২৬ কোটি টাকা। যদিও এখন যে কাজ চলছে সেই কাজের টারগেট ছিল ৬০ কোটির মত। প্রজেক্ট হচ্ছে ৮৬০ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত এর মধ্যে ১১৪ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। এবং সেই টাকা খরচও হয়েছে। এই রেল সম্প্রসারণের প্রশ্নে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যখন যেমন উদ্যোগ নেওয়া দরকার, যে সাহায্য করা দরকার, সে সাহাজ্য রেল কর্তৃপক্ষকে করেছেন। খুব দ্রুততার সহিত জায়গা দেওয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজগুলি করেছেন। রেল দপ্তরও এটা স্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে গতিতে কাজটা চলছে সেই গতিতে যদি কাজটা চলতে থাকে তাহলে এষ্টিমেইট কস্ট যেমন বাড়বে এবং আমাদের রাজ্যে রেল আসার কাজটাও পিছিয়ে যাবে। এখন সার্বিক যে অবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার পরিষ্কার বলে দিয়েছেন বেকারদের চাকুরী দেওয়া বন্ধ। কোন চাকুরী দেওয়া যাবে না এবং যারা কাজ করছেন তাদের সংখ্যাও কমিয়ে আনতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ৫৯টা দপ্তর অলরেডি তুলে নিয়েছেন। সেখানে বিশাল বেকার বাহিনী কোথায় যাবে কি করবে? এ রাজ্যে কৃষি ভিত্তিক কোন শিল্প বা অন্য কোন শিল্প যদি গড়ে তুলতে হয় প্রথমতঃ আসবে যোগাযোগ ব্যবস্থা কি আছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকলে স্বাভাবিক কারণে শিল্প বা অন্য কিছু গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আমাদের রাজ্যের ব্যাপক অংশের মানুষের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে, আর্থিক উন্নতির প্রশ্নে এটা জরুরী। স্যার, আমি দেখেছি কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত ৩০ পার্সেন্টি কাজ প্রায় শেষ হওয়ার পথে। এর মধ্যে আর্থ ওয়ার্কে বেশ কিছুটা হয়েছে। ইতিমধ্যে রেল দপ্তর থেকে বলা হয়েছে ২০০৩ইং সালের মার্চ মাসের মধ্যে মনু পর্যন্ত রেল চালু করতে চান। আগরতলা ভৃগুদাস পাড়া পর্যন্ত আর্থ ওয়ার্কের কাজও কমপ্লিট। ওভারহেড ব্রীজ, আন্ডার গ্রাউন্ড এর কাজও তারা করে নিয়েছেন। এখন বাকী যে কাজ আছে, তার জন্য যদি টাকা না পাওয়া যায় তাহলে স্বাভাবিক কারণেই এই কাজগুলি করা সম্ভব হবেনা। এখানে স্টেশন আছে ১১টা, মেজর ব্রীজ ২০টা, মাইনর ব্রীজ ১৯৫টা, রেলওয়ে আপার ব্রীজ ৩২টা, লেভেল ক্রসিং ৫টা, টারমিনাল ৫টা, এটা কমিয়ে ৩টা করেছেন। এই ৩টা টারমিনাল করতে প্রচুর টাকা লাগবে। একটা টারমিনাল তো ২.৮ কিমি। এই কাজগুলি করতে যে পরিমাণ টাকার দরকার সেই টাকা যদি না পাওয়া যায় তাহলে তো

কাজটা থমকে যাবে। এবং যত দ্রুততার সহিত কাজটা চলছি সেটা আটকে যাবে। আমার মনে হয় কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম দিকে এই কাজটার প্রতি যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন এখন আর সেই রকম গুরুত্ব দিচ্ছেন না। কারণ বছর বছর টাকার পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছেন এবং সদিচ্ছার যে ঘাটতি আছে সেটা পরিষ্কার। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার থেকে বার বার দাবী জানানো হয়েছে যাতে রেলের বরাদ্দ বাড়ানো হয় এবং রাজ্য থেকে নির্বাচিত দুই এম.পি - রাজ্যসভা এবং লোকসভা, তাঁরাও বেশ কয়েকবার রেল মন্ত্রকের সাথে দেখা করেছেন এবং আলোচনা করেছেন যে রাজ্যে যারা রেল সম্প্রসারণের কাজের সাথে যুক্ত তাদের ডিমান্ড অনুযায়ী কাজটা যেভাবে চলছে সেই ভাবে যাতে ত্বরান্বিত করা হয় এবং সেই হারে যাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে তাতেকোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এবার এ পর্যন্ত ৩০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে এবং এরমধ্যে ২৬ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে। এই বছর টেন্ডার অনুযায়ী যে কাজ নিয়েছেন সে অনুযায়ী কাজ শেষ করতে ৬০ কোটি টাকা লাগবে। বাকী টাকা যদি না পাওয়া যায় তাহলে এই বছরই বন্ধ হওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হবে। নেকসট ইয়ারে কি দেবে সেটা নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় সরকারের সদ্ইচ্ছার উপর। এটা কোন দলের বিষয় নয় এই রাজ্যের সার্বিক জনসাধারণের স্বার্থ এখানে যুক্ত। এখানে যদি রেল তাড়াতাড়ি আসে স্বাভাবিক ভাবেই সবাই উপকৃত হবে এবং রাজ্যের অর্থনীতি যেমন শক্তিশালী হবে তেমনি রাজ্যের বেকারদের কর্ম সংস্থানের কম-বেশী সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। তার সঙ্গে আরও কতগুলি বিষয় যুক্ত আছে। যেমন আমাদের রাজ্যের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী করার জন্য আমরা মনে করি এই রেল লাইন আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ শেষ করার ওটার গুরুত্ব তারা দিতে চাইছেন না। তেমনি যুক্ত আছে আগরতলা থেকে আখাউড়া ওটাও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কয়েক দফা আলোচনা হয়েছে এবং এই যুক্ত করার প্রশ্ন এখানে জড়িত। এখন আগরতলা থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত যে কাজ চলছে এটা যদি দ্রুততার সঙ্গে শেষ করা যায় তাহলে বাকী কাজগুলো ধরার ক্ষেত্রে হয়তো উনাদের দিক থেকে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন আসবে। কাজেই, আজকে টোটালি গ্লোবাল ইকনমির কথা যারা বলছেন, গ্লোবাল ইকনমির ব্যাখ্যা যারা দিচ্ছেন, সেটার চিন্তা ভাবনা করতে গেলে আমার মনে হয় বিশেষ করে এদিকে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ বাস সার্ভিসের ইত্যাদি যেমন আলোচনা হয়েছে টোটাল সমস্ত কিছু নির্ভর করছে যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি একটা সঠিক পর্যায়ে আসে তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন ঘটবে তেমনি আমাদের রাজ্য সমস্ত দিক থেকে সেই সুযোগ পাবে এবং সেটার গুরুত্ব উপলব্ধি করি এই কারণেই এই সভায় এই প্রস্তাব এনেছি। এই বিধানসভার পক্ষ থেকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমার আবেদন থাকবে মাননীয় বিরোধী পক্ষের কাছে রাজ্যের সার্বিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে এটাকে একটা ক্ষুদ্র সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে সার্বিক জনগণের স্বার্থ যেখানে যুক্ত এই চিন্তা ভাবনা রেখে সবাই আমরা মিলিতি ভাবে একটা প্রস্তাব পাঠাই যে, এই রাজ্যে রেল সম্প্রসারণের কাজ যাতে খুব দ্রুততার সাথে করা যায় এবং আগামী তিন বছরের মধ্যে যাতে রেল চালু করা যায় কারণ যে সমস্ত টানেলগুলির প্রশ্ন আছে এইগুলি আন্তর্জাতিক টেন্ডারের প্রশ্ন আছে, সেগুলির কাজ ধরার প্রশ্ন আছে। ইতিমধ্যে তারা ৯টা টানেলের মধ্যে ৩টা টানেল করবেন। ৬টা টানেল এমনিতেই মাটি কেটে তারা করে নিচ্ছেন কাজেই, কাজ খুব দ্রুত গতিতে চলছে। এই কাজ যাতে আরও দ্রুত শেষ করা যায় এবং আমরা যাতে এই সুযোগ পেতে পারি তার জন্য সবাই মিলে এক মত হয়ে এই বিধানসভার পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি পাঠানোর জন্য আমার আবেদন থাকবে। আমি আশা করি মাননীয় বিরোধী পক্ষের যারা আছেন তারাও একমত হবেন। এইটুকু বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- প্রস্তাবটা তো এর আগেও আমাদের এই বিধানসভার পক্ষ থেকে কয়েকবার আমরা সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাঠিয়েছি এই বিষয়গুলির উপর। আমাদের এই প্রস্তাবটার সাথে আমি একটু সংযোজন করতে চাই সেটা হলো বর্ত্তমানে রেলের যে কাজটা চলছে সেটা হলো মিটার গ্যাজ। আসলে এই মিটার গ্যাজ ব্যবস্থাটাই বর্তমানে অচল হয়ে গেছে কারণ লামডিং থেকে কুমারঘাট আসতে আমাদের যে সময় লাগে এই সময়ের মধ্যে দিল্লি

থেকে লামডিং দুইবার যাতায়াত করা যায়। ফলে এই প্রস্তাবটা সবই ঠিক আছে। শুধু এটার মধ্যে একটু ইনক্লুড কর হোক। আমি যতটুকু জানি লামডিং থেকে শিলং পর্যন্ত ব্রডগ্যাজ লাইনটা বসানোর জন্য এই ব্যাপারে উত্তরপূর্বাঞ্চলের যিনি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আছেন অরুণ শৌরী উনি উনার অনুমোদন দিয়ে দিয়েছেন এবং রেল দপ্তরও অনুমোদন দিয়েছেন। আমার আবেদন থাকবে এই প্রস্তাবের সাথে এইটুকু যেন ইনক্লুড করা হয় মিটার গ্যাজ যে রেল লাইন হবে সেটা মিটার গ্যাজ না হয়ে ব্রড গ্যাজ লাইনে যেন রূপান্তরিত করা হয় এবং এই কাজটা যেন তিন বছরের মধ্যে শেষ করা যায় সেই উদ্যোগ যাতে এই প্রস্তাবের মধ্যে করা হয়। কারণ এখানে একটা গ্যাপ রয়ে গেছে, যে লাইনটা হবে সেটা কিন্তু আমাদের পার্পাস্ সার্ভ করছে না বা তাতে কিন্তু আমাদের পার্পাস্ সার্ভ হচ্ছে না। সুতরাং আমি প্রস্তাবককে অনুরোধ করব ওনার প্রস্তাবের মধ্যে যেন একটু সংযোজন করেন যে, আমরা এটাকে ব্রড গেইজে রূপান্তরিত করতে চাই এবং বদরপুর পর্যন্ত যেটা হয়েছে সেটাকে যাতে আগরতলা পর্যন্ত ব্রড গেইজ লাইনের কাজটা সম্পন্ন করা হোক।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- স্যার, আমি একটু বলব। রেল আসবে সেটা তো খুব ভাল কথা তো আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত যে রেল লাইনটা যাবে সেটাকে যদি লিংক-আপ করা হয় তো আরও সুবিধা হবে, কারণ সাব্রুম থেকে চট্টগ্রাম খুব কাছে আছে। স্যার, রাস্তাঘাট ভাল হোক উন্নত হোক এটা সবাই চায় মানে সব মানুষই তা চায়। কিন্তু আমি একজন উপজাতি হিসাবে বলছি যে, এতে আমাদের একটা ভয় আছে। কারণ রাস্তা যেখানে গেছে উপজাতিরা সেখান থেকে অন্ধকারে চলে যেতে হয়েছে। কাজেই, জাতির বৈষম্যটা যাতে না থাকে ভবিষ্যতে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং রাজ্যেরস্বার্থের জন্য কিছু করতে গিয়ে জাতি যাতে ডুবে না যায় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ ডম্বুর প্রজেক্ট করতে গিয়ে হাজার হাজার উপজাতি দিশেহারা হয়ে গেছে, তারপর তুইসিন্দ্রাইতে প্লেইন ঘাটি করতে গিয়েও হাজার হাজার উপজাতি অনাহারে অর্ধাহারের শিকার হয়ে গেছে, তারপর দুর্গাচৌধুরী কেটেল ফার্ম করতে গিয়ে সেখান থেকেও শত শত উপজাতি উচ্ছেদ হয়েছে। এই ভয়গুলি থেকেই আমি এই কথাটা বলছি, আমি রেলের বিরোধিতা তীব্রভাবে করছি না, এখানে রেল আসুক এটা আমিও চাই। কিন্তু উপজাতিদের যাতে সেখানে বঞ্চিত করা না হয়, সব জায়গায় উপজাতিদের বঞ্চিত করা হচ্ছে দলবাজী করা হচ্ছে, উপজাতিদেরকে একটা ন্যূনতম লেবার পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে না। তাহলে সেখানে ভবিষ্যতে রেল যদি আসে তাহলে সেখানে ন্যূনতম কাজ যেটা তাতে অন্তত যদি তারা অংশীদার হতে না পারে তো উপজাতিরা বঞ্চিতই হল এবং এটাই আমার ভয়। এটাকে যদি কেউ দুর করতে পারে তো ভাল কথা। আমার বিগত দিনের ধারণা থেকে আমি একথাগুলি বলছি। কাজেই, আমার অনুরোধ এটা যাতে না হয়। তারপর আজকে আসাম আগরতলা রোডে স্কট দিয়ে গাড়ী চালানো হয় তো রেল যখন চলবে তখন রেল রাস্তায় স্কট কি করে দেওয়া যাবে? তাহলে তো রেলের কামড়ায় কামড়ায় স্কট দিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অগ্রগতি, মানিকবাবু আপনি তো টাকা চাইছেন ঠিক আছে কিন্তু কাজ করার জন্য পরিবেশ তো লাগবে এবং সেই পরিবেশ আগে তৈরী করতে হবে। কিডনেপিং হয়ে যায়, ধরে নিয়ে যায় তো রাজ্য সরকারের সেখানে কর্তব্য আছে, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার কর্তব্য আছে। রাজ্য সরকারকে তার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য রাজ্য সরকার যদি আমাদের সহযোগিতা চাইত কিন্তু এটার কোন প্রতিশ্রুতি বা ইচ্ছা আমরা দেখলাম না ওনার বক্তব্যের মধ্যে, আগামী দিনেও পাব কিনা জানি না। তো এগুলি যদি না হয় তো উন্নতির কথা বলে কিছু হবে না, বরং অবনতির দিকেই যাবে। যেমন শিক্ষামন্ত্রী সব সময় বলেন উগ্রপন্থীর জন্য স্কুল চালানো যায় না, তো রেলেরও তো এরকম একই অবস্থা হবে, উগ্রপন্থীর কারণে হবে না। তাই স্যার, এই বাস্তব জিনিষটা আগে উপলব্ধি করতে হবে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী সুকুমার বর্মণ মহোদয়। যতটুকু সময় লাগবে এই বিষয়টা শেষ হতে ততক্ষন পর্যন্ত।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয় যে প্রস্তাবটা এখানে উত্থাপন

করেছেন এটা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। তবে এই রেলের দাবিটা আজ নতুন না দীর্ঘ দিনের দাবি এবং ত্রিপুরা রাজ্যে এই রেল আসার জন্য এই রাজ্যের মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সেখানে আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। কিন্তু নানা অছিলায় কখনও বলা হয়েছে এই রাজ্যে শিল্প কারখানা নেই তো রেল এখানে দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আবার কখনও বলা হয়েছে টাকার অভাব এরকম বিভিন্নভাবে সেটাকে বাই-পাশ করা হয়েছে। যাইহোক, সেখানে মোর্চা সরকারের দেবগৌড়া যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তারা এখানে এই রেলের দাবিকে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের দাবিকে স্বীকার করেন এবং ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ভারতবর্ষের যে মানচিত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা পর্যন্ত রেল আসার এই যে সংযোজন এর দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের দাবিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং সে অনুসারে তারা একটা পরিকল্পনা করেন এস্টিমেট করেন। প্ল্যানিং কস্ট ধরা হয় ৮২৫ কোটি টাকা। সেটা ৯৬-৯৭ইং বর্ষ থেকে শুরু হয় কাজটা। আমরা দেখেছি যে তখন একটা টোকেন মানি ধরা হয়েছিল ৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে দেখেছি এটাকে বিদ্রুপ করা হয় যে, যেখানে ৮২৫ কোটি টাকা থাকার কথা সেখানে ৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। কাজেই, এটা একটা নাটক। যাই হোক ২০০৬ইং সালের মধ্যেকাজটা শেষ করার জন্য তারা প্ল্যানটা তৈরী করেছেন এবং এখন পর্যন্ত যে টাকাটা ধরেছেন সেই টাকায় কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং রেল কর্তৃপক্ষ আরো এডিশনাল ফান্ড তারা চেয়েছিলেন আরো বেশী কাজ করার জন্য। কিন্তু আমরা দেখেছি তারা এডিশন্যাল ফান্ড পাননি। যার কারণে সেখানে আরো কাজ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা সেখানে করতে পারছে না। পরবর্তী সময়ে তাদের প্ল্যানের মধ্যে যে টাকাটা ধরা আছে সেই অনুযায়ী যদি টাকা পাওয়া যায় তাহলে আমার বিশ্বাস যে সেই কাজটা আগামী ২০০৬ইং সালের মধ্যে শেষ হতেপারে। এখানে যে টাকা ধরা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ২০০১-২০০২ইং সালের জন্য ১৫০কোটি টাকা, ২০০২-০৩ইং সালে ২০০ কোটি টাকা, ২০০৩-০৪ইং সালে ২০০ কোটি টাকা, ২০০৪-০৫ইং সালে ২০০ কোটি টাকা এবং ২০০৫-০৬ইং সালে ৭০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। ২০০১-০২ইং সালে ধরা হয়েছিল ১৫০ কোটি টাকা। সেখানে আরো ৪৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত চাওয়া হয়েছিল।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই রেল আসলে পরেই রাজ্যের অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটতে পারে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য, এটা শুধু কৃষিজাত নয় আজকে আমাদের রাজ্যের যে সমস্ত শিল্পীরা উন্নতমানের জিনিসপত্র উৎপাদন করছেন বা আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন বনজ সম্পদ এবং রাবার থেকে শুরু করে চা, এবং বিভিন্ন ধরনের যে সম্পদ আছে সেগুলিকে বাইরে বিক্রি করার ক্ষেত্রে তাদের খরচ সেখানে কম হবে। ফলে তারা আর্থিক বুনিয়াদ আরো দ্রুত হবে। তাছাড়া যাত্রী চলাচলের ক্ষেত্রেও অনেক কম খরচে চলাচল করা সম্ভব হবে।এখানে বিরোধীদের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে, এটাকে মিটার গজ না করে ব্রড গজ করাই ভাল হবে। এই প্রস্তাবটা যেন রাখাহয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কিন্তু এই প্রস্তাব আমরা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আগেই কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে রেখেছি এবং সেটা যাতে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেন তার জন্য নিশ্চয়ই সেই প্রস্তাব আমরা আজকে আনতে পারি।

তারপর বিরোধী বেঞ্চ থেকে মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে ত্রিপুরাতে রেল আসলে পরে উপজাতিরা কাজ পাবে না এবং তারা হারিয়ে যাবে। কিন্তু আমি বুঝি না, রাজ্যের উন্নতি ঘটলে এখানে জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষেরই উন্নতি ঘটবে। সুতরাং এখানে শুধু উপজাতিরা হারিয়ে যাবে এই ধরণের চিন্তা করাটা আমার মনে হয় ঠিক হবে না। তারপর উনি যে কথাটা বললেন যে, উপজাতি অংশের মানুষেরা কাজ পাচ্ছে না রেলের রাস্তায় বর্তমানে যে কাজ হচ্ছে সেখানে। আমার মনে হয় এটা ঠিক না। কারণ, আমি যতটুকু দেখেছি এই যে আসাম আগরতলা রোড জাতীয় সড়ক-এ যে কাজগুলি হচ্ছে সেখানে বেশীরভাগ উপজাতি অংশের মানুষই কাজ করছেন। যারা কাজ করছেন তারাই সেখানে কাজ করছেন এখন রেলের কর্তৃপক্ষরা আশঙ্কা প্রকাশ করছে তাদের আরও শ্রমিকের প্রয়োজন শ্রমিক পাচ্ছে না। এখানে উপজাতি অংশের মানুষ কাজ পাবে না এই রকম আশংকা প্রকাশ করাটা

আমার মনে হয় ঠিক না। আমরা মনে করি সবার জন্য এই রাজ্যে জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষের জন্য। সুতরাং এখানে উন্নতি ঘটলে উপজাতি অংশের মানুষের উন্নতি ঘটবে বাঙ্গালী অংশের মানুষের উন্নতি ঘটবে সবাইকে নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সবারউন্নতিতেই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি। সুতরাং সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে আমার মনে হয় দেখা দরকার। আমি যেটা বলতে চাইছি এখন যে কাজটা হয়েছে আগরতলা থেকে ভৃগুদাস পাড়া পর্যন্ত এবং কুমারঘাট থেকে মনু পর্যন্ত মাটি কাটার কাজটা তারা সেখানে শেষ করেছেন প্রায় ৩০ শতাংশ এবং ছোট ও বড় পুল প্রায় তারা সেখানে অর্ধেকের বেশী শেষ করেছেন। মানিকবাবু যেটা বলেছেন যে, কুমারঘাট থেকে মনু পর্যন্ত ২০০৩ইং সালের মধ্যে শেষ করার কথা। আমরা এখানে দেখেছি যে ট্যানেলগুলির কাজ এখনও শুরু হয়নি। সেই ট্যানেল গুলির কাজও যাতে সেখানে দ্রুত শুরু করেন। এখানে মোট ট্যানেল ধরা আছে ৩৫ উপর সেই ট্যানেলগুলি যাতে দ্রুত শেষ করা যায় আমরা সেটা দাবি রাখব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কিন্তু আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করছি যে বরাদ্দটা সেখানে ধরা আছে এটা ঠিক ঠিক মত সেখানে পাব কিনা, পেলে নিশ্চয় সেখানে কাজটা হবে। কারণ, যেভাবে টাকা কাট ছাট হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে আমরা সেইজন্য আশঙ্কা প্রকাশ করছি। আমরা এই বিধানসভা থেকে বলতে চাই যেভাবে টাকাটা ধরা আছে সেইভাবে যাতে টাকাটা বরাদ্দ করা হয় এবং সময় মত সেখানে টাকাটা রেল কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয় যাতে সেখানে এই কাজটা দ্রুত শেষ করা যায়। তাছাড়া আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত সার্ভের কাজটা শেষ হয়েছে। মে ১৯৯৯ইং সাল থেকে কাজটা শুরু হয়েছে । ডিসেম্বর ১৯৯৯ইং সার্ভের কাজ শেষ হয়েছে এবং ২০০০ইংএপ্রিল মাসে সেটা সাবমিট করা হয়েছে। রেলওয়ে বোর্ডের কাছে। এখনও সেটা অনুমোদন হয়নি। যাই হউক, আগে এই কাজটা শেষ হউক পরবর্তী সময় সেটার জন্য নিশ্চয় সেখানে দেখা যাবে এবং যেহেতু সাবমিট করা আছে আমরা আশা করব যে সেটাও সেখানে হবে এবং এখানে যে প্রস্তাবটা উত্থাপন করা হয়েছে আমি আর বিস্তৃত না গিয়ে আমি শুধু এইটুকু বলব আমি আশা করি সরকার পক্ষ বিরোধী পক্ষ সবাই আমরা চাই রাজ্যের এই পরিবহন ব্যবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি ঘটুক। কারণ আজকে আমাদের সমস্যা বাই রোডে যেতে হলে পরে সেখানে রাজ্যের বাইরে যেতে হলে সেই কলকাতা বা অন্যান্য জায়গায় যেতে হলে সেই দীর্ঘ সময় লাগে। সেখানে আমাদের যোগাযোগের একমাত্র পথ বাই এয়ারে তাও আপনারা সমস্যাটা সবাই লক্ষ করেছেন প্রতিদিন সেখানে যাত্রী হ্রাস হচ্ছে। আমরা সপ্তাহে চৌদ্দটা উড়ান চাইছি কিন্তু সেখানে আমরা পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে যদিও সেখানে এক দুইটা বাড়তি দেওয়া হয় তাতে আমাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। যদি আজকে রেল থাকত তাহলে পরে এই সমস্যাটা অনেকাংশেই সমাধান হয়ে যেত। তাই আজকে আমরা এই বিধানসভা থেকে সর্বসম্মতিক্রমে আমি আশা করব সবাই সেই প্রস্তাব সমর্থন করবেন যাতে যে সময়ের মধ্যে এই কাজ শেষ করার কথা এই নির্দিষ্ট সময়ে যাতে সেই কাজটা সম্পূর্ণ করে এবং তার জন্য এই বিধানসভা থেকে আমরা প্রস্তাব সেখানে গ্রহন করব এই কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- তাহলে প্রস্তাবে ব্রডগেইজ ইনক্লুড হলো।

শ্রীমানিক দে ঃ- আসলে এখানে রবীন্দ্রবাবু যেটা বলছেন সেটা পরোক্ষভাবে উনি এটাকে বিরোধিতা করছেন রেল দপ্তরের বিরোধীতা করছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- না, না, রবীন্দ্রবাবু বলছেন যে রেল হতে আপত্তি নেই।

শ্রীমানিক দে ঃ- রেল কোন একটা জাতি গোষ্ঠীর জন্য না সবার জন্য রেল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, রবীন্দ্রবাবু যেটা বলতে চেয়েছেন এটাই আমি আরও দু-একটা পয়েন্ট বলছি এই যে সোনামুড়া রাস্তা যখন ছিল না তখন এই নলছড় --। আপনি আমারটা সহ রিপ্লাই দেন, আপনার রিপ্লাই কন্টিনিউ থাকুক। মাঝখানে শুধু আপনি এই প্রশ্ন তুলাতে বলছি। এই যে মেলাঘরে যাওয়ার রাস্তা নলছড় এটা একদিন জমাতিয়া গ্রাম ছিল, নাম ছিল চাবাইয়া পাড়া। এখন উদয়পুর কলেজ যেখানে হয়েছে এটাও একদিন জমাতিয়ার গ্রাম

ছিল। তেলিয়ামুড়া যখন বড় বড় কিছু হয়নি তখন এটাও জমাতিয়া কলইদের গ্রাম ছিল। রবীন্দ্রবাবু বলছেন যখন আলো গিয়ে পৌছে, রাস্তা গিয়ে পৌছে এটা শহর তৈরী হয় তখন ট্রাইবেলরা অন্ধকারে চলে যায়। তেলিয়ামুড়ার বাসিন্দারা এখন কোথায় আছে সেই রাইমাতে। আপনি গিয়ে দেখুন বিক্রম জমাতিয়া, ইন্দ্রবাসী জমাতিয়া, এরা একদিন তেলিয়ামুড়াতে ছিল। কাজেই,এইরকম একটা অবস্থা হয়। কেন হয় তার একটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে অসম প্রতিযোগিতা। অসম প্রতিযোগিতায় এটা হয়। এবং প্রশাসনও অতীতে এদের প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন মনে করেননি। কাজেই, এই সব ব্যাপারে উপজাতিদের বিবেচনা করা হউক। কারণ আমাদের রাজ্যে যে রেলওয়ের কাজ হচ্ছে সেখানে উপজাতি অংশের কোন কন্ট্রাকটর সেখানে কাজ পাচ্ছে না। তাদেরকেও সেখানে শেয়ার করা হউক। এটা থেকে শুরু অর্থাৎ ট্রাইবেল এলাকায় একটা রেল স্ট্যাশন হবে সেখানে ব্যবসা কে করবে, সেখানে ট্যাকনিক্যালম্যান কে হবে, এই সব ব্যাপারে ট্রাইবেলদের শেয়ার হয়না। এই কথা আমরা বলছি সবাই যদি এটা বলে যে না এটা বলতে পারবে কেন ট্রাইবেলরা শহর থেকে উচ্ছেদ হয়ে এটা বলতে পারবে না। এই কথা বললে তো হবে না। উচ্ছেদ যাহাতে না হয় সেই কথা বলুন আপনি।

শ্রীমানিক দে ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবের মূল বিষয়টা হলো আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানো। যাহাতে করে আগরতলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করতে কোন রকমের অসুবিধা না হয়। এখানে মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন ব্রডগ্যাজ করার ব্যাপারে। আমি যতটুকু জানি লামডিং থেকে শিলচর পর্যন্ত ব্রডগ্যাজ করার ব্যাপারে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এখন শুধু বদরপুর থেকে আগরতলা হবে। না কুমারঘাট পর্যন্ত হবে এটা শধু ঠিক করা।

মিঃ স্পীকার ঃ- না, শুনোন এটা শুধু আগরতলা পর্যন্ত ব্রডগ্যাজ রেল লাইন সম্প্রসারণ করা হউক এই কথা লিখে দিলে হয়।

শ্রীমানিক দে ঃ- ঠিক আছে, বদরপুর থেকে আগরতলা পর্যন্ত ব্রডগ্যাজের রূপান্তরিত করা হউক। ফাস্ট পার্ট ঠিক আছে। এটা যুক্ত হবে - 'বদরপুর থেকে আগরতলা পর্যন্ত ব্রডগ্যাজে রূপান্তরিত করা হউক।' এই লাইনটা যুক্ত হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- এটাই তো বলছি।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- হ্যাঁ, এটাই ঠিক আছে। আর কিছু নয়।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, সেংশানটা হলো মিটার গ্যাজ এই পর্যন্ত আসবে, এটা সেংশান। এমন কোন কথা যাতে না হয় যে এই সেংশানটা বাদ দিয়ে এটা হউক। এইরকম হওয়া উচিত নয়। সুতরাং সেই জন্য যেটা আছে সেই কাজ চলতে থাকবে। এবং সেকেন্ড পার্টে ওটা দেওয়া দরকার।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) ঃ- এতে কোন অসুবিধা নেই। আমার কোন আপত্তি নেই স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ- এটা ঐ ভাবে আপনারা সব এখান থেকে কারেক্ট করে নিবেন। তাহলে উত্থাপক, প্রস্তাবক এবং আপনারা সবাই সর্বসম্মতভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে রেল আসুক এই সর্বসম্মতভাবে আপনারা এই প্রস্তাবটা পাশ করলেন। কাজেই, আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই সভা আগামী ২৪শে ডিসেম্বর ২০০১ইং সোমবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রহিল।

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE.
(Questions & Answers)

ANNEXURES -'A'

Admitted Starred Question No.-10

Name of M.L.A :- Shri Bijoy Kumar Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Depatment be pleased to state.

Question

1. Is it a fact that the following Class-XII (Twelve) schools are running with shortage of Technical Teaching Staff ?

a) Nepaltilla XII School under Longtharai Valley, Dhalai.

b) Dhumachhera XII School under Longtarai Valley, Dhalai.

c) Mani XII School, under Longtarai Valley, Dhalai, Tripura.

Answer

1. There is no provision, to provide Technical teaching staffs in any Class XII Schools. There is no school in the name of Nepaltilla Class XII School in Longtarai Valley, Dhalai. But there is a High School in Nepaltilla area in the name of Kathalcherra T.M.C. High School. These schools are running with shortage of some subject teachers.

Admitted Starred Question No.-12

Name of the M.L.A :- Sri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে রিয়াং আন্দোলন বা রিয়াং স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এবং ঐ জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কিত সংগীত, বিদ্যালয় ও কলেজ স্তরে পাঠ্য পুস্তকে আছে কিনা, এবং

২। যদি না থাকে উপরোক্ত বিষয়গুলি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করার ব্যবস্থা হবে কিনা ?

১। বর্তমানে বিদ্যালয় ও কলেজস্তরে পাঠ্য পুস্তকে ত্রিপুরা রাজ্যে রিয়াং আনোলন বা রিয়াং স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এবং ঐ জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কিত সংগীত অন্তর্ভূক্ত নেই।

২। বিষয়টি উপযুক্ত স্তরে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 14

Name of the Member :- Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education (Sports & Youth Affairs) Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কয়টি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে খেলাধূলার মাঠ নেই।

২। সেই সব বিদ্যালয়গুলিতে মাঠ তৈরীর ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা এবং

৩। না হলে, তার কারণ।

উত্তর

১। রাজ্যে মোট ১৩৬টি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে খেলাধূলার উপযুক্ত মাঠ নেই।

২। বিবেচনাধীন আছে।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 15
Name of the M.L.A:- Shri Khagendra Jamatia.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত?
২। তেলিয়ামুড়া (আই.এস) অধীন মুঙ্গিয়াবাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষিকার সংখ্যা কত, এবং
৩। ইহা কি সত্য যে উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকার অভাবে পঠন পাঠনে অসুবিধা হচ্ছে?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্তমানে মোট ৪০২
২। মুঙ্গিয়াবাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা মোট ১৩ জন।
৩। সত্য নহে।

Admitted Starred Question No. 16
Name of the M.L.A Shri Ratan Lal Nath

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের কতকগুলি বিদ্যালয়ে কম্প্যুটার শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে।
২। কতকগুলি বিদ্যালয়ে মোট কত সংখ্যক কম্প্যুটার রয়েছে, এবং
৩। উক্ত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কতগুলি বিদ্যালয়ে কম্প্যুটার ট্রেইন্ড টিচারের অভাব রয়েছে?

উত্তর

১। রাজ্য সরকারের ১৬টি বিদ্যালয়ে কম্প্যুটার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে।
২। ৭৯টি বিদ্যালয়ে ৩৩৫টি কম্প্যুটার রয়েছে।
৩। উক্ত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ৬৩টি বিদ্যালয়ে কম্প্যুটার ট্রেইন্ড টিচারের অভাব রয়েছে।

Admitted Starred Question No. 21
Name of the M.L.A :- Shri Subodh Nath
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education & Social Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে ওয়ার্ক হেল্পারদের বসার জন্য চেয়ার টেবিল নেই এবং
২। যদি সত্য হয় তবে কত দিনের মধ্যে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে চেয়ার ও টেবিল সরবরাহ করা হবে।

উত্তর

১। ইহা সত্য যে কিছু কিছু অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে ওয়ার্কার ও হেল্পারদের বসার চেয়ার টেবিল নেই।
২। বর্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যে সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সাহায্যকারীদের বসার ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 37
Name of the M.L.A :- Shri Pranab Debbarma
Will the Hon'ble Minister-in-charge in the Education Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে (২০০১-২০০২) কতটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এস.বি স্কুলে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

২। সিমনাছড়া জে.বি. স্কুলকেক এস.বি স্কুলে উন্নীত করার পরিকল্পনা দপ্তরের আছে কিনা, এবং
৩। না থাকিলে তার কারণ?

উত্তর

১। বিদ্যালয় উন্নীতকরণ শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী নহে, অর্থবর্ষ অনুযায়ী হয়। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ইতিমধ্যে ৯ (নয়)টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এস.বি. স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবর্ষে ১২টি প্রাথমিক স্কুল উন্নীত করণের পরিকল্পনা আছে।
২। বর্তমানে এইরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।
৩। প্রস্তাব আসিলে উন্নীত করণের মাপকাঠি অনুযায়ী বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

Admitted Starred Question No. 39

Name of the M.L.A :- Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge in the Education (Sports & Youth Affairs) Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে খেলার সরঞ্জাম দেওয়ার নিয়ম আছে কিনা এবং
২। থাকিলে অমরপুর মহকুমার তেনতুই হাইস্কুলে খেলার সরঞ্জাম না দেওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১। নাই।
২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 41

Name of the M.L.A :- Shri Pranab Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge in the Education Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে ১০জনেরও কম গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন এরকম কয়টি হাইস্কুল রয়েছে ঐ সকল বিদ্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষিকা দেওয়ার জন্য দপ্তর কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন।

১। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে বর্তমানে ১০জনের কম গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন এরকম হাইস্কুলের সংখ্যা ১৩২টি । যে সকল স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনুপাতে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক শিক্ষিকা বেশী আছেন ঐ সকল স্কুল হইতে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষত বদলী করে উক্ত ১৩২টি হাইস্কুলের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী পোষ্টিং দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 42

Name of the M.L.A:- Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the SCs and OBCs Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ২০০১-২০০২ ইং অর্থবর্ষে ও.বি.সি. ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে কতজন ও.বি.সি. ছাত্র ছাত্রীদের বুকগ্র্যান্ট দেওয়া হয়েছে।

২। দেওয়া না হলে এর কারণ কি এবং শীঘ্রই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা।

৩। উক্ত দপ্তর থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পে ওবিসিভুক্ত দরিদ্র তাঁতীদের কোন অর্থ সাহায্য করা হয়েছে কিনা এবং করা হয়ে থাকলে এর পরিমাণ কত।

৪। করা না হয়ে থাকলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। ২০০১-২০০২ ইং অর্থবছরে কোনও ও.বি.সি. ছাত্রছাত্রীদের বুকগ্র্যান্ট দেওয়া হয়না।

২। রাজ্য সরকার ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী ছাত্রছাত্রীদের বুকগ্র্যান্ট দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ৯৮-৯৯ইং সন থেকে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী ছাত্রছাত্রীদের প্রাক্‌মাধ্যমিক বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই মোতাবেক রাজ্য সরকার প্রাক্ মাধ্যমিক বৃত্তি দেওয়ার প্রকল্পটি চালু করেছে। তার জন্য বুকগ্র্যান্ট দেওয়ার প্রকল্পটি বন্ধ রয়েছে।

৩। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে কোনও ও.বি.সি. ভূক্ত তাঁতীদের কোনও অর্থ সাহায্য করা হয় নাই পরিমানের প্রশ্ন উঠেনা।

৪। আর্থিক অনটনের জন্য উক্ত প্রকল্পটি রূপায়ণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

Admitted Starred Question No. 45

Name of the M.L.A - Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the SCs and OBCs Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। চাকুরীরত উপার্জনশীল ছেলেমেয়েদের আয়ের থেকে অর্থ কেটে রেখে তাদের অসহায় বৃদ্ধ পিতা মাতাকে দেওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কিনা ? এবং

২। পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকলে কবে নাগাদ উক্ত আইন চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। না

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 52

Name of Member .- Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the SCs and OBCs Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে ও.বি.সি ছাত্রছাত্রীদের জন্য আগরতলায় হোস্টেল নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা। এবং

২। থাকলে, পরিকল্পনা রূপায়ণের বিষয়টি বর্তমানে কোন পর্যায়ে রয়েছে?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। ও.বি.সি ছাত্রদের জন্য ৫০ শতাংশ বিশিষ্ট ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য মঞ্জুরী দেওয়া হয়ে গেছে। তার নির্মাণের কাজ সহসাই শুরু হবে। ওবিসি ছাত্রীদের জন্য পুরাতন আইন কলেজের স্থানে ছাত্রীনিবাস তৈরী করা হবে। চারদিকের দেওয়াল নির্মাণ করার জন্য পূর্ত দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 54
Name of the Member :- Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট কয়টি আকাশবাণী ও দূরদর্শন কেন্দ্র আছে?

২। কেন্দ্রগুলির মধ্যে কোন কেন্দ্রে কত সময় সম্প্রচার করা হয় এবং এই সময় সীমা বাড়ানোর জন্য কোন উদ্যোগ রাজ্য সরকারের কর্তৃক নেওয়া হচ্ছে কিনা?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট [illegible]টি আকাশবাণী কেন্দ্র এবং ১টি দূরদর্শন কেন্দ্র আছে।

২। উক্ত কেন্দ্রগুলির মধ্যে কোন কেন্দ্রে কত সময় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয় তা এখানে দেয়া গেল ঃ-

আকাশবাণী	দূরদর্শন
ক) আগরতলা কেন্দ্র :	
[illegible] ১৪ঘন্টা - ২০মিঃ	আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে
[illegible] ঘন্টা ২০মিঃ	প্রতিদিন সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত
[illegible] ঘন্টা ৫০মিঃ	২ ঘন্টা করে স্থানীয় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়।
[illegible] ঘন্টা	
[illegible] থেকে শনিবার ৮ঘন্টা - ১৫মিঃ	
খ) কৈলাশহর কেন্দ্র :	
প্রতি রবিবার ৫ ঘন্টা	
[illegible] থেকে শনিবার পর্যন্ত ৭ঘন্টা ১৫মিঃ	

আকাশবাণী কেন্দ্রগুলির সম্প্রচারের সময়সীমা বাড়ানোর বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন পরিকল্পনা নেই। তবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আকাশবাণী কেন্দ্রগুলির সম্প্রচারের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়েছে। এছাড়া ককবরক ও অন্যান্য উপজাতি ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য একটি পৃথক চ্যানেল খুলতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এই পৃথক চ্যানেল খোলা হবে স্বাভাবিক ভাবেই আকাশবাণীর সম্প্রচারের সময়সীমা বৃদ্ধি পাবে।

দূরদর্শন কেন্দ্রের সম্প্রচারের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জোরালো দাবী জানানো হয়েছে। [illegible] দূরদর্শন কেন্দ্র থেকেও কক-বরক ও অন্যান্য উপজাতি ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য একটি পৃথক চ্যানেল খুলতে এবং বর্তমানে স্থানীয় অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সময়সীমা ও দিন যথাক্রমে প্রতিদিন দুই ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে কম পক্ষে ৪ ঘন্টা এবং সপ্তাহে ৫ দিনের পরিবর্তে ৭ দিন করার অনুরোধ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট জানানো হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 63
Name of the Member :- Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare & Social Education Department.

প্রশ্ন

১। আর. কে. পুর বিধানসভা কেন্দ্র সহ উদয়পুর মহকুমায় কত গুলি আই.সি.ডি.এস কেন্দ্র আছে।
২। প্রত্যেকটিতে বালাহারের ব্যবস্থা আছে কিনা, এবং প্রতিটি কেন্দ্রে রান্নাঘরের সুবিধা আছে কিনা, এবং
৩। উক্ত সুবিধাগুলি কোন কোন কেন্দ্রে বর্তমানে নেই?

উত্তর

১। আর.কে.পুর বিধানসভা কেন্দ্র সহ উদয়পুর মহকুমায় ২৪৪টি আই.সি.ডি.এস কেন্দ্র আছে।
২। প্রত্যেকটি কেন্দ্রে এস.এন.পির ব্যবস্থা আছে। ৯৯টি কেন্দ্রে রান্নাঘরের সুবিধা নেই।
৩। যে সমস্ত কেন্দ্রে উক্ত সুবিধা গুলি নাই তার নাম নিম্নে দেওয়া হল ঃ-

১। পশ্চিম খুপিলং পশ্চিমপাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
২। দরিয়াবাগমা মুসলিম পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৩। কালাবন দাস পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৪। ধীরেন্দ্র চৌধুরী পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৫। নং ১ তৈনানী দাস পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৬। চাপিয়া পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৭। দেবনাথ পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৮। পঃ আড়ালিয়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৯। থলিবাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
১০। ইছামারা অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
১১। পাউরাঘোড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
১২। গাথালং অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
১৩। পুরাতন জোলাইবাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
১৪। সুরেশ ত্রিপুরা পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
১৫। সোনামুড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
১৬। রাজপদবাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
১৭। দক্ষিন বাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
১৮। আজলা বাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
১৯। দঃ মরমটিলা অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
২০। উত্তর ফোটামাটি অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
২১। উত্তর মরমটিলা অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
২২। দক্ষিন ফোটামাটি অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
২৩। পূর্ব নোয়াবাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
২৪। ওয়ারেন বাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
২৫। গাংকিরা অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
২৬। গর্জন মুড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
২৭। আমতলী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
২৮। কুকিবাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
২৯। বলরাই বাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৩০। আর এম কলোনী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৩১। জমাতিয়া বাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৩২। ভাদুরী পাথার অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৩৩। বাহাদুর টিলা অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৩৪। বাসীচাঁন্দ মুরাসিং পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৩৫। ধুছিখোলা অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৩৬। উয়ালিয়া মুড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৩৭। মেলাঘর টিলা অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৩৮। রানী বুদ্ধার ঘোড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৩৯। রানী মধ্যপাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৪০। রানী কানি পাথার অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৪১। শিলাঘাটি পূর্ব পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৪২। কলেজটিলা অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৪৩। রামকৃষ্ণপাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৪৪। টেপানিয়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৪৫। ছাগরিয়া উত্তর পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৪৬। মধ্যপাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৪৭। নালিয়ামুড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৪৮। দীঘির পার অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৪৯। শিলোংবাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৫০। বৈরাগী বাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৫১। বিশ্বচন্দ্র পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৫২। ঠাডাছড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৫৩। পিরকান্ত পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৫৪। সিমনাছড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার

৫৫। [illegible] অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৫৬। মানিক্য অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৫৭। মনিখার [illegible] কলোনী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৫৮। রাইয়া মলসম অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৫৯। নোয়াবাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৬০। ওয়ারেংবাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৬১। সাউথ [illegible] বাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৬২। সনখলা বাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৬৩। দেওয়ান বাজার অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৬৪। থলিবাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৬৫। উত্তর [illegible] অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৬৬। তিন খরিয়া বাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৬৭। পদ্মরাম বাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৬৮। মইথুলং বাড়ী
[illegible] অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৭০। উত্তর চামুরা বাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
[illegible] অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৭২। অর্জুনবাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৭৩। [illegible] পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৭৪। তাই চাকমা বাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
[illegible] অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৭৬। জলেমা মুসলীম পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
[illegible]
৭৮। কচিগাঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৮০। পশ্চিম জলেমা অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
[illegible] অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৮২। রাই পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
[illegible] সেন্টার
৮৪। কাইপেং ধৌলাই অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
[illegible] সেন্টার
৮৬। বামপই বাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
[illegible] সেন্টার
৮৮। রোঠাছড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
[illegible] অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৯০। ওমলক বাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
[illegible] সেন্টার
৯২। হেয়ার বাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৯৩। [illegible] সেন্টার
৯৪। দক্ষিন চাইমুড়া বাড়ী
৯৫। [illegible] অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৯৬। ছোট সাংগরাই অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
[illegible] অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
৯৮। ৩নং কলোনী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার
[illegible] অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার

Admitted Starred Question No. 68
Name of the M.L.A :- Shri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Youth Affairs & Sports Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। [illegible] সুইমিং পুলের সংখ্যা কত, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)
২। এগুলিতে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে কিনা, এবং
৩। থাকলে কতজন নিয়মিত ও অনিয়মিত প্রশিক্ষক রয়েছেন?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট সুইমিং পুলের সংখ্যা ১০টি। পশ্চিম ত্রিপুরায় ৪টি, দক্ষিন ত্রিপুরায় ৫টি এবং ধলাই জেলায় ১টি।
২। আছে।
৩। ১৩জন নিয়মিত প্রশিক্ষক রয়েছেন।

Admitted Starred Question No. 69
Name of the M.L.A:- Shri Subodh Nath
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার কদমতলাতে একটি গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল স্থাপন করার সরকারী কোনও পরিকল্পনা আছেকিনা
২। থাকলে কবে নাগাদ তা চালু করা যাবে বলে আশা করা যায় এবং
৩। না থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। বর্তমানে এই রূপ কোন পরিকল্পনা নেই।
২। প্রশ্ন উঠে না।
৩। কদমতলা ব্লক এলাকায় বর্তমানে ১২ (বার)টি হাইস্কুল এবং ৪ (চার)টি হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুল আছে। সেই স্কুলগুলিতে কদমতলা এলাকার ছাত্রীরা সহজেই লেখা পড়া করতে পারে। তাই কদমতলাতে একটি পৃথক সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কোনরূপ যৌক্তিকতা নেই।

Admitted Starred Question No. 185
Name of the Member :- Shri Samir Deb Sarkar.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department to pleased to State.

প্রশ্ন

১। গত ১৯৯৮-৯৯ইং, ১৯৯৯-২০০০ইং এবং ২০০০-২০০১ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট কতটি বিদ্যালয়ের পাকাবাড়ী নির্মাণ করা হয়েছে (H/S, High, Sr. Basic & J.B. School) এবং কত টাকা ব্যয় হয়েছে।
২। বর্তমান অর্থবর্ষে কতটি বিদ্যালয়ের পাকা বাড়ী নির্মাণ করা হবে এবং
৩। খোয়াই মহকুমার লালছড়া গার্লস হাইস্কুলটির পাকা বাড়ী নির্মাণের কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। গত ১৯৯৮-৯৯ইং, ১৯৯৯-২০০০ইং এবং ২০০০-২০০১ইং অর্থবর্ষে যে সমস্ত বিদ্যালয়ের পাকাবাড়ী নির্মাণ করা হয়েছে তার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল ঃ-

	১৯৯৮-৯৯		১৯৯৯-২০০০		২০০০-২০০১	
	মোট সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	মোট সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	মোট সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
J.B	৯৮টি	২কোটি২৮লক্ষ ১০হাজার	৪৯টি	১কোটি ৫৯লক্ষ ৯৩ হাজার	২১৬টি	৭কোটি ৪০লক্ষ
Sr. Basic	১৭টি	১কোটি ৪০লক্ষ ৮০হাজার	২৬টি	১কোটি ৪লক্ষ	৭টি	১৯লক্ষ৩০ হাজার
High	৭টি	৪৮ লক্ষ ৪৫ হাজার	৭টি	২৯লক্ষ	৫টি	১৪ লক্ষ ৪ হাজার
H/S	৯টি	৯৯লক্ষ ৩১ হাজার	৩টি	১২লক্ষ	৩টি	২০লক্ষ ২৬ হাজার

২। বর্তমান অর্থ বৎসরে ১২৪টি প্রাইমারি, ১১৫টি এস.বি ও ৩১টি হাই এবং ১২টি হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের পাকাবাড়ী নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

৩। খোয়াই মহকুমার লালছড়া গার্লস হাইস্কুলের পাকাবাড়ী নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়ার কোন পরিকল্পনা বর্তমান অর্থবর্ষে নেই।

Admitted Starred Question No. 189
Name of the Member :- Sri Birajit Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Minorities Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। গত ১৯৯৮-১৯৯৯, ১৯৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১ এবং চলতি অর্থবর্ষের জুলাই পর্যন্ত মোট কত সংখ্যক সংখ্যালঘু রোগীকে কত টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে, (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন অর্থের পরিমাণ কত) এবং
২। কি পদ্ধতিতে এই অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় ?

১। উক্ত তথ্য নিম্নে দেওয়া গেল ঃ-

আর্থিক বৎসর	মোটব্যয়	উপকৃতের সংখ্যা
১৯৯৮-৯৯	--	--
১৯৯৯-২০০০	৩.০০ লক্ষ	৩০০ জন
২০০০-২০০১	১০.০০ লক্ষ	১০০৩ জন
২০০১-২০০২ জুলাই মাস পর্যন্ত	৬.০০ লক্ষ	৮০০ জন
সর্বমোট	১৯.০০ লক্ষ	২১০৩জন।

খ) সর্বোচ্চ অর্থের পরিমাণ - ৫০০০ টাকা।
সর্বনিম্ন অর্থের পরিমাণ - ৫০ টাকা।

২। দরখাস্তকারীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং সে যদি দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে থাকে এবং রাজ্যের যেকোন সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে থাকে তবে তাকে দপ্তর থেকে আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করা হয়ে থাকে।

Admitted Starred Question No. 190
Name of the M.L.A. :- Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department to pleased to State.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কতটি হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ চালু আছে,
২। এগুলির মধ্যে কতটি গার্লস হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল,
৩। খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ বর্তমানে চালু আছে কিনা এবং
৪। না থাকিলে, অবিলম্বে চালু করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে ৮৮ (অষ্টআশি)টি হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ চালু আছে।
২। রাজ্যে বর্তমানে ৭ (সাত)টি গার্লস হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ চালু আছে।
৩। না।
৪। বর্তমানে এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 192
Name of the Member :- Shri Samir Deb Sarkar.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Youth Affairs & Sports Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ইং সনের মার্চ মাস থেকে ২০০১ ইং সনের নভেম্বর অব্দি সময়ে রাজ্যের বাইরে খেলার জন্য কতজন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছে ও বাইরে খেলায় অংশ নিয়েছেন।

২। উপরোক্ত সময়ে রাজ্যের কতজন খেলোয়াড় জাতীয় দলের হয়ে বিভিন্ন খেলায় দেশ ও দেশের বাইরে অংশ নিয়েছেন?

উত্তর

১। ১৯৯৮ইং সনের মার্চ মাস থেকে ২০০১ইং সনের নভেম্বর অব্দি সময়ে রাজ্যের জন্য মোট ১৯৫৬জন খেলোয়াড় জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন ও জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করেছেন।

২। উপরোক্ত সময়ে রাজ্যের ১৯৫জন খেলোয়াড় জাতীয় দলের হয়ে বিভিন্ন দেশ ও দেশের বাইরে অংশ নিয়েছেন।

Admitted Starred Question No. 196
Name of the M.L.A :- Shri Padma Kumar Debbarma
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Youth Affairs & Sports Department to pleased to State.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতজন শারীর শিক্ষক আছে।

২। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যে বিভিন্ন এস.বি. বিদ্যালয়গুলিতে শারীর শিক্ষক নেই

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে এই সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে কবে শারীর শিক্ষক নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায় এবং

৪। যদি নিয়োগ না করা হয়, তবে ইহার করাণ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ১০২৬জন শারীর শিক্ষক ও জুনিয়র শারীর শিক্ষক বর্তমানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরে কর্মরত আছে।

২। হ্যাঁ।

৩। নূতন শারীর শিক্ষকের পদ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এস.বি. বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURES- B

Admitted Un-starred Question No. 20
Name of the M.L.A:- Shri Billal Mia
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department to pleased to State.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার জুনিয়ার বেসিক, সিনিয়র বেসিক, হাইস্কুল এবং দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলগুলিতে কোন্ স্তরে কত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ২০০০-২০০১ইং শিক্ষাবর্ষে পাঠরত রয়েছে,

২। এই সকল ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সংখ্যালঘু মুসলিম ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত।

৩। ১৯৯৯-২০০০ইং শিক্ষাবর্ষে বুকগ্রান্ট, স্টাইপেন্ড এবং অন্যান্য কোন কোন সরকারী অনুদান কোন্ স্তরের কত সংখ্যক সংখ্যালঘু মুসলিম ছাত্র ছাত্রীকে দেওয়া হয়েছে এবং

৪। ইহাতে এই বাবদ মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে?

উত্তর

১। ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে জুনিয়ার বেসিক, সিনিয়ার বেসিক হাইস্কুলে ও দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলগুলিতে স্তর ভিত্তিক ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ-

		ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা
ক) জুনিয়র বেসিক (I-V)	-	৪,৫৩,০২৫ জন
খ) সিনিয়ার বেসিক (VI-VIII)	-	১,৬০,৫৭৭ জন
গ) হাইস্কুল (IX-X)	-	৭৩,৯০৩ জন
ঘ) দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল (XI-XII)	-	২৪,৮১৯ জন।

২। আলাদা করে মুসলিম ছাত্র ছাত্রীদের কোন পরিসংখ্যান রাখা হয় না।

৩। ধর্মীয় সংখ্যালঘু (মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈন ইত্যাদি) সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন সরকারী অনুদান যথা বুকগ্রান্ট, প্রিমেট্রিক, পোষ্টমেট্রিক স্টাইপেন্ড ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। মোট ৭,৮৭৩ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও মুসলিম ছাত্র ছাত্রীকে উক্ত স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়েছে।

৪। এই বাবদ মোট ২৩লক্ষ ২৯ হাজার ৯৫০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

Admitted Un starred Question No. 26

Name of the M.L.A. :- Shri Syamacharan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Edcuational Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। এ.ডি.সি. এবং নন এ.ডি.সি. এলাকায় মোট কতগুলি উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক নেই (বিদ্যালয় পরিদর্শক ভিত্তিক হিসাব)।

২। উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক না থাকার কারণ কি ?

৩। ঐ গুলিতে শিক্ষক দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা এবং

৪। ঐ সকল বিদ্যালয়ে কয়টিতে পাকাবাড়ি আছে।

১। ৩১টি উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক নেই। বিদ্যালয় পরিদর্শক ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।

২। উক্ত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ই ২০০০-২০০১ ইং শিক্ষাবর্ষ নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় থেকে উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। তাই এখনো গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া বর্তমান পরিস্থিতির কারণেও সবখানে শিক্ষক ঠিকমত যেতে পারছেন না।

৩। অন্যান্য বিদ্যালয় থেকে যেখানে বেশী সংখ্যক গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক আছেন সেখান থেকে বদলী করে উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজন মত পোস্টিং দেওয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৪। ঐ সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে ১২টিতে পাকা বাড়ি আছে।

বিদ্যালয় পরিদর্শক ভিত্তিক হিসাব ঃ-

১। বিদ্যালয় পরিদর্শক জিরানীয়া - ২টি

২। বিদ্যালয় পরিদর্শক সোনামুড়া - ৪টি

৩। বিদ্যালয় পরিদর্শক তেলিয়ামুড়া - ১টি

৪। বিদ্যালয় পরিদর্শক খোয়াই - ৩টি

৫। বিদ্যালয় পরিদর্শক মোহনপুর - ৩টি

৬। বিদ্যালয় পরিদর্শক উদয়পুর - ১টি

৭। বিদ্যালয় পরিদর্শক অমরপুর - ৫টি

৮। বিদ্যালয় পরিদর্শক কৈলাশহর - ৩টি

৯। বিদ্যালয় পরিদর্শক কমলপুর - ২টি
১০। বিদ্যালয় পরিদর্শক ছৈলেংটা - ২টি
১১। বিদ্যালয় পরিদর্শক কাঞ্চনপুর - ৩টি
১২। বিদ্যালয় পরিদর্শক বিলোনীয়া - ১টি
১৩। বিদ্যালয় পরিদর্শক ধর্মনগর - ১টি
মোট - ৩১টি

Admitted Unstarred question - 27

Name of the Member. :- Shri Subodh Nath & Shri Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Edcuational Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের বিভিন্ন মাধ্যমিক, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষকের অভাবে ছাত্র ছাত্রীদের পঠন পাঠনের বিঘ্নিত হচ্ছে।

২। যদি সত্য হয় তাহলে কোন্ কোন্ মাধ্যমিক, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও বিষয় শিক্ষকের অভাব রয়েছে। (বিষয় সহ বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। কবে নাগাদ ঐ সকল শূন্যপদ পূরণ করা হবে বলে আশা করা যায় এবং

৪। শূন্যপদ পূরণ করা না হলে তার কারণ?

১। আংশিক সত্য।

২। তালিকা জুড়ে দেওয়া হল।

৩। ২০০২ইং সনের মার্চ মাসের মধ্যে খালিপদে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৪। ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

LIST OF HIGH SCHOOLS RUNNING WITHOUT DESIGNATED HEADMASTER HIGH SCHOOL

NAME OF THE SUB-DIVISION

SADAR SUB-DIVISION

1. Janmajoynagar High School.
2. Jatindra Kr. High School.
3. Pruba Noabadi High School.
4. New Mandai bazar Girl's High School.
5. Bhrigudas bari High School.
6. Katlamara High School.
7. Simna High School.
8. Uttar Debendranagar High School.
9. Jagatpur High School.

BISHALGARH SUB-DIVISION

1. Paschim Gakulnagar High School.
2. Chesrimai High School.
3. Golaghati High School.
4. South Charilam High School.
5. Matinagar High School.
6. Kalkalia High School.
7. Uttar Kaiyadhepa High School.
8. Musraipara High School.
9. Jampai Gobenda Thakurpara High School.

SONAMURA SUB-DIVISION

1. Batadhala High School.
2. Karangatali (North) High School.
3. Santinagar High School.
4. Durgapur High School.
5. Kali Krishnanagar High School.
6. Taksapara High School.
7. Laxmandhepa High School.
8. Matinagar High School.
9. Bhabanipur High School.
10. Kumariakucha High School.
11. Thalibari High School.
12. Kamalnagar High School.
13. Bejimara High School.
14. Rangamura Upper High School.
15. Manikya nagar High School.

KHOWAI SUB-DIVISION

1. Dhalabill High School.
2. Gopalnagar High School.
3. Iswar Sardar High School.
4. Ampura Bazar High School.
5. Gouranga Tilla High School.
6. West Santinagar High School.
7. East Brahmma Charra High School.
8. Thapi Dayal Vidyaniketan High School.
9. Methurai Reanghari High School.

DHARMANAGAR SUB-DIVISION

1. Jalabassa High School.
2. Lalchara Col. High School.
3. Jubarajnagar High School.
4. Paschim Panisagar High School.
5. Satsangam High School.
6. Brajendranagar High School.
7. Churaibari High School.
8. Laxminagar High School.
9. Lalchara High School.
10. Kanchanpur Engg. Medium High School.
11. Damchara High School.
12. Nabincherra High School.
13. Krishna Tilla High School.

KAILASHAHAR SUB-DIVISION

1. Bhadrapalli High School.
2. Belkumbari High School.
3. Laljuri High School.
4. Dudpur High School.
5. Irani High School.
6. Jarultali High School.
7. Gakulnagar High School.
8. Netaji Vidyapith Engg. Mad. High School.
9. Ramkamal High School.

LONGTHARAI VALLEY SUB-DIVISION

1. Gagracherra High School.
2. Bijoygiri Dewanpara High School.
3. 82 Miles proper High School.
4. Bekcharra High School.

KAMALPUR SUB-DIVISION

1. Debicherra High School.
2. Harerkhola High School.
3. Mendi Hower High School.
4. Mohanpur High School.
5. Dulabari (Gate) High School.
6. Balaram High School.
7. Uttar Latchari High School.

GANDACHARRA SUB-DIVISION

1. Jagabandhapara High School.
2. Kabiguru Rabindra Smriti Vidyabhaban High School.

UDAIPUR SUB-DIVISION

1. Dudhpuskarini High School.
2. East Fotamati High School.
3. Mirza Chandrapur High School.
4. [illegible]nagar High School.
5. Hirapur High School.
6. [illegible]huram Reangbari High School.
7. Jalemabari High School.
8. [illegible]pabari High School.
9. Raiebar High School.

AMARPUR SUB-DIVISION

1. Malbassa High School.
2. [illegible]abari High School.
3. Kauamaraghat High School
4. J[illegible]angbari High School.
5. Nagraibari High School.
6. Cheilagang High School.

[illegible]SION

1. Shyamsing High School.
2. M[illegible]ni Tahashil High School.
3. Doulbari High School.
4. S[illegible]uth Kalapania High School.
5. Gopal Ch. R.P. High School
6. [illegible]hari High School.
7. South [illegible]ani Bazar High School

SABROOM [illegible]SION

1. Elamara High School
2. [illegible]akapa High School.
3. Baishnabpur High School.
4. Chalita Bankul Col. High School.

BELONIA [illegible]VISION

1. Puran Rajbari [illegible]
2. Niharnagar High School.
3. Kukicharra High School
4. Uttar Bharat Chandranagar High School.
5. Gajaraia High School
6. Krishnanagar High School.
7. Radhanagar High School.
8. Ekinpur High School.
9. Sonapur Girl's High School.
10. [illegible]shyamukh Girl's High School.
11. Gabtali High School.
12. [illegible]pur High School.
13. Manurmukh High School.
14. [illegible]prasad para High School.
15. Kalashi High School.
16. Charakbai High School.
17. Avanga Chara High School.
18. Santirbazar Girl's High School.
19. Srikantabari High School
20. Chandranath Chow. Para High School.
21. Dronojoy C.P. High School.

LIST OF H.S. (+2 STAGE) SCHOOLS RUNNING WITHOUT HEADMAS[illegible]ADMISTRESS.

SADAR SUB-DIVISION

1. Bodhjung Boys H.S. School.
2. Arundhutinagar H.S. School.
3. Ramnagar H.S. School
4. U[illegible] Vidyabhaban Girl's H.S. School
5. Kunjaban Township H.S. Sch[illegible]
6. G[illegible]dhigram H.S. School.
7. Berimura H.S. School
8. Ran[illegible]goan H.S. School.
9. Old Agartala H.S School.
10. Ma[illegible]dai bazar H.S. School.

11. Ishanpur H.S. School.
12. Sukhamoy H.S. School.
13. Mohanpur H.S. School.
14. Taltala H.S. School.
15. Barkathal H.S. School.
16. Navagram H.S. School.
17. Nandanagar H.S. School.
18. Choudhury bari Girl's H.S. School.
19. Kobrakhamar H.S. School.

BISHALGARH SUB-DIVISION

1. Madhupur H.S. School.
2. Charilam H.S. School.
3. Lalsingmura H.S. School.
4. Charipara H.S. School.
5. Sekerkote H.S. School.
6. Subhashnagar H.S. School.
7. Badharghat H.S. School.
8. Srinagar Gabardi H.S. School.
9. Sudhanya Debbarma Memorial H.S. School.

SONAMURA SUB-DIVISION

1. N.C. Institution
2. Kathalia H.S. School.
3. Sonamura Girls H.S. School.
4. Khas Chowmohani H.S. School.
5. Nalchar H.S. School.
6. Kalamchowra H.S. School.
7. Urmai H.S. School.
8. Nidaya H.S. School.
9. Taibandal H.S. School.
10. Durlav Narayan H.S. School.
11. Melaghar Girl's H.S. School.
12. Rabindranagar H.S. School.
13. Bar Narayan H.S. School.

KHOWAI SUB-DIVISION

1. Khowai Girl's H.S. School.
2. Chebri H.S. School.
3. Ratanpur H.S. School.
4. Behalabari H.S. School.
5. Birchandrapur H.S. School.
6. Sonatala H.S. School.
7. Singhicherra H.S. School.
8. Teliamura H.S. School.
9. Moharcharra H.S. School.
10. Ghilatali H.S. School.
11. Balaramkobra H.S. School.
12. North Ghilatali (Ratie) H.S. School.
13. Maharanipur H.S. School.
14. Kabi Nazrul Vidyabhaban H.S. School.
15. Bharat Sardar H.S. School.
16. Tulasikhar Rajnagar H.S. School.
17. Asharambari H.S. School.
18. Khowai Town Eng. Medium H.S. School.
19. Jambura H.S. School.

AMARUR SUB-DIVISION

1. Amarpur H.S. School.
2. Nutanbazar H.S. School.
3. Ampinagar H.S. School.
4. Taidubari H.S. School.
5. Rangamati H.S. School.
6. Karbuk Panjihun H.S. School.

UDAIPUR SUB-DIVISION

1. K.B. Institution
2. Mria H.S. School.
3. Tripura Sundari H.S. School.
4. Chandrapur H.S. School.
5. Shalgarha H.S. School.
6. Garjee H.S. School.

7. Jamjuri H.S. School.
8. Hariananda Girl's H.S. School.
9. Gangacharra H.S. School.
10. Pitra H.S. School.
11. Gakulpur Col. H.S. School.
12. Udaipur Eng. Medium H.S. School.
13. Noabari H.S. School.
14. Khilpara H.S. School.
15. South Bagma Samatalpara H.S. School

BELONIA SUB-DIVISION

1. Bir Chandra Manu Sahid SmritiVidyamandir H.S. School.
2. Bagafa Ashram H.S. School.
3. Baikhora H.S. School.
4. Muhuripur H.S. School.
5. Jolaibari M.M. Girl's H.S. School.
6. Debdaru H.S. School.
7. Barpathari H.S. School.
8. East Kalaberia H.S. School.
9. Rajnagar Col. H.S. School.
10. Abhoynagar H.S. School.
11. B. K. Institution
12. Belonia Town Eng. Medium H.S. School.
13. Chottakhola H.S. School.
14. South Bharat Ch. Nagar H.S. School.
15. West Bagafa H.S. School.

SABROOM SUB-DIVISION

1. Sabroom Boys H.S. School.
2. Sabroom Girl's H.S. School.
3. Manu H.S. School
4. Brajendranagar H.S. School.
5. Gardhang H.S. School
6. Harina H.S. School.
7. Satchand H.S. School.
8. Madhanagar H.S. School.
9. No. 2 Jalefa H.S. School.
10. Silachari H.S. School.
11. Manubankul H.S. School.

KAMALPUR SUB-DIVISION

1. Kamalpur H.S. School.
2. K.C. Girl's H.S. School.
3. Halhali H.S. School.
4. Marachara H.S. School.
5. Ujan Chankap H.S. School.
6. Kulai H.S. School.
7. Kamalpur Madrassa H.S. School.
8. Sridampur H.S. School.

LONGTHARAI VALLY SUB-DIVISION

1. Chailengta H.S. School.
2. Manughat H.S. School.
3. Dhumacharra H.S. School.
4. Chowmanu Govt. H.S. School.

KANCHANPUR SUB-DIVISION

1. Ledrai Dewan H.S. School.
2. Laljuri H.S. School.

KAILASHAHAR SUB DIVISION

1. R.K. Institution
2. Pabiacharra H.S. School.
3. Dalugoan H.S. School.
4. Kumarghat Girl's H.S. School.
5. Belcharra H.S. School.

DHARMANAGAR SUB-DIVISION

1. B. B. Institution
2. Bilthai H.S. School.
3. Padmapur H.S. School.
4. Panisagar H.S. School.
5. Krishnapur H.S. School.
6. Sribhumi Vidyabhaban H.S. School.
7. Rajbari Girl's H.S. School.
8. Ganganagar H.S. School.
9. Jiban Tripura H.S. School.
10. Kadamtala H.S. School.
11. Baghan H.S. School.

List of High Schools which are running with shortage of subject Teachers.

Sl.No. Name of Schools

SADAR

1. Shibnagar Bhorakha High School.
2. Brigudasbari High School.
3. Bidhannagar High School.
4. Chandrapur High School.
5. Akhaliacharra High School.
6. Darogamura High School.
7. Uttar Debendranagar High School
8. Jagatpur High School.

BISHALGARH

1. Ramnayan Thakurpara High School.
2. Telarban High School.
3. Golaghati High School.
4. Pramodenagar High School.
5. Musraipara High School.
6. Pekuarjala High School.
7. Amarendranagar High School.
8. Jampuijala Girl's High School.

SONAMURA

1. Rahimpur High School.
2. Laxmandepa High School.

KHOWAI

1. Banbazar High School.
2. Gopalnagar Col. High School.
3. Baramaidan High School.
4. Anpurabazar High School.
5. Hadrai Radhamadhab High School.
6. Sardukarkari High School.
7. Nakhatala High School.
8. Thapi Dayal Vidyaniketan High School.
9. Metharai Reangbari High School.

KAILASHAHAR

1. Goldharpur P.S. High School.
2. Joyganti High School.
3. Betcharra High School.
4. Dhanbilash High School.
5. Fatikcharra High School.
6. Kaulikura High School.
7. Laljuri High School.

KANCHANPUR

1. Purba Satnala High School (Colony).
2. Anandabazar High School.
3. Sabual High School.
4. Santipur High School.
5. Gachirampara High School.
6. Tlangsang High School.
7. Kanchanpur Col. Girl's High School.
8. Rabindranagar High School.

9. Ram haran Chow. para High School
10. Nabincharra High School.
11. Khedacharra High School.
12. Krishnatilla High School.
13. Akshyamani (Dhanicharan) High School.

LONGTHARAI VALLEY

1. Kathalcharra TMC High School.
2. Bhaiboncharra High School.
3. Bakcharra High School.

AMARPUR

1. Jagabandhupara High School.
2. Shyabari High School.
3. Sonacharra TMC High School.
4. Kuwmaraghat High School.
5. Bashi Chandra Para High School.
6 Nagraibari High School.

KAMALPUR

1. Debicharra High School.
2. Lanbucharra High School.
3. Purba Dulocharra High School.
4 Satyaram RC Para High School.
5. Ganganagar High School.
6. Uttar Lalchari High School.

UDAIPUR

1. R. K. Chow. Para High School
2. Debtamura High School.
3. Jalemabani High School.
4. Tairupabari High School.

SABROOM

1. Elmara High School.
2. South Manubazar High School.

BELONIA

1. Gabtali High School.
2. Manumukh High School.
3. Santirbazar High School.
Chandranath Chow. Para High School.

List of H/S +2 Schools which are running with shortage of subject Teachers.

Sl.No. Name of School.

SADAR

1. Barkathal Class XII Schools, Sadar.

BISHALGARH

1. Sudhanwa Debbarma Class XII Schools
2. Srinagar Gabardi Class XII Schools.

KHOWAI

1. Ratanpur Class XII Schools.
2. Khowai Town English Medium Class XII Schools.
3. Jambura Class XII Schools.
4. Teliamura Class XII Schools.
5. Balaram Kobra Class XII Schools.
6. Maharanipur Class XII Schools.
7. Kaji Nazrul Vidyabhaban.
8. Bharat Sardar Class XII Schools.
9. Asharambari Class XII Schools.

SONAMURA

1. Barnarayan Class XII Schools.
2. Rabindranagar Class XII Schools.

LONGTHARAI VALLY

1. Chailengta Class XII Schools,
2. Manughat Class XII Schools,
3. Madhab Chandra Class XII Schools,
4. Dhumacherra Class XII Schools,

KAMALPUR

1. Sridampur Class XII Schools.
2. Kulai Class XII Schools.

KAILASHAHAR

1. Belcharra Class XII Schools.

DHARMANAGAR

1. Sribhumu Vidyabhaban.
2. Nayapara Class XII Schools.
3. Pratyekroy Class XII Schools.
4. Jiban Tripura Class XII Schools,

KANCHAMPUR

1. Jampui Class XII Schools.
2. Uttar Laljuri Jayasree Class XII Schools.
3. Laljuri Class XII Schools.
4. Kanchanpur Colony Girl's Class XII Schools.

BELONIA

1. Muhuripur Class XII Schools.
2. Jolaibari M. M. Girl's Class XII Schools,
3. Chottakhola Class XII Schools.

SABROOM

1. No. 2 Jalefa Class XII Schools.

AMARPUR

1. Ampinagar Class XII Schools.
2. Raimati Class XII Schools.

UDAIPUR

1. Jamjuri Class XII Schools.
2. Noabari Class XII Schools.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

MONDAY, THE 24TH DECEMBER 2001.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A.M. on Monday, the 24th December 2001.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Hon'ble Speaker in the Chair, the Hon'ble Deputy Speaker, the Hon'ble Chief Minister, 16 Ministers and 33 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :- আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা আছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকলে সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার বললে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন, মাননীয় সদস্য শ্রী বিজয় কুমার রাংখল্ ।

Mr. Bijoy Kr. Hrangkhawl(Kolai) :- Sir, Admitted starred Question No. 20

Mr. Badal Choudhury(Minister) :- Sir, Admitted starred Question No 20

QUESTIONS

1 Is there any plan of the Government to de-Commission the Dumbur Hydel project

2. If yes, how and when.

3. If no, the reason thereof.

4. And what is the total power Generation capacity of the

i):-NEEPCO and Gas Thermal Stations in Tripura and

ii):-What is the Share of the State, out of the total Power generation of the both?

ANSWERS

1. No

2. Question does not arise.

3. The Government of Tripura has no plan to de-commission the Dumbur Hydel Project because It is generating Power very efficiently with an average of 65 million units per year.Per unit cost of Gumti Hydel Project is Rs 0.76 which is lowest compared to other two generating stations of Tripura.

4. i):-The Total Power Genaration capacity of NEEPCO (Ramchandranagar) and the Gas Thermal Stations in Tripura is 148.5 M.W.

a) NEEPCO(Ramchandranagar)- 4x21 MW = 84M.W.

b) Rokhia G.T.P.S(own)- 6x8 MW = 48M.W.

c)Baramura G.T.P.S.(own)- (2x5)+(1x6.5)MW =16.5M.W.

Total =148.5 M.W.

It is mentioned here that though the generating capacity of NEEPCO (Ramchandranagar) is 84 M.W. but actually it is generating 3x21MW=63MW. one unit is kept as standby.

Out of this generat of power only 12 MW is available for the State as a share (19.8%).

Though the generating capacity of Rokhia is 48 MW but actually it is generating 30-35 MW. per day due to ageing of the machines. One unit is kept as stand by.

Though the generating capacity of three units of Baramura is 16.5 MW. it is generation 3.5 MW per day in an average. As two units are inoperative for a long period.

4. ii):- Out of the total generation (63MW) from NEEPCO (Ramchandranagar), 12 MW is available for the State as a share (19.8%),Rokhai Ohasw-? (Unit V & VI) generating capacity 2x8MW=16 MW is constructed under financial assistance from North-Eastern Council.

Accordingly 50% of 16 MW. Power generating from Unist no (V & VI) is allocated for Mizoram State.

শ্রী বিজয় কুমার রাংখল :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার একটি প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল ডম্বুরে সাব-মার্স যে এলাকায় যত কালটিভেবল ল্যান্ড সাব-মার্স হলো এই সব যাতে হিসাব করা হয় এবং সেখানে বর্তমানে পাওয়ার জেনারেশান যে কষ্ট এটা টালি করলে বুঝা যায় আমাদের রাজ্য সরকারই হোক, আমাদের জনসাধারনই হোক তাতে অনেক লস্ আছে। কাজেই এখানে আমার প্রশ্নের পয়েন্ট হলো গভর্ণমেন্ট কি এই স্টেপ নিতে পারবে যে এটা আমরা ডি-কমিশন করলাম, নাকি আমাদের আসলে ক্ষতি হবে এবং কত লাভ হবে ওভার অল এটা কি হিসাব করা আছে কিনা এবং যদি করা থাকে এটাকে ডি-কমিশন করতে আমাদের যদি এতই ক্ষতি বা লাভ হয় এটা বোর্ড স্টেপ কি সরকার নেবার কোন স্টেপ গ্রহণ করবে কিনা?

দ্বিতীয়ত : আমাদের এখানে যে বর্তমানে বিগত কয়েক মাস ধরে অনেক লোড শেডিং। দিনে তিনবার এক থেকে দুই ঘন্টা করে লোড শেডিং হয়। কাজেই আমাদের মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিলেন যে রুখিয়া হউক,রামচন্দ্রঘাট হোক বিভিন্ন থার্মাল থেকে হোক নেপকো থেকে হোক আমাদের যে হিউজ প্রোডাকশান এর স্টোর আছে এটা কি রাজ্য সরকার ঠিক কত এটাকে ইউজ করতেছে কিনা, না এটা রেভিনিউর অভাবে ইউজ করা হইতেছে না এবং রাজ্য সরকার এটাকে উন্নতি করার জন্য কোন পদক্ষেপ নিতেছে না। যদি আমাদের ডম্বুর থেকে উৎপাদন যথেষ্ট হয় তবে লোড শেডিং এ প্রশ্ন কেন এটা মাননীয় মন্ত্রী পরিষ্কার করবেন কিনা? উৎপাদনের ক্ষেত্রে যদি ইকনমিক দিক লস্ হয় তবে এটাকে ডি-কমিশন করার ক্ষেত্রে কোন স্টেপ গ্রহণ করতে পারবেন কিনা ?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী):- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে ডি-কমিশনের কথা এখানে বলেছেন,এটার প্রশ্ন আসে না। রাজ্য সরকার এই ধরনের কোনো চিন্তা ভাবনা করছে না। দ্বিতীয়ত ঃ এখানে যে প্রশ্নটা তুলেছেন, এটা তো আমি বলেছি। আমাদের চাহিদা হচ্ছে ১৩৫ থেকে ১৪০ মেগাওয়াট। আমরা যে সকল ইউনিট থেকে বিদ্যুৎ পাই রুখিয়া, বড়মুড়া এবং গোমতী আমাদের নিজস্ব যে ইউনিটগুলি তাতে দৈনিক ৫০ থেকে ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেয়ে থাকি। আর রামচন্দ্রনগর থেকে আমরা আনি এবং বাকীটা নর্থ ইষ্ট জোন

থেকে বিদ্যুৎ কিনে নেই। ১০০ থেকে ১০৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ আমরা সংগ্রহ করতে পারি এবং বাকী সবটা লোড শেডিং-এর মাধ্যমে ম্যানেজ করে নেওয়া হয়। আর দ্বিতীয়তঃ গোমতী সম্পর্কে যে কথাটা বলেছেন, আমি শুধু মাননীয় সদস্যকে এটা সাহায্য করতে পারি সেটা হচ্ছে প্রতি ইউনিট খরচ তো আমি বলেছি ৭৬ পয়সা করে পরে। জল বিদ্যুৎ-এর খরচ হচ্ছে সবচেয়ে কম। আর যেটা আমরা বাইরে থেকে বিদ্যুৎ আনি, তাতে কনজিউমারদের কাছে পৌছে দেওয়া পর্যন্ত প্রতি ইউনিটে খরচ পরে ৩.৪৩ পয়সা । প্রতি ইউনিটের জন্য আমাদের র্ভুতকী দেওয়া হচ্ছে ১.৯৩ পয়সা করে। আর গোমতীর কথা যদি বলেন এই পর্যন্ত আমাদের কত লাভ হয়েছে, গোমতী হওয়ার পর ১৯৭৬-১৯৭৭ সালে প্রকল্প স্থাপন করা হয়। ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত মোট রেকারিং এক্সপেনডিচার যেটা আমাদের হয়েছে, ২৫ কোটি ৬৫ লাখ টাকা। আরও এই প্রকল্প থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের মূল্য এই সময় পর্যন্ত হয়েছে ৬৯ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। তাতে ২০০০ সালে গোমতী থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের মূল্য এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে আমদানীকৃত বিদ্যুতের মূল্যের একটা তুলনামূলক চিত্র যদি আমরা দেই, তাতে দেখা যাচ্ছে গোমতী থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের মূল্য বছরে আমদের প্রায় ৭৬ পয়সা করে ধরলে হয় ৫ কোটি ৫১ লাখ টাকা। আর যেটা আমরা বাইরে থেকে আনি সেই দাম ধরি যদি গোমতীর এই ৭২.৫২ মিলিয়ন ইউনিট। আমাদের বছরে উৎপাদিত হবে ৩.৪৩ পয়সা ধরলে, এটা আসে ২২ কোটি বাইরে থেকে আনতে গেলে । এবং গ্রাহকদের দরজা পর্যন্ত পৌছে দেওয়া অব্দি তাতে আমাদের এখন লাগছে ৫ কোটি ৫১ লাখ টাকা। আর সর্বনিম্ন দরে ২২ কোটি লাগে বাইরে থেকে কিনতে গেলে। তাতে ১৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা রাজ্য সরকারের লাভ থাকছে এই জায়গায়। যেটা আমরা সেভিং করতে পারছি। এই সমস্ত হিসাব নিকাশ করে দেখা গেছে রাজ্যে এখনও প্রচন্ড রকমের বিদ্যুৎ ঘাটতি। এই জায়গায় আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারছি না, বিদ্যুতের উৎপাদনের দিক থেকে।

শ্রী বিজয় কুমার রাংখল :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ঠিক এটার সঙ্গে নাও হতে পারে। কিন্তু আমার একটা আপিল রইল আপনার মাধ্যমে যে দূর্গা পূজার সময় কারেন্টটা ঠিকভাবে দেওয়া হয় আমাদের খ্রীষ্টমাস কালকে হবে। এই অনুষ্ঠানগুলি যাতে আমরা সুষ্ঠভাবে করতে পারি এবং নিউ ইয়ারে কারেন্টটা প্লেকচুয়েশানটাকে কন্ট্রোল করে আমাদেরকে উপাসনার সুযোগ দেওয়া হবে কিনা ? এই প্রশ্ন আমার মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে রইল।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী):-মিঃ স্পীকার স্যার, আমদের উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলি এই রাজ্যগুলির বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় এই বিদ্যুতের যে বাড়তি চাহিদা এটা আমরা এড্‌জাষ্টমেন্ট করি। বড়দিনে আমাদের বাড়তি যা থাকে তা আমাদের নিজেদের থেকে আমরা মিজারামকে দেই। এটা প্রতি বছর পূজোর সময় তাদের যে প্রোরশানটা সেটা আমদের দিয়ে দেয়। প্রত্যেক সময় আমরা এটা এড্জাষ্টমেন্ট করি এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে এই ব্যাপারে বোঝাপড়া অত্যান্ত ভাল। এন.আর. এল ডি. সি. যেটা কন্ট্রোল করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তারা সব সময় এই বিষয়টা বিবেচনার মধ্যে রাখেন। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন তিনি যদি নির্দিষ্ট কিছু এলাকা উল্লেখ করে দেন এই এলাকাগুলিতে বিদ্যুৎ রাখা দরকার সেগুলিকে চিহ্নিত করলে আমদের যে বিদ্যুৎ আছে সেই বিদ্যুৎ থেকে ঐ এলাকায় যাতে বিদ্যুৎ সাপ্লাইটা স্ট্যাডি থাকে সে সম্পর্কে দপ্তর থেকে আমরা উদ্যোগ নিতে পারব।

শ্রী দীপক কুমার রায় (বড়জলা) :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন বিস্তারিত বিদ্যুতের হিসাব। সেখানে বিগত কিছু দিন আগে বিদ্যুতের মাসুল বৃদ্ধি করা হয়েছে লোড্ এসেস্‌মেন্ট করে বিভিন্ন কায়দায় কাষ্টমার থেকে সেই বিদ্যুতের চাহিদা পুরনের জন্য যে অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা সেটা ও করা হয়েছে। এতসব করার পরে ও লোডশেডিং এর যে পরিসংখ্যান রাজধানীটা অন্ধকারের তলে থাকে। প্রতিনিয়ত দেড় ঘন্টা লোড শেডিং। আজ থেকে দুই বছর আগেও যেটা দেখলাম বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধি হওয়ার পরেও লোড এসেস্‌মেন্ট করে আবার অধিকতর বিদ্যুৎ মাসুল চাপিয়ে দেওয়ার পর এই যে অবস্থা এটা থেকে নিরসন করার কোনো ব্যবস্থা মাননীয়

মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? পাশাপাশি যারা এইভাবে প্রতি নিয়ত বিদ্যুৎ মাসুল দিয়ে যাচ্ছে শুধু তারাই এই লোড শেডিং এর ভেতরে পড়ে বারবারে। বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে শুরু করে, হাসপাতাল থেকে শুরু করে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান কোনটার মধ্যেই রেহাই নেই। দেড় ঘন্টা লোড শেডিং হবেই প্রতি নিয়ত।এই যে অবস্থাটা এই বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধি করার পরে যে গভর্ণমেন্টের যে লস্ হয়ে গেছে সেটার জন্য রাজ্য সরকারের র্ভুতকীর মাধ্যমে এটা যেহেতু আন - ডেভল্যাপমেন্ট স্টেইট, পিছিয়ে পড়া রাজ্য এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে লোড শেডিং এর বিষয়টাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক রাখার জন্য কোনো প্রচেষ্টা নেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী):- মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তাতে আমি এতটুকু বলতে পারি বিদ্যুৎ-এর মাসুলের সঙ্গে লোড শেডিং এ খুব একটা বেশী কোনো সম্পর্ক নেই। প্রথমতঃ হচ্ছে বিদ্যুৎ পাওয়ার প্রশ্ন। দ্বিতীয় হচ্ছে আমদের আর্থিক যে ক্ষমতা আছে তার ও প্রশ্ন আছে। বিদ্যুৎ কিনে এনে, কত বিদ্যুৎ আমরা দিতে পারব। এই সমস্ত বিষয়গুলিও আছে। লোড শেডিং এবং লোড এসেস্মেন্ট যেগুলি বলেছেন, আমি দায়িত্ব নিয়ে এটা বলতে পারি, সিকিম এবং একটা দুটো রাজ্য ছাড়া ভারতবর্ষে যে কোন রাজ্যের তুলনায় এখনও বিদ্যুৎ মাসুল আমাদের কম। আমি তো বলতে পারি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একমাত্র বোধ হয় মিজোরাম তারা আমাদের প্রায় সমান। বাকি সব রাজ্যগুলির মাসুল আমাদের থেকে বেশী। আমরা আমদের সাধ্য অনুসারে, এর মধ্যে চেষ্টা করছি বেশী দামে বিদ্যুৎ কিনে গ্রামে সাফসিটি দিয়ে এখনই বিদ্যুতের গ্রাহকদের কাছে পৌঁছাতে। সেই দিক থেকে আমাদের রাজ্য সরকারকে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ভুর্তকী গত বছর আমাদের প্রায় ৮০ কোটি টাকার মত দিতে হয়েছে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে গিয়ে। এবং প্ল্যানিং কমিশন থেকে প্রচন্ড রকমের চাপ আছে যে তোমাদের দুটি দপ্তর যেটা বাজেটের সমস্ত বিষয়কে গোলমাল করে ফেলেছে। একটা হচ্ছে বিদ্যুৎ আর একটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট। আমাদের এগুলি এসেনসিয়েল সার্ভিস। এখন এগুলিকে আমাদের ঠিক মত রাখতে হবে। চালাতে হবে যতই ক্ষতি আসুক বা না আসুক। এইগুলি করতে গিয়ে আমদের এই বিষয়গুলিকে দেখতে হচ্ছে এক সেই জায়গার মধ্যে প্ল্যানিং কমিশন তারা বলছেন তোমাদের রেভিনিউ বাড়াতে হবে। তা না হলে নন প্ল্যানে যে সমস্ত টাকা পাই সে টাকা তারা কমিয়ে দেবে। এছাড়া গর্ভণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আপনারা জানেন রি-ফর্মস এখন চালাচ্ছেন, মানে বিদ্যুতের উপর এই সমস্ত রি-ফর্মস গর্ভণমেন্ট যেভাবে ছাড়ছেন আমরা তার সঙ্গে হয়তো এক মত না। কারণ আমাদের রাজ্যে এখনও শতকরা ৬৭জন লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে।

ইন্ডাষ্ট্রিস এখানে সেইভাবে গড়ে উঠেনি। বেশীর ভাগই হচ্ছে ডমেস্টিক কানেকশন তার সঙ্গে গরিব অংশের মানুষ যুক্ত। আমরা বলেছি তার পরেও রির্ফমস দরকার। একটা গভর্ণমেন্টকে কোটি কোটি টাকা ভর্তুকী দিয়ে সেখানে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু রাখা সেখানে খুব কঠিন। নিরুপায় হয়ে যতটুকু না করলে পরে না হয় সেই পুরোনো বিদ্যুৎ মাশুল আমরা বাড়িয়েছি । যাতে লোকের উপর বেশী চাপটা সেইভাবে না আসে। এসেসমেন্টের দিক থেকেও সবার কোপারেশান নিয়ে আমরা করেছি। বিদ্যুৎ গ্রাহক আমাদের থেকে পয়সা দিয়ে বিদ্যুৎ নেন। তাদের সার্ভিসটা কেউ ডেভেলাপ করতে পারিনি, এটার প্রধান কারণ হচ্ছে হুক লাইন। বিদ্যুৎ চুরি যেটা বললেন গ্রামের মধ্যে দেখলে এই রকম মনে হয় যেন অনেকটা টেনে নিয়ে গেছে। বিদ্যুৎ চুরি শহর বা আরবান এরিয়া যেগুলি আছে সেইগুলির মধ্যে এখন বেশী করে হচ্ছে। বিশেষ করে গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে রান্নার কাজে হিটার-টিটার এই সমস্ত হুক লাইনের যেটা বলতে পারেন। এখন তো টেকনলজি সব জায়গায় ডেভেলাপ হয়ে গেছে। এই সমস্ত নানাভাবে হুক লাইন টেনে সেই সমস্ত বিদ্যুৎ তারা নিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ গ্রাহক রীতিমত টাকা পয়সা দেন, তাদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। আমরা ইতিমধ্যে অনেক অভিযান করেছি তার ফলে সফলতাও পেয়েছি। দলমত নির্বিশেষে সব অংশের মানুষ দপ্তরের এই

কর্মসূচীকে সহযোগিতা করেছেন (হুক লাইন বিরোধী অভিযান) এটা আমরা চালু রাখছি। আমরা ইতিমধ্যে ভিজিলেন্স স্কোয়ার্ড সার্কুলার এজেন্ডা চালু রেখেছি। এটা পশ্চিম ত্রিপুরায় ইতিমধ্যে গঠন করা হয়েছে। ধলাই ত্রিপুরা এবং উত্তর ত্রিপুরায় একটা স্কোয়ার্ড চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা আশা করছি, আমরা পুলিশ পেয়ে যাবো এই সপ্তাহের মধ্যে। দক্ষিণ ত্রিপুরা স্কোয়ার্ড করছি। যারা বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে থেকে কোথায় কোথায় হুক লাইন আছে এইগুলি চিহ্নিত করছেন সেইগুলি জেনে কেটে দেবেন। এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা পয়সা দিয়ে বিদ্যুৎ নেন তাদের সার্ভিসটা আমরা সেখানে উন্নতি করতে পারি।

মিঃ স্পীকার:- মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়। উনি অনুপস্থিত।

শ্রী দীপক কুমার রায় :- বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে লোড এসেসমেন্ট করে আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে। লোড শেডিং দেড় ঘন্টা সেটা বহাল রেখেছে। এটাকে কমিয়ে কিছুটা স্বাভাবিক করার কোন ব্যবস্থা আছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী শীঘ্রই গ্রহন করা হবে কি না জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :- এসেসমেন্ট মাসুল এর মধ্যে অনেক ফারাক। এসেসমেন্ট হচ্ছে একটা মিনিমাম চার্জ ঠিক করার জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। যার বাড়িতে যা ইলেকট্রিসিটি এ্যাকট্ যা আমাদের ঠিক করে দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিসিটি এ্যাকট্ তারা যেভাবে বলেছেন সেইভাবেই আমরা করেছি। অনেক মামলা মোকদ্দমা আপনারা করতেন। আইনসঙ্গতভাবে করেছি বলেই আপনারা দেখেছেন। সেন্টিমেন্ট পত্রিকার মধ্যে দেখেছেন আদালতে যাবেন মামলা করবেন, মিলিটারী ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এডভোকেটরা আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন যে আইন-এর বাইরে দপ্তর এখনো কিছু কাজ করেনি। সেই দিক থেকে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। জনস্বার্থের কথা যেটা বলেছেন আমরা সব জায়গায় সেটা করা যায়নি। যেখানে এসেসমেন্ট বেশী হয়েছে তাদের বলা হয়েছে দপ্তরের কাছে আবেদন করতে, দপ্তর সেটাকে আবার তৈরী করেছে এবং কয়েকটা ক্ষেত্রে এসেসমেন্ট যেখানে বৃদ্ধি করা হয়েছে সেখানে পরে তা কমানো হয়েছে। লোড অবস্থা যদি উন্নত করতে পারি আর জেনারেশন যদি আমরা বাড়াতে পারি তাহলে নিশ্চয় সেইদিন লোডশেডিং কমিয়ে আনা হবে পর্যায়ক্রমে। ইচ্ছে করলে দেওয়া যায়না। গত তিনদিনে লোড শেডিং এর কথা বলছেন সেটা বার বার ঠিক করা হচ্ছে। এটা নর্থ ইষ্ট গ্রীড তারা কনট্রোল করে। খাংদুন এবং লোকটাক গত কয়েকদিন যাবৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন যা হওয়ার সেটা হচ্ছেনা। এখন বিদ্যুৎ তারা নিয়ে যাচ্ছে। এখন তাদের নিজস্ব পাওয়ার গ্রীড আছে। সুতরাং নর্থ ইষ্টার্ন বিদ্যুৎ নিয়ে যাচ্ছে আমরা চাইলেও পাওয়ার কোন উপায় নেই।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা (ছাওমনু) :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে উত্তর দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে আমি বলছি ডম্বুর হাইড্রেল প্রজেক্ট ছিলনা। যখন ৬৮-তে তা চালু তখন এটা ইরিগেশন পারপাসে করা হয়েছিল। পরে এটাকে ডাইভার্ট করে হাইড্রেল প্রজেক্ট করা হয়। ইরিগেশন স্কিমে সেগুলি করা হয়েছে। আজকে সেখানকার জমিগুলি সারফেস এলাকা হত না। তারা ওখান থেকে উচ্ছেদ হতনা। ২৬ হাজার একর জমির মধ্যে ২৪ হাজার একর জমি হচ্ছে কালটিভেটার ল্যান্ড। হিসাব করে দেখা গেছে ১৯৭৫ সালে ২ কোটি টাকার ফসল উৎপাদন হত আজকের দিনে সেটা ১০ কোটি হতে পারে। ডম্বুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন কম হয় এটা সকলেরই জানা। মাত্র ৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। এর মূল্য কি? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন রেকারিং এ্যাকস্পেন্ডিচার ২৫ কোটি টাকা। ২০০১ ইং সাল পর্যন্ত রেকারিং এ্যাকসপেন্ডিচার সাড়ে তিন কোটি টাকা প্রতি বছর। এখানে লাভের অংক কোথায়? মণিপুরে লোকটাক হাইড্রেল প্রজেক্টের ওয়াটার এরিয়া ৬০ স্কোয়ার কি.মি.। আর ডম্বুর হাইড্রেল প্রজেক্ট-এ ওয়াটার এরিয়া ৪১ স্কোয়ার কি.মি.। সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে ১০৮ মেগাওয়াট। আর আমাদের এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে মাত্র ৫ মেগাওয়াট। একটা অলাভজনক বিশাল এলাকা প্লাবিত করে রাখা হয়েছে হাজার হাজার পরিবারকে উচ্ছেদ করে। সুতরাং এটা কেন ডি-কমিশন করা হবে না? ত্রিপুরাতে ২৩ হাজার হাডকোর জুমিয়া পরিবার আছে। ডম্বুরকে ডি-কমিশন করা হলে

পুরো জুমিয়া পরিবারদের পূনর্বাসনে এক একর করে জমি দেওয়া যায়। কেন এরকম একটা ভায়ব্যল স্কীম নেওয়া হবেনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী):-মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ইরিগেশানের জন্য না, পাওয়ারের জন্য করা হয়েছিল। ১৯৭০ ইং সালে এই ড্যাম করা হয়েছিল। শ্যামচরণ বাবু ভাল বলতে পারবেন কংগ্রেস আমলেই এটা করা হয়েছিল। আমরা এটাও চেষ্টা করছি এই লেকের জল নিয়ে আশে পাশের জমিগুলিতে কিভাবে আরও বেশী করে সেচের আওতায় আনা যায় এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় এবং তার জন্য ইতিমধ্যে আমরা উদ্যোগও গ্রহন করেছি। দ্বিতীয়তঃ মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে এতবড় ওয়াটার এরিয়াতে কেন এত কম বিদ্যুৎ উপাদন হচ্ছে ? তার চেয়ে ও কম জায়গাতে কেন বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। এটা আমি বিদ্যুৎ দপ্তরের দায়িত্ব নেবার পর আমার নজরে এসেছে। সেই দিক থেকে সেন্ট্রাল গর্ভণমেন্টের যারা এই কাজগুলি করেন তাদের দৃষ্টিতে আমি নিয়েছি এবং [illegible] একটা টীম এখানে এসে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে। কর্নাটকরে একটা ইনস্টিটিউশান আছে যারা এই গুলি দেখেন। কর্নাটকেও আমাদের থেকে কম নিয়ে তারও বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। তারা প্রাথমিক ভাবে কার্যকরী পদক্ষেপ কি নেওয়া হবে। সেই রিপোর্ট আমদের কাছে এখনও দেন নি। যারা এই বিষয়গুলি দেখেন এ্যাক্সপার্ট আছেন তাদের পরামর্শ নিয়ে এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে আরও বেশী ক্ষমতা সম্পন্ন করা যায় সেই দিকে সরকারের চিন্তা [illegible]।

মিঃ স্পীকার:- শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া(অম্পিনগর) :- এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৮ স্যার।

শ্রী মনিক সরকার (মূখ্যমন্ত্রী) :- এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৮ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৯৮ইং সাল থেকে ২০০১ইং সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত রাজ্যে কয়টি বধূ নিযাতনের ঘটনা ঘটেছে?

২) বধূ নির্যাতনের পেছনে সম্ভাব্য কারণগুলো কি কি ? এবং

৩) বধূ নির্যাতনের ঘটনা বন্ধ করার কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১) উক্ত সময়ে বধূ নির্যাতনের ৫৯৬টি ঘটনা নথীভূক্ত করা হয়েছে।

২) সাধারণতঃ পণ/যৌতুক দেওয়া নেওয়া এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি বধূ নির্যাতনের ঘটনার পেছনে কারণ বলে দেখা গেছে।

৩) বধূ নির্যাতনের ঘটনা বন্ধ করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ক) সুনির্দিষ্ট কোনো ঘটনা পুলিশের নজরে আসামাত্র তৎক্ষনাৎ তদন্তের কাজ হাতে নেওয়া হয় এবং যত শীঘ্র সম্ভব তদন্তের কাজ শেষ করা হয় যাতে দোষীরা দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি পেতে পারে।

খ) এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করার লক্ষ্যে জনমত গঠন করার জন্য এবং নির্যাতিত মহিলাদের সুবিচার পেতে সাহায্যে করার জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত মহিলা কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। এছাড়া বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই মর্মে ভুমিকা গ্রহণ করছে এবং পুলিশ ও প্রশাসনকে সাহায্য করছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই পণ প্রথা একদিকে যেমন দরিদ্র জনসাধারন এবং বাঙ্গালী সমাজের দারুন নৈতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তেমনি এটা উপজাতি সমাজেও ছড়িয়ে পড়তে চাইছে। একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখা যাচ্ছে, মেয়ের বাবা(আমি গ্রামের কথা বলছি) যে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে তারা বছরের খোরাক অথবা সাময়িক খোরাক রোজগার করেন তারা সেই সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে মেয়ের জামাই-এর হাতে তুলে দেন। জামাই এই টাকা কখনই ভালো কাজে ব্যবহার করে না। কারণ এই টাকা দিয়ে টি.ভি কিনবে

অথবা মোটর সাইকেল কিনে ব্যবহার করবে। তারপর কিছু দিন পর দেখা যায় জামাই সেই আগের জায়গায় ফিরে যায় এবং তারপর মেয়ের উপর নির্যাতন শুরু হয় । কাজেই এই ধরনের পণ প্রথা এটা কঠোর ভাবে বন্ধ করা দরকার এবং জনমত গঠনের সঙ্গে সঙ্গে কঠোর ভাবে যারা এর সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):-মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে বিষয়টা উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার কারনই থাকতে পারে না। এটা বলা যায় এই ব্যাপারে যে এটা খারাপ কতগুলি সামাজিক প্রথামত চলে আসছে। গ্রামের কথা বলছেন মাননীয় সদস্য, কিন্তু আমি অত্যন্ত বিস্ময় এবং দুঃখের সঙ্গে বলছি শহরের মধ্যে লেখাপড়া জানা পরিবার তারাও এই পণ নিয়ে থাকেন। এমনকি যিনি বর তিনিও লেখাপড়া জানেন তারাই তো এই জিনিসগুলি নিচ্ছেন মনে হচ্ছে বাজার করে বাড়ীতে ফিরছেন। অদ্ভুত ঘটনা শ্বশুরবাড়ী থেকে ফেরার পথে সঙ্গে বৌ থাকছে আর পেছনে টেইলারে করে সব বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছেন তাতে বাক্স-পেটরা থেকে আরম্ভ করে কিনা থাকে। এটা কোন কালচার ? এটাও ঠিক অনেক দরিদ্র পরিবার মেয়ে বিয়ে দিতে গিয়ে সর্বশান্ত হয়ে যায়। যেমন, রিক্সা চালক কন্যা দায়গ্রস্থ পিতা মেয়েকে বিয়ে দিতে যাচ্ছে আর যে বিয়ে করছে সেই ছেলেটা হয়তো চায়ের দোকনে কাজ করছে কিন্তু সেও ১৫/২০/২৫ হাজার টাকা দাবী করছে। অদ্ভূত ঘটনা, এই সব ক্ষেত্রে চাঁদা তুলেও বিয়ে দিতে হয়। আমি যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে আছি সে জন্য মাঝে মাঝে বিধবা মায়েরা দরখাস্ত নিয়ে আসেন সাহায্য করার জন্য। কিন্তু এই সব ব্যাপারে এমনিতে তো সাহায্য করা যায় না। যেমন, বিয়ের ব্যপারে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যাপারে এবং শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যাপার। এই সব ব্যাপারে তো সরকার থেকে সাহায্য করা যায় না। কারণ কতগুলি অসুবিধা আছে। আমরা শুধু ঔষধ-পত্রের জন্যই সাহায্য করি। একসময় বলা হত পণ দেব না এটা যেমন মেয়েদের দায়িত্ব, আমি বলব উল্টো দিক থেকে এটা পুরুষদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচারে নিয়ে যাওয়া দরকার যে পণ নেব না। এই ব্যাপারে যদি পুরুষদের কেউ জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কেন পণ নিচ্ছ তাহলে তারা বলে মা, বাবা বলেছেন সেই জন্য নিচ্ছি। এই ক্ষেত্রে ছেলেরা যদি জিনিসগুলি না আনে তাহলেই তো হয়ে যায়। কিন্তু কে কার কথা শুনে। মাননীয় সদস্য যা বলেছেন এটা ঠিকই, এই ব্যাপারে ব্যাপক জনমত তৈরী দরকার কারণ এটা সামাজিক ব্যধির মত হয়ে গেছে এবং এতে মেয়েদের উপর প্রচন্ড সাইকোলজিক্যাল প্রেসার পড়ছে এবং সে মনে করছে আমার তো কোনো মূল্যই নেই। এই বিষয়টা নিশ্চয়ই সর্বদিক থেকে প্রতিবাদ করা দরকার। মাননীয় সদস্য বলেছেন এই ব্যাপারে কঠোর ব্যাবস্থা গ্রহণ করা দরকার। আমি একটা তথ্য দিচ্ছি, আইন তো ধরুন যা আছে এটা তো কার্য্যকরী করতে হবে এবং এই ব্যাপারে পুলিশের আরও তৎপর হতে হবে। আমি যে ৫৯৬ টি কেঁইসের কথা বললাম এতে তারমধ্য থেকে ৪৮৩টি কেইসের চার্জসীট ইতিমধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ৯১টা কেইসের ফাইনাল রির্পোট হয়ে গেছে এবং ৬২ টা কেইস ইনভেস্টিগেশনে আছে। তার থেকে আমরা বুঝতে পারছি এই প্রশ্নে আমাদের তৎপরতা আরও বাড়ানো দরকার তার জন্য সবাই মিলে চেষ্টা করা উচিত। কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাদের রক্ষা করার জন্য সামাজিক দিক থেকে এটা কোনো মতেই মেনে নেওয়া ঠিক নয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি এই পণ প্রথা সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকারের নীতি কি অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকার এটার বিরোধী কিনা? যদি বিরোধী হয়ে থাকেন আপনার দলের যারা পণ নিয়ে বিয়ে করেছেন ইভেন মন্ত্রীদের মধ্যে যারা পণ দিয়ে বিয়ে করেছেন তাদের বরখাস্ত করবেন কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- আমাদের পার্টির কর্মসূচীর মধ্যে এই পণ প্রথা নিয়ে কিছু নেই। আমরা এইগুলি সমর্থন করি না। এইগুলি ব্যক্তিগত অভিরুচির ব্যাপার তাই এইগুলি সার্কুলার দিয়ে ধরা যায় না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- সাপ্লিম্যান্টারী স্যার, এই জন্যই বলছি স্যার, রাজনৈতিক ভাবে যদি তার বিরোধিতা না করা যায় এবং আপনি যদি প্রশয় দিতে থাকেন....

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- না, প্রশয় দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- সাপ্লিম্যান্টারী স্যার, মন্ত্রীসভায় পণ নিয়ে যারা বড়লোক হচ্ছেন সেই সম্পর্কে দলীয় নীতি থাকা দরকার। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- এটা অবশ্য আমার জানা নেই, আমাদের মন্ত্রীসভায় এইরকম কোনও মন্ত্রী আছেন কিনা ? যদি থেকে থাকেন তাহলে এই আলোচনার পর নিশ্চয়ই উনার লজ্জিত হওয়া উচিত এবং মন্ত্রীদের যদি কেউ অবিবাহিত থাকেন তাঁর সম্বিত ফিরবে উনি এই পথে পা বাড়াবেন না। শুধু মন্ত্রীদের কথা বলছি না আমি সবার কথা বলছি।

শ্রী নগন্দ্রে জমাতিয়া :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পণ যারা নেয়, মানে যারা নাকি জামাইর পক্ষ মানে জামাইয়ের বাবা মা বা অন্য কোনো আত্মীয়, দেখা যায় পণ যত বেশী আদায় করা যায় তার জন্য তারা গর্ববোধ করে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, পণ দেওয়া ও পণ নেওয়াটা ১৯৬২ সালে নিষিদ্ধ করে একটা আইন তৈরী করা আছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা কেন কার্যকরী হচ্ছে না। অবশ্য কার্য্যকরী হচ্ছে না এই কারণে যে, যেখানেই বিয়ে হয় তো হয় মেয়ের বাবা-মা খাট, পালং, টিভি, ফ্রিজ এগুলি দেয়, তো আমার কথা হচ্ছে, তখন সেখানে পুলিশ গিয়ে রেইড্ করলেইতো হয় ? এরকম দু-একটা ঘটনা ঘটলে আর এগুলি কেউ দিতে পারবে না। হয়তো লুকিয়ে চুপিয়ে দিতে পারে, কিন্তু বিয়ের আসরে সাজিয়ে দিতে পারবে না। তো এটা কেন করা হয় না ? আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এটা। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে মহিলা কমিশন, মহিলা কশিমন দিয়ে তো আমি নিজেও আমার গ্রামে একটা ব্যাপারে উপকৃত হয়েছি তবে শেষে পুলিশের সহায়তায় এটা সলভ করতে হয়েছে। এই মহিলা কমিশনের মাননীয় সদস্যদের সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হয়েছে এই বিষয়টা নিয়ে, তাদের কথা হচ্ছে জুডিশিয়্যাল পাওয়ার তাদের নাই, এটা এক্সট্যান্ট করার কোনো পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা, কারণ তাহলে বোধহয় এটাকে আরও তাড়াতাড়ি সলভ করা যাবে।

শ্রী মানিক সরকার(মুখ্যমন্ত্রী):- প্রথম প্রশ্ন যেটা রেইড্ করার কথা, এটা করলেতো বিয়েই ভন্ডুল হয়ে যাবে, আর মেয়ের বাবাই বলবেন যে, এগুলি করছেন কি সর্বনাশ করে দিয়েছেন, আমার মেয়েকে তো আর পাত্রস্থ করতে পারব না। কে বলেছে আপনাদেরকে এ সমস্ত সর্বনাশ করতে। কাজেই এটা যেটা বলেছেন এটা হলে মেয়ের বাবা তার পরিবারের লোকজন নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে সেখানে প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে। তাহলে আর একটা ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম হয়ে যাবে, ঠিক না। এমনিই অনেক সমস্যা আমদের । এটা ঠিক আছে, যে ধারনা থেকে এটা বলেছেন এটার মধ্যে একটা পজিটিভ থিংকিং আছে এতে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। আমরাও চাই না এটা, তবে অনেক আইনতো এভাবে জোর করে করা যায় না। সেকেন্ডলী যেটা বলেছেন, মহিলা কমিশনের ওরাতো ঠিকই পুলিশের সাহায্য নিয়ে কাজ করেন। তারা প্রথমত কাউন্সিলিং করার চেষ্টা করেন, দুই পক্ষকে ডাকেন বলেন বোঝান এতে অনেক গুলিকে হয়তো সমাধান করতে পারেন। আবার অনেকগুলিকে পারেন না। তখন তারা পুলিশের কাছ যান যে পয়েন্টটা এসেছে তাদের কাছে জুডিশিয়্যাল পাওয়ার দেওয়া যায় কিনা, এটা আমার আইন দপ্তর পরীক্ষা করছি। আমরা সেন্ট্রালের যে উম্যানস্ কমিশন আছে বা আরও রাজ্যের যে জায়গা গুলিতে উম্যানস্ কমিশন আছে বা তারা অ্যাক্টিভলী কাজ করছে তাদের থেকে নিয়ে যদি দেখা যায় এটা করলে পরে আইনগত কোন অসুবিধা না থাকে বা তাতে তাদের যদি সুবিধা হয় তো তাতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না, কারণ তারাতো সাহায্যই করছেন তবে এটা একটু পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

শ্রী সুধন দাস (রাজনগর):- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৩২।
শ্রী গোপাল দাস (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৩২।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য, খাদ্য দপ্তর সর্বপ্রিয় প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে?
২) যদি সত্য হয়, তবে কবে থেকে চালু হবে এবং
৩) এই প্রকল্পে কি কি সুযোগ পাওয়া যাবে ?

উত্তর

১) না, সর্বপ্রিয় প্রকল্প নেশান্যাল কো-অপারেটিভ কনজিউমাস ফেডারেশান ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং ন্যায্য মূলের দোকান সমিতির যৌথ উদ্যোগে খাদ্য দপ্তরে তত্ত্বাবধানে ত্রিপুরায় চালু হয়েছে।
২) গত ৩রা অক্টোবর ২০০১ ইং থেকে যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্প ত্রিপুরায় চালু হয়েছে।
৩) এই প্রকল্পে বর্তমানে নিম্নলিখিত দ্রব্য ক্রেতা সাধারনের মধ্যে রেশনশপ মারফৎ বিক্রয় করা হচ্ছে :- (ক) টয়লেট সাবান(সংসার) (খ) বার্গিন সাবান(টয়লেট) (গ) কাপড় কাচার সাবান(মাইশোর) (ঘ) বাইন্ডিং খাতা (ঙ) টুথপেস্ট (বাবুল ১০০ গ্রাম বা ৫০ গ্রাম) (চ) সঃ তৈল(রানী) ১ লিটার প্যাকেট বোতল।

শ্রী সুধন দাস :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে খাদ্য দপ্তরের তত্ত্বাবধানে সে সর্বপ্রিয় প্রকল্প চালু করা হয়েছে সেটা অত্যন্ত ভাল এবং ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি যেখানে এই প্রকল্প চালু হয়েছে সেখানে সাধারন মানুষের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এটার যে প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা সকলেই বুঝতে পারছে। এখন এই প্রকল্পে যে জিনিসগুলি দেওয়া হচ্ছে এই গুলি আরো বৃদ্ধি করার জন্য দাবী উঠেছে এবং সমস্ত রেশনশপ গুলিতে যাতে এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পাওয়া যায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কি না ?

তারসঙ্গে আরো যে ১৪ টা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস এইগুলিকে তার সঙ্গে যুক্ত করা যায় কি না ? যেমন, আমাদের রাজ্যে যে টি.টি.ডি.সি, যে চা উৎপাদন করে এটাও যদি এই সর্বপ্রিয় প্রকল্পে রেশনশপ গুলিতে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয় তাহলে সকলেই উপকৃত হবেন। কাজেই এই উদ্যোগ গ্রহন করা হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

(নেপথ্যে শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা - এই প্রকল্পে মোমবাতিও বিক্রির ব্যবস্থা করলে ভাল হবে)

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস(মন্ত্রী):- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা উত্থাপন করেছেন তার সঙ্গে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে নীতিগতভাবে কোন বিরোধ নেই। আমাদের সরকার এটা চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এবং শেষ পর্যন্ত নেশন্যাল কন্‌জিউমার্স কো অপারেটিভ্ এর মাধ্যমে এটা শুরু করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এটা চালু করার সম্পর্কে। এই প্রকল্পটি বর্তমানে ত্রিপুরার ন্যায্যমূল্যের দোকান সমিতির মারফৎ এটা চালু করা হয়। এখন পর্যন্ত আমরা হিসেব করে দেখেছি আমাদের রাজ্যে বর্তমানে ১৪৩৫ টি রেশনশপ আছে। তার মধ্যে মাত্র ১৫০টি রেশনশপ মালিক প্রকল্পে জনসাধারনের মধ্যে এই জিনিসগুলি বিক্রি করার উদ্যোগ নিয়েছেন।এখন এই প্রকল্পটি যাতে সারা রাজ্যে চালু করা যায় তারজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, এবং জিলা পরিষদেরসভাধিপতিদের কাছে চিঠি লিখেছি যাতে তাদের এলাকায় যে সমস্ত ন্যায্যমূল্যের দোকান রয়েছে তাদের মালিকদের মাধ্যমে এটা চালু করার জন্য যেন উদ্যোগ গ্রহন করেন। এখন যদি কোনো এলাকায় রেশনশপ মালিকরা এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহন না করেন তাহলে জনসাধারন, জন প্রতিনিধিগণ সকলকে এই ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। এবং তাদের নিজ নিজ এলাকায় যাতে এই প্রকল্পটি চালু করা যায় তার জন্য পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ এবং জিলা পরিষদের সভাধিপতিগণকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

এখন দেখা যাচ্ছে এই রেশনশপ মালিকদের মধ্যে এই প্রকল্পটি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এই ব্যাপারে সকলে সমানভাবে এগিয়ে আসছেন না। আমি অনুরোধ করব মাননীয় সদস্যরা যারা এখানে আছেন এবং জন প্রতিনিধি যারা আছেন - তারা যাতে বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেন তাহলে এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য সফল হবে। আমি হাউসের অবগতির জন্য জানাতে চাই যে, যে সমস্ত জিনিস এই প্রকল্পে বর্তমানে দেওয়া হচ্ছে সেগুলি বাজার দামের চেয়ে অনেক কম মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। যেমন, টয়লেট সাবান যেটা রিটেইল প্রাইস-মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার মধ্যে ৫.৭০ টাকা, এর বাইরে ৫.৭৫ টাকা, বার্গিন সাবান - মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার মধ্যে ৩.৯০ টাকা, আর বাইরে ৪টাকা। ডিটারজিন সোপ মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় মধ্যে ২.৭০ টাকা আর বাইরে ২.৭৫ টাকা। এক্সারসাইজ বুক -১৯২ পৃষ্ঠার মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার ভিতরে হচ্ছে ৭.৯০ টাকা আর বাইরে ৮ টাকা। টুথপেস্ট ১০০ গ্রাম ১৭.৪০ টাকা আর বাইরে ১৭.৫০ টাকা, আর ৫০ গ্রাম ৮.৮০ টাকা এবং বাইরে ৯ টাকা। মাস্টার্ড ব্যান্ড তেল(রানী) এক লিটারের বোতল ৪০.৭৫ টাকা আর বাইরে ৪২ টাকা। এক লিটারের পাউচ প্যাকেট ৪০.৭৫ টাকা আর বাইরে ৪১ টাকা। আমরা এর বাইরে আরও কতগুলি বিষয় এটার মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য বিশেষ করে এই মুশুর ডাল, কেন্ডেল এইগুলি যুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা অনুরোধ করেছি। এবং তাতে দেখা যাচ্ছে যে মার্কেট প্রাইস তার সঙ্গে মানে ন্যায্য মূল্যের দোকানে মাল সরবরাহ করছে সেগুলির দাম অনেক কম। কাজেই এটা হলে পরে সাধারন মানুষ উপকৃত হবে সেই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। আমি আশা করছি যে বিষয়টার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আমরা যে উদ্যোগটা নিয়েছি এটা যাতে সাকসেস্ হয় তার জন্য মাননীয় জনপ্রতিনিধিরাও সহযোগিতা করবেন। এবং আমি ন্যায্য মূল্যের দোকান সমিতির সঙ্গেঁ কথা বলেছি আমি আবার তাদের সঙ্গেঁ আলোচনা করব যাতে তারা আরও উদ্যোগ নেন এবং সমস্ত ন্যায্য মূলের দোকান মারফৎ যাতে মানুষ পেতে পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে তারজন্য আমি উদ্যোগ গ্রহন করব।

শ্রী সুধন দাস :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এর সঙ্গেঁ চা যুক্ত করা হবে কিনা?

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস(মন্ত্রী):- মিঃ স্পীকার স্যার, এ মধ্যে আছে মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর সঙ্গেঁ আমার আলোচনা হয়েছে এবং বিষয়টা এখন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়ে আছে । আমি আশা করি যে চা যেহেতু আমাদের রাজ্যে উৎপাদন হয় এবং কোয়ালিটিও ভাল এবং কম মূল্যে পেতে পারে, কাজেই সেটা যাতে ইনটুডিউস হয় তারজন্য আমরা উদ্যোগ নেব।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয়।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়(রাধাকিশোরাপুর):- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৭১।

শ্রী মানিক সরকার(মুখ্যমন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৭১।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে পুলিশ দপ্তরে কতটি শূণ্য পদ আছে?

২) তারমধ্যে কতটি পদ এস.টি., এস.সি. ও সাধারণভুক্ত?

৩) এই পদগুলি পূরণের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১) রাজ্যে পুলিশ দপ্তরে মোট ৩৯৫১ টি শূণ্য পদ বর্তমানে আছে।

২) তার মধ্যে এস.টি. হলো ১৭৭৮ টি, এস.সি হলো ৬৯৪টি এবং সাধারণ হলো ১৭৭৯টি মোট ৩৯৫১টি। উক্ত পদগুলির মধ্যে ২০৩৭ টি পদ (এস.টি-৬৬৮টি, এস.সি-৩৩০টি, সাধারণ-১০৩৯টি) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে এবং ১৯১৪ টি পদ (এস.টি-৮১০টি, এস.সি-৩৬৪টি, এবং সাধারন-৭৪০টি) বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করার পদ্ধতি রয়েছে।

৩) উক্ত পদগুলি পূরণের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ক) যে সমস্ত পদ সরাসরি নিয়োগ করা হয়, সে সমস্ত পদ পূরণের জন্য রিক্রুটমেন্ট বোর্ড গঠন করা হয়েছে এবং সাক্ষাৎকার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ চলছে। যেপদগুলিতে নিয়োগ টি.পি.এস.সির মাধমে করা হয় সেই পদগুলির প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য টি.পি.এস.সিকে অনুরোধ করা হয়েছে।

খ) প্রমোশনের মাধ্যমে যে সমস্ত পদ পূরণ করা হয় সেই পদগুলির জন্য উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি বা ডি.পি.সি গঠন করা হয়েছে এবং ডি.পি.সি সুপারিশক্রমে উক্ত পদগুলি পর্যায়ক্রমে পূরণ করার প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই শূণ্য পদগুলির মধ্যে যেমন কনস্টেবল এ.এস.আই, এস.আই এইভাবে ভাগ করে কোন কোন বিভাগে কত পদ আছে এবং এই এস.আই, ইনেসপেক্টর, এ.এস.আইদের ক্ষেত্রে যে বেতন বৈষম্য আছে এটা দুরী করনে কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে?

শ্রী মানিক সরকার(মুখ্যমন্ত্রী):- স্যার, এই যে ৩৯৫১ টা পোস্ট খালি আছে বলে আমি বললাম তাতে ১৭৭৮টির মধ্যে এস.টি. ৬৯৪ এস.সি এবং রিমেনিং এত এত ক্যাটাগরি যেটা আছে ১৪৮টি পোস্ট হচ্ছে বি ক্যাটাগরি, ৩৮টি পোস্ট হচ্ছে এ ক্যাটাগরি, ১১০টা পোস্ট হচ্ছে ইন্সপেক্টর, এস.আই, সুবেদার, গ্রুপ সি ক্যাটাগরির আছে ১৯১১, গ্রুপ ডি আছে ৮৮টি মোটামোটি এখানে যে তিনটা আছে দিতে পারলাম। আর যেটা বলেছেন বৈষম্যের প্রশ্ন, বেতন বৈষম্য এই সমস্ত আমাদের ফিনান্স দপ্তর করে এবং কিছুদিন আগে আমরা পে-কমিশন এ্যাওয়ার্ড আমরা দিলাম এটার মধ্যে অনেকটা দূর করা হয়েছে। তার মধ্যে কিছু কিছু আছে বৈষম্য হয়েছে এগুলি এনামোলি বলে। এনামোলিজতো যতদিন কর্মচারী থাকবে এইগুলি থাকবে। একটা এনামোলিজ দুর করলে আর একটা এনামোলিজ তৈরী হয়। এগুলি পর্যায়ক্রমে দপ্তর থেকে যেমন যেমন আসছে তেমন তেমন ফিনান্স দপ্তর তারা পরীক্ষা করছেন। সেগুলি দূর করার চেষ্টা করছেন। আমাদের এখানে পুলিশ কর্মচারীদের বেতনভাতা দেশের অন্যান্য জায়গা থেকে খারাপ না। আরো ভাল করতে পারলেতো ভালই। কিন্তু আমাদের সামর্থের সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু যেখানে খুবই বৈষম্যমূলক মনে হয়েছে সেগুলি আগেই তো আমরা টেকআপ করেছি।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নম্বারটা উল্লেখ করার আগে একটা কথা বলছি - পার্লামেন্ট রুলস্-এ দেখলাম যে একাধিক সদস্য যখন একই প্রশ্ন করে তখন প্রথম যার প্রশ্ন জমা পরবে ঐটাই হয়, বাকীগুলো ডিলিট হয়ে যায়। এখানে আপনি দুই জন তিন জন করে দেন। যার ফলে প্রশ্নটা রিটেন রিপ্লাইয়ের যোগ্য হয়ে গেছে। সেখানে আমারটা যোগ করে বিরাট প্রশ্ন হয়ে গেছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমার এডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বার - ৭২।

শ্রী মানিক সরকার(মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নম্বার - ৭২।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ত্রিপুরা রাজ্যে আরক্ষা দপ্তরের তত্ত্বাবধানে কতগুলি গ্রাম-রক্ষী বাহিনী গঠন করা হয়েছে?

২) সত্য হলে কোন থানায় কয়টি ও গ্রামগুলির নাম কি?

৩) গ্রামরক্ষী বাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা কত এবং তাদের কি ধরনের অস্ত্র দেওয়া হয়েছে?

৪) উপরোক্ত গ্রামরক্ষী বাহিনীর দায়িত্ব, কর্তব্য, ক্ষমতা কিরূপ?

৫) উক্ত গ্রামরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের কোনো ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা?

উত্তর

১) হ্যাঁ

ANNEXURE - A

৩) গ্রামরক্ষী বাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা ১৩০৯৯ জন। এর ভোজালী, তীর-ধনুক ইত্যাদি দেওয়া হয়। এছাড়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ট্রেনিং প্রাপ্ত গ্রামরক্ষী বাহিনীকে এস.পি.ও হিসাবে নিয়োগ করে পয়েন্ট টু টু রাইফেল দেওয়া হয়েছে।

৪) নির্দিষ্ট এলাকার অপরাধ মূলক কাজকে প্রতিরোধ করা এবং পুলিশকে সাহার্য্য করা।

৫) সাধারণভাবে ট্রেনিং দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা করা হয় নি। আমি তো আগেই বলেছি যাদের পয়েন্ট টু টু রাইফেল দেওয়া হয়েছে এদেরকে ট্রেনিং দিয়ে এইগুলি দেওয়া হয়েছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- সাপ্লিম্যানটারী স্যার, আমার ওখানে মনুতে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, মনে হয় তাদেরকে বন্দুক দেওয়া হয়েছে বা দেওয়া হবে। কিন্তু সেখানে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে এই বলে যে যারা ট্রেনিং দিবে তাদেরকে পরে পুলিশের চাকরী দেওয়া হবে এই ব্যাপরটা মাননীয় মন্ত্রী দেখবেন কি?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):-এটা তো চাকুরী দেওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। কারণ এটার কনসেপ্ট তো অনেক দিন আগেই চলে এসেছে। কারণ আমাদের এখানে বর্ডার-এরিয়ায় বর্ডার-ক্রাইম খুব বেশী ছিল। উগ্রপন্থীর সমস্যা তো সেই দিনের। এর আগে গরু চুরি-টুরি হেনতেন হত। পুলিশের সংখ্যা আগে আরও কম ছিল। এই পরিস্থিতিতে গ্রামের মানুষ যখন আসছে পুলিশের কাছে তখন পুলিশও বলছে, আপনারা সহযোগিতা করুন। তাহলে আমরা কিভাবে করি, তাদের হাতেই বা কি ছিল, আর পুলিশের হাতেই বা কি ছিল, তারাই যেগুলি করছিল ট্রেডিশন্যাল আর্ম নিয়ে। ওখান থেকে এই কনসেপ্ট আসে। তাদেরকে একটা হূইশাল দেওয়া হয়, একটা বল্লম দেওয়া হয়, একটা টর্চলাইট দেওয়া হয় আর তাদের সেখানে একটা পরিচিতি থাকে। কোথাও কোথাও পুলিশও তাদের সঙ্গে পাহারা দিয়ে তাদের মনবল রক্ষা করতে চেষ্টা করে। কাজেই এইভাবে যদি সকলেই চাকুরী চায় তাহলে কি সবাইকে চাকরী দেওয়া সম্ভব এতজন লোককে ? এটা হয় না। আর পুলিশের চাকরী পেতে গেলে তার নিয়ম মানতে হবে। তার মাপ আছে, তার ফিটনেস্ এর কোয়েশ্চান আছে, তার এ্যডুকেশন্যাল কোয়ালিফিকেশনের প্রশ্ন আছে। হতে পারে, ধরে নেন এদের মধ্যে দু-চারজন পুলিশের ইন্টারভিউ দিয়ে ফিট হয়ে গেল তার মানে এই না যে সে গ্রামরক্ষী বাহিনীতে সে ছিল বলে পেয়েছে। এটা তাদের পয়েন্ট হতে পারে যে তাদের পারফমেন্স খুব ভাল। এটা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট যেমন কালেকট করি চাকুরীর আগে।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধীদলনেতা) :- সাপ্লিম্যান্টারী স্যার, এই গ্রামরক্ষী বাহিনী নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম আছে কিনা ? যদি থাকে, সেটা কি ধরনের পদ্ধতি এবং এটা কি থানার মাধ্যমে করা হচ্ছে না কোনো এজেন্সির মাধ্যমে করা হচ্ছে ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- গ্রামরক্ষী বাহিনীর কনসেপ্ট এটা তো গ্রামের মানুষ যারা আছে তারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসছেন। তারা নিজেরাও বুঝতে পারছেন যে পুলিশের পক্ষে সবটা কাভার করা সম্ভব হচ্ছে না। তারা তো নিজের সম্পতি নষ্ট হচ্ছে, গরুটা নিয়ে চলে যাচ্ছে, জিনিসটা নিয়ে চলে যাচ্ছে সেই জায়গায় গ্রামের মানুষ এবং পুলিশের সমঝোতার মধ্যে দিয়ে ব্যাপারটা হয়। সাধারনত, যেটা হয় এইগুলির মধ্যে তাদেরকেই চয়েজ করা উচিত বা করা হয়ে থাকে বা এটাই আমাদের নির্দ্দেশ এন্টিসিটেন্ট যাদের খারাপ, যারা ধরুন চুরি, ডাকাতি হামল ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত, যাদের সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে অতীত দিনের ভূমিক ভাল না বা সাম্প্রতিক অতীতের ভূমিকা ভাল না, এদের এইগুলিতে ঢুকালে তো সুবিধার চেয়ে বরং অসুবিধাই বেশী হবে।এই প্রশ্নটা জেনারেল গাইডলাইন আছে। এইগুলি সাধারনত পুলিশই করে, একটা নির্দ্দিষ্ট থানা এলাকার সেই থানার দায়িত্বে তত্ত্বাবধানে তারা এইগুলি করে। জেনারেল গাইড হচ্ছে এটাই।

শ্রী জওহর সাহা(বিরোধীদলনেতা) :- সাপ্লিম্যান্টারী স্যার, যেটা আমি জানতে চাইছি যে এটার তো একটা গাইড লাইন থাকবে। যেটা বললেন যে, এইভাবে এই লোকগুলিকে নেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা দেখছি যে

বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চায়ত আছে সেখানে কিন্তু তাদেরকে করা হচ্ছেনা। কে বা কারা থানাতে লিষ্ট দিয়ে দিচ্ছে এবং থানার তরফ থেকে তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের স্পেসিফিক কতগুলি ঘটনা আমাদের অমরপুরে হয়েছে, উদয়পুরেও হয়েছে এবং আরো বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেখবেন, একটা যদি গাইডলাইন থাকে, যারা সমাজদ্রোহি, চোর বা সাম্প্রদায়িকলোক এই ধরনের লোকগুলিকে বাদ দিয়ে যে গ্রামের মানুষের শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার্থে সেখানে দলমত নির্বিশেষে তাদের কিছু প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা এবং পাশাপাশি তাদের কিছু দায়িত্ব দেওয়া। এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ বা ব্যাবস্থা আছে কি?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা বলেছেন এটাই তো গাইডলাইন এক্‌চুয়েলি এটা ফলো করা হয়। যদি মনে করেন যে কোন জায়গায় ফলো করা হচ্ছে না, তা হলে আমি অনুরোধ করব সংশ্লিষ্ট থানার দৃষ্টি আকর্ষণ করুন এবং তাদের সঙ্গে আপনাদের কথা বলতে কোনো অসুবিধা নেই, যে এই লোকটাকে আপনারা নিয়েছেন তার অতীতে ভাল ছিল না। ঠিক আছে সে ১০ বছর আগে খুব খারাপ কাজের সঙ্গেঁ যুক্ত ছিল। এখন হয়তো সে ভাল হয়েছে এই রকম থাকতে পারে। মানুষের পরিবর্তন আমরা বিশ্বাস করি। তা না হলে তো সমাজে এইভাবে চলাই যাবেনা। কিন্তু অতি সম্প্রতি সে খারাপ কাজের সঙ্গে যদি যুক্ত থাকে, তাকে যদি নিয়ে নেওয়া হয় তা হলে তো অসুবিধা হবে। এই ধরনের যদি কোনো নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ থাকে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিতে আনুন।

শ্রী জওহর সাহা(বিরোধীদলনেতা) :- স্যার, যেখানে পঞ্চায়েত আছে সেখানে পঞ্চায়েতগুলি কিছু জানেন না এই ব্যাপারে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- না, এটা নট নেসেসারী যে পঞ্চায়েত কে জানিয়ে সবটা করতে হবে। এই রকম কোন বান্ডিং নেই। এখন গ্রামের মানুষ আছে অনেকক্ষেত্রে পঞ্চায়েতও এগিয়ে আসে পুলিশের সঙ্গে কথা বলছে। আবার পুলিশ যদি মনে করে যে এই জায়গাটায় ক্রাইম হচ্ছে আমরা পারছিনা আমাদের শক্তির জন্য, অনেকক্ষেত্রে তারা নিজেরাও এগিয়ে গিয়ে বলছে যে আমাদেরকে সাহায্য করুন। তাতে উভয়ের যে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটা হচ্ছে। আমি রেকর্ড দেখিছি ২০-২২ বছর আগে থেকে গ্রামরক্ষী বাহিনী কাজ করছে। আমরা শুধু লাস্ট যেটা বলেছি যে বয়স্ক যারা তাদেরকে কমিয়ে কম বয়সের যারা একটু সাহসী এবং যাদের এন্টিসিডেন্ট ভাল আছে তাদেরকে এর মধ্যে যুক্ত করার জন্য চেষ্টা করা। এটাই আমাদের গাইড লাইন।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী বিল্লাল মিঞা মহোদয়।

শ্রী বিল্লাল মিঞা (বক্সনগর) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ১০৪।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ১০৪।

প্রশ্ন

১) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য নিরাপত্তার জন্য রাজ্য সরকারের ১৯৯৮-১৯৯৯ এবং ২০০-২০০১ ইং অর্থবর্ষের এবং ২০০১-২০০২ অর্থবর্ষের জুলাই মাস পর্যন্ত মোট কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে?

২) মন্ত্রীদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত বাস্তুভিটেতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য এই সময়ে কত টাকা ব্যয় হয়েছে?

উত্তর

১) উক্ত সময়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীদের নিরাপত্তার জন্য মোট ১০,৯৫,৪৩,২৬৬ টাকা ব্যয় হয়েছে। এই ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :-

	১৯৯৮-১৯৯৯	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২ জুলাই-২০০১ পর্যন্ত
১. বেসরকারী গাড়ী ভাড়া বাবদ	১২,০০,০০০ টা.	১২,৩০,০০০ টা.	৪,৪০,০০০ টা.
২. সরকারী গাড়ীর তেল খরচ বাবদ	৬১,৪৭,০০০ "	৬৮,০০,০০০ "	২৫,৫০,০০০ "
৩. সরকারী গাড়ীর মেরামত বাবদ	১,৩৬,০০০ "	৩,০০,০০০ "	১,১২,০০০ "
৪. ড্রাইভারের ভ্রমণভাতা বাবদ	২,০০,০০০ "	২,১০,০০০ "	১,০৫,০০০ "
৫. ড্রাইভারের বেতন বাবদ	১৬,০০,০০০ "	১৬,৮০,০০০ "	৫,৬০,০০০ "
৭. বেতন,ভ্রমন, মহার্ঘ্যভাতা ইত্যাদি বাবদ(নিরাপত্তা কর্মীদের)	৩,২৬,৭০,০৬৯	৪,১৫,৫৬,৩৩৮	১,২০,০২,৬৯৪"
৮. মন্ত্রীদের বাড়িতে নিরাপত্তা শেড তৈরী করা বাবদ	১,৫৪,১৬৫	--	--
মোট	৪,২১,০৭,২৩৪ টা	৫,১৭,৭৬,৩৩৮ টা.	১,৫৭,৬৯,৬৯৪ টা.

২) উক্ত সময়ে মন্ত্রীদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত বাস্তুভিটিতে নিরাপত্তার কারনে ১নং প্রশ্নের উত্তরে খরচের যে টাকার অংক দেখানো হয়েছে তার মধ্যে ৯৩,৩৭,৮৪৮ টাকা মন্ত্রীদের নিজ বাসগৃহে নিরাপত্তাকর্মীদের বেতন ভাতা , ভ্রমন ভাতা, মহার্ঘ্য ভাতা বাবদ ব্যয় হয়েছে। এছাড়া ১,৫৪,১৬৫ টাকা নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য সিকিউরিটি শেড নির্মাণ বাবদ খরচ হয়েছে।

	১৯৯৮-১৯৯৯	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২ জুলাই-২০০১পর্যন্ত
শ্রী জীতেন সরকার, মাননীয় অধ্যক্ষ	৩,১৬,৩৮২ টাকা	৪,১৮,৫২৪ টাকা	১,৪৭,৫৩৮ টাকা
শ্রী অনিল সরকার, মন্ত্রী	৩,১১,২৪৪ "	৩,১১,২৪৪ "	১,০৩,৭৪৮ "
শ্রী কেশব মজুমদার, মন্ত্রী	৫,৯১,৩৮৪ "	৫,৯১,৮৪৪ "	১,৯৭,৫২৮ "
শ্রী সুবোধ দাস, মন্ত্রী	৪,১৬,৬৮৪ "	৬,১৪,৮৩২ "	২,৪১,১৩৫ "
শ্রী ফয়জুর রহমান, মন্ত্রী	৪,১৬,৬৮৪ "	৬,১৪,৮৩২ "	২,৪১,১৩৫ "
শ্রী পবিত্র কর, মন্ত্রী	২,৪৯,৩৩৬ "	২,৪৯,৩৩৬ "	৮৩,১১২ "
শ্রী সুধীর দাস, মন্ত্রী	৪,৯৮,০৪২ "	৫,১৮,৭৯৮ "	৭,৪৬,১৬৯ "
শ্রী বিধূভূষণ মালাকার, মন্ত্রী	৪,৯৬,৬৮৪ "	৬,১৪,৮৩২ "	২,৪১,১৩৫ "
শ্রী অনন্ত পাল, প্রাক্তন মন্ত্রী	--	১,৮৫,৬২৬ "	--
মোট	৩২,১৬,৪৪০ টাকা	৪১,১৯,৯০৮ টাকা	২০,০১,৫০০ টা

শ্রী বিল্লাল মিঞা :- স্যাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা যে মন্ত্রীসভার সদস্যদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনায় এবং বিভিন্নভাবে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে সেই অর্থ সংকুলনকে লক্ষ্য রেখেই এটা রাজের

উদ্ভূত পরিস্থিতির উপর সেটা করতে হচ্ছে এটা আমরা মানি। প্রশ্ন হচ্ছে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থাও সংকুলন না হয়ে রাজ্যে দুই একজন মন্ত্রীর প্রাণ হারাতে হয়েছে এবং ঐ মন্ত্রী কত টাকা তার আর্থিক ঐ বৎসরের ব্যয় হয়েছিল, এই রাজ্যের মন্ত্রীসভার একজন সদস্য প্রাণ হারাতে হয়েছে এবং বিরোধী দলের যে সব প্রতিনিধি রয়েছে তাদের ও দুই একজনের প্রাণ হারাতে হয়েছে, সেগুলো আগামী ভবিষ্যতে যেন আর কোনো মন্ত্রী বা বিধায়ক প্রাণ না হারাতে হয়। যারা ডিসটারবেন্স এরিয়া বা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাস করেন এবং নিজ বাড়ী রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোনো সুনির্দিষ্ট বন্দোবস্ত করেছেন কি না ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন যে যারা মারা গেছেন তাদের জন্য কি পরিমান খরচা হয়েছে এটা তো একটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন এটা তো চট করে দেওয়া যাবে না। আর নিরাপত্তার প্রশ্নে তো দরুন আমাদের যা সামর্থ আছে তার মধ্যে দাঁড়িয়ে সুস্পষ্ট ব্যবস্থা নিচ্ছি। এখন নিরাপত্তার গোটা ব্যবস্থাটার ইমপ্রুভ করার চেষ্টা হচ্ছে। যেমন, ইমপ্রুভমেন্ট-এর সুযোগ আসছে সেগুলি আমরা যারা ভি.আই.পি, যাদের সিকিউরিটি কেনসেল এর মধ্যে আনতে হয় তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের গাইড লাইন আছে সেগুলো মেনেই আমরা করছি। বাইরে আমরা কিছু করছি না। আর বাড়ি ঘরের ব্যাপারে যেটা আছে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখি দালান বাড়ী. পাকা বাড়ী এই সব অতীতে ও হয়েছে এই রকম কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার সেগুলো করছে না। কারন কারোর প্রাইভেট বাড়ীতে এইভাবে পয়সাটা খরচ করা ঠিক না। যদি কোন মন্ত্রী সরকারী বাড়ীতে থাকে সেখানে দালান করল. মন্ত্রী চলে গেল, কিন্তু দালানটা নিতে পারবে না। প্রাইভেট বাড়ীতে এগুলো নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন এবং এটা হওয়া উচিৎ না। ফলে সেখানে আমরা দেখছি টেমপোরারি একটা টাকা ধরা আছে। এটা ধরুন, ২৮-২৯ হাজার টাকার মত ধরা আছে। এখন তো প্রাইজ এসকালেকট করছে হয়তো খানিকটা বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু এটা তো নিশ্চয়ই যে আমরা শুধু মন্ত্রী কেন একজন নাগরিকেরও যাতে প্রাণ না যায়, সেটা দেখার দায়িত্ব সরকারের। এবং সেই চেষ্টা আমরা করছি। তারপরেও আমরা সবটা রক্ষা করতে পারছি, ঘটনা তা না।

মিঃ স্পীকার :- তাহলে প্রশ্ন পর্ব শেষ।

শ্রী দীপক কুমার রায় :- স্যার, একটু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্টেটমেন্ট-এর মধ্যে বলেছেন যে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করার জন্য যারা কোয়াটারে থাকেন। তাদের জন্য রেসিডেন্টসিয়াল যে গার্ড করা হয়েছে তার জন্য ৯৩ হাজার সামথিং কত টাকা খরচ করা হয়েছে। দ্যাটি ইজ প্রায় ১ কোটি টাকার মত।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- না,না, এক লক্ষ টাকা না তো।

শ্রী দীপক কুমার রায় :- না, না টোটাল তো অনেক বলেছেন আমি শেড-এর কথা বলছি। শেড যে তৈরী করা হয়েছে, আমি শুনেছি এটা রেকর্ড হয়েছে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- ১নং প্রশ্নের উত্তরে খরচের যে টাকার অংক দেখানো হয়েছে তার মধ্যে ৯৩ লক্ষ্য ৩৭ হাজার ৮৪৮ টাকা মন্ত্রীদের নিজ বাসগৃহ নিরাপত্তা কর্মীদের বেতন ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, মহার্ঘ ভাতা বাবদ ব্যয় হচ্ছে। আর ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ১৬৫ টাকা নিরাপত্তা কর্মীদের সিকিউরিটি শেড নির্মানের জন্য।

শ্রী দীপক কুমার রায় :- আপনি দয়া করে আমার কথাটা লক্ষ্য করুন। এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার, আমি কেন বলছি আপনি বুঝতে পারছেন। এই যে হাউস গার্ডগুলি প্রোভাইড করা হচ্ছে, ধরুন ১ বছর হোক, ২ বছর হোক, ৫ বছর হোক এবং ১০ বছর হোক যার জন্য ব্যয় করছে ২ লক্ষ টাকা, ৫ লক্ষ টাকা এটাও ঠিক। পাশাপাশি ওখানে যেটা রেখেছেন ঐ জায়গাটা ভাড়ার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে সরকার থেকে বা এই ধরনের কোন দাবি বা ডিমান্ড কোনো মন্ত্রী বা কোনো এম এল এ কখনো করেছে কি ? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য খুব সচেতন ভাবেই প্রশ্নটা রেখেছেন।

এটা উনি ভাল ভাবেই জানেন। আপনাকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আপনার বাড়ীতে একটা শেড করার দায়িত্ব নিয়েছে। এখন আপনাকে তো সেখানে জায়গা দিতে হবে। আমি জায়গা কিনে ঘর করে দেব, এটা হয় নাকি। এটা বুঝতে হবে। এটা তো চলতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে আবার কারুর এখানে জায়গা আছে দিতে চাইছে না। এই জায়গাটা নষ্ট হয়ে যাবে। হয়তো কারুর এখানে একটা ঘর নিতে হয়েছে আমাদের। তিনি বলছেন এখন থাকেন। এখন তিনি যদি এই ঘরের ভাড়া চান কি করে সম্ভব? যারা এই রকম বলছেন তাহলে আমরা তাদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা কোয়াটারের জন্য আবেদন করুন। আমাদের সাধ্যমত আমরা কোয়াটার দেব।

মিঃ স্পীকার :- যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত(*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলির উত্তর পত্রগুলি এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। **ANNEXURE - B & C**

REFERENGE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন রেফারেন্স পিরিয়ড, আজকের কার্য্যসূচীতে উল্লেখ্য বিষয়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এক আমি বলছি প্লিজ বসুন, বসুন।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস(কল্যাণপুর) :-স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের এই রাজ্যের কিছু কিছু দায়িত্বশীল অফিসার, যারা বিভিন্ন সময় তাদের মর্জিমাফিক চালায়। এই রকম একটা ঘটনা আছে স্যার, কয়েক দিন আগেও এটা নিয়ে কেইস হয়েছে। মাননীয় পঃ ত্রিপুরার এস. পি. একই ব্যক্তি দুইটা রির্পোট দিয়েছে। এই সব দায়িত্বশীল ব্যক্তি যারা আছেন, যারা বিভিন্নভাবে মর্জিমাফিক কাজ করে এবং তারা যে পোষ্ট অধিকার করেছে, এতে স্যার, অনেকের সন্দেহ হয়। এবং যেটা প্রটোকল ম্যানটেইন করে এটা খুবই অসুবিধা দেখা যাচ্ছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি স্টেপ নিবেন, এটা আপনার মাধ্যমে জানতে চাই। আমি একটা ঘটনা বলি স্যার, কয়েকদিন আগে চানু দাস জনৈক সাব-ইন্সপেক্টর উনি একটা কেইস করেছে হাইকোর্টে। এস পি সাহেব উনার সম্বন্ধে জুন মাসে একটা রিপোর্ট দিয়েছে উনি নির্দোষ। আবার সেপ্টেম্বরে, একটা রিপোর্ট দিয়েছেন উনি। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি স্যার, এই চানু দাস হাইকোর্ট থেকে খালাস পেয়েছে। গত ৩০-৩-১৯৯৯ ইং জর্জকোর্ট থেকে পেয়েছে ২৩-১২-৯৯ এবং বিভাগীয় থেকে পেয়েছে ১৮-৬-২০০১ইং তারিখ। স্যার, আমি প্রমোশনের কথা বলছি না এটা গভর্ণমেন্ট-এর ব্যাপার। স্যার, একজন দায়িত্বশীল লোক তার মর্জিমাফিক রিপোর্ট দিবে, তাহলে মানুষ কি আশা করতে পারে। এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার সম্বন্ধে কি চিন্তাধারা নিয়েছেন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথম দিকের কথাটা বুঝতে পারি নি। আমি শেষের দিকের কথাটা বুঝতে পারলাম। চানু দাসের কথাটা বলছেন এই তো। এটা সবাই শুনেছে, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা কোর্টে একটা মেনডামস হয়েছে। হাইকোর্টে একটা মেনডামস হয়েছে। আমরা সুপ্রীমকোর্টে যাব। চানু দাসের স্ত্রী মার্ডার হয়েছে প্রকাশ্য রাজপথে এবং সেই দিনটা সবাই জানেন। আমরা সুপ্রীমকোর্ট পর্যন্ত যাব। আর এস. পি. না যে কেউ হলে পরে যদি কোথাও বেআইনি কিছু করে থাকেন, তাহলে কাউকে ছাড়ব না। কিন্তু আমরা এই কেইস সুপ্রীমকোর্টে নিয়ে যাব। অলরেডি আই হ্যা ড মেইড দিস স্টেটম্যান্ট। আমরা এখানে দেখব এস. পি. না এখানে আমার চীফ সেক্রেটারী যদি বেআইনি কাজ করে ইট উইল নট ডেস্পেয়ারড। কিন্তু চানু দাসের কেইসটা আমরা সুপ্রীম কোর্টে নিয়ে যাব।

মিঃ স্পীকার ঃ- উল্লেখ্য বিষয়টি মাননীয় সদস্য শ্রী কাজল চন্দ্র দাস এবং শ্রী দিলীপ সরকার......

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- হয়েছে আর না, আর তোলা যায় না। জিবো আওয়ার যদি ব্যবহার করেন সো ম্যানি থিং তোলা যায় না।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস (বামুটিয়া) ঃ- স্যার, "অনাথ আবাসিকদের সাথে প্রগতিশীল পৌর-পরিষদের অমানবিক আচরন"। আমরা এখানে নির্বাহী আধিকারীর আগরতলা পৌর-পরিষদ একটা অর্ডার বের করেছেন ২৭শে নভেম্বর, যে এখানে দীর্ঘ দিন ধরে যারা অনাথ ছাত্ররা আছে, আবাসিকরা আছে তাদেরকে ২১ শে ডিসেম্বরের পরে এই আবাসিক থেকে বের করে দেওয়া হবে। কিন্তু ২৩শে জুন ১৯৯৩ইং এ একটা চুক্তি হয়েছে তাদেরকে চাকরী অথবা স্বনির্ভর করে তোলার জন্য কোনো ব্যবস্থা করার পরেই তাদেরকে এখান থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তাদের না কোনো ট্রেনিং দেওয়া হল, না চাকরী দেওয়া হল। কোনো ব্যবস্থা না করেই তাদেরকে ৩১ তারিখ বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য যে আদেশ দেওয়া হয়েছে এতে করে এরা খুব একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পড়বে, কোথায় যাবে, কি করবে এর মধ্যে মেয়েরা ও রয়েছে। ২০-৩০ বছরের যে মেয়েরা তাদের বাড়ী ঘর নেই, তারা কোথায় গিয়ে থাকবে, কি করবে, এই সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা হয় তাদের দিকে লক্ষ্য করে, এটাই আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটা স্যন্দন পত্রিকায় বেড়িয়েছে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এটা আমাদের এখানে যে ডেস্‌টিটিউট হোমগুলি আছে, এটা শুধু আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির প্রশ্ন না, আমাদের গভর্নমেন্ট সরাসরিভাবে কয়েকটা হোম চালায়, হোমের মধ্যে একটা বয়সের ব্যাপার আছে। ছেলেমেয়েরা ছোট বেলায় এক সাথে বড় হয়, তারা যখন সার্টের এইজ লিমিট ক্রস করে তখন এদেরকে আর এক সাথে রাখা যায় না। এটা ঠিক হবে না জেনারেলি ১৩-১৪ বছর পরে তাদেরকে আলাদা করে দেওয়া উচিৎ। কিন্তু এটা করতে গেলে যে সামর্থ সরকারের থাকা দরকার এটা আপনারা জানেন না? এটার কিছু অসুবিধাতো আছেই। বাড়ী ঘরগুলি তো রক্ষা করতে হয়, আবার নতুন বাড়ী ঘর করার অসুবিধা আছে। প্রাথমিক দায়িত্ব সরকারের যেটা যে লেখাপড়া শিখিয়ে একটা জায়গা নিয়ে যাওয়া। চাকরীও তাকে দিয়ে দিতে হবে এটা তো পুরোপুরি সরকার নিতে পারে না। কিন্তু একটা নৈতিকতার প্রশ্ন আছে। সেই দিক থেকে আমাদের গভর্নমেন্ট চেষ্টা করে বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারভিউ দিলে পরে সেখানে কতটা এবজার্ভ করতে পারে। সম্প্রীতি আপনারা যেটা বলছেন এটা নিয়ে গত পরশুদিন আমি রিভিউ করেছি, তাতে আমরা যে সাবলম্বন স্কীমটা নিয়েছি এতে করে আমরা তাদেরকে মডিফাইড করার চেষ্টা করছি। এতে দেখা গেছে চারটা জায়গা থেকে তাদের ৮৬ জনের একটা লিস্ট আমরা নিয়েছি। আমাদের যারা অফিসার আছেন তাদের সঙ্গে বসেছেন কথাও বলেছেন, (৩) এর মধ্যে আগরতলা নাই যেটা আপনি বলেছেন। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি বাদ দিয়ে বাকি যারা আছে তাদের ৮৬ জন না ৭৬ জনের মধ্যে ৩৬ তারা অবশান দিয়েছেন, আমরা ট্রেনিং-এ যাব। আমাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করুন এবং তারা নিজেরা বলে দিয়েছে তারা কি কি ধরনের ট্রেনিং করতে চায়। আর কোন জায়গায় তারপব তারা ব্যবসার সঙ্গে লিঙ্ক হতে চায়। তারা যদি চায় তাহলে আমাদের সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা থোপ টাকা তাদের দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যদিও বাজেটে সেই ধরনের টাকা আমদের, নেই। কিন্তু আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদেরকে এখানে তো বসিয়ে রাখা যাবে না। ২০-২৫ হাজার দিয়ে ঐ ট্রেনিংটাকে কাটিয়ে এই টাকা দেওয়া প্লাস ব্যাঙ্কের সাথে লিঙ্ক করে দিয়ে তাদের স্যাটেলমেন্টের ব্যবস্থা করে এবং ওখানে আমরা এটাও বলছি যদি তাদের নিজেদের বাড়ী, ঘর না থাকে, আসলে ডেসটিটিউট মানে এটা ধরে নেওয়া ঠিক না, আসলে মা, বাবা সবার নাই ঘটনা তা না। অনেকের হয়তো বাবা মারা গেছেন, মা অন্যের বাড়ীতে কাজ করে, দুটো বাচ্চা চালাতে পারছে না গভর্নমেন্টের কাছে এসেছে, আমিও তো এই রকম অনেককে পাঠিয়েছি। সেখানে হয়তো বাচ্চাটাকে হোমে দিয়ে দিচ্ছে, মা কাজ করে হয়তো কোন রকমে রক্ষা করছে। এরা হয়তো ফিরেও যায়, যারা ফিরে যেতে পারবে না এই রকম

জায়গাও নেই। আমরা এটাও বলছি যেখানে জায়গা পাওয়া যাবে অত্যন্ত একটা ঘর করার জায়গা দিয়ে সেখানে I.A.Y স্কীমে যে ঘরটা আমরা করছি এই রকম একটা ঘর করে দেওয়া যায় কি না। দ্যাট ইজ আন্ডার কনসিডারেশান। কাজেই সেটা সবটা আছে। এটা খবর পাওয়ার পর আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির যারা আছে তাদের মধ্যে যারা ১৪-১৫-১৬ বছর হয়ে গেছে তারা আমাদের এই সাবলম্বনের নোডাল অফিসার মিঃ নাগারাজুজী তার সঙ্গেও তারা দেখা করেছে। ১৪ জন ছেলেমেয়ে এসেছে। নাগারাজুজী শুনে বলেছেন খুব ভাল আপনাদের সঙ্গে আমরা আবার বসব আপনাবা যারা যারা এগুলোতে যেতে চান আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের সাহায্য করব, ফলে থ্রোআউট করাটা এখন আগরতলা পৌরপরিষদের এটাই। এটা তো আমরা বলতে পারব না তারা করেছেন সরকার থেকে সাহায্য চেয়েছেন কিছুটা হেল্প্ করেছে। নিশ্চয়ই এমন কিছু করবে না যাদেরকে রাস্তা থেকে তুলে এনে এখানে বড় করা হল । আবার তাদেরকে এমন ভাবে ছেড়ে দেওয়া যেটা নাকি আবার অসুবিধায় পরে। কিন্তু তাদের মধ্যেও একটা স্ব-উদ্যোগের ভাবনা জাগ্রত করতে হবে। নট দ্যাট তারা আনলিমিটেড্ পিরিয়ড গভর্নমেন্টের বার্ডেন হতে পারে না। কাজেই যদি তারা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন আমি অনুরোধ করব তাদেরকে মটিভেট করুন। সেইভাবে চাকরীতো সবাইকে দিতে পারব না, কিভাবে চাকরী দেব। এখন তারা ডেসটিটিউট হোমে আছে বলে বড় করা হয়েছে, কাপড় দেওয়ায় ব্যবস্থা হয়েছে, লেখাপড়া শেখানো হয়েছে, চাকরী তাদেরকে দিতে হবে এমন তো কোন কথা, নেই। যারা দারিদ্রতার মধ্যে বাড়ীতে থেকে কষ্ট করে পাশ করেছে তাদেরকেও চাকরী দিতে হবে আমাদের । কাজেই সবটা তো ঠিক সেইভাবে নেওয়া যায় না। দ্যাট ইজ্ দি পয়েন্ট।

মিঃ স্পীকার :- উল্লেখ্য বিষয়টি মাননীয় সদস্য শ্রী কাজল চন্দ্র দাস এবং শ্রী দিলীপ সরকার মহোদয় কর্তৃক যুগ্মভাবে ২০-১২-২০০১ইং তারিখে উৎথাপিত নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হল "কল্যাণপুর দুই গ্রামরক্ষী গুলি বিদ্ধ উত্তেজনা চরমে গত ১২-১১-২০০১ ইং তারিখে স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পকে।"

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- গত ১০-১১-২০০১ ইং রাত্র অনুমান ১২টার সময় কল্যাণপুর থানাধীন কুঞ্জবন করুনা টিলা নিবাসী শ্রী সুরেন্দ্র দাসের পুত্র শ্রী অধীর দাসের ঘর হইতে অজ্ঞাত নামা চোরেরা গরু চুরি করার চেষ্টা করার সময় গ্রামরক্ষী বাহিনীর দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় চোরেরা গ্রামরক্ষী বাহিনীকে আক্রমণ করে। দেশী বন্দুকে ছোড়াগুলিতে পাহারাদার পবিত্র দাস , পিতা-মৃত প্রবীর দাস এবং সুবোধ দেব, পিতা-মৃত যতীন্দ্র দেব পায়ে আঘাত পান এবং লাঠির আঘাতে মাখন দাস, পিতা মৃত ফনীভূষণ দাস পায়ে আঘাত প্রাপ্ত হন। গ্রামরক্ষী বাহিনী ও এলাকার লোকজনের বাধায় অজ্ঞাতনামা গরু চোরেরা পালিয়ে যায়। জখম প্রাপ্তদের হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। ঘটনাটি ঘটার অনতিবিলম্বেই কল্যাণপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং তদন্ত শুরু করেন। এই মর্মে কল্যাণপুর থানাতে দায়ের করা উপরোক্ত অধীর দাসের লিখিত অভিযোগমূলে ১১-১১-২০০১ইং সকাল ৭টা ৫মিনিটে কল্যাণপুর থানা ৪৭-২০০১ নং মোকদ্দমা/ভারতীয় দন্ডবিধি/৩২৫৬-৩৪ ধারায় নথীভূক্ত হয়। কল্যাণপুর থানার ও.সি, এস.ডি.পি.ও তেলিয়ামুড়া এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, তেলিয়ামুড়া দ্রুত ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ভূল বুঝাবুঝির ফলে যাতে কোন ধরনের উত্তেজনা না ছড়ায় সে জন্য ও.সি. কল্যাণপুর এবং মহকুমা পুলিশ অফিসার, তেলিয়ামুড়া কুঞ্জবন করুনাটিলায় জাতি-উপজাতি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটনার পর দিনেই বৈঠক করেন। এলাকায় পুলিশী টহল জারি আছে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। গরু চুরি করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে অজ্ঞাতনামা গরু চোরেরা গ্রামরক্ষী বাহিনীর উপর এই আক্রমন করেছে বলে তদন্তে প্রকাশ। দুস্কৃতকারীদের দেশী বন্দুকের ছোড়া গুলিতে দুই জন গ্রামরক্ষী ও লাঠির আঘাতে একজন গ্রামরক্ষী পায়ে আঘাত প্রাপ্ত হন। আহতদের আঘাত

সামান্য এবং বর্তমানে তাহারা সুস্থ্য অবস্থায় বাড়ীতে আছেন।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস :- ১৯৯৮ইং ৬ই ডিসেম্বর স্কুল মাঠে একজনকে উগ্রপন্থী খুন করেছিল সেই থেকে ১৪ই জানুয়ারী একটা ঘটনা হয়েছে। পাহাড়ী বাঙ্গালীর মধ্যে বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ২৮-০৬-৯৯ সেখান থেকে তিনজন কিডন্যাপ হয়েছে। বিপ্লব আর্চায্য, অজিত দেবনাথ এবং অভিরাম দাস।২১-০৬-২০০১ ইং বিশ্বজিত চন্দ্র(হোমগার্ড) এবং রঞ্জিত চন্দ্র (হোমগার্ড)। ২০০১ইং ডিসেম্বর মাসে মনিন্দ্র দাসকে বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে একজনকে মেরে ফেলল। এই রকম ১২টার বেশী ঘটনা হয়েছে। এক কি.মি থেকে সোয়া কি.মির মধ্যে ঘটনাটি ঘটছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বার বার মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কষন করেছি, একবার ক্যাম্প দিয়েছিলেন। ঘটনাগুলি অত্যান্ত পরিকল্পিতভাবে। আমরা বার বার পুলিশকে সাহায্য করেছি। আলোচনা করে আমরা গ্রামরক্ষী বাহিনী তৈরী করেছি। এই দেড় বছরের মধ্যে ১৬টা ঘটনা হয়েছে। গত পরশুদিন ক্ষীতিশ শীল এবং বকুল শীলের বাড়িতে গরু চুরি হয়েছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করেছি, থানা থেকে এক কি.মি মধ্যে ২ বছরের মধ্যে ১৬টি ঘটনা। আমরা বার বার বলেছি ক্যাম্প দরকার। জাতি উপজাতি মিলে একটা ক্যাম্প চেয়েছিলেন এটা বাস্তব। এখানে এডিশন্যাল এস.পি. গিয়েছিলেন। এস.ডি.পি.ও গিয়েছিলেন। বিরাট এলাকা এজন্য সকাল বেলা গিয়ে জমি চাষ করতে হয়। কোন নিরাপত্তা নেই। এখানকার মানুষকে রক্ষা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী নিরাপত্তা কারনে ক্যাম্প দেবেন কিনা সেই ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- মাননীয় সদস্য নিজেই জবাব দিয়েছেন আমার কাছে বলার কিছু থাকছে না তবুও বলছি কত ক্যাম্প দেওয়া যাবে। কল্যাণপুর পি.এস-এ ১২ টি ক্যাম্প আছে। তেলিয়ামুড়া ১০টি। এই দুটি থানা মিলে ২২টি ক্যাম্প আছে। তার মধ্যে মেজরটা হচ্ছে সি.আর.পি.এফ। কল্যাণপুর থেকে এক কি.মি-এর মধ্যেই শুধু নয় থানার কাছাকাছি এলাকাতেও বড় ঘটনা ঘটেছে। মাখন চক্রবর্ত্তীর বাড়ী আক্রান্ত হয়েছে। এই ঘটনাগুলি এখন নিয়ন্ত্রনের মধ্যে রয়েছে। আত্মতুষ্টির কোন সুযোগ নেই।গ্রামরক্ষী বাহিনী গঠনে এলাকার মানুষ উদ্যোগ নিয়েছেন। কারা তাদের সংগঠিত করেছে সেই প্রশ্নে আমি যাচ্ছি না। আমি বলব ক্যাম্প ১২টা জায়গার মধ্যে আছে। থানার সাথে, এস. পি-র সাথে বাড়ি. এম.ডি সাহেবের সাথে আপনারা কথা বলুন, কোন জায়গায় ক্যাম্প সৃষ্টি করলে ভাল হবে। কিন্তু নতুন করে কোন ক্যাম্প দেওয়া যাবে না। এই ১২টার মধ্যে এডজাস্ট করে কিছু করা যায় কিনা, এটা আপনারা ঠিক করুন। কিন্তু এই জায়গায় নতুন করে কোন ক্যাম্প দেওয়া যাবে না। আমি তো এখন প্রমাদ গুনছি কবে ফোর্স তুলে নিয়ে যায় এবং কিছু অলরেডি নিয়ে গেছে। কোথা থেকে ফোর্স দেব। ফলে যেটা আছে সেটাকে প্রপার ইউজ করে আপনারা করুন, আলোচনা করে এডজাস্ট করুন। যদি পুলিশ সিকিউরিটি পয়েন্ট অব্ ভিউ থেকে মনে করে এটা এ্যাকসেপ্টেব্যল, তাহলে করবেন।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস :- স্যার, অনেক দিন আগেই প্রস্তাব ছিল যে কল্যাণপুরে থানার সামনে যে সি.আর.পি.এফ ক্যাম্প রয়েছে সেটার কোন দরকার নেই। তারা থানাকে কোন সাহায্যও করছে না, বসে থাকে। তাদেরকে যদি কুঞ্জবনে দেওয়া যায় তাহলে প্রবলেম সলভ হয়। কল্যাণপুর থানার কাছে সি.আর.পি.এফ-এর ক্যাম্প যে ঘরটা রয়েছে সেটা ভেঙ্গে গেছে। শুনছি এস.পি. সাহেব তাদের জন্য ঘর স্যাংশান করেছেন। কিন্তু এই ঘরটি যদি কুঞ্জবনে দেওয়া যায়, কুঞ্জবনে জায়গা রয়েছে, সুতরাং সেখানে শিফট করা যায় কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :– স্যার, এটা বেইস না। কারণ হচ্ছে কল্যাণপুর থানা এবং তেলিয়ামুড়া থানায় একটা স্ট্রাইকিং ফোর্স রাখতে হয়। যেহেতু আপনি এলাকার বিধায়ক, আপনি এটা ভাল করে জানেন। ফোর্স পার্টিকুলার জায়গা কভার করে। কিন্তু আনফরচুনেটলি কোন জায়গা যদি কোন ঘটনা ঘটে তখন স্ট্রাইকিং

কোর্স-এর দরকার হয়। তাই এটা থানার হেফাজতে থাকে। যেকোন সময় থানার দারোগাবাবু যাতে স্পটে ফোর্স নিয়ে মুভ করতে পারেন তার জন্য রাখা হয়। যেমন - তেলিয়ামুড়াতে টি.এস.আর আছে এবং কল্যাণপুরে সি.আর.পি.এফ আছে। কাজেই এটাকে ডিপ্লয়েড করা ঠিক হবে না। শুধু তাই না কল্যাণপুরে সি.আর.পি.এফ-এর একটা হেডকোয়ার্টার আমরা করব। আমরা অলরেডি ডিসিশান নিয়ে নিয়েছি। ওখানে ব্যাটেলিয়ানের হেডকোয়ার্টার হলে আরও সুবিধা হবে। কিন্তু সময় লাগবে।স্ট্রাইকিং ফোর্সকে চট করে ডিসবার্স করলে অসুবিধা হবে। আমি অনুরোধ করব আপনারা এস.পি. সাহেবের সাথে কথা বলুন। আপনাদের এই এলাকার ৪টা থানা দেখার জন্য স্পেশালী একজন এডিশ্যন্যাল এস.পিকে রেখেছি। তেলিয়ামুড়ায় স্টেশন করে তিনি আছেন। আপনারা তার সাথে কথা বলুন। তারা যদি এডজাস্ট করতে পারে করবে। আমি এখন থেকে বলে দিতে পারব না কোথায় ক্যাম্প হবে।কোন জায়গায় আরজেন্সি হলে তখন আমরা বলি। যেমন, সেদিন মাননীয় মন্ত্রী সুধীর দাস তাঁর এলাকা চানকাপ থেকে আড়াই হাজার লোকের সাক্ষর নিয়ে এসেছেন। এটা দেওয়া দরকার। ফোর্সের অভাব আছে। তবুও আমি আপনাদের অনুরোধ করব যে আপনারা এস.পির সাথে কথা বলুন। এডজাস্টমেন্ট দিক থেকে পুলিশের যদি কোন অসুবিধা না হয় এবং আমাদের মত যদি তারা জিজ্ঞেস করে তখন আমরা বলব - ফোর্স শিফট করলে যদি কোন অসুবিধা না হয়, গো এহেড।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) :- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি নিজেও ঐ এলাকায় গিয়েছি। গত দেড় বছরে সেখানে কম পক্ষে ১৬টা ইনসিডেন্ট হয়েছে। এটা মিশ্র বসতি এলাকা এবং খুব চমৎকার যে এখানে একটা ট্রাইবেল বাড়ী, মাঝখানে একটা বাঙ্গালী বাড়ী এবং তারপরে আবার ট্রাইবেল বাড়ী । খুব সম্প্রতির মধ্যেই উনারা আছেন। সেখানে গাঁও প্রধান হলেন একজন উপজাতি মহিলা। আমি যাওয়ায় উনি বললেন যে, এখানে আমরা শান্তিতে আছি। এত ঘটনা হয়েছে কিন্তু আমাদের এখানে কোন ঘটনা হয় নি। স্থানীয় ট্রাইবেল এবং নন ট্রাইবেলের মধ্যে কোন রেষারেষি নেই। কিন্তু বাইরে থেকে কিছু লোক এসে এখানে ইনসিডেন্ট করে পালিয়ে যায়। এই ১৬টা ঘটনার পর সেখানে খুন হয়েছে, কিডন্যাপ হয়েছে। ফলে ট্রাইবেল এবং নন্‌ট্রাইবেলরা সেখানে খুব ভয়ের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। কাজেই কোন জায়গায় ক্যাম্প সরিয়ে এন সেখানে কিছু করা যায় কিনা সেটা দেখতে হবে। এই ব্যাপারে আমি মনে করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে উদ্যোগী হয়ে দেখুন ঐ এলাকার মানুষ তাদের যে চাহিদা শান্তি এবং সম্প্রতি রক্ষার জন্য ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেল একই সাথে থাকতে চাইছে তাই সেখানে তাদের নিরাপত্তার জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা বলেছেন সেটা নতুন কিছু নয়। কারণ কাজলবাবু এইগুলি সবই বলেছেন। আমি যা বলার বলেছি। এখানে তো চট্ করে আমার দিক থেকে কমিটমেন্ট করা অসুবিধা আছে। বিষয়গুলি যেহেতু বিধানসভায় আলোচনায় এসেছে নিশ্চয়ই আমি কথা বলব। মাননীয় বিরোধী দলনেতা আপনিও কথা বলে দেখতে পারেন।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) :- আপনি মুখ্যমন্ত্রী কথা বলে দেখুন।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :- আজ একটি দৃষ্টি আকষর্ণী নোটিশের উপর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতিদিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার ও শ্রী গৌর কান্তি গোস্বামী মহোদয় কর্তৃক যুগ্মভাবে আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকষর্ণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, "খোয়াই, সোনামুড়া ও সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক চালু করা সম্পর্কে।"

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- স্যার, ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর রাজ্যের সমস্ত মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মহকুমা হাসপাতালগুলির মধ্যে ধর্মনগর এবং কমলপুর হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক চালু আছে। পর্য্যায়ক্রমে সমস্ত মহকুমা হাসপাতালেই ব্ল্যাড ব্যাংক চালু করার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি সেটা আগেই বলেছি। প্রথম পর্য্যায়ে খোয়াই, সাব্রুম, বিলোনীয়া এবং কাঞ্চনপুর এই ৪ টি হাসপাতালে ব্ল্যাড ব্যাংক চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই অনুযায়ী পূর্ত্ত দপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে এষ্টিমেট পাঠানোর জন্য। এষ্টিমেট হাতে পেলে অর্থের যোগান ইত্যাদি করে নির্মান কার্য্য শুরু করার জন্য পূর্ত্ত দপ্তরকে বলা হবে। তাহলেও ব্লাড ব্যাংক চালু করার সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সুপ্রীম কোর্টের কিছু নির্দ্দেশিকা আছে সেগুলি পূরণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ত ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেলের কাছে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে হবে। তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের টীম এসে ব্ল্যাড ব্যাংক যেখানে আমরা করব সেগুলি পরিদর্শন করবেন। এই পরিদর্শনের পর ছাড়পত্র পেলেই ব্লাড ব্যাংক চালু করা সম্ভব হয়। আমরা প্রক্রিয়া শুরু করেছি আমাদের চেষ্টা থাকবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উল্লেখিত এলাকায় ব্লাড ব্যাংক চালু করা।

শ্রী সমীর দেব সরকার (খোয়াই) :- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেটা বললেন খোয়াই, সাব্রুম, বিলোনীয়া এবং কাঞ্চনপুর এই ৪টি জায়গায় ব্লাড ব্যাংক চালু করার জন্য রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরাও হেলথ্ ডিপার্টমেন্ট-এর জয়েন্ট সেক্রেটারীর একটা কাগজ পেয়েছি। সেটাতে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিন্তু অনুমোদন দেওয়া বা লাইসেন্সের ব্যাপারটা উল্লেখ নেই। কাজেই, আমরা খুব আনন্দিত যে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ব্লাড ব্যাংক স্থাপন করার ব্যবস্থা হবে এবং এটা ও শুনলাম যে পূর্ত্ত দপ্তরকে এষ্টিমেট দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কবে নাগাদ ব্লাড ব্যাংক-এর জন্য প্রয়োজনীয় কনস্ট্রাকশান তৈরী করা হবে?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- স্যার ব্লাড ব্যাংক স্থাপন করতে যা প্রয়োজন তার প্রথমটা হচ্ছে এক হাজার বর্গফুট জায়গা তার জন্য দরকার হবে। এবং এতে ৮টা রুমের দরকার হবে। আবার এই ৮টা রুমের মধ্যে ৩টা রুম হবে এয়্যার কন্‌ডিশন। তারপর তাতে কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দরকার হবে, সেগুলি ন্যাশন্যাল এইডস্ কন্‌ট্রোল অর্‌গ্যানইজেশন্ এর তারা দেবেন। এই সব জিনিসগুলি এসে গেলে তারপরে কন্‌ট্রোলার অফ ড্রাগস্ -এর ওরা ইন্সপেকশান করে দিলে পরে লাইসেন্স-এর প্রশ্ন, লাইসেন্স না পেলে ব্লাড ব্যাংক চালু করা যায় না। আমরা এর মধ্যে পুর্ত দপ্তরকে বলেছি, ১ হাজার বর্গফুট জায়গা আমরা যেটা দেব তার মধ্যে এই ৮টা রুমের কন্‌স্ট্রাকশানের জন্য যে ইস্টিমেইট্ দরকার সেটা করার জন্য এবং সেটা দিলে পরে আমি আগেই বলেছি, আমাদের যেমন যেমন টাকার সংকুলান হবে সেই অনুযায়ী আমরা কাজ শুরু করবো। চারটা জায়গাতে প্রথম আমাদের কাজ শুরু করার প্রশ্ন, তারজন্য আমরাই ইস্টিমেইট চেয়েছি, সেটা পেলে পরে সেগুলি আমরা আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে করব।

শ্রী সমীর দেব সরকার (খোয়াই):- স্যার, আগামী অর্থ বছরে অন্তত কন্‌স্ট্রাকশনের কাজটা শুরু হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- স্যার, আমদের কাছে ইস্টিমেইট এলে আমাদের সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে হবে, টাকা পয়সার ব্যবস্থা এগুলি দেখতে হবে। বাজেট প্রভিশনের আগে যদি সেগুলি আসে তো আমরা দেখব। বাজেট প্রভিশনে সেই অর্থের সংকুলান করা যায় কিনা, সংকুলান করা গেলে আমরা নিশ্চয়ই তা করব।

মিঃ স্পীকার :- আর একটি দৃষ্টি আকষর্ণী নোটিশের উপর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ভরপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি পরিবার ও স্বাস্থ্য কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী অমিতাভ দত্ত ও শ্রী অনিল চাকমা মহোদয় কর্তৃক যুগ্মভাবে আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকষর্ণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু

হলো, "ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতাল সহ বিভিন্ন মহকুমা হাসপাতালে অ্যানেসথিয়েস্টিস না থাকায় চিকিৎসা পরিষেবায় সমস্যা হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- স্যার, রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে অ্যানেসথিয়েস্টিস ইত্যাদি দেওয়ার প্রশ্নে যে দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাব এখানে এসেছে সেটা সম্পর্কে বলতে গেলে যা আমাদের অ্যানেসথিয়েস্টিস দরকার তার চেয়ে বর্তমানে যা আছে সেটা অনেক কম। এখন পর্যন্ত যা আছে তাতে দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ৫৪জন অ্যানেসথিয়েস্টিসের প্রয়োজন, তার মধ্যে সারা রাজ্যে আমাদের আছে মাত্র ১৪ জন। এই ১৪ জনের মধ্যে জিবি হাসপাতালে আছে ৮ জন, প্রয়োজনের তুলনায় কম। আই জি এম হাসপাতালে আছে ৩ জন, ডাক্তার বি আর আম্বেদকর হাসপাতালে আছে ১ জন, ত্রিপুরা সুন্দরী হাসপাতালে আছে ১ জন। আই জি এম হাসপাতালে আছে ১ জন। এভাবে রাজ্যে আছে মোট ১৪জন এবং যে হাসপাতালগুলিতে এগুলি আছে সেগুলির প্রত্যেকটাতেই তাদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম, আমরা দিতে পারছি না। জিবি হাসপাতাল, আই জি এম হাসপাতাল, ক্যান্সার এবং বি আর আম্বেদকর হাসপাতালগুলিতে মোট ৪০জনের প্রয়োজন আছে। অ্যানেসথিয়েস্টিসের অভাব পূরণ করার জন্য কিছু এম বি বি এস ডাক্তার অ্যানেসথিয়েস্টিস বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে করতে যারা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাদের দিয়ে মাঝে মাঝে আমাদের কাজ চালাতে হয়। কিন্তু তাদের সংখ্যাও কম, তারা আছেন মাত্র ৬ জন, তবে তারাও ইন্‌ডিভিডিউলী কাজ করতে পারেন না, তাদের কোন না কোন অ্যানেসথিয়েস্টিস বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অধীনে কাজ করতে হয়, কারণ কতগুলি আইনগত বিষয় আছে। যারফলে ডিগ্রি ছাড়া কোন অ্যানেসথেটিস্টসের উপর এগুলি ছাড়া যায় না। অ্যানেসথিয়েস্টিসের সংখ্যার স্বল্পতার দরুন রাজ্যের ধর্মনগর সহ কোন মহকুমা হাসপাতালেই অ্যানেস্‌থেটিস্ট দেওয়া সম্ভব নয়। বর্তমানে ৩জন অ্যানেসথিয়েস্টিস ডাক্তার বাইরে পড়াশুনা করছেন, তারা ফিরে এলে আমরা চেষ্টা করে দেখবো দেওয়া যায় কি না। আমি আগেই বলেছি যে আমরা এখানে সুপার স্পেশায়েলিস্টস্ ব্লক ইত্যাদি চালু করার জন্য চেষ্টা করছি। ফলে সেখানেও আমাদের অ্যানেসথিয়েস্টিস দরকার হবে। এমনিতে অ্যানেসথিয়েস্টিস নিয়ে চিকিৎসকরা উচ্চ ডিগ্রী নিতে অনীহা প্রকাশ করেন বা যেতে চান না। তাছাড়া অন্য জায়গায় আমরা সীট পাইনা শুধু ইম্ফলে আমরা মাঝে মধ্যে এক-দুটি পাই তাও প্রতি বছরে পাওয়া যায় না। রোটেশনে এটা পাওয়া যায়। এইসব অসুবিধা থাকার জন্য সাব্‌-ডিভিশন্যাল হস্‌পিটালে অ্যানেসথিয়েস্টিস দেওয়া আমাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর ব্যাপার।

শ্রী অনিল চাকমা (পেঁচারথল) :- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশণ, স্যার আমাদের ধর্মনগর, কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালগুলিতে অ্যানেসথেটিস্টস না থাকার ফলে আমদের সেখান থেকে রোগীকে নিয়ে আগরতলায় আসতে অনেক কষ্ট করতে হয়। তাই আমাদের রোগীকে সেখান থেকে শিলচরে নিতে হয়। এখন শিলচরে নিতে হলে আমরা সরকারী কোন সাহায্য পাই না। কাজেই এই অসুবিধা দুরীকরনের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিজ্ঞাপন দেবার ব্যাবস্থা করবেন কিনা, বা এখানকার ডাক্তারদের দিয়ে এই ধরনের উদ্যোগ নিলে ভাল হবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, ধর্মনগর বা কাঞ্চনপুরে অ্যানেসথিয়েস্টিস না থাকলে কৈলাশহরে আছে। আর আমি আগেই বলেছি যে অ্যানেসথিয়েস্টিস এর স্বল্পতার জন্য সব মহকুমা হাসপাতালে অ্যানেসথিয়েস্টিস দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া এখানে এম.বি.বি.এস ডাক্তার যারা আছেন আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে এখানে যারা অ্যানেসথিয়েস্টিস আছেন তাদের আন্ডারে থেকে এই কাজকর্মে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে সাহায্য করতে পারেন কি না। কিন্তু এটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার যে এই ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত হয়ে পড়েছেন, বিভিন্ন কোর্টে তাদের হাজিরা দিতে হচ্ছে। কিন্তু এটা কাজেই চিকিৎসকরা এই রিস্ক নিতে রাজি হন না। কারন এটা জীবন মরনের ব্যাপার। যদি ডিগ্রি না থাকে তাহলে এটা

কেউ করতে এই রিস্ক নিতে চান না। এবং এইগুলি সম্ভবও হয় না। স্বাভাবিক কারনে চিকিৎসকরা এটা করতে অস্বীকার করেন। আর যদি এই ধরনের একটা খারাপ কিছু হয়ে যায় তাহলে তাদের রেজিস্ট্রেশান বাতিল হয়ে যাবে। তো এই রিস্ক কে নেবে? সেজন্য ট্রেনিং দিয়েও এটা সম্ভব নয় - ডিগ্রি না নিলে এই কাজ করা সম্ভব হয় না। তো আমাদের এখানকার চিকিৎসক যাদের ডিগ্রি নেবার জন্য পাঠানো হয়েছে তারা ফিরে এলে চেষ্টা করব। কিন্তু এখনই সব সাব্ ডিভিশনে অ্যানেসথিয়েস্টিস দেওয়া খুবই মুস্কিল হবে।

শ্রী অনিল চাকমা :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গত সেশানেও আমি এই ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকষর্ণ করেছিলাম। এবারও আমি এখানে বসে সবকিছু দেখতে অসুবিধা হচ্ছে। কারন উপরের ভেন্টিলের দিয়ে সরাসরি সূর্য্যের আলো আমার চোখে এসে পড়ছে। আমার খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- যেখানে আমাদের অপারেশান থিয়েটার আছে যেখানে আমাদের শৈল্য চিকিৎসক আছেন সেইসব জায়গায় যেমন দরকার অন্য একটা ক্ষেত্রে যেটা দরকার। সেটা হচ্ছে গাইনোকোলজি এই বিষয়টাতে প্রসূতি সদন যেখানে আছে সেখানে মাঝে মাঝে অ্যানেসথেটিস্টস প্রশ্ন এসে যায়। সিজার ইত্যাদি যদি করতে হয় সেগুলি আসে এই ক্ষেত্রেতো আমাদের একটা অসুবিধার সম্মুখিন হতেই হচ্ছে। আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে চিকিৎসক না থাকলে এই ধরনের উপযুক্ত লোক না থাকলেতো আমরা দিতে পারব না এই অসুবিধা একটু দেখতে হবে। আমরা চেষ্টা করব যদি বিজ্ঞাপন দিয়ে বাইরে থেকে কেউ আসতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে আমরা নিশ্চয় নেব, সেই রকম আমরা বিজ্ঞাপন করব।

শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :- স্যার, আমার একটা প্রশ্ন হলো ধলাই জেলার এমন একটি জায়গায় আমরা আছি যেখান থেকে শিলচরে যেতে হলে এসকর্টের দরকার হয়। আগরতলায় আসতে গেলেও এসকর্টের দরকার। কমলপুরে যেহেতু বিমল সিন্‌হা মেমোরিয়্যাল হাসপাতাল যেটা প্রায় ডিস্ট্রিকট লেবেলের হাসপাতাল। সেইদিক দিয়ে উদয়পুরে যে হাসপাতাল সেইরকম হাসপাতাল কৈলাশহরেও আছে। কিন্তু আমরা এইরকম একটা জায়গায় আছি আমাদেরকে অন্ততঃ যে তিনজন অ্যানেস্‌থেটিষ্ট আসবে তার থেকে আমাদের কমলপুর হাসপাতালে একজন দেওয়ার জন্য চিন্তা-ভাবনা করবেন কিনা?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- স্যার, আমি বলছি তারা আসলে তারপরে আমরা দেখব যে কি করা যায়।

মিঃ স্পীকার :- আজ একটা নোটিশের উপর পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। নোটিশটি দিয়েছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রী প্রশান্ত কপালী মহোদয়। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো "যোগেন্দ্রনগর ব্রীজ থেকে রামঠাকুর বালিকা বিদ্যালয় পর্যন্ত হাওড়া নদীর জল আটকানোর বাঁধ না থাকাতে বর্তমানে নদীর জল উক্ত স্থানের সন্নিহিত এলাকাসহ বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হওয়ার ফলে জনদুর্ভোগ নিরসনে শীঘ্রই যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া সম্পর্কে।" আমার মনে হয় এই ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে। কারণ এটা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে মনে হয় এটা অপ্রয়োজনীয়।

শ্রী প্রশান্ত কপালী (বনমালীপুর) :- না স্যার,আগরতলা শহরে এবার যেটা দেখা গেছে রামঠাকুর গার্লস স্কুলের পারে।

মিঃ স্পীকার :- ঠিক আছে তাহলে পরে মন্ত্রী মহোদয় বলুক। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি বলুন।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, হাওড়া নদীর বন্যার হাত হইতে আগরতলা শহরকে রক্ষা করার জন্য হাওড়া নদীর ডান পারে রামঠাকুর বালিকা বিদ্যালয় হইতে বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত এবং কলেজটিলা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট হইতে ৪৪ নং জাতীয় সড়ক বরাবর চন্দ্রপুর বাজার পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রনের বাঁধ আছে। কলেজটিলা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট হইতে রামঠাকুর বালিকা বিদ্যালয় পর্যন্ত টিলা ভূমি। রামঠাকুর বালিকা বিদ্যালয়ের বাঁধ হইতে টিলার পাশ দিয়ে একটি রাস্তা গান্ধী স্কুলের সন্নিকটে যোগেন্দ্রনগরের রাস্তার সহিত মিলিত হয়েছে। হাওড়া

নদীর বাঁধটি সময় সময় প্রয়োজন অনুসারে মেরামত করা হয়ে থাকে। রামঠাকুর বালিকা বিদ্যালয় হইতে যোগেন্দ্রনগর ব্রীজ পর্যন্ত নদীর ভাঙ্গন রোধে মাঝে মাঝে হানা ও প্রয়োজনীয় ব্লক প্রোটেকশানের কাজ নেওয়া হয়। রাস্তার এবং নদীর কিনারা পর্যন্ত কিছু লোকের বসতি আছে। ঐ অঞ্চলে মাঝে মাঝে বন্যার জল উঠে। রামঠাকুর বালিকা বিদ্যালয়ের সন্নিকটে রাস্তাটির কিছু অংশ নিচু। এখন পর্যন্ত ঐ রাস্তার উপর দিয়ে হাওড়ার বন্যার জল ঢুকতে দেখা যায় নাই। তবে গত বর্ষায় ঐ এলাকায় লোকজন ঐ রাস্তার উপর দিয়ে বন্যার জল ঢুকতে পারে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং তাদের দাবী অনুযায়ী ঐ জায়গায় কিছু বালির বস্তা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জল ঢোকার কোন তথ্য দপ্তরের জানা নেই। ঐ অংশটির উপর দপ্তরের তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে। হাওড়া নদীর বন্যার কিছু জল ৪৪ নং জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে কাটাখাল হয়ে প্রবাহিত হয়। বর্তমানে জাতীয় সড়ক উঁচু করা এবং রেলওয়ে লাইন নির্মানের জন্য হাওড়া বন্যার জল কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সমগ্র বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের সাথে আলোচনা করা হচ্ছে। তবে হাওড়া নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণে দপ্তর সবসময় সর্তক ও সজাগ আছে।

শ্রী প্রশান্ত কপালী :- পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান্ স্যার, রামঠাকুর বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে ১৫নং ওয়ার্ডের যে কাউন্সিলার তার বাড়ীর পূর্ব দিক দিয়ে যে রাস্তাটি যদিও মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে এলাকার লোক আশংকা প্রকাশ করছে যে এবার বন্যায় এই রাস্তা দিয়ে শহরের দিকে জল ঢোকার একটা আংশকা দেখা দিয়েছিল। এটা আশংকা না এটা বাস্তব ছিল। এবার আমি নিজে দেখেছি বন্যার সময় এই রাস্তার উপর বালির বস্তা দিয়ে জল আটকানো হয়েছে। জাতীয় সড়ক যেটা আসাম আগরতলা রোড এটা যদি উঁচু হয়ে যায় এই দিক দিয়ে যদি জল আটকে যায় তাহলে হাওড়া নদীর জল আগামী বর্ষাতে তার জলের স্তর আরও বাড়বে। বর্ষায় যখন জল বাড়বে সেই সময় বালির বস্তা দিয়ে হাওড়ার জল আগরতলা ঢোকার থেকে রক্ষা করা যাবে না। ফলে এখানে বিকল্প কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না? অন্ততঃ রামঠাকুর বালিকা বিদ্যালয় থেকে শুরু করে গান্ধী স্কুলের যে রাস্তা পপুলার ফার্মেসির সামনে দিয়ে নেমেছে প্রতাপগড় যাওয়ার যে বাঁশের সাঁকু আছে এই সাঁকু পর্যন্ত বাঁধাকে প্রসারিত করা না হয় তাহলে আগামী দিনে যদি একটুও বেশী জল স্ফীত হয় তাহলে বালির বস্তা দিয়ে জল আটকানো যাবে না কাজেই এটাকে গুরত্ব সহকারে দেখবেন কি না?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। কারন নতুন করে নেশন্যাল হাইওয়ে উচু হচ্ছে। রেল লাইন মাটির কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।হাওড়া নদীর কিছু সমস্যা দেখা দেবে। এর মধ্যে রিভার বেডও উচ্চ হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে নদীর পাশে বেআইনী ভাবে ইতিমধ্যে অনেক বাড়ী তৈরী হয়ে আছে। যেটা জল সরার ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে। এই সমস্ত বিষয় সরকারের নজরে আছে। এবং দপ্তর ইতিমধ্যে এক্সপার্টদের অভিমত নিয়েছেন। আমরা একটা কন্সালটেন্সি নিয়োগ করতে পারি কি না, ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের সঙ্গে আমরা সেইভাবে আলোচনা করছি। যাতে এই সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। আর বাঁধের যে কথাটা বলেছেন নিশ্চই দপ্তর দেখছে জল এখন পর্যন্ত ঢোকে নি। যদি সেখানে জল ঢোকার কোন সম্ভাবনা থাকে তাহলে নিশ্চই সেখানে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :- আর একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি দিয়েছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রী নারায়ণ চৌধুরী এবং শ্রী সুধন দাস মহোদয়। নোটিশের বিষয় বস্তু হলো " সর্বপ্রিয় প্রকল্প রাজ্যে সর্বত্র চালু করা সম্পর্কে।"

শ্রী গোপাল দাস (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এটা তো আলোচনা হয়ে গেছে আর দরকার আছে।

মিঃ স্পীকার :- প্রশ্নকর্তা সন্তুষ্ট ?

শ্রী সুধন দাস :- ঠিক আছে স্যার।

মিঃ স্পীকার :- আজ আর একটা নোটিশের উপর পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকত

হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রী প্রণব দেব্বর্মা মহোদয়। নোটিশের বিষয় বস্তু হলো "সোনাই নদীর উপর ডাইভারসন প্রকল্প চালু না হওয়ায় কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে।"

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য তো নেই।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য নেই? তিনি এসেছেন তো?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এটা অলরেডী একসেপ্টেড্।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, সরকার কৃষি ক্ষেত্রে জল সেচের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সেই অনুযায়ী জলসেচের বিষয়টাকে এক নম্বার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ত্রিপুরাতে কৃষিকাজে জলসেচের সুবিধার জন্য সম্ভাব্য স্থলে লিফট ইরিগেশন এবং ডাইভারসন প্রকল্পে ও অন্যান্য সেচ প্রকল্পের কাজ হাত নিয়েছে। সরকার আরও কিছু কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ৫০ শতাংশ সেচ প্রকল্পের আজ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় করতে উদ্যোগ নেবে। সেই উদ্দেশে হেজামারা ব্লকের অন্তর্গত সোনাই নদীর উপর সোনাইছড়া ডাইভারসন স্কীমের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তদ্রুপ মইলাকছড়া করমছড়া, ঘুরামারাছড়া, মনাইছড়া, ছাগলনাইছড়া, বাইখড়াস্থিত ওয়াহমাছড়া, নয়াছড়া, কাজিগাঙ্গ ইত্যাদি ডাইভারসন প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।এই কাজটির জন্য ১৯৯৭ইং সনের আগস্ট মাসে রেস্ট্রিকটেড টেন্ডার আহ্বান করা হয়। রেস্ট্রিকটেড টেন্ডার দেওয়ার জন্য মেসার্স এন. পি. সি. সি. লিঃ, মোসার্স আর পি এন এন, ওয়ার্কেন টুস এন্‌ভাইরন লিঃ রিজন রো কম্পানীগুলিকে অনুরোধ করা হয়েছে। কেবল মাত্র মেসার্স এন পি সি সি থেকে দরপত্র পাওয়া যায়। যেহেতু কাজটি খুব গুরত্বপূর্ণ তাই এই দরপত্রটি বিবেচনা করা হয়। সেই সময় মেসার্স এন.পি.সি.সির দরপত্রটি অধিক মূল্য হওয়ায় নিগোশিয়েশন করে ১৯৩.১৮৭ পার্সেন্ট থেকে ১৭০.০২৫ পার্সেন্টস্ অংশে নামিয়ে আনা হয়। তদুপরি কাজটি হাতে নেওয়ার জন্য সরকার কেবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়ে দরপত্রটি গ্রহণ করেন। কাজটির মূল্য ২ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬১০০টাকা। যেটা যার টি. এস. আর. ৯০ সিডিউলএর দরের চেয়ে ১৭০.০৫ অধিক। সেই অনুসারে ১৯৯৯ইং সনের মার্চ মাসে মেসার্স এন.পি.সি.সি.কে কাজটি দেওয়া হয়। ত্রিপুরা বিধানসভার এ্যাসুরেন্স কমিটি গত ৩১.০৫.২০০১ তারিখে এ বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন যে চীফ সেক্রেটারী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একাজের জন্য নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে এ্যাসুরেন্স কমিটিকে জানাবেন (১মাসের মধ্যে)।

চীফ সেক্রেটারী ১৬.০৬.২০০১ইং তারিখে এ্যাসুরেন্স কমিটির নির্দেশমত সকলের সঙ্গে আলোচনা করেন। নিম্নলিখিত অফিসার ও জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

১) শ্রী রাধাচরন দেব্বর্মা, বিরোধী দলনেতা, টি. টি. এ. এ. ডি. সি.,

২) শ্রী গোবিন্দ দেব্বর্মা, মেম্বার, টি. টি. এ. এ. ডি. সি.,

৩) শ্রী প্রণব দেব্বর্মা, এম. এল. এ.,

৪) শ্রী এন. নাগ, সেক্রেটারী, পি.ডাব্লিও.ডি.

৫) শ্রী বি.সি. সাহা, চীফ ইঞ্জিনীয়ার, পি.ডাব্লিও.ডি, (ওয়াটার রিসোর্স) ত্রিপুরা,

৬) শ্রী কে. সেলিম আলি, আই.জি (এল এন্ড ও),

৭) শ্রী এন. সি. সিন্‌হা, সেক্রেটারী (লেবার এন্ড স্পেশাল সেক্রেটারী, হোম),

৮) শ্রী অনুরাগ, এস.পি (ওয়েস্ট),

৯) শ্রী কে. আম্বুলি, জয়েন্ট সেক্রেটারী,

১০) ক্যাপটেন এস.কে. সিং, আসাম রাইফেল,

১১) শ্রী এ.কে. ঘোষ, এস.ই., আই এন্ড এফ. এম., সার্কেল নং ১

১২) শ্রী আর. দাশগুপ্ত, এস.ই., ৪র্থ সার্কেল, পি.ডাব্লিও. ডি, ত্রিপুরা,

১৩) শ্রী পি. কে. চক্রবর্ত্তী, ই.ই. আই. এন্ড এফ.এম, ডিভিশান নং ১, আগরতলা,

১৪) শ্রী এস.এল. দাস, এস.ডি.ও. আই এন্ড এফ. এম. সাব-ডিভিশান নং ১, আগরতলা

১৫) শ্রী টি. আর.ধীমান, এস.ই.(সি) এন পি সি সি লিঃ,

১৬) শ্রী ইউ. পি. মিশ্র, এস.ই.(সি), এন পি সি সি লিঃ,

জনপ্রতিনিধিগন কাজের স্বার্থে(ওয়ার্ক সাইট) একটি স্থায়ী সিকিউরিটি ক্যাম্প বসানোর মত প্রকাশ করেন। অন্য সকলে এ ব্যাপারে একমত হন। চীফ সেক্রেটারী, সিকিউরিটি ফোর্স এর বিভিন্ন শাখার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। ঐ এলাকাটি আসাম রাইফেল এর নিয়ন্ত্রনাধীন। ২৩শে জুন ২০০১ এ চীফ সেক্রেটারী, ডি জি পি, আই জি পি(সি আর পি এফ), আই জি পি (ল এন্ড অর্ডার), ডি আই জি (আসাম রাইফেল), ডি এম (ওয়েস্ট) এবং এস পি (ওয়েস্ট) এর সাথে আলোচনা করেন। সিদ্ধান্ত অনুসারে ডি জি পি এবং সিকিউরিটি ফোর্সের আধিকারিকগনকে ফোর্স পুনর্বিন্যাস করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়।

আশা করা যায় যে আগামী দু-এক মাসের মধ্যে সোনাইছড়া ডাইভারশান প্রকল্পের কাছাকাছি একটি সিকিউরিটি ক্যাম্প স্থাপন করা হবে এবং ডাইভারশান প্রকল্পের কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, এই হাউজে বহুবার আলোচিত এই প্রজেক্টটা ৯২ তে জোট সরকারের আমলে হাতে নেওয়া হয়। সার্ভে করে সমস্ত ইস্টিমেইট করে তারপরে এটার অনুমোদন দেওয়া হয় এবং আমি তখন ২ মাসের চার্জে ছিলাম তখনই আমি এটাকে কম্প্লিট করে দিয়েছিলাম। এই মৈলাকছড়া, কড়মছড়া এবং সোনাইছড়া। গোমতী, খোয়াই এবং মনু এই তিনটা যে মিডিয়াম প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে সেখানে ট্রাইবেল এলাকা মায়নাস হয়ে গেছে, সেই কারনেই জোট সরকার এটাকে খুব গুরুত্ব দেয় এবং তিনটি প্রজেক্ট ট্রাইবেল এলাকায় নেওয়া হয়। ৯২তে যে প্রজেক্ট সেংশান করা হয় সেই প্রজেক্ট আজকে ৯ বৎসর হয়েছে এখানে উনি বলেছেন যে ক্যাম্প বসবে। আমি আগে থেকেই বলছি যে এখানে ক্যাম্প দরকার আছে, ক্যাম্প দিন। ক্যাম্প বসতে পারে অম্পিতেই, রাসনা বাড়ির কাছে। তুইচেনে, বামপুরে, মালবাসাতে ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এই বামফ্রন্ট আমলে বহু নতুন নতুন ক্যাম্প বসেছে। কিন্তু এই মৈলাকছড়াতে সোনাই এবং করমছড়াতে উনারা ক্যাম্প বসান নি। এলাকার মানুষ চায় সহোযোগিতা করতে কিন্তু একসট্রিমিষ্টদের সঙ্গে ফেইস করা এলাকাবাসীদের পক্ষে সম্ভব না। এটা একেবারে বাস্তব ঘটনা। জওহর বাবু আর আমরা সবাই গিয়েছি, সবাই বলেছি যে এটা যদি জোট আমল হতো তাহলে সম্ভব হতো। প্রথমতঃ হচ্ছে আমরা উগ্রবাদীদের এক্টিভিটি বরদাস্ত করি না প্রশ্রয় দেই না। দ্বিতীয়তঃ যদি প্রয়োজন হত আমরা ক্যাম্প দিয়ে রক্ষা করতাম এবং কাজের সুযোগ করে দিতাম। এই বামফ্রন্ট ক্যাম্প দেয় না, আমি এটা বলি না, ক্যাম্প দেয়। কোনও দলের স্বার্থে এগুলোতে তারা খুব একটিভ। কিন্তু ট্রাইবেল এলাকাতে যে তিনটি মিডিয়াম প্রজেক্ট থেকে বঞ্চিত হলো তার জন্য তাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। কোনটাতেই পুলিশ প্রোটেকশান নেই, কোনটাতে সি আর পি এফ ক্যাম্প নেই। সবখানেই তো আছে। কাজেই এই রকম তিনটা প্রজেক্ট ট্রাইবেল এলাকায় বসতে যাচ্ছে সেখানে তিনটি ক্যাম্প দিতে পারেন নি। এটা সদ্ ইচ্ছার অভাব।

মিঃ স্পীকার :- আপনি কোন জিনিসটা ক্লিয়ার হতে চান, বলে ফেলুন তা না হলে তো সময় লস্ হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- না, ক্লিয়ার তো এটা সদ্ ইচ্ছার অভাব, হবে না সেখানে বলেছেন যে ৮০ শতাংশ ট্রাইবেল এলাকায় সেচ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে, এর সঙ্গে তাদের যে নেগলিজেন্স এটার কোন মিল নেই। কাজেই কথার সঙ্গে কাজের কোন মিল নেই। আমি মন্ত্রীর কাছে দাবী, চাই অবিলম্বে এই করমছড়া , মৈলাকছড়া এবং সোনাইছড়া ক্যাম্প বসিয়ে কাজ শুরু করবে কি না ?

মিঃ স্পীকার :- প্লিজ, প্লিজ, বসুন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- স্যার, এই বছরের মধ্যে করবেন কি না ?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডাইভারশান প্রকল্প যেটা মাননীয় সদস্য বলেছেন ১৯৯১ ইং সনে সেটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল টেন্ডারও করা হয়েছিল এবং দুইবার টেন্ডার করা হয়েছিল।

কিন্তু অধিক মূল্য পড়ার জন্য তারা সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। পরবর্ত্তী সময়ে আমাদের ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমরা সেগুলি আবার উদ্যোগ গ্রহন করে এবং টেন্ডার করা হয় এখানেও টেন্ডারের অধিক মূল্যই ছিল। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রী সভার মধ্যে আমরা এটা নিয়ে আসি, যেহেতু উপজাতি দুর্গম এলাকার মধ্যে কৃষকদের জমিতে জল পৌছে দেওয়ার জন্য সরকার আগ্রহী। মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত করে অধিক দরে আমরা সেখানে কাজ দেওয়ার চেষ্টা করি। কনট্রাকটর যখন কাজ হাতে নিয়েছিল তখন এই সমস্ত নিরাপত্তার ব্যাপারে তারা বলেনি। এখানে চাচুবাজার - এর একটি ক্যাম্প আছে, চাচুবাজার থেকে প্রায় ১ কিমি হতে পারে, কারণ আমি সেই জায়গায় গিয়েছি এবং সেখানে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের এবং উপজাতি যুব সমিতির যিনি প্রাক্তন এম.এল.এ. ছিলেন রবীন্দ্র দেব্বর্মা, প্রত্যেককে নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়, এবং তারা সবাই এস্যুর করেছিলেন যে এটা দরকার হবে না, তারা সবাই মিলে গ্রামবাসীরা মিলে সেখানে তারা কাজ করতে পারবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এই উগ্রপন্থী সংস্থাগুলি কোথা থেকে এত ডিমান্ড তাদের কাছে আরম্ভ করতে লাগল। এতে এজেন্সি বলল যে আমাদের পক্ষে সম্ভব না। স্বাভাবিক কারণে তারা নিরাপত্তা চায়। বিধানসভায়ও আলোচনা হয়েছে এবং সেখানে এ্যাসুরেন্স কমিটি চীফ সেক্রেটারী মানে বুরোক্রেটসের মধ্যে যিনি, তিনি নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেককে নিয়ে আলোচনা করেছেন, আসাম রাইফেল তারা এখন স্বীকৃত হয়েছেন তারা ক্যাম্পটা একটু দুরে সরিয়ে নেবেন ডাইভারশান স্কীমের কাছাকাছি বা তারা নিজেরা ব্যবস্থা রেখে এই কাজটা যাতে শুরু করা যায় সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছেন, এবং সরকারও সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন। আমরা আশা করছি এই কাজটা শুরু করতে পারবো। মৈনাকছড়া মাননীয় বিধায়ক নিজেও জানেন বিরোধী দল নেতাও জানেন সেখানে কিন্তু সিকিউরিটি ফোর্সের দরকার হয় না। কিন্তু এলাকার মানুষ সবাই বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এখন পর্যন্ত দুই বছর আমাদের কাজ করতে কোন ধরনের অসুবিধা হয় নি। এন.পি.সি.সি কন্ট্রাক্টর তারা কাজের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল, গাফিলতি ছিল। সেই দিক থেকে এই সময়ের মধ্যে কাজটা যতটুকু অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল ততটুকু আমরা অগ্রসর হতে পারি নি। এলাকার লোক এখানে নিজেরাই পাহাড়া দিচ্ছে, রক্ষা করছে। আমরা বলছি এলাকার লোক তারা ভালভাবে বলতে পারবেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেখানে সিকিউরিটি ফোর্সের প্রশ্ন আসে নি। পাশে সি. আর. পি.এফ. ক্যাম্প আছে, তারা ওখানে যান এবং টহল দেন। কিন্তু সিকিউরিটির জন্য কাজের কোন অসুবিধা হয়নি। এখানে আমাদের যে এজেন্সি আছে, তারাই বিলম্বিত করেছে। এলাকার লোক বার বার আসছে, আমাদের সঙ্গে দেখা করছে। আমরা চেষ্টা করছি এন.বি.সি.সি বলছে, করমছড়া সম্পর্কে বলছে, মৈনাকছড়া সম্পর্কে বলছে এবং তাদের সঙ্গে তো আমাদের প্রায়ই কথাবার্তা হয়, তারা এই এলাকার জন্য এখনও নিরাপত্তা চান নি। যখন আসবে তারা নিজেরা নিশ্চয় প্রশ্ন তুলবেন। সেইগুলি নিশ্চয় তখন দেখা যাবে। করমছড়া যেটা রাস্তার জন্য অসুবিধা হয়েছিল, সেটা এখন হয়েছে। এটা একই প্রশ্ন এখানে উঠেছে। সিকিউরিটি ক্যাম্প না দিলে পরে এন.বি.সি.সি সেখানে কাজ করতে যাবে না। এখন সরকার হায়েষ্ট লেভেলে সেটা মনিটরিং করছে। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত স্কীম, ডেভেলেপমেন্ট স্কীম যেগুলি আছে সেখানে আলাদা নিরাপত্তা বাহিনী তৈরী করে বা আমাদের যা ফোর্স আছে তা পুনর্বিন্যাস করে কাজগুলি যাতে শীঘ্র সম্ভব করা যায়, সরকার এই সব দিক থেকে উদ্যোগ গ্রহন করেছেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- স্যার, পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, এটা ১৯৯২ইং সনে এই সোনাই এর এষ্টিমেট কস্ট ছিল ৭৯ লক্ষ এর মত। এখন তিনি ইষ্টিমেটাকে ২ কোটির উপরে তুলে দিয়েছেন। এই দেরীর কারণেই এই আর্থিক ব্যয়ের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। এই মৈনাকছড়া এটা মাত্র সোয়া কোটি টাকায় ছিল। এখন প্রায় ৫ কোটি টাকা এষ্টিমেট কষ্ট উঠে গেছে। এই দেরী হওয়ার কারন রাজ্যবাসীকে দিতে হচ্ছে। এবং এর জন্য বামফ্রন্ট সরকার দায়ী। কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে রাজ্য সরকার এবং বিশেষ করে আমাদের

এখানে দুইজন মন্ত্রী আছেন, যারা এই রাজ্য এর মন্ত্রী হয়েও এলাকার মন্ত্রী থেকে গেছেন। একজন হচ্ছে বাদলবাবু, আর একজন হচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রী। সেচুয়া এবং তৈদুর কথা তিনি শুনতেই রাজি নন। কারণ এটা উনার কন্সস্টিটিউন্সিতে যদি ঢোকানো যায়, তাতে আমি রাজি আছি। কাজেই এই দুইজনের সম্পর্কে শাসক দলের ও একমত, আমি শুনেছি। যেমন, উনি কন্সস্টিটিউন্সি মন্ত্রী থেকে গেছেন। এই কারণেই রাজ্যবাসীকে খেসারত দিতে হচ্ছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, ১৯৯১, ১৯৯২ইং সালে যে এষ্টিমেটটা করা হয়েছিল ১কোটি ৩৪লক্ষ ২৭ হাজার টাকা, তার উপর যে রেইটটা পড়েছিল হায়েষ্ট হয়তো তারা দেন নি। এই এষ্টিমেট তো প্রায় কাছাকাছি ছিল। তারপর যেহেতু ১২৭ পার্সেন্ট এভাব-এ দিতে হচ্ছে। এই কারণে এখন এটা প্রায় ২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার মত গিয়ে দাড়িয়েছে। আর আপনারা কি কারণে করতে পারেন নি, রেইট বেশী না কি এটা আলাদা ব্যাপার। আর রেইট বেশী হওয়ার কারণেই আমরা দেখেছি মন্ত্রীসভায় মন্তব্য করেছে। আমরা ঋণ করে টাকা এনে করেছি। এই সমস্ত স্কীম নাবার্ড থেকে টাকা এনে করেছি। এবং লোন করে টাকা এনে এই ধরনের স্কীম উপজাতি অঞ্চলের মধ্যে করা যেতে পারে। এবং সেই এলাকায় সেচের ব্যবস্থা ও বাড়ানো যেতে পারে। আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি অন্ত্যত ৫০ভাগ সেচের এলাকায় যাতে বাড়াতে পারি, আমাদের সরকারের যা বাজেট আছে, টাকা আছে, সেটা যাতে আমরা খরচ করতে পারি। আমরা সেচের জন্য এই ভাবে পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। সুতরাং এটা নিয়ে কোন রকম প্রশ্ন নেই। এবং অসুবিধা হয়েছিল আমরা সেগুলি বলেছি। এই কাজ করার জন্য সরকার সবচেয়ে বেশী আগ্রহী।

মিঃ স্পীকার :- এই সভা বেলা ২ টা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESSES - AT 2 PM

LALING OF REPLIES TO THE POSTPONE QUESTION

মিঃ স্পীকার :- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "লেয়িং অব রিপ্লাইস টু দি পোষ্টপন্ড কোয়েশ্চান্স"। বিধান সভার গত অধিবেশনে পোষ্টপন্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান্স নাম্বার ১০৪ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এখন আমি মাননীয় সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপন্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) :- Sir, I beg to move to lay a copy of the postponed Un-starred question No. 104 on the Table of the House.

ANNEXURE - C

PRESENTATION OF THE COMMITTEE REPORT

Mr. Speaker :- Now the Question Before the House, Presentation of the 66th Report of the Committee on Public Accounts.

I would request Shri Shyama Charan Tripura, Member of the Mommittee on Public Accounts to present the 66th Report of the Committee to the House on behalf of the Hon'ble Chairman of the Committee.

Shri Shyama Charan Tripura, (Member of the P.A.C.) :- Hon'ble Speaker Sir, As authorised by the Hon'ble Chairman of the Committee on Public Accounts, I beg to present the 66 th Report of the Committee to the House.

Mr. Spearker :- Hon'ble Members are requested kindly to collect the copy of the above mentioned Report of the Committee from the 'Notice Office' of Tripura Legislative Assembly Secretariat.

GOVERNMENT RESOLUTION - Not Ratified

Mr. Speaker :- Now the Business Before the House, Consideration and Adoption of the Government Resolution which was moved by the Hon'ble Chief Minister in the House on 21.12.2001

I would request the Hon'ble Chief Minister to move a motion for consideration of the Resolution before the House.

Shri Manik Sarkar(Chief Minister) :- Sir, I beg to move the following Resolution for Consideration by the Tripura Legislative Assembly that, "this House ratifies the amendment to the consideration of India falling within the purview of clauses (a) and (d) of the proviso to clause (2) of Article 368, proposed to be made by the constitution (Ninety-first Amendment) Bill, 2001, as passed by the two Houses of Parliament."

Mr. Spearker :- Hon'ble Members Discussion on the Resolution is over. কেউ আলোচনা করবেন কি না ?

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- মিঃ স্পীকার নাইনটি ফাষ্ট এ্যামেন্টম্যান্ট বিল ২০০০ইং এটা আসলে জনগণের স্বার্থে নয়, এটা হচ্ছে জনগণের অধিকারকে সাপ্রেস করার একটা ব্যবস্থা। এটা যখন ফরটিটু এ্যামেন্টম্যান্ট ১৯৭৬ ইং এ করা হয়, তখন আমাদের বামবন্ধুরা পার্লামেন্ট-এ প্রচন্ড বিরোধিতা করেছিলেন। এখানে সোমনাথ চ্যাটার্জীর বক্তব্যও আছে, উনি বলেছিলেন তখন আমরা এই বিষয়ে বলার সুযোগই পাই নাই। এমনভাবে করেছে যে ১৯৭১ইং এর সেন্সাসকে তারা ২০০০ইং সাল পর্যন্ত ডিলিমিটেশন অব্ বোথ পার্লামেন্ট এবং মিনিষ্টাকে এ্যাসেম্বলী এটা ফ্রুজেন করে রাখা হবে। সংবিধানের যেটা নিয়ম সেটা হচ্ছে এব্রি আফটার টেন ইয়ার্স সুন আফটার পাবলিকেশন অব্ সেন্সাস রির্পোটি দেয়ার শেল বি এ.এফ ডিলিমিটেশন ইন দিস স্টেট লেজিসলেচার এ্যান্ড দি পার্লামেন্ট টু আনেবল থ্রু পেপার অব্ দি প্রেজেনটেশান অব্ দি পিপল ইন এ্যর্কডেন্স উইথ পপুলেশান। তখন তো কালা কানুন বলে খুব হৈ চৈ করা হয়েছিল, ইন্দিরা গান্ধীর মুখ আকাঁ হয়েছিল। তারপরে এটা ২০০০ সাল পর্যন্ত মেনে নিল। ২০০১ সালের পরে যেটা শুরু হওয়ার কথা এটা কেন স্থগিত থাকবে ? এখানে জেটলী রাজ্যসভায় বলেছিলেন, লোকসভায় বলেন নি। উনি বলেছিলেন যে আমরা একটা পপুলেশান কন্ট্রোল স্ট্রেটেজি নিয়েছি এবং আমাদের আশা, বিশ্বাস ২০২৬ সালের মধ্যেই পপুলেশানের যে কন্ট্রোলটা এটা একটা জায়গাতে এসে থেমে যাবে। কিন্তু সোমনাথ চ্যার্টাজী বলেছিলেন এই ধরনের কোন কিছু সম্ভবই নয়। এখন ১০০কোটি লোক আছে, ২০২১ ইং এ পপুলেশান খুব সম্ভবত ১৩০কোটি অথবা এর কাছাকাছি হবে, এর আর কিছুতেই কমানো যাবে না। কারণ উই হ্যাভ নো পপুলেশান কন্ট্রোল পলিসি এট অল। চীনের একটা নিয়ম আছে যে একজনের বেশী কেউ সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না। যদি ফাষ্ট চাইল্ড মারা যায় তাহলে সেখানে আরও একজন সন্তান উৎপাদন করা যেতে পারে। পরে দেখা গেছে ১৯৮২-২০০০ সালের মধ্যে চীনের জন সংখ্যার হার বিরাট একটা পরিবর্তন এসেছে। দে হ্যাভ এরেষ্টটেড দি পপুলেশন এক্সপ্লোশন। এটা আমাদের কর্নাটক এবং গুজরাট এই দুটো রাজ্যের আইন করা হয়েছে। যাদের দুইজনের বেশী সন্তান আছে তারা কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমি হয়তো না করলাম এটা তো কনডিশানে হতে পারেনা। সমস্ত সরকারী সুযোগ সুবিধা রেশন কার্ড এইগুলি থেকে বঞ্চিত

বা কোন পদক্ষেপ না নিলে পরে পপুলেশান কনট্রোল করা সম্ভব নয়। অরুন জেটলী বলেছেন যে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি রাইট ফ্রম দি ১৯৭১ তা পপুলেশান ইনফ্রাকচার বা এক্সপ্লোশন বন্ধ করতে পেরেছেন। ২০০০ সালের জনগননা অনুসারে ডিলিমিনিটেশান করতে বা সিট এরেন্‌জমেন্ট করতে হয় তাহলে তারা বঞ্চিত। কারণ সিটগুলি বেড়ে যাবে। উত্তর ভারতে এবং দক্ষিণ ভারতে যা ছিল তা কমে যাবে। এই যদি হয় তাহলে পলিসি দুটোই করতে হবে। যেসব রাজ্যে পপুলেশান কনট্রোল করতে পারবে তাদের জন্য ইনস্টাকশনীর ব্যবস্থা করতে হবে। যারা পারবে না তাদের জন্য পানিশমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা যাদি না করে তাহলে পরে এটা সম্ভব হবে না। আমাদের ত্রিপুরার এজন্য বঞ্চিত হতে যাচ্ছে। এমনিতে মডালিটি নরমস্ প্রতি সাত লক্ষ জন্য একজন জন প্রতিনিধি। তাহলে আমাদের ৩৫ লক্ষের মধ্যে ৫জন এম.পি হওয়া উচিত। এখানে এস.সি. একটা রির্জাভেশান থাকা উচিত। কিন্তু আমরা এই রকম থেকে বঞ্চিত ২০২৬সাল পর্যন্ত। সোমনাথ চ্যার্টাজি বলেছেন ততদিন আমি বেঁচে থাকবনা তোমাদের যন্ত্রনা দিতে হোক ২০২৬ পর্যন্ত এটা বাড়াব না। তারা বলেছেন যে একটা লঙ প্রসেস এবং প্রসিডিউর লাষ্ট ডেলিমিনিটেশন সেটা ১৯৭১ থেকে শুরু করে শেষ হবে ১৯৭৬। শেষ হতে ৫ বছর সময় লাগবে। তাই যদি হয় এখন ২০০১ প্রসেস আরম্ভ করান। ২০০৬ এটা কমপ্লিট করা হয়নি? দ্যাটস হোয়াই ইট সোড ব্যাক আপ টু ২০০৬। বিশেষ করে এস.সি ও এস.টির বেলায় সিট ঠিক থাকবে। একরডিং টু পপুলেশান তাদের রি-এরেন্‌জমেন্ট ইনক্রিজ অব সিট বোথ ইন পার্ল্লামেন্ট এন্ড এসেম্বলি করা যাবে। তাই যদি হয় সারা ভারতে হিসাব করে এম.পি. দরে ক্ষেত্রে দেখা গেছে ৫৪.৫ এর মধ্যে এস.টি ও এস.সি প্রতিনিধি সংখ্যা ৭জন বেড়ে যাবে ইট ইজ অলরাইট এস.সি বাড়োক কিন্তু এস.টি বাড়াবে না। কারন এস.টি. সংখ্যা এত বাড়েনি। ৭১ থেকে ২০০১ তারা স্টিটিসটিক্স রয়েছে। তাহলে তাদের একটা অপরাধ হয়ে গেছে। নট অনলি দ্যাট জেনারেল পাবলিক। দক্ষিণ দিল্লী এবং মহারাষ্ট্রে ৩০ লক্ষ ভোটার। এই ৩০ লক্ষ ভোটারকে দেখা কি সম্ভব হবে? ২৪ ঘন্টা ঘুরলেও তো ৩০ লক্ষ ভোটারের কাছে পৌঁছানো যাবে না। অথচ উত্তর দিল্লী ৯ লক্ষ ভোটার। আমদের এখানে রামচন্দ্রঘাটে ১৫ হাজার ভোটার। অনিলবাবুর সিটে ৫০ হাজার ভোটার। আগরতলা বনমালীপুর ২১-২২ হাজার ভোটার। বড়জলা এবং বড়দোয়ালী ৩০ হাজার ভোটার। এইভাবে ডিসপেরিটি হয়ে গেছে। যাই হোক, পার্লামেন্ট পাশ হয়ে গেছে। আমাদের বামফ্রন্ট বন্ধু, কংগ্রেস বন্ধুরা সবাই মিলে সমর্থন করেছেন। এটাতো এখানে অসমর্থন করে কিছু হবে না। এখানে যে কথা বলা হয়েছে যে এস.সি এবং এস.টিদের পপুলেশন অনুসারে নাথিং উইল রেস্ট্রিক্ট দ্যা অর্থারিটি টু ইনক্রীজ অর এডজাস্ট অব্ দ্যা সীটস এস.সি.,এস.টি. বোথ ইন পার্লামেন্ট এ্যান্ড এসেম্বলী। এখানেও করা হোক। তাহলে দেখা যাবে এখানে এস.সি সীট বাড়বে। পার্লামেন্ট-এ ৭টা সীট বাড়ছে। আমাদের রাজ্যেও এটা দেখার দরকার আছে। এস. টিদের সীট আর বাড়বে না। কারন ২০টা সীট রাজীব-রাংখল চুক্তি অনুসারে এটা হয়ে গেছে। সো দেয়ার ইজ নো স্কোপ ফর ইনক্রীজিং সীটস্ ফর এস.টি.। কিন্তু এস সি দেরটা রিভিউ করা দরকার। আই হোপ অনারেব্যল চীফ মিনিষ্টার উইল লুক ইনটু দ্যা মেটার সিরিয়াসলী সো দ্যাট দে ক্যান ফাইন্ড প্ল্যাস এ্যান্ড সেন্ড দেয়ার রিপ্রেজেন্টেটিভ একরডিংলী ইন দ্যা এসেম্বলী। আমার তো মনে হয় ৬৩ ধারা অনুসারে রাজ্য সরকার অর্ধেক রেটিফিকেশান করলেও হয়।আমরা না করলেও কিছু যায় আসে না। আমার তো মনে হয় এটা না করলেই ভাল। এটা জনস্বার্থের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যে প্রশ্নগুলি তোলা হয়েছে, বিলের পক্ষে সওয়াল করার আমার কোন অভিপ্রায়ই নেই। বিলে যে সমস্ত বিষয়গুলি আছে তার মধ্যে কিছু কিছু মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু উৎথাপন করেছেন। এমনিতে মিঃ জেটলী যে বক্তৃতা করেছেন রাজ্যসভায় তার মধ্যে তিনি কিছু কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন। মূল কথা যেটা শ্যামাবাবু উল্লেখ করেছেন, পপুলেশন পলিসি যেটা সেন্ট্রাল গর্ভনমেন্ট করেছেন। আমরা এটার তীব্র বিরোধী। এটা আমরা অসমর্থন করি। কারন পপুলেশন নিয়ন্ত্রণ না

করার জন্য ভোটে দাঁড়ানো যাবে না, রেশন কার্ড দেওয়া যাবে না। দারীদ্রসীমার নীচে থাকলেও পঞ্চায়েত এলাকায় যে সমস্ত সুযোগগুলি আছে সেগুলি পাওয়া যাবে না। এইগুলি কংগ্রেস শাসিত কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে হয়েছে। আমরা এগুলির তীব্র বিরোধীতা করছি। এগুলি ঠিক না। কারণ মানুষ পৃথিবীতে শুধু পেট আর মুখ নিয়ে আসে না। তার সাথে দুটো হাত, মাথা থাকে। তার কাজ করার সামর্থ থাকে। এই প্রকৃতিতে তাদের থাকবার মত জায়গা আছে বলেই তারা আসছে। এখানে প্রকৃতির সম্পদ মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাবার যে পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনা আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর থেকে নেওয়া হয় নি। দ্যাট ইজ দ্যা মেইন প্রবলেম। পপুলেশন পলিসি ফাইনাল করার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী একটা মিটিং ডেকেছেন। সেই মিটিং এ যে কয়জন চীফ মিনিষ্টার উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। সেই মিটিং-এ আমাদের বক্তব্য ছিল পপুলেশন বাড়ছে বলে যে সমস্যা তৈরী হয়েছে বলে আপনি বলেছেন, এটা আমরা সমর্থন করি না। আপনারা আমুলভূমি সংস্কারে যাচ্ছেন না কেন? এই ব্যাপারে উনারা একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। আমাদের স্টেইটে আমরা যখন ষ্টেইট পপুলেশন কমিশন গঠন করিছি সেখান থেকে দুটো রিজলিউশান আমরা নিয়েছি। ক্যাটেগোরিক্যালী আমরা বলেছি যে আমূল ভুমি সংস্কারে যেতে হবে। প্রকৃতির সম্পদ আছে, এটাকে মানুষের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এটাই হচ্ছে মূল। কিন্তু যে কথাগুলি বলা হচ্ছে ৩টা বাচ্চা না ২টা বাচ্চা, ২ টা না ১টা এইগুলি বাজে কথাবার্তা। এইগুলি আমরা সমর্থন করি না। এটা কোন পলিসি হতে পারে না। চীন যেটা করেছে সেটা অ্যাওয়ারনেস এর মধ্যে দিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। জোর জবরদস্তি করে নয়। আমাদের এখানে তো ভেসিকটেলী, নাসবন্দি হয়েছিল। যারা করেছেন তাদেরকে জাবাদিহি দিতে হয়েছে। এইগুলি অমানুষিকতা, বর্বরতা। আমরা এইগুলি সমর্থন করি না। আমাদের স্টেইটে পপুলেশনের ক্ষেত্রে যে সেন্সাস বেড়োল, তাতে উপরের দিকে যে ৮-১০টা স্টেইট আছে তার মধ্যে আমাদের রেকর্ড ভাল। ইট ইজ নট বিকজ অব এ্যাকসপ্লোরেশন। এটা আসলে হচ্ছে বর্ডার ওপেন, এখানে লোক ঢুকছে, ঢুকে সংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদের জন্ম ও মৃত্যুর হারের যে রেকর্ড এটা টালী করলে দেখা যাবে যে এটা মিলছে না। এই জায়গায় মোবাইল টাস্ক ফোর্স ভাল আকশান করছে, তৎকালীন বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্টেব্যল করেছে। ওখানকার মানুষের কথা ভেবে, ওখানে যাবার দরকার নেই, এখানেই নিরাপত্তা পাব। ফলে এই আসা-যাওয়ার ব্যাপারটার চাপ কম হয়েছে। অন্ দি আদার হ্যান্ড আমরা যে ক্যাম্পেইন নিয়েছিলাম, তাতে করে আমাদের এখানে পপুলেশন চেকড হয়েছে। ন্যাশানাল যে এভারেজ, তাতে আমাদেরটা বেটার। এটা নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্য দপ্তরের যেমন সাফল্য, অপরদিকে আমাদের রাজ্যের গনতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষের ও একটা সাফল্য। এটাই নিঃসন্দেহে আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের যেমন সাফল্য তেমনি আমাদের রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের এটা স্বাক্ষর। শুধুমাত্র স্বাস্থ্য দপ্তরের ডাক্তার বাবুরা বললেই করা যায় না। সেকেন্ড যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে শিশু মৃত্যুর হারও কম। এটা স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্যাপার তাদের দিক থেকে যেমন উদ্যোগ আছে সঙ্গে সঙ্গে মায়েদের যে সচেতনা দারিদ্রতার মধ্যে থেকেও এই দুটি কারণ এক সাথে মিলনের ফলেই শিশু মৃত্যুর হার কমেছে। আমি কথাগুলি প্রসঙ্গক্রমে বললাম যে পপুলেশান পলিসি যেটা মাননীয় সদস্য বলবার চেষ্টা করেছেন আমরা ল্যাফট্ ফ্রন্ট এটা সমর্থন করি না। এখন একটা ঘটনা ঘটেছে ঠিক তাতে তারা যে বিষয়টা আবার চেষ্টা করছেন, ২০২৬ সালে গিয়ে তারা ভাবছেন, এই পলিসি একটা স্টেপ নেওয়ার জায়গায় পাবে। কিন্তু এই গ্যারান্টি কে দিতে পারেন? কারণ তাঁরা কি এতদিন গদিতে থাকবেন? তাদের গদি তো এখনই টলটলয়মান অবস্থায় আছে। সুতরাং তখন এটা দেখার কে থাকবে? এই হচ্ছে পরিস্থিতি, এটা হতে পারে না। কিন্তু এটা ঘটনা। কোন জায়গায় কিছু লোক বাড়বে, কোন জায়গায় কিছু লোক কমছে, কতগুলি স্টেইট ভাগ হয়েছে ফলে কতগুলি নতুন রাজ্য হয়েছে। এই সব কিছু মিলে, মানুষের আসা-যাওয়া নিলে এখন যদি একটা জেনারেল ফরমূলা করতে যায় সেই ধরনের রেশন্যাল ফরমূলা গুলি ঠিক আছে, এইগুলি ভাল।

যাদের ওখানে পপুলেশান বেশী তারা যদি কতগুলি মেজ্যারস্ নেওয়ার জন্য পপুলেশান কন্ট্রোল করে থাকে তাহলে তাদের জন্য প্ল্যাস পয়েন্ট আর যারা পপুলেশান মেজ্যারস্ কন্ট্রোল করে নি তাদের জন্য বেড়ে গেল অর্থাৎ তারা মাইনাস পয়েন্ট। এই রকম যদি কোন একটা রেশন্যাল এপ্রোচ থাকত সেটা হচ্ছে এখন যারা এনেছেন এখানে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন দলের লোক সমর্থন করছেন বার বার। কালকেও আমার কাছে চিঠি এসেছে মাননীয় মন্ত্রী অরুন জেটলীর এবং আমাদরে উত্তর-পূবাঞ্চল রাজ্যের যিনি মিনিষ্টার উনারও চিঠি এসেছে। তার আগেই আমরা কেবিনেটে আলোচনা করে এটা এখানে দিয়ে দিয়েছি। এখন বিধানসভা যদি বলে আমরা এটা এ্যাকসেপ্ট করব না, তাহলে আমরা প্লেইস করব না, পরিষ্কার কথা বলছি। এটা এমন নয়, যে এটা না করলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়বে, এই রকম কোন ব্যাপার নয়। এখানে যে জিনিসটা এসেছে যেটা মাননীয় সদস্য বলছেন এই তথ্য আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবুর নাও জানা থাকতে পারে। ওটা ৫ লক্ষ নয় ওটা হচ্ছে আসলে পার্লামেন্ট ১০ লক্ষ, ৩৩ হাজার, ৪ শত ৭৫। এই হচ্ছে এভারেইজ পপুলেশান তাতে একটা করে সীট হয়। আমাদের এখানে অলরেডি এখন ৩২ লক্ষের মত লোক তাতে তিনটা সীট হয় না। মাননীয় সদস্যদের জানার জন্য বলছি এই গভর্ণমেন্ট আসার পর প্রথম তিন মাসের মাথায় আমরা কেবিনেট থেকে ডিসিশান করে বলেছি আমাদের আরও একটা লোকসভার সীট বাড়াতে হবে এবং সেটা রিজার্ভ কোটা হবে। কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট আমাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন এটা এইভাবে করা যাবে না। আনটিল অর আনল্যাস সেন্সাস্ ইজ ওভার এ্যান্ড কমিশন ইজ এ্যাপয়েন্টটেড ফর ফারদার ডিমারকেশ্যান অব্ কনস্টিটিউন্সী বা আদারস্ ফরমূলা এডপটেড। আমরা এটা বিধানসভায় এর আগেও বলেছি এবং তফশিলীজাতি সমন্বয়ের পক্ষ থেকে একাধিকবার আমার কাছে তারা ডেপুটেশান দিয়েছেন। আমি তাদের বুঝিয়ে বলেছি এই ব্যাপারে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমরা রিজারভেশানের ব্যাপার নিয়ে বসে থাকি নি। কারণ আমরা সেকেন্ড টাইম চিঠি পাঠিয়ে রিমাইনডার দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং বলেছি এই ব্যাপারে আমরা তো কিছু করতে পারব না কারণ এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ব্যাপার। এখন এখানে যে প্রশ্ন এসেছে সেন্সাসের যে রিপোর্ট বের হয়েছে নরম্যালি এটা দু বছর সময় লেগে যায়। এটা এত বেশী সময় লাগা উচিত নয়। কারণ বিজ্ঞান অনেক বেশী এগিয়ে গেছে, হিসাব-নিকাশ করে আজ থেকে ১০ বছর আগে যে সময় লাগত এখন কেন এত সময় লাগবে আমি বুঝতে পারছি না । আমাদের দেশটা বড় ঠিক আছে একশত দুই বা তিন কোটি মানুষ হয়ে গেছে শুধু মাত্র মোট জন সংখ্যা কত তাতে এস.টি কত তার একটা হিসাব আমরা পেয়েছি বাকীগুলি তেমন করে পাই নি। শিক্ষার ব্যাপারে ৫/৬টা আইটেম জানা দিয়েছেন। কিন্তু এইগুলি তারা বলেছেন প্রভিশন্যাল নট্ ফাইনাল। নরম্যালি সময় নেয় ২ বছরের মত। আমাদের বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি সেই অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে এটার আরও তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার। এতদিন কেন বসে থাকব, এতদিন বসে থাকা ঠিক নয় তাই আগে টেনে নিয়ে আসা উচিত। কতগুলি অসুবিধা হয়তো আছে এটা আমি অস্বীকার করছি না। পার্লামেন্ট বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছেন তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করা অথবা কারও হয়তো প্রতিনিধি নেই কিন্তু পার্টিকুলার এরিয়াতে তাদের ভাল ভূমিকা আছে তাই তাদের সঙ্গে কন্সাল করতে আপত্তির তো কিছু থকতে পারে না। সবাই বসে নেশন্যাল এপ্রোচ নিয়ে সেখানে যেমন পিপলস্ রিপ্রেজেন্টেশান এ্যাক্ট্ কে মোডিফাই করার জন্য এর আগে দেবগৌড়া গভর্ণমেন্ট-এর সময় হোম মিনিষ্টার ছিলের প্রয়াত ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, তখন তো কতগুলি মোডিফিকেশান সাজেস্ট করেছেন। এখন তার উপর ভিত্তি করে একটা বিল সেখানে এসেছে। এটা যদি করা যায় তাহলে এই ক্ষেত্রে করা যাবে না কেন? ঠিকই তো একটা জায়গায় দেখা যায় ২৫ লক্ষ ভোটার আর একটা জায়গায় মাত্র ৫ লক্ষ ভোটার এটা কি করে সম্ভব? এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাড়ীতে যাওয়ার প্রশ্ন নয়, তারা যদি চিঠি দিতে আরম্ভ করেন তবে এর জবাব দিতে হবে তো জনপ্রতিনিধি হিসাবে। এইগুলি করার কতগুলি অসুবিধা আছে। এই কারণে এইগুলির ব্যাপারে ন্যাশানাল ভিউ নেওয়া উচিত। ফলে এই নিয়ে

আমাদের কোন আপত্তি নেই। এখানে তো মাননীয় সদস্য ৫টা না ৬টা এ্যামেন্ডমেন্টের কথা বলেছেন। একই জিনিস এটার সঙ্গে বাকী জিনিসগুলি লাগোয়া আছে বলে পর পর তারা এগুলি এনেছেন। একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে তারা পপুলেশানটা ফ্রিজ করেছেন ১৯৭১ কনটিনিউ টিল ২০০০-২০০৬। এটা একেবারেই ই-ন্যাশানাল মনে হচ্ছে। সেকেন্ড যেটা এসেছে সেটা হচ্ছে ১৯৯১ এর যে সেন্সাস রিপোর্ট, তার উপর ভিত্তি করে ফারদ্যার ডেলিগিটেশান্ উইদিন্ দ্যা স্টেইট এটা তারা করতে পারবেন। এটা যেহেতু অ্যামেন্ডমেন্ট্-এর সাজেসটেড হয়েছে ইফ্ ইট্ ইস্ পাসড। তাহলে পরে ন্যাচারেলী যারা কমিশন তারাই অ্যাটেন্ড করবেন। তারাই অ্যাটেন্ড করবেন অন দ্যা বেসিস অব্ হুইচ দ্যা প্রসেস অব্ রিডীমারকেশন উইদ ষ্টার। দ্যাট মীন্স তাতে যেটা বলেছেন, এখানে ৯ নং বনমালীপুরে সেস্ময়ে তারা করেছেন যার যেভাবে সুবিধা হয়, তিনি তার মত করে কেটে ছেটে করেছেন হয়তো। এগুলি তো আপনাদের হয়নি এটা বঝতে হবে। কাজেই এগুলি এখন একটা নেশান্যাল জায়গায় যেতে হবে, এটা যে ৫৫ হাজার, ৬০ হাজার আর একটা যেটা ১৫ হাজার ১৭ হাজার এটা এভাবে হয় না। এগুলিতো ওখান থেকে ওনারা যেভাবে করবেন সেভাবে আমাদের দেখতে হবে। এটা ঠিক যে, আমাদের এখানে তফশিলীদের জনসংখ্যা বেড়েছে, এরকম একটা তথ্য এসেছে আমার কাছে। আমাদের ষ্টেইট-এর পুরোপুরি আসলে পরে প্রফিশন্যালী যদি দেখা যায় যে, এদের বেশী সীট হওয়া উচিত, তো এটার কিন্তু কোন প্রভিশন এখানে নেই, তারা কিন্তু নাম্বারটা ফিক্স করে দিয়েছেন। যেমন, আমাদের ষ্টেইটে তফসিলীদের জন্য ১৭টা সীট আছে তো ১৭টাই থাকবে। তফসিলী উপজাতিদের জন্য ২০টা সীট আছে তো ২০টাই থাকবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- টোটাল নাম্বারটা ঠিক থাকবে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- হ্যাঁ, যেমন আছে তেমনই থাকবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- কিন্তু এস টি, এস সি-দের প্রোফেশন্যালী সীট বাড়ানো যাবে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- না, বোধ হয় তা না, আই স্ট্যান্ড টু কারেকশান, this article related to reservation of seats for Scheduled Caste and scheduled Tribe in the House of the People as per provis to the Explanation below clause (3). The population of 1971 census on the basis for reservation intil the related figures of the first census taken after the year 2000 was published. As per proposed amendment the population 1991 census shall be basis of reservation till 2026. This is article no. 330. কাজেই এখানে এরকম কিছু দেখছি না এবং article - 332তে আছে As per proposed amendment this readjustment shall be made on the basis of the first census of 2026. Similarly, clause (33) provides for readjustment onthe basis of the first census. তাহলে readjustment -এর কথা বলা হয়েছে।

Mr Nagendra Jamatia :- এখানে Jetly statement of objects and reasons 4 এ বলেছে। It is also proposed to refix the number of seats reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the House of the People and the Legislative Assemblies of the States on the basis of the population ascertained at the census for the year 1991.

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- আমাদের এখানে তা না। আমাদের এখানে রিফিক্স-এ যেটা আছে অ্যাজ্ পার্ প্রোপজড্ অ্যামেন্ডমেন্ট, দিস রীঅ্যাডজ্যাস্টমেন্ট সেল বি মেইড অন্ দ্যা বেসিস্ অব্ দ্যা ফাস্ট সেন্সাস।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- ডিবেটে দেখুন শিবরাজ পাতিলের, দেয়ার উড বি এন ইক্রিজ অফ্ দা নাম্বার অব্ দ্যা .... ।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- এটা দেখেতো লাভ নেই। কারণ উই সেল বি গাইডেড ফর দা এগৃজ্যাক্ট অ্যামেন্ডমেন্ট। কাজেই তাতে যেটা আছে সিমিলারলী ক্লজ (৩বি) ক্লজ (৩ এ)তে আছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের চারটা

রাজ্যের কথা । আর ক্লজ (৩বি) ইট রেফারস ত্রিপুরা। Clause (3B) provides for readjustment on the basis of the first census after the year 2000 of seats reserved for Scheduled Trides in the Legislative Assembly of Tripur. As per proposed amendment this readjustment shall be done on the basis of first census of 2026.

Shri Shyama Charan Tripura :- There would be an increase of about 7 seats for Scheduled Castes. But this should not create any kind of misunderstanding amongst the people in our country.

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- এগজ্যাক্টলী, কিন্তু এখানে প্রশ্ন যেটা দাঁড়াচ্ছে, এগুলি যাই হবে সবটা ইলেকশান কমিশনার এপয়েন্ট করবেন। তার ভিত্তিতে যদি এরকম হওয়ার সুযোগ থাকে আমরা সিলেক্ট করব। আমাদের কোন আপত্তি নেই। কারণ আমরাও এটা চাই, না হলে আমরা লোকসভার একটা আসন এস. সি.র জন্য চাইতাম না।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- তাই যদি হয় তো এই সাতটার মধ্যে অন্তত একটা সীট ত্রিপুরায় এস সির জন্য দেওয়া হোক। মানে আমরা এটা দাবী রাখতে পারি যে, প্র্যাপৌজ ইনক্রীজ অফ ৭ সীটস্ ইন পার্ল্যামেন্ট ফর এস সি এখান থেকে আমাদের ও একটা শেয়্যার দেওয়া হোক।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- এটা কোন জায়গায় বলেছে ?

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- এটা ডিবেইটে আছে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- আমি অ্যামেন্ডমেন্টের কথা বলছি। অ্যামেন্ডমেন্টে কি বলেছে, সেখানে সীট বাড়ানোর কথা আছে কি? না, না ৩৩০ সীট বাড়াবার কথা নেই।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- 1) Seat shall be reserved in the House of the people for

a) The Scheduled Tribes except the Scheduled Tribes in the autonomous districts.

b) The Scheduled Tribes in the autonomous districts of .

2) The number of seats reserved in any state and union terriory state 6 for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall bear, as nearly as may be the same proportion.

এটা প্রোপারশন অনুযায়ী ১৯৯১ ইং অনুযায়ী এটা বাড়ানো কথা।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- সীট বাড়ানোর কথা বলেছে? সীট বাড়ানোর কথা কোন জায়গায় নেই। যদি বাড়ে তাহলে নিশ্চয় আমরা, বাড়াব আপত্তি কি আছে আমাদের। কাজেই, আমাদের কাছে প্রশ্ন যেটা তাদের কাছে অ্যামেন্ডমেন্টের বিষয়টা যেটা ব্যাখাটা তারাই দেবেন। আমার কাছে যখন এটা আসে আমি নিজে থেকে ইনটারেস্ট নিয়ে পার্লামেন্টের ডিবেট থেকে এটা বের করে আনব, অন দি বেসিস অব্ দি অ্যামেন্ডমেন্ট। আমরাতো কিছুই বুঝব না, ডিবেট আমাদের পড়া দরকার। দেন উই হেভ কালেকটেড অল দিস - উই হেভ মেড অ্যাভেলঅ্যাবেল টু অল আওয়ার মেম্বারস। এটার উপর ভিত্তি করে আমরা এখানে যা দেখেছি এখানে যেটা এসেছে এটা কি ঠিক।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- স্যার, সেখানে সাব-কমিটিতে সোমনাথ চাটার্জী এবং শিবরাজ পাতিল ছিলেন, তারাতো এটা না জেনে বলবেন না।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- না, আমিও তো তাদের বক্তব্যগুলি পড়েছি। প্রশ্নটা হচ্ছে অ্যামেন্ডমেন্টের কথা। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে অ্যামেন্ডমেন্ট, আমরা অ্যামেন্ডমেন্টের উপর কথা বলছি। এই অ্যামেন্ডমেন্টটা গ্রহণ করব কিনা, দ্যাট ইজ দি পয়েন্ট। আমরা যদি রেকটিফাই করি অভার, আমরা যদি রেকটিফাই না করি আমরা নাও করতে পারি। আমাদের দিক থেকে আমরা যেটা বলছি যেহেতু এটা পদ্ধতিগত

ভাবে আসে, আসলে পরে করা না করা সেটা রাজ্যের উপর। আমরা প্লেইস করেছি, যদি অ্যাসেম্বলী মনে করে বিরোধী দলের বন্ধুরা যদি মনে করে না আমাদের রেকটিফাই করার দরকার নেই, লেট আস দি স্ক্রিপট, উই হেভ নো অবজেকশান। কিন্তু পলেসি যেগুলি বলে তারা বলেছেন সেইগুলি যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে মিঃ জেটলী প্লিট করার চেষ্টা করেছেন উই ডোন্ট এগ্রি উইথ দিস। এই পপুলেশন কন্ট্রোল করার নামে যেসমস্ত মেজারসগুলি সাজেসটেড হয়েছে কোন কোন রাজ্যে ওগুলি আমরা সমর্থন করি না। এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের রাজ্যের মধ্যে অ্যাকরডিং টু পপুলেশন যেটা হওয়া উচিৎ সেটার পক্ষে। তাতে যদি এস.সি. সীট বাড়ার কোন সুযোগ থাকে তাতে যদি বেরিয়ে আসে এবং নির্বাচন কমিশন যদি এই ব্যাপারে কোন আপত্তি না করে থাকে উইল গ্লেড দি অ্যাকসেপটেড উই হেভ নো অবজেকশান।

মিঃ স্পীকার :- তাহলে এখন কি দাঁড়ালো ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- উই হেভ নো অবজেকশান। আমি শুধুমাত্র প্লেইস করলাম। তা না হলে পরে বিরোধী দল থেকে প্রশ্ন আসতে পারে কেন আমাদের জানতে দেওয়া হলো না। সো টু মেক দি অ্যাসেম্বলী আওয়ার উই হেভ গিভেন দি অপরচুটেনলী উই হেভ ডিবেট আওয়ার সেলভ গো ইট মে বি স্ক্রিপট দেন আই হেভ নো অবজেকশান।

Mr. Speaker :- Honble Members Discussion on the Resolution is over. Now I am putting the Resolution to vote. The Question before the house is the Government Resolution moved by the Hon'ble Chief Minister.

" That this House ratifies the amendment to the constitution of India falling within the purview of clause (a) and (d) of the proviso to clause (2) of Article 368, proposed to be made by the Constitution (Ninety First Amendment) Bill, 2001, as passed by the two houses of the Parliament."

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- না, না এটাতো এই লাইনে যাচ্ছেন, আমরা তো ইউনিফাইড যে আমরা এখানে রেকটিফাই করতে যাচ্ছিনা।

মিঃ স্পীকার :- না, ঠিক আছে আপনারা না করলে না করবেন। আপনারা যদি এটার পক্ষে না থাকেন তাহলে আপনাদের মতামত দেবেন, পক্ষে থাকলে মতামত দেবেন।

(অতএব, রেজুলিউশানটি সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে বাতিল হলো)

SHORT DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

মিঃ স্পীকার :- এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো " শর্ট ডিস্‌কাশন অন দি মেটার্স অব আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পর্টেন্স"। আজকে কার্য্যসূচীতে ৩টি শর্ট ডিসকাশন নোটিশ আছে। নোটিশটির প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো - "গ্রামরক্ষী বাহিনী গঠন সম্পর্কে"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে। এই ব্যাপারে তো আগেও অনেক আলোচনা হয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আগে আলোচনা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই আলোচনার রেজাল্ট কিছুই ছিল না। আমরা যে সমস্ত প্রশ্ন তুলেছিলাম তার নিগেটিভ বা পজিটিভ কোন উত্তর তখন দেওয়া

হয়নি। স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে, গ্রামরক্ষী বাহিনী যেভাবে গঠন করা হয়েছিল এটা উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং নিরিহ গ্রামবাসীরা যাতে তাদের আত্মরক্ষার কিছুটা সুযোগ পায় সে জন্য এই প্রস্তাব তখন আমরা সমর্থন করেছিলাম। এখনও আমরা এটাকে সমর্থন করি। কিন্তু বিষয়টি হলো এই এখন যেভাবে গ্রামরক্ষী বাহিনী তৈরী করা হচ্ছে - এটা গণতান্ত্রিক কাজকর্মকে, গণতান্ত্রিক মত, দল বিশেষ করে বিরোধী দলের যারা আছে, তাদের বিরুদ্ধে এই গ্রামরক্ষী বাহিনী গঠন করা হয়েছে। এটা এই কয়েক দিনেই প্রমাণিত হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সকালেও এই নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন যে, বিরোধীদের এখানে ইনভল্‌ভড্‌ করা হয়নি। যাতে নিরপেক্ষ হয় তার জন্য সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে এগুলোকে বাছাই করার সুযোগ দেওয়া হতো এবং এতে একটা নিরপক্ষে চিত্র আসবে এবং সত্যিকারের যে লক্ষ্য সেটা পুরণের সহায়ক হবে। কিন্তু এখন যারা গ্রামরক্ষী বাহিনী তারা সবাই শাসকদলের কর্মী, ক্যাডার। এখন তাদের কাজে লাগানো হচ্ছে বিরোধীদের বিরুদ্ধে। বিরোধী দল কেউ করতে পারবেনা। কিছুদিন আগে পাহাড়পুরে আমদের একটা সম্মেলন হলো, আমিও সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানে সবাই বললো যে, আমাদের ৫০জনকে অমরপুরের একটা গ্রামের গ্রামরক্ষী বাহিনী আটকে রেখে দিয়েছে, সম্মেলনে আসতে দেবেনা তারা বলেছেন। তার নামটা প্রদীপ রিয়াং না কি, সেটা আমি পরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেব। কিন্তু কেন তারা এভাবে আমাদের দলীয় সমর্থকদের পথে আটকাবে, তাদের সম্মেলনে আসতে দেবে না? এইভাবে কেন বাঁধা দিতে শুরু করেছে। কাজেই এখন জনগণ মোটামুটি বুঝতে পারছে যে আগামী ইলেকশনে তাদের রুল কি হবে, তাদের ভূমিকা কি হবে। এখন যদি বিরোধীদের এই ভাবে বাঁধা দেয় তাহলে নির্বাচনের সময় ভোটারদেরও সেভাবে বাঁধা দেবে। অথচ আমরা যেখানে আগামী নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ হওয়ার দাবী করছি। কিন্তু এটা সম্ভব হবে না এই গ্রামরক্ষী বাহিনীর জন্য। আমরা এখনও সমর্থন করবো, যদি সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে তাদের বাছাই করা হয়, কারা কারা গ্রামরক্ষী বাহিনীতে যোগ দেবে। এবং তাদেরকে দিয়ে এই গ্রামরক্ষী বাহিনী যদি গঠন করা হয় তাহলে আমরা রাজি আছি। এবং প্রকৃত অর্থেই যেন তাদের উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। শুধু এই প্রশ্নেই আমি এটা এনেছি। এমন কি অমরপুরের খবর হচ্ছে যে প্রচন্ডভাবে তারা এখন ভয় ভীতি হুমকী ছড়াচ্ছে। সেচুয়াতে দেখা গেছে এই গ্রামরক্ষী বাহিনীর কিছু লোক গিয়ে চাঁদা তুলছে। একজন ছড়াতে প্রতি পরিবার ১২০ টাকা। আমরা যেখানে বলছি যে আগামী নির্বাচন যাহাতে সুষ্ঠ অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় তার জন্য উগ্রপন্থী সমস্যা মোকাবেলা করুন। কিন্তু দেখা গেছে তার আগেই তারা এই গ্রামরক্ষী বাহিনী তৈরী করে আরও সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। এতে আমরা এই আলোচনাটা আনতে বাধ্য হয়েছি। আমরা আর কোন বক্তব্য নাই যদি মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, গ্রামরক্ষী বাহিনী বাতিল করে অথবা সর্বদলীয় বৈঠক করে প্রতিটি কমিটি সেই ভাবে গঠন করবেন। আর দ্বিতীয়তঃ এখানে ট্রাইবেল এলাকাতে কোথাও কোথাও করা হয় নি। এটাও আর একটা সম্প্রদায়িক সংঘাতের পথ তৈরী করা হচ্ছে। কাজেই এই দুটো দিক থেকেই এটাকে জনস্বার্থ বলা যায় না। এটা জনবিরোধী একটা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কাজেই এই দুটি উনি যদি স্বীকার করে নেন যে সমানভাবে ট্রাইবেল নন্‌ট্রাইবেল এলাকায় করা হবে। দুই নম্বার সর্বদলীয় কমিটি করে করা হবে তাহলে পরে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আর যদি সেটা না করেন শুধু দলীয় লোকদের নিয়ে করেন আর গণতান্ত্রিক দলগুলি বিরুদ্ধে যদি বাঁধা স্বরূপ প্রতিবাদ-স্বরূপ, হুমকী দেওয়ার জন্য এটা করেন তাহলে পরে আমরা এটা মেনে নেব না। এবং এই হাউসে আমরা প্রতিশ্রুতি চাই।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় বিরোধী দলনেতা।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধীদলনেতা) :- মিঃ স্পীকার স্যার, যে সন্দেহটা মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু তুলেছেন যেটা আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতায়ও দেখছি কয়েক মাস আগে, অমরপুরে আমাদের যে স্কুলমাঠ আছে চন্ডিবাড়ী মাঠ সেখানে কিছু যুবক জমায়েত হয়েছে বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে এনে তাদের ট্রেনিং দেওয়া হবে। সাত দিনের

ট্রেনিং, আর কিছু লোকের উপর দায়িত্ব দেওয়া হলো ঐ ট্রেনিং এর সময় তাদের কিছু টিফিনের ব্যবস্থা করা। আর ঐ ছেলেদের না কি বলা হল যে তোমরা এইভাবে ট্রেনিং নাও গ্রামরক্ষী বাহিনী হবে পরে সেখান থেকে চাকুরীতে নিয়ে নেওয়া হবে। এখন যাদেরকে সেখানে জমায়েত করা হয়েছে দেখা গেল এর মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যাদের চুরির ঘটনায়, খুনের ঘটনায় এবং ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে বিভিন্ন সময় জরিত। এবং থানাতেও রেকর্ড রয়ে গেছে। আমরা এই ব্যাপারে জানতে চাইলাম এস.ডি.পি.ওর কাছে। এটা কি হচ্ছে এস পি ও নাম দিয়ে ট্রেনিং করানো হচ্ছে? বললেন যে, আমরা বিভিন্ন জায়গায় বলেছি যুবকদের নাম বাছাই করার জন্য। এবং থানার তরফ থেকে বিভিন্ন পঞ্চায়েতের যুবকদেরকে এনে এখানে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। এখন থানার সঙ্গে কথা বলার পরে বলল যে আপনারা এই লিস্টটি কোথায় পেয়েছেন। নির্বাচিত গ্রামপঞ্চায়েত আছে তারা গ্রামের মধ্যে পাহাড়া দিচ্ছে এবং বিভিন্ন ব্যাপারে থানাকে এবং প্রশাসনকে বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলার ব্যাপার নিয়ে কোন সমস্যার সৃষ্টি না হয় থানার সাথে যোগাযোগ রাখছে, প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রাখছে। এখন পঞ্চায়েত জানে না সেই পঞ্চায়েতের এমন কিছু লোককে তালিকাভুক্ত করা হলো যাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অভিযোগ থানাতে আছে। বললেন, দেখেন আমরা কি করব এই লিস্ট একটি পেয়েছি, কে দিয়েছে জানি না তবে, এই লিস্টটা আমাদের হাতে এসেছে। অর্থাৎ এই যে গ্রামরক্ষী বাহিনীর কথা বলে বিভিন্ন জায়গায় শাসক দলের যুবকদেরকে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে ওদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে। এবং কিছুদন পত্রিকায় বেড়িয়েছে যে স্পেশাল পুলিশ অফিসার রাজ্য সরকার নিয়োগ করেছেন। উগ্রপন্থীদের হাতে শুধু শাসকদলের লোক নয়, সাধারণ লোকও খুন হচ্ছে। আর আমরা যারা বিরোধীরা আছি আমাদের কর্মী নেতাও খুন হয়েছে, আক্রান্ত হয়েছে, অপহৃত হয়েছে এবং এক একটা গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। উপজাতি এলাকা আর অনুপজাতি এলাকা বলুন সবই একই অবস্থা। ফলে সেখানে বেছে বেছে শাসকদলের লোকদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা এবং তাদের কয়েকজনকে কিছু অস্ত্র তুলে দেওয়া আমার মনে হয় যে এটা এই রাজ্যের পক্ষে খুবই বিপদজনক হবে। এবং সেটা হয়তো আগামী দিনে এই রাজ্যে একটা গৃহ যুদ্ধ-এর মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। এই শঙ্কা এর আগেও এখানে বলেছি। এটা আমার অনুভূতি। ঠিক আছে রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্নে যদি প্রয়োজনীয় আরক্ষা দপ্তরের কর্মী নেই কিংবা ফোর্স নেই সেখানে আমরা বিরোধীরা প্রস্তাব রাখতে চাই যে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশকে সহযোগিতা করার জন্য প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য যে সকল স্থানে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যার সৃষ্টি হবে সেখানে এই গুলি বাছা বাছা জায়গা আছে কোন কোন মহকুমা কোন কোন এলাকা চিহ্নিত আছে সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে সর্বদলীয় কমিটি করা হউক। এবং যারা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোনের উর্দ্ধে ঐ এলাকার মানুষের সাহায্যের হাত বাড়ায় তাদেরকে সেখানে নেওয়া হউক। সেখানে নিরপেক্ষ ভাবে গ্রামরক্ষী বাহিনী করা হউক। এখানে নগেন্দ্রবাবু বলেছেন যে বিভিন্ন জায়গা থেকে হুমকি আসছে এখনই যে বিরোধী দল করতে পারবেনা, কংগ্রেস করতে পারবেনা, টি. ইউ. জে. এস. করতে পারবেনা। যদি তোমরা তা কর তাহলে বাঁচতে পারবে। নতুবা বাঙ্গালী যদি হও তাদেরকে বাঙ্গালী উগ্রপন্থী হিসাবে বেঙ্গল ফোর্স আর যদি ট্রাইবেল হও তাহলে তাদেরকে এন এল এফ টি নতুবা অন্য কোনো বৈরী সহযোগী হিসাবে পুলিশের কাছে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের নাম। ফলে আমরা দাবী করছি, গ্রামরক্ষী বাহিনীর নামে শাসক দলের ক্যাডারদের হাতে তাদের কর্মীদের হাতে অস্ত্র তুলে-দেওয়ার যে মানুষিকতা এটা সরকারকে পরিহার করতে হবে। বরং এই রাজ্যের সামগ্রিক অবস্থা চিন্তা করে এবং এই রাজ্যের রাজনৈতিক খুন এইগুলি বন্ধ করার জন্য এবং সন্ত্রাসবাদকে মোকাবেলা করার জন্য কিংবা আরক্ষা দপ্তরকে সাহায্যে করার জন্য সেখানে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হউক। আজকে হাউসে আলোচনা হয়েছে কল্যাণপুরের কুঞ্জবন এলাকাতে ট্রাইবেল এবং নন্-ট্রাইবেল এক সাথে থাকতে চাইছে কিন্তু একের পর এক ঘটনা ঘটছে, গত দেড় বছরে ১৬টা ঘটনা ঘটেছে। তার পরেও সেখানে ট্রাইবেল এবং নন্-ট্রাইবেল সম্প্রতি বজায় রেখে কাজ করছে।

এখন যদি সেখানে কিছু উশৃঙ্খল যুবকের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয় গ্রামরক্ষী বাহিনীর নামে তা হলে সেখানকার পরিস্থিতি কি করে স্বাভাবিক থাকবে ? এটা চলছে সারা রাজ্যে। আসলে আগামী বিধানসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকার তাদের দলের কিছু এমন ধরনের কর্মীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে চাইছে তার নাম দেওয়া হয়েছে গ্রামরক্ষী বাহিনী। তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরোধীদের রাজনৈতিক অধিকারকে হরন করার জন্য এবং বিরোধীদের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপকে স্তব্দ করে দেওয়ার জন্য এবং বিরোধীদের আগামী দিনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ এইগুলি স্তব্দ দেওয়ার জন্য সরকারের এই যে বর্তমান গ্রামরক্ষী বাহিনীর যে মানুষিকতা এটাকে পরিহার করতে হবে। এটাকে পরিষ্কার করে রাজ্যের সামগ্রিক অর্থে সবাইকে নিয়ে এবং দলমতের উর্দ্ধে গিয়ে সেখানে গ্রামরক্ষী বাহিনী হউক আমরা সেটাকে সমর্থন করব, ধন্যবাদ।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সকাল বেলা একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে এই গ্রামরক্ষী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। আমি সেই নিয়ে আর সময় নিতে চাইছি না। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যেটা বলবার চেষ্টা করেছেন যে সব দল বসে গ্রামরক্ষী ঠিক করুক। গ্রামরক্ষী তো গ্রামের মানুষ বলেই ঠিক করছেন। দলের নেতা উপর থেকে বলতে হবে এটার বাধ্য বাধকতা কেন আসছে?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের দলের কাউকেই নেওয়া হয় নি।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- প্লিজ লিসেন, প্লিজ লিসেন। প্রশ্ন হচ্ছে এখানে মাননীয় বিরোধী দলনেতা এস.পি.ও, সম্পর্কে বলেছেন গ্রামরক্ষীর এস.পি.ও এক জিনিস না। গ্রামরক্ষী তো অনেক আগে থেকেই চলছে কংগ্রেস যখন একনাগারে ৩২ বছর শাসন করছে তখনই তো গ্রামরক্ষী ছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কংগ্রেস যখন একটানা ৩২ বছর শাসন করেছে তখনই তো এটা এসেছেই এই প্রশ্ন তো আগে, তুলেছি। এস.পি ও সম্পর্কে যেটা বলেছেন আমার নিজের ধারনা এস.পি.ও. টা নিয়ে হয়তো কনফিউশান। এটা পুলিশের যে আইন আছে সেই আইনের ১৭নং ধারা মোতাবেক এটা হচ্ছে। আমাদের স্টেইটে-এ আমারা প্রথম করছি না। শুধু জম্মু ও কাশ্মীরে এবং পাঞ্জাবে ২৬ হাজার আছে। ভারত সরকার প্রায় ১১ থেকে ১৩টি রাজ্যের মধ্যে এই স্পেশাল পুলিশ অফিসার পদবী দিয়ে তাদেরকে নিয়োগ করে। যে যে জায়গায় আইন শৃংখলার প্রশ্নে পুলিশ মনে করে নিজের যে শক্তিটা এই শক্তিটা তার পক্ষে মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে ফর দ্যা টাইম বিং এটা পারমানেন্ট কোন ব্যাপার না। এটা তিন মাসও হতে পারে, চার মাসও হতে পারে, দুই মাসও হতে পারে আবার এক মাসও হতে পারে। এই জায়গাটা সেখানে পুলিশ অফিসার নিতে পারে এই পুলিশ যদি মনে করে যে তার এটা দরকার আছে এবং সেই পুলিশ থেকে একজন ইন্সপেক্টর লেভেলের অফিসার। তিনি পরবর্তী সময়ে মেজিসট্রেট-এর কাছে এপ্রোচ করবেন। এই কারণে আমি মনে করি আমরা এখানে এই ধরনের এস.পি.ও নিয়োগ করার সুযোগ দেওয়া হউক। ম্যাজিসট্রেট সমীক্ষা করে মনে করে যে না সে যে গ্রাইন্ডস এখানে দিয়েছে তাতে এটা পারমিট করা যায় তখন সেটা রিকমান্ড করবে, গভর্ণমেন্ট-এর কাছে আসবে, হোম দপ্তরের কাছে আসবে তারপরে ডিসিশান হবে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- স্পেশাল আর্ম ফোর্সেস এ্যাক্ট ১৯৫৮ ঐখানে বলা আছে এই ধরনের এপয়েন্ট করতে গেলে কম পক্ষে কমিশন অফিসার অথবা নন্ কমিশন হইলেও ইকিওভেলেন্ট পোষ্ট।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- কে বলেছেন, কে বলেছে এটা, এটা কার বক্তব্য।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- যে কোন পাওয়ার এক্সারসাইজ করতে গেলে একরডিং টু স্পেশাল পাওয়ার ফোর্স অফ আর্মস ওখানে যে আইদার কমিশন অফিসার অর নন্ কমিশন অফিসার ইকুভেলেন্ট টু কমিশন অফিসার তারাই কেবলমাত্র এই সমস্ত পাওয়ার এক্সারসাইজ করতে পারবে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্পেশাল পুলিশ অফিসার আর এপয়েনটেড আন্ডার সেকশান ১৭ অব দ্যা পুলিশ এ্যাক্ট ১৮৬১ আন্ডার সেকশান ১৭ এনি পুলিশ অফিসার্স নট ভেলু দ্যা রেঙ্ক অব ইনস্পেক্টর কেন এপ্লাই

টু দি নেয়ারেস্ট ম্যাজিসট্রেট ফর এপয়েনটিং এস.পি.ও এ ফ্রম এমাং দ্যা লোকাল পিপল হোয়েন ইট ইজ এপ্রিহেনডেড দ্যাট দ্যা পুলিশ ফোর্সেস এভেইলেভল ইজ নট ইফিসিয়েন্ট টু ডিল উইথ ল এ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম। এভরি এস.পি.ও সো এপয়েন্টড শেল হেভ দ্যা পাওয়ারস অব্ দ্যা পুলিশ অফিসার এজ ডিফাইন ইন দ্যা পুলিশ এ্যাক্ট। কাজেই এটা তো আইনের বাইরে গিয়ে তো যা খুশি তা করা যায় না। এবং এই জায়গাতে পার্টিকুলার একটি থানা এলাকার মধ্যে সেটা হবে এবং সেই থানার দায়িত্বে থাকবে। এবং এরা যারা রিক্রোটেড হবে তাদের ট্রেনিং হবে তাদের একটি ডিসিপ্লেইনের মধ্যে থাকবে। একজন এ.এস.আই রেঙ্ক অথবা ইক্যুভেলেন্ট তাদের সঙ্গে একজন থাকবেন, তারা স্পেশাল টাইপ অব আর্মস তাদের সঙ্গে থাকবে। তাদের ডিসিপ্ল্যান থাকবে, প্যারেড থাকবে এবং কতগুলি শর্ত থাকবে। তাদের এই গুলি মেনে করতে হবে। কাজেই এই জায়গাতে এমন কিছু না, যে, চট করে কারোর মাথায় আসল আমরা করে দিলাম। এটা করা যায় কি? এটা করা যায় না। এবং এইগুলি দেশের কোন কোন জায়গায় আছে তা দেখে সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে, পরীক্ষা নিরিক্ষা করার পরেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা পাচ্ছি না তো ফোর্স, এখন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট যদি ৪ ব্যাটেলিয়ান আর্ম ফোর্স দিয়ে দেয় আমাদের দরকার নেই তো এটা। আমাদের বি.এস.এফ এর সংখ্যা যদি বাড়াই,আমাদের দরকার নেই তো এটা। আগরতলায় তো দরকার হচ্ছে না, আগরতলায় দরকার হতে পারে পূজোর সময় যখন ভীড় হয়ে যায়। সেই জায়গায় ট্রাফিককে সাহায্য করার জন্য ইচ্ছা করলে পুলিশকে নিতে পারে। কলকাতায় আমরা যখন ত্রিপুরা ভবন থেকে এয়ারপোর্ট এর দিকে যাই, তখন দেখবেন অনেক সময় সাদা পোষাক পরা থাকে অথবা মাথায় একটা ক্যাপ থাকে, আসলে তারা এস পি ও হয়তো তাদেরকে অন্য পোষাক দেয় নি বা এখানে তো একটা লেভেল এটা তো আইনের মধ্যে আছে। একটা লেভেল লাগিয়ে দেওয়া যাতে তাদেরকে আইনের রেহাই করা যায়। ফলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেটা আপনারা অ্যাপ্রিহেনশান করছেন এটা ঠিক না। এই অ্যপ্রিহেশন এর কারণ যদি রিক্রুট করা সম্পর্কে পুলিশ যাদেরকে বাছাই করছে কারুর সম্পর্কে যদি কোন প্রশ্ন থাকে। যেটা মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বললেন। নির্দিষ্টভাবে আপনারা কমপ্লিন করুন যে এই লোকটা এই দুই বছর আগে খুনের মামলায় আসামী হয়ে তার সাজা হয়েছে অথবা ডাকাতির কেইসে সাজা হয়েছে অথবা তার কোন রেপ কেইসে সাজা হয়েছে, এই রকম লোক কি করে নিলেন ? অবশ্যই এই সমস্ত এখানে নেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। দে উইল বি স্কেপট ইমেডিয়েটেলি এবং কারা তাদের নিল, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব, রেহাইয়ের প্রশ্নই আসে না। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে অহেতুক সন্দেহ প্রকাশ করছেন, তাহলে এই যে একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে এটা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে অহেতুক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে, এটা ঠিক হবে না। ইনডাইরেকটলি এটা হয়ে যাবে যাদের মোকাবিলা করার জন্য করা হচ্ছে তাদের হাত শক্ত করা হবে। উগ্রপন্থীদের হাত এখানে শক্ত করা হবে। কাজেই আমি বলব এই বিভ্রান্তির কোন সুযোগ নেই। এটা সম্পূর্ণ আইন মোতাবেক সরকার থেকে এই জিনিসটা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং এই অভিজ্ঞতা গুলি আমরা একত্র করছি। সবচেয়ে সমস্য জনিত যে জায়গাগুলি যেমন, জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব তাদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা তৈরী করে নিতে হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- স্যার, আমরা একটা অবজেকশন আছে, এটা হচ্ছে এই যে গ্রামরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা এরা হচ্ছে শাসক দলের। তারা বিরোধী দল, কংগ্রেস এবং যুব সমিতির উপর হুমকি দিচ্ছে, সম্মেলনে যেতে বাধা দিচ্ছে। এই নীরঞ্জন রিয়াং পাহাড়পুরের। সে বলছে তোমরা সম্মেলন করতে পারবে না। কাজেই এই ধরনের কার্যকলাপ এটা সরকার সমর্থন করেন কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- পাহাড়পুর মাননীয় সদস্য,এস.পি.ওতো এখনও রেইজড হয়নি। গোটা অমরপুর মহকুমায় দুইটা জায়গায় হবে, একটা হচ্ছে আপনার বৈরাগীদোকান এলাকায় আর একটা হবে ওখানে পাহাড়পুরে না। আপনি যেটা বলছেন এটা ঠিক না। যদি এই রকম কেউ বলে থাকে শুনান আমি কিন্তু এন এল

এফ টির লেটেষ্ট লিফলেট পড়েছি। ৪পৃষ্ঠার একটা লিফলেট পড়েছি, এই নয়নবাসীর বিরোধী তারা লিখেছে। তাতে তারা একটা জায়গায় বলছে যে আমাদের নামে রিসিট চাপিয়ে চাঁদা তুলছে, টাকা পড়ছে না। এখন যদি এই রকম কেউ সুযোগ নিয়ে করে থাকে তার বিরুদ্ধে নালিশ করুন। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ, আর আপনি যে জায়গাটার কথা বলছেন এই জাগাতে তো এখন এস.পি.ও নেই। আপনি একটা কাজ করুন, আমি যেটা বলছি যদি তাই হয়, আপনি লিখিতভাবে দেন আমরা টেক আপ করব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- এটা হচ্ছে শুধু ক্ষমতাসীন দলের।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- এটা অভিযোগের জন্য অভিযোগ।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- এটা আপনি চান কি না, এই রকম হবে কি না?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার, পুলিশ নিয়ম মেনে করছে, তাহলে তো পুলিশের লোক নিতে গেলে তো সব দলের লোক দিয়ে ইনটারভিউ বোর্ড করতে হবে। এটা করা যায় না কি?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- তাহলে এটা নিরপেক্ষ হবে কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- আমাদের রাজ্যের পুলিশ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আইন শৃঙ্খলার কাজ করছে। যারা শান্তিকামী মানুষ তাদের সহযোগিতা নিয়ে করছে। সেটা করছে এবং এটা করে যাবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- স্যার, এখন গ্রামরক্ষী বাহিনীতে একজনও বিরোধী দলের সদস্য নেই?

(গন্ডগোল)

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার, যারা শান্তি সম্প্রীতির পক্ষে কাজ করে তাদেরকে তো নেওয়া হবে। যারা উগ্রপন্থীকে মদত দেয় তাদেরকে তো নেওয়া হবে না । এটা তো কোন দলের ব্যাপার না। এইটাই হবে নিরপেক্ষ ব্যাপার। এমন লোককে নেওয়া উচিত যারা নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করে। যারা শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করে তাদেরকে নেওয়া উচিত। কোন দল থেকে নেওয়া উচিত নয়।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) :- এতে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হবে কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে পুলিশ কাজ করছে। পুলিশকে ডিমর‌্যালাইজ করার চেষ্টা করবেন না।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :- প্লিজ বসুন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- এটা গ্রামরক্ষী বাহিনী নয়। এটা সশস্ত্র গুন্ডা বাহিনী। আমরা সবাই নিরাপত্তাহীন, হুমকীর মুখে। আমরা যেতে পারছি না, মিটিং করতে পারছি না, আমরা সম্মেলন করতে পারছি না, সম্মেলন করতে গেলে বাঁধা দিচ্ছে, বলছে খুন করব। তাদেরকে বাতিল করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :- না, না, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন আপনাদের যদি এই ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ থাকে, এটা বলেছেন অপজিশন লিডার। এই রকম ডাকাতি, চুরি ইত্যাদির কেইসে যুক্ত খারাপ মানুষ নিশ্চয়ই উনারা এটা দৃষ্টি গোচরের নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলেছেন।

(গন্ডগোল)

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) :- একতরফাভাবে শাসক দলের ক্যাডাদের দিয়ে গ্রামরক্ষীবাহিনী করা হচ্ছে এবং তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :- প্লীজ বসুন।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- ৮০ সালের জুনের দাঙ্গাঁর আগে এই রকম কিছু ঘটনা হয়েছিল। বিশেষ করে কামালঘাট এলাকাতে কিছু বাঙ্গালীর হাতে কিছু পাহাড়ীর হাতে এদের আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু

সেটা পরে কাল হয়ে দাঙ্গায় পরিণত হয়। আমি এটাই ভয় করছি। এই ভাবে যদি বাছাই করা লোকদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয় এস.পি.ও করা হয় তাহলে তার পরিণতি ভাল হবে না। এর জন্য মাননীয় সদস্য যা বলেছেন এটা নিরপেক্ষভাবে, যেমন, আমার গ্রামে এমনিতেই সব সময়ই আছে গ্রামরক্ষী বাহিনী। আমরা নিজেরাও টি. ইউ.জি.এস কংগ্রেস মিলিয়েই করি। কিন্তু এখানে করা হয়নি। আর যেখানে যেখানে দরকার নাই সেখানেও করা হয়েছে। এখানে তো এটা উদ্দেশ্যমূলক মনে হচ্ছে। যেখানে আছে সেখানে করা হবে না আর যেখানে নেই একদম ছাওমনু থানার আগে পিছে পূর্বে বা পশ্চিমে করা হয়েছে। কিন্তু আরো দূরে দূরে যেমন গোবিন্দবাড়ী, মানিকপুর, রাজধর ওখানে কেন করা হল না? এইগুলিই একটা নিরপেক্ষ চরিত্র হলে পরে গ্রহনযোগ্য হত।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় যেটা বলেছেন ছাওমনুর কাছে এস.পি.ও করার সিদ্ধান্ত আমরা নেই নি এখনও। আর মানিকপুর, গোবিন্দবাড়ী যেগুলি বলেছেন সেখানে এটা হলে পরে এটা প্রচন্ড সমস্যার মধ্যে পড়েন। তাহলে তো সেইফ করা যাবে না। ওটা তাদের সেইফ রেগনের মতো। ইউ নো বেটার দেন মি। আপনি নিজে ভাল জানেন ঐ জায়গার অবস্থাটা। মানিকপুর তো আলাদা। সেখানে তো পুলিশ ক্যাম্প আমরাই দিয়েছি। তারপর যেটা গোবিন্দপুর নাতিনমনু, পতিনমনু এই সমস্ত জায়গাতে মানুষ যেতে পারছে না। মানুষ ওখান থেকে চলে আসছে। তাদেরকে অন্য জায়গায় তুলে এনে আমরা এখন ক্লাস্টার ভিলেজ করার চেষ্টা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পরিষ্কারভাবে বলছি এক কথা একই রকম দুইবার বললে হয় না, এটা আপনাদের ব্যাথা। অভিবাভক এর স্থান। এটা মোটেই দলবাজী না। শান্তি রক্ষার জন্য সন্ত্রাসবাদী মোকাবেলা করতে পুলিশ সহযোগিতা করার জন্য এটা করা দরকার। পুলিশ আইন মোতাবেক সেখানে কাজ করছে ।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) :- এই রাজ্যের মানুষ শান্তি বিরোধী মাননীয় মন্ত্রী, এই রাজ্যের মানুষকে অত্যন্ত বিপদের মুখে ফেলে দিচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার :- আজকের দ্বিতীয়, নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো 'ভোটার-তালিক প্রণয়ণ সম্পর্ক '। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয় মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশের উপর আলোচনা করতে।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :- মাননীয় অধ্যক্ষ.মহোদয়, ভোটার তালিকা প্রণয়ন সম্পর্কে অনেক দোষ ত্রুটি ধরা পড়েছে। কারণ গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভই হল স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ, সেটা থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়। যাদের বয়স ১৮ তাদেরকে তারা বঞ্চিত করেছে। তাদের এটা অপরাধ হিসাবে ধরে নিতে পারি। কাজেই অনেক জায়গায় দেখা গেছে বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে ভোটার তালিকা ঠিক করা যায় কিনা এটা বিধানসভায় আলোচনা করা। কাজেই এটা ইলেকশন কমিশনের কাছে যদি পাঠাই তাহলে কোন অসুবিধা আছে? স্যার, ভোটার লিস্ট নতুন করে করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে কেউ ফরম পায় নি। ফরম যারা পেয়েছে এবং জমা দিয়েছে স্ক্রুটিনী করার সময় দেখা গেছে তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এরকম বহু ঘটনা আছে। বিশেষ করে আমরা পিত্রা তহশীল এলাকায় বহু গ্রাম আছে যেগুলি পিত্রা তহশীল থেকে ১০/ ১২ কিমি দুর। যেমন - ডাকবাড়ী প্রায় অমরপুরের কাছে। কিন্তু এটা বাগমা কনস্টিটিউন্সির অধীন। ঐ এলাকায় অধিবাসীরা পাহাড়ীপথে আসা যাওয়া করে। স্ক্রুটিনীর দিন তারা পিত্রা তহশীল কেন্দ্রে হাজির হতে পারে নি এবং যারা এসেছে তাদের কে ভোটার লিস্টে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। তখন ধান কাটার মরশুম ছিল, সবাই ধান কাটা নিয়ে ব্যাস্ত ছিল। ঠিক এই সময়েই স্ক্রুটিনী করা হয়। পিত্রা তহশীল অধীনে আরও কিছু গ্রাম আছে যেমন - ১) ডাকবাড়ী, ২) রাইনাবাড়ী, ৩)ছনখলা, ৪) তেমতাই, ৫)পুস্কিরীনি, ৬) কলসী, ৭) বাংকাই, ৮) থুমবাড়ী, ৯) সুখমোহন, ১০) থলিবাড়ী, ১১) রথুয়াবাড়ী, ১২) দার্জিলিং, ১৩) নাজিলা ডম্বুর, ১৪) নাজিলাবেল,

১৫) ডাকমুড়া, ১৬) নিত্যবাড়ী, ১৭) তৌসাকওর। এই সবগুলি এলাকাতেই তখন ধান কাটার মরশুম। এই সমস্ত এলাকার ৬৮০জন লোক ভোটার লিষ্ট-এ তাদের নাম অর্ন্তভুক্ত করা হয় নি। এই সমস্ত এলাকায় ধান কাটার মরশুম থাকায় তারা স্ক্রুটিনীর দিন আসতে চায় নি। যখন তাদের আনা হলো, তখন এমন একটা পর্যায়ে এদের ফেলা হল যে তখন রাত ১০টা বেজে গেছে। আবার তাদেরকে পাহাড়ী পথে পায়ে হেটে ফিরতে হবে। এইভাবে চক্রান্ত করে তাদের নাম ভোটার লিষ্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়। এটা ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখের ঘটনা। এস.ডি.ও সাহেবকে এই ব্যাপারে বলা হলে, তিনিও এই ব্যাপারে কোন ইনিশিয়েটিভ নেন নি। এই অঞ্চলের ৬৮০জন মানুষের ফরম জমা দিয়েছিল। কিন্তু তাদের নাম ভোটার লিষ্টে অর্ন্তভূক্ত করা হয় নি। অধিক রাত হওয়াতে তাদের ফিরে যেতে হলো। তারপর স্যার, কিল্লা তহশীল থেকেও এমন অনেক গ্রাম আছে যেগুলি প্রায় ১০কিমির মত দুরে। যেমন ১) জেলেয়া, ২) রাইনাবাড়ী, ৩) অর্জুন পাড়া, ৪) বড়মুড়া কলইপাড়া, ৫) তৌইবাকলাই মলছমপাড়া, ৬) কলই পাড়া। এই সমস্ত এলাকার লোকদেরকে পাযে হেঁটে আসতে হয়। এই সমস্ত অঞ্চলে গাড়ী চলে না। এই সমস্ত অঞ্চলের ১৫০জন লোক এত কষ্ট করে পায়ে হেঁটে এসেও তাদের নাম ভোটার লিষ্টে অর্ন্তভুক্ত করতে পারল না। তারা ফরম জমা দেওয়া সত্বেও এবং স্ক্রুটিনির দিন হাজির হওয়া সত্বেও তাদেরকে জোর করে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হল, এই হচ্ছে ঘটনা। এটা উনারা অস্বীকার করতে পারেন। সত্যকে মিথ্যা বানানো এবং মিথ্যাকে সত্য বানানো উনাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। এটা তাদের অপকৌশল। অপরদিকে বাগমা তহশীলে আছে রাইযাপাড়া, লক্ষ্মণদল, ধলামরধুম,কালা,মরধুম এখানকার সবাই মলসুম। বাগমা তহশীল থেকে যেতে হয়ে ১৫ কিলোমিটার সালেমার কাছে এই গ্রামগুলি। কিন্তু তাদের তহশীলে যেতে হয় সেই বাগমাতে। কাজেই, এই যে অবস্থা চলছে সেগুলি দুর করার জন্য আমরা আবেদন করছি। এই সমস্ত এলাকার লোক গুলিকে এনে ফরম ফিলাপ করিয়ে ভোট দেবার অধিকার থেকে আবার যাতে বঞ্চিত না করা হয় সেই ব্যবস্থা যেন করা হয়। অপরপক্ষে কিল্লা তহশীলের আর একটা দিক আছে, বৈশিষ্ট রাণী জমাতিয় সে ক্লাস ফোরের ছাত্রী, শান্তি রাণী জমাতিয়া সে ক্লাস ফোরের ছাত্রী, শান্তিরাণী জমাতিয়া সে ক্লাস ফাইভের ছাত্রী, বাসু রানী জমাতিয়া সে ক্লাস ফোরের ছাত্রী, বিশ্বরাণী জমাতিয়া সে ক্লাস ফাইভের ছাত্রী, মিলন কুমারী জমাতিয়া সে ক্লাস থ্রির ছাত্রী, সনকা রাণী জমাতিয়া সে ক্লাস সিক্স-এর ছাত্রী, সুজন কিশোর জমাতিয়া সে ক্লাস থ্রির-এর ছাত্র, এবং এই রকম আরো অনেক নাম আছে যাদের ভোটার লিষ্ট-এ নাম তুলে দেওয়া হয়েছে। ৬ বছরে এখন সবাই স্কুলে ভর্ত্তি হয়। এটা হাসি-তামসার ব্যাপার নয়। এই রকম করেই তো আপনারা দেশকে অবনতির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। স্যার, তারা অনেক জীবিত লোককে মৃত বলে ঘোষনা করেছেন। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি- আমার দাদু গত ইলেকশনে উনার বয়স হয়েছিল ৮০ বছরের উপরে। গতবার উনি মারা যান নি, এবার অবশ্য উনি মারা গেছেন, দেড় মাস আগে। কিন্তু গত নির্বাচনে ১৯৯৮ সালে উনাকে এমনভাবে দেখানো হয়েছে যে উনি মারা গেছেন। কারণ ভোট দিতে গিয়ে উনি দেখেছেন উনাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এস.ডি.ও নাকি নির্দেশ দিয়েছেন, যারা মারা গেছেন, যারা চাকুরী স্থলে অন্য জায়গায় বদলি হয়েছেন, যারা বিবাহ সুত্রে অন্য জায়গায় চলে গেছেন এইগুলি হিসাব দেওয়ার জন্য রিটার্নিং অফিসারকে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেল এনকোয়ারি এখন পর্য্যন্ত হয় নি। কারণ আর কয়দিন পর বের হবে অর্থাৎ জানুয়ারী মাসের ৭ তারিখ ফাইনাল বের হবে। প্রতিটি ঘরে ঘরে এনকোয়ারির জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তদন্তের কিছুই করা হয় নি। এই ইলেকশনের যে ভোটার লিষ্ট এটা প্রহসনে চলে যাবে। স্যার, এটা একমাত্র বামমার্গীদের স্বার্থে প্রয়োগ হবে যারা বিরোধী তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ এরা জানে যে নামগুলি আমি এখানে উল্লেখ করেছি তার মধ্যে বেশীর ভাগ মানুষ শতকরা ৮০-৯০ ভাগই যুব সমিতির লোক। সেই জন্য এই গ্রামগুলিকে বেছে বেছে ওরা নামগুলি বাদ দিয়েছে। গতকালও সেখানে আমি গিয়ে এসেছি। এই সমস্ত ঘটনাই ঘটছে এবং পাশাপাশি যেগুলি তহশীলের কাছাকাছি আছে তাদেরকে ধমক দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আর

একটা দিক হচ্ছে ভোটের জন্য যে আইডেনটিটি কার্ড তৈরী করা হয়, তার জন্য এস.ডি. ও অফিসে গিয়ে প্রত্যেক ভোটারকে ফটো তুলতে হয়। আমি সে দিনও এস. ডি.ও. অফিসে গিয়ে দেখেছি প্রতিটি কেন্দ্রে বিশেষ করে আমার এলাকায় আইডেনটিটি কার্ড এখনও বন্টন করা হয় নি। এভাবে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে কোথায়ও শতকরা ৭০ জনের, কোথায়ও শতকরা ৮০ জনের এখনও ছবি তোলা হয় নি। কাজেই আগামী ২০০৩ সালের নির্বাচনে এই আইডেনটিটি কার্ড দেওয়ার ব্যাপারে আমরা মনে হয় না সরকার পক্ষ সচেষ্ট হবেন। তাই এই সমস্ত দিক চিন্তা করে আমি আবারও বলছি যে, সারা রাজ্যের যে ভোটার লিষ্ট তৈরী করা হয়েছে তাতে কিন্তু ভুরি ভুরি ভুল থাকবে এবং আমি মনে করি এভাবে তারা তাদের নিজের পার্টির লোকরা যাতে শুধু ভোট দিতে পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কারন ভোটাধিকার হচ্ছে মানুষের জন্মগত অধিকার। জন্মের পর ১৮ বছর বয়স হলেই মানুষ এই অধিকার পায় এবং এই অধিকারের ক্ষেত্রে বয়সটাকে ১৮ বছরে এনেছে আমাদের রাজীব গান্ধী মহোদয়। তা মানুষের এই অধিকার থেকে কেন আপনারা মানুষকে বঞ্চিত করবেন? জনগনের এই অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার যে প্রয়াস আপনারা নিয়েছেন সেই অপপ্রয়াস থেকে সরে এসে ইলেকশন কমিশনারের কাছে সমস্ত কিছু দেওয়ার জন্য আমি এই হাউসের কাছে আবেদন রাখছি। এবং আমার আবেদন হচ্ছে, আজকে এই হাউসে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক যাতে ভোটার তালিকাটা ঠিক মত প্রণয়ন করা হয়, সেটাকে সংশোধন করে আবার প্রণয়ন করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হোক, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রী দীপক কুমার রায় :- স্যার, ভোটার তালিকা প্রসঙ্গেঁ আমি দুই একটা কথা বলতে চাই। ভোটার লিষ্ট করার ক্ষেত্রে যারা নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত থাকেন আমরা জানি তারা ইম্‌পারশিয়্যাল এবং ইন্ডিফারেন্ট মাইন্ড হওয়া উচিৎ এবং নির্বাচন নিয়মবিধি অনুযায়ী এ কথা বলে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি এইবার রাজ্য ভিত্তিক ভোটার তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি না নিয়ে শাসক দলীয় সমর্থকদের দ্বারা সমস্ত ভোটার লিষ্ট প্রণয়নের কাজে কারা কারা থাকবে তার লিষ্ট তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলস্বরূপ সারা রাজ্যের বিরোধী দলের সমর্থিত ভোটার অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও সার্টিফিকেট দেওয়া সত্ত্বেও। অপরদিকে শাসক দলীয় সমর্থক যারা রয়েছে তাদের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট না থাকা সত্ত্বেও সেগুলি এন্‌ট্রি করে নেওয়া হয়েছে অবৈধভাবে। প্রমাণস্বরূপ আমি বলতে চাই রিগিং এর নমুনা, আমি স্পেসিফিকভাবে বলছি, যেগুলির তথ্য আমি ইলেকশন্ ডিপার্টমেন্টকে দিয়েছি এবং ইলেকশন কমিশনারকে দিয়েছি এবং তার ভিত্তিতে দুই তিন জনকে শোকজ নোটিশ করা হয়েছে দপ্তর থেকে। এবং স্পেসিফিকভাবেই করা হয়েছে, কি উত্তর দিয়েছে জানি না। উদাহরণ-স্বরূপ আমি আমার কেন্দ্রের কথাই বলছি, যেদিন থেকে ফরম দেওয়া শুরু হল সেদিন থেকে ইন্দ্রনগর তহশিলের নোয়াগাঁও স্কুল, বড়জলা তহশিলের বড়জলা স্কুল, লংকামুড়া তহশিলের লংকামুড়া স্কুল এই তিনটি স্কুলের ডেজিগ্‌নেটেড অফিসার যারা ছিলেন আমি স্পেসিফিক নাম এখানে বলব না। এই তিনটা স্কুলের ওরা তিন দিন কন্‌স্ট্যান্ট অ্যাটেন্ড করেনি ফরম দেওয়ার ক্ষেত্রে। আমি তাদের নাম দপ্তরে দিয়েছি। কারণ বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু দূর থেকে লোক এস ফরম নিতে পারে নি, এসে ফিরে গেছে এবং এদের মধ্যে দিনমজুর থেকে শুরু করে রিক্সা চালক ও খেটে খাওয়া মানুষ যারা ছিল তারা একদিনের হাজিরা নষ্ট করে মানে ১০০ টাকা নষ্ট করে এভাবে পর পর তিন দিন একনাগারে যখন এস ফিরে যায় তখন কর্তব্য গাফিলতির দায়ে তাদের বিরুদ্ধে আমি দপ্তরে জানাতে বাধ্য হয়েছি। আমি বলেছি যে, তাদেরকে নির্বাচনের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে আর এখানে ভোটাররা ভোটের লিষ্টে নাম তোলার জন্য ফরম পাচ্ছে না এসে তারা সব ফিরে যাচ্ছে। এরা কি ধরনের নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত কর্মী, এরা কারা, এদের পরিচয় কি, এদের বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিন অ্যাকশন নেওয়া হোক। শত শত লোক এইভাবে হয়রানী হতে হয়েছে। তারপর তাদের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারী করা হয়েছে এবং ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। নোয়াগাঁও, কৃষ্ণনগর

হাইস্কুল ইন্দ্রনগর তহশিলের আন্ডারে। দুইবার একজন ভদ্রলোককে শোকজ নোটিশ করা হলো । এই গাফিলতির জন্য এই ভদ্রলোককে দ্বিতীয়বার শোকজ করার পর এইবার ভোটারলিষ্টে তার নাম তোলা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ফরমটা জমা নিচ্ছে। তার হিয়ারিং হবে নভেম্বরে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যে ফরম জমা নিচ্ছে তাদের হিয়ারিং হবে ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু উনার প্রথম পর্যায়ে হিয়ারিং ডেইট দিয়েছে ডিসেম্বরে। এইভাবে একশর উপরে ভোটার আছে যারা বিরোধী দলের সমর্থক তাদেরকে অবৈধবাবে নোটিশ ধরিয়ে দিচ্ছে। এই নোটিশগুলি আমার হাতে এসেছে। আমি দেখলাম অ্যাজ পার নর্মস্ তাদের হেয়ারিং নভেম্বরের এত তারিখ থেকে এত তারিখ। অথচ তাদেরকে ডিসেম্বর দিচ্ছে কেন? আমি ডাইরেক্ট ফোন করে কথা বললাম ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে। বললাম যে না এটা হতে পারেনা। দেন অ্যান্ড দেন আমি এবার কমপ্লেইন রেইজ করলাম। একেবারে বাই নেম্ ডেজিগনেটেড অফিসারের কাছে যে কি করে উনি এটা করলেন? তারপর আরেকটা শোকজ নোটিশ আছে। আশ্চর্য্য, একটার পর একটা শোকজ নোটিশ ধরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এরা কারা এটা করছে, কেন তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশান নিচ্ছে না? নির্বাচনের কাজটা করতে হলে তো নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিৎ। তাদের মাইন্ড ইনডেপেন্ডেন্ট হওয়া উচিৎ। এই ক্ষেতে রাজনীতি এটা কেন? ব্যাপারটাতো আমি বুঝতে পারলাম না। ভয়টা কোথায়? ভোটার লিষ্ট তৈরী করবে-সেখানে ভয়টা কিসের? হোকনা নিরপেক্ষ !

তারপর আসুন, হেয়ারিং শুরু হলো। প্রথম হেয়ারিং আমাদের বড়জলা কনস্টিটিউয়েন্সীতে প্রথমদফা হিয়ারিং যখন হয়, তখন আমি দিল্লিতে ছিলাম। দ্বিতীয় দফায় হেয়ারিং-এর সময় এইখানে আমি ছিলাম। আমি সারপ্রাইজ ভিজিটে বড়জলা তহশীলে যাই। তখন সময় ১০.১৫মিনিট। হেয়ারিং শুরু হবে ১১.০০ টায়। আমি গিয়ে দেখি ১৫ মিনিটের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে গেল। বি ডি ও, দ্যাট ইজ অ্যাসিস্টেন্ট ইলেকটর‍্যাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার যিনি AERO উনি নেই। অ্যানাউন্সম্যান্ট দেখলাম যে বেলা ১১টা থেকে হেয়ারিং শুরু হবে । আর ১০.৩০ মিনিটে শুরু হয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ডেজিগনেটেড অফিসার ছাড়া আপনারা কিভাবে হেয়ারিং নিচ্ছেন? উইদাউট হেয়ারিং অফিসার দ্যাট ইজ এ ই আর ও। বললেন উনি একটু এস ডি ও অফিসে গিয়েছেন। আরে অদ্ভুত ব্যাপার! এ ই আর ও নাই, অথচ ডেজিগনেটেড অফিসার ছাড়া এখানে হেয়ারিং নিয়ে নিচ্ছে। অর্থাৎ এখানে সুযোগ করে দিচ্ছে টাইমের আগে হেয়ারিং শুরু করে দিয়ে যে তোমরা যার যা খুশী করে যাও, চালিয়ে যাও। তারপরও কি বলতে হবে এটা নিরপেক্ষ ? আমি দাঁড়িয়ে রইলাম । তারপর এ.ই.আর.ও অসল সাড়ে এগারোটার সময়। এক ঘন্টা এই জায়গায় মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি তারপর এ.ই.আর.ও কে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি এখানকার এ ই আর ও ? উনি বললেন, হ্যাঁ, আমি এখানকার এ ই আর ও । তো কয়টা থেকে আপনাদের ডিউটি? বললেন ১১টা থেকে। তো কাজটা শুরু হয়েছে ১১.৩০ মি থেকে কিভাবে? তারপর উনার স্টাফ বলেছেন যে উনি এস ডি ও অফিসে গিয়েছেন, আর উনি বললেন যে আমি একটু হাসপাতালে গিয়েছিলাম। আমি বললাম আপনার স্টাফ বলছে আপনি এস ডি ও অফিসে গিয়েছিলেন, আর আপনি বলছেন হাসপাতালে গিয়েছিলেন ? তো আপনার অ্যাব্সেন্সে এখানে হেয়ারিং হচ্ছে কিভাবে? এটা নির্বাচন বিধিতে আছে না কি? স্যার, আসলে পার্টি অফিস থেকে সমস্ত তৈরী করে দেওয়া হচ্ছে, ফেইক আন্ড ফল্‌স সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছে। এইভাবে ফরম জমা দিচ্ছে। অবশেষে রেইজ করা হচ্ছে দেন অ্যান্ড দেয়ার। রিটেন কমপ্লেন করা হচ্ছে। নোটিশ পেয়েছে-এরা কি উত্তর দেবে জানি না। একজন এই বছরে ছুটি নিয়ে মাদ্রাজে গিয়েছিলেন। উনাকে উত্তর দিতে হবে এসে যারজন্য সে নোটিশ রিসিভ করেনি। এইভাবে বার বার যখন হচ্ছে তখন আমি বাধ্য হয়ে সমস্ত ঘটনা তুলে স্পেসিফিকভাবে চীফ ইলেকশন কমিশনারকে দিল্লীতে চিঠি ফ্যাক্স করে দিয়েছি। কাজেই এইভাবে এটা চলতে পারে না। এখানে রাজ্যের নির্বাচন দপ্তরের ইলেক্‌ট্রেল রেজিস্ট্রেশন অফিসার থেকে শুরু করে ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার, চীফ ইলেকশন অফিসার প্রত্যেকের কাছে ডিটেইল্‌স দেওয়া আছে। আজকে আমি এটা আর এখানে তুলতে চাইনা। কিন্তু সব তৈরী করে রেখেছি

প্রয়োজনের জন্য।

আমি এখানে আরেকটা জিনিস বলতে চাই যে লাস্ট ইয়ারে যে কেন্দ্রে নাম তোলার জন্য ফরম জমা দেওয়া হয়েছে ২৫০০ সেখানে নাম উঠেছে মাত্র ১২০০। এইবার হঠাৎ করে ৭২০০ কিভাবে হয়ে গেলো? এক বছরে এতো ভোটার কোথ্ থেকে এলো ? স্বাধীনতার পর দেখা গেল এখানে ভোটারের সংখ্যা ৩৭০০০। আর এক বছরে ভোটার বেড়ে গেলো ৭২০০। তো বছরে বছরে সামারী রিভিশন হয়। তো গত বছরে সামারী রিভিশনে ২৫০০ ফরম জমা হলো নাম তোলার জন্য। সেখানে নাম তোলা হয়েছে ১২০০। আর এইবার ৭২০০ ফর্ম জমা হয়েছে এটা কি হাওয়া দিয়ে উড়ে আসলো ? যদিও নাম তোলার ক্ষেত্রে পারবে না তথ্য দিতে। সিটিজেনশীপ কার্ড দুই নম্বরী, প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে। সকল সার্টিফিকেট ফেইক, অ্যান্ড ফল্স। এটা স্কুল থেকে দেওয়া হয় নি, তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। এইগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে ভ্যারিফিকেশনের জন্য। ভ্যারিফিকেশন হলে যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তারা জেল খাটবে-একটা কেইস প্রুভড হলে কিন্তু তাদের জেল খাটতে হবে। তো এইভাবে সারা রাজ্যেই চলছে।

আমি যখন প্রথম দিন এই অবস্থা দেখলাম এক ঘন্টা হেয়ারিং অফিসার নেই, উইদআউট এ.ই.আর-ও হেয়ারিং চলছে। তারপরেও কি বলা যায় না এটা প্রহসন হচ্ছে ? এই যদি হয় গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাস, গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল, গণতন্ত্র রক্ষা করব আমরা বড় বড় কথা বলব আর নির্বাচনে এই মেশিনটাই হলো গণতন্ত্র রক্ষার একটি যন্ত্র। সেই যন্ত্রের মধ্যে যদি এই ধরনের ভুত-এর বাসা হয় আর এই ভুতের বাসায় যদি এই যন্ত্র চালানো হয় তাহলে তো গণতন্ত্র খর্ব হবে. বিধানসভার পবিত্রতা নষ্ট হবে। এই পবিত্র বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আজকে আমাকে এই কথাগুলি বলতে হচ্ছে এত্যান্ত দুঃখের সঙ্গেঁ। আমি অনুরোধ করব যে আজকে সাত হাজার-দুইশ জনের নাম দিলেও তুলতে পারছে না, আমার কাছে এই খবর আছে। আমি বিস্তারিত দিচ্ছি ছত্রিশ'শত কি সাইত্রিশ'শত নাম উঠানোর জন্য তৈরী হয়েছে। বাকিগুলি বাধা পড়ে যাচ্ছে যাবেই তো উপায় নেই, না হলে কোর্টে যেতে হবে, জেলে যেতে হবে। আমার প্রশ্ন হলো ছত্রিশ'শত কি সাইত্রিশ'শত নাম উঠবে কি করে ? নামতো জমা পড়তে পারে না এগুলি উঠবে কি করে ? গতবার জমা পড়েছে আড়াই হাজার উঠেছে বারশ। এবার ছত্রিশ'শত কি সাইত্রিশ'শত নাম কিভাবে উঠবে, এক বছরে এত লোক কোথা থেকে আসবে ? অনেক ব্যাপার রয়েছে আমি অনেক কথা বললাম না, রেখে দিলাম সবগুলি বলার দরকার নেই কিছু থাক আমার কাছে। প্রয়োজনে কোর্টের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কারণ এগুলি কি চলছে ? আমি এই বিধানসভায় এই কথাই বলব এই পবিত্র বিধানসভায় দাঁড়িয়ে নির্বাচন দপ্তরের উদ্দেশ্যে এই হাউসের উদ্দ্যেশে সবার উদ্দেশ্যে যে নির্বাচনের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যারা এগুলিকে স্ক্রুটিনি করে প্রয়োজনে ভোটার লিষ্ট প্রণয়ন করা হয় এই কথা বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রী মানিক দে (মজলিশপুর) :- আমি একটু বলি, স্যার।

মিঃ স্পীকার :- ঠিক আছে বলুন।

শ্রী মানিক দে :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ভোটার লিষ্টের উপর যে আলোচনা হচ্ছে আসলে টোটাল বিষয়টা হলো নির্বাচন কমিশনের। এখানে নির্বাচন কমিশনের কতগুলি গাইড লাইনও দেওয়া আছে। দরখাস্ত করে তার উপর হেয়ারিং নেন, সেই হেয়ারিং - এ যদি সন্তুষ্ট না হয় তাহলে ফাইনাল ভোটার লিষ্ট বের হওয়ার পরও ডিস্ট্রিক্ট ইলেকট্রোলার অফিসারের কাছে আবেদন করতে পারে এই সমস্ত প্রভিশন পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে। কিন্তু এখানে গণতন্ত্র অগণতন্ত্র-এর বিষয়টা কোথা থেকে আবিষ্কার হয় এটা বুঝতে পারছি না। এবং এখানে পক্ষ - নিরপেক্ষ কি, এটাতো ইনডিভিজিওল যে ভোটার যিনি তার নাম তুলবেন এটা পলিটিক্যাল পার্টির কোন ইস্যু না, এটা যে ব্যক্তি নাম তুলবেন তিনি ফরম নাম্বার সিক্সে দরখাস্ত করবেন। কোন বিষয়ে

যদি কারও আপত্তি থাকে তাহলে ফরম নং সেভেনে করবেন, কোন সংশোধন ফরম নং এইটে করবেন। নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশিকা দেওয়া আছে। এর পক্ষ এবং নিরপেক্ষ কি ?

(গন্ডগোল)

শ্রী মানিক দে :- বরংচ লক্ষ্য করা গেছে যে কংগ্রেস(আই) দলের পক্ষ থেকে এমন কিছু নামের আবেদন জানানো হলো ফরম নং সেভেন দিয়ে বা দরখাস্ত দিয়ে বিরাট এক তালিকা নির্বাচন কমিশনে জমা দিলেন জীবিত ভোটার থেকে মৃত করে দিলেন। যেমন, একজন পঞ্চায়েত মেম্বার উত্তর মজলিশপুর পঞ্চায়েতের তিনি জীবিত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ৪০ বৎসর বয়স এখন ঠাকুরপুকুর হাসপাতালে চিকিৎসিত হচ্ছেন, উনার নামে ফরমটা ফিলাপ করে দিয়ে দিলেন। নোটিশ পাওয়ার পর তার বাড়ীর লোক গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত পঞ্চায়েতে নির্বাচিত মেম্বার উনি ঠাকুরপুকুরে চিকিৎসিত হচ্ছে, তখন গিয়ে বলছে আমি সই দিয়ে দিয়েছি কিন্তু ওরা নামটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। ভদ্রলোক বয়স্ক মানুষ, ভদ্রলোক ক্ষমা চাইলেন। এই কান্ড গুলি উনারা করেন। উনারা আতঙ্কিত ভোটার লিষ্টের ফাইনালটা বের হউক। বের না হতেই তারা শঙ্কিত। আসলে বিষয়টা হচ্ছে একতরফা বিষয়টা আগে উনারা করতেন। এখন সমস্ত ভোটারা নিজেরা কন্‌সাস্ হয়েছেন, এবং ওরা সেখানে স্বচেতনার সহিত দরখাস্ত করেছেন। যেমন, বলছে সাত হাজার কি বানিয়ে দেওয়া যায় কারও নামে।। কারও নামে বাড়িয়ে দেওয়া যায়। যদি বাড়িয়ে দেয় সেখানে ডকুমেন্ট ছাড়া কারও নাম উঠতে পারে না। কারণ এখানে ডকুমেন্ট নেই উনার কাছে যদি ডকুমেন্ট থেকে থাকে যে সি. পি.এম. অফিস থেকে ডকুমেন্ট তৈরী করে দিয়েছে নির্দিষ্টভাবে বলুক, এফ. আই. আর করুক। এটা বললে হবে না কি এই সমস্ত ? এইগুলি কেউ বললেও মানুষ গ্রহন করবে না। এখন নির্বাচন কমিশনের বিষয়। আমার বক্তব্যটা হলো নির্বাচন কমিশনের বিষয় নিয়ে যখন কোন ব্যাপারে বিধানসভাতে আসছে, সেখানে ফাইনাল লিষ্ট বের হওয়ার আগে কি বেরিয়ে আসবে বুঝতে পারছি না। আর যেখানে নির্বাচন কমিশন ইমপার্শিয়ালী কাজটা করছে যারা সহ্য করতে পারছে না তারাই এই ধরনের কথা বলছে। যদি ভুল বশত বাদ পড়ে যায় সেখানে তিনি পুনরায় প্রার্থনা করতে পারেন এই সুযোগ রয়েছে সেখানে। কেন জীবিত লোক বাদ পড়বে এটা কেউ চাই না। প্রকৃত ভোটারের নাম উঠুক, তিনি কোন দলের এটা দেখার বিষয় না। আমরা এটাকে ভয় পাই না। এবং প্রকৃত ভোটার ভোট দিক এটাই প্রকৃত গণতন্ত্র। এই ধরনের গণতন্ত্র আমরা চাই না যে গণতন্ত্র ভোটার বাড়ীতে থাকবে অথচ ভোটার লিষ্ট থেকে নাম বাদ যাবে এই গণতন্ত্র-এর ডেফিনেশন আমরা জানি ১৯৮৩ থেকে ৯৩ তে এইগুলি আমরা দেখেছি। এই গণতন্ত্র এখানে চলবে না এটা অতীতে ছিল এখন চলবে না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি খুব সংক্ষেপে এবার অম্পিনগরে বেশ কতগুলি ইরেগুলারিটির মধ্যে একটাই আমি বলব। ডুলুয়া থেকে ১২ জন তাদের নাম বাদ পড়েছে এবং নাম তুলার জন্য দরখাস্ত করেছে যথারীতি কিন্তু হেয়ারিং-এ গিয়ে দেখা গেল যে তাদের নাম আসে নি। খুঁজেই পাওয়া গেল না। এটা আমরা ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বাক্ষরলিপি দিয়েছি। কিন্তু প্রতি বছর এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। প্রায় এক হাজার থেকে দেড় হাজার ভোটার প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় ভুয়া ভোটারে নাম উঠে যাচ্ছে। এবং ইহাতে মৃত ব্যক্তির নাম, নাবালকদের নাম উঠেছে। অথবা নাম থাকলে দু- তিন জায়গায় দুই তিন রকম। এই করে ভোটার লিষ্টে র‍্যাগিং করে নাম ঢুকানো হচ্ছে। কিন্তু যারা ভোটার লিষ্ট তৈরী করতে যায় তারা হচ্ছে রাজ্য সরকারের কর্মচারী। তাদের শাস্তিমূলক সাসপেনশান তাদেরকে দুর্গম স্থানে স্থানান্তরিত করা, প্রমোশন আটকে রাখা এইগুলির ক্ষমতা রাজ্য সরকারের এবং এদের রিমোট কন্ট্রোল হচ্ছে পার্টি অফিস। কাজেই যারা ভোটার লিষ্ট তৈরী করেন, তারা বামফ্রন্টের দলের রিমোর্ট কন্ট্রোলের নির্দেশ তারা পালন করতে তারা বাধ্য। এই যে অমরপুরে দাঁড়াবেন মনোরঞ্জন আচার্য্য, কাজেই তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভোটার লিষ্টে ২০ হাজার ভোটে এগিয়ে থাকতে হবে। এই হচ্ছে তার ট্রেজেডি। তারপরে অম্পিতে প্রথম শুনেছিলাম শ্যামপদ দেব্বর্মা, এখন শুনছি

জমাতিয়া তিনি দাঁড়াবেন। কি করে বামফ্রন্ট সমর্থকদের ভোটার লিষ্টে নাম তোলা যায়, সেই চেষ্টা হচ্ছে। ১০-১২ বছর যাদের বয়স, তাদেরও ভোটার লিষ্টে নাম উঠে গেছে। এইসব গুলি হচ্ছে প্রি-প্লেন। ইলেকশান ট্রেজেডি, র‍্যাগিং। এটাকে আটকানোর আমি কোনো উপায় দেখছি না। দেখা গেছে আমাদের দলের সমর্থকদের কাউকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় নি। আবার ভোটের দিন দেখা যাবে যারা প্রিসাইডিং অফিসার যারা হন তারা আবার র‍্যাগিং করেন। শুধু তা না, আমার গ্রামেও পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় আমার উপর আক্রমন হয়েছে। কেউ ভোট দিতে পারে নি। তারা ট্রেইনার এই র‍্যাগিং-এ ভোটার তালিকা থেকে হয়। আমরা দাবি করছি পুনরায় পুরো রিভিশান শুরু হোক। কারণ এতে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে যাবে। গণতন্ত্র বিপন্ন এতে জনমত প্রতিফলিত হবে না। এই ভোটার লিষ্ট দিয়ে আমরা ডি. এম. এর কাছে ১২জনের নামের লিষ্ট দিয়েছি। আরও প্রায় ২০০জন হবে ওরা নাকি লিষ্ট জমা দিতে পারে নি। তারিখ দিয়েছে ৬ তারিখ, এর পরে তো আর সময় থাকবেনা। কাজেই বৈতরনী পার হওয়ার তারা সুযোগ পেয়ে গেছে। এই কারণে বিধানসভা থেকে আমরা দাবি তুলছি ইলেকশান কমিশনের কাছে, যে আবার রিভিশনের ব্যবস্থা করা হোক। যাদের ১৮ বৎসরের কম তাদেরকে ভোটার লিষ্ট থেকে বাদ দেওয়া হোক। এবং যারা বঞ্চিত হয়েছে সেই সব ভোটাররা যাতে বাদ না পরে, তার জন্য আবার ব্যাবস্থা নিন। এই দাবি আমরা করছি। ধন্যবাদ।

শ্রী বিল্লাল মিঞা (বক্সনগর) :- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই ব্যাপারে একটু আলোচনা করতে চাই । আজকে ভোটার লিষ্ট সম্পর্কে রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় যে শর্ট ডিসকার্শন এনেছেন এর জন্য আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্যার, ভোটার লিষ্ট প্রতি বছর সংশোধন হয়, সেখানে প্রতি বছর দরখাস্ত নেওয়া হয়। এবং সেখানে প্রতি বছরই হেয়ারিং হয়। ট্রেজারি ব্যাঞ্চ থেকে বার বারই বলা হচ্ছে যে এটা নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার। আমি সোনামুড়া সাব-ডিভিশান এলাকার ৪টি বিধানসভার কেন্দ্রের কথা বলতে চাই। ৬নং ফরম বক্সনগরে পড়েছে ৩০৬১জনের, ধনপুরে পড়েছে ২৯০৫টি, সোনামুড়াতে পড়েছে ২৩৯৯ টি, সোনামুড়া টাউনে পড়েছে ৩২৭৯ টি এইভাবে ৬নং ফরম সেখানে ফিলাপ হয়েছে। আজকে সন্দ্যন পত্রিকায় একটি এস. ডি. ও. রিপোর্টি মোতাবেক আর একটি রিপোর্টি হয়েছে সেটা হলো ১৯০৬ জন বৈধ হিসাবে গণ্য হয়েছে, ১৭৬১জন হলো সোনামুড়া, এটা অবৈধ হিসাবে গণ্য হয়েছে। ১১৫৫টি হলো বৈধ হিসাবে। এরপরে নলছড়ে ১৫১৮টি হয়েছে বৈধ হিসাবে, ১৭৬১টি হয়েছে অবৈধ হিসাবে। ১০৬৯টি হয়েছে বৈধ, অবৈধ হয়েছে ১৩৩০টি। এটা সন্দ্যন পত্রিকার একটি রিপোর্টি। স্যার, এখানে বিশেষ করে এই বছরে হেয়ারিং-এর সময় ৫ তারিখ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন তহশীলে আমি নিজেও ঘুরে দেখেছি। এবারে বিশেষ করে আমি দেখলাম যে ৭ নং ফরম সম্পর্কে এখানে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে বা স্থানান্তরিত ব্যক্তির সম্পর্কে রিপোর্টি দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন থেকে সর্বদলীয় বৈঠকে আলোচনার পর আমরাও রিপোর্ট দিয়েছি। স্যার, রিপোর্টি দেওয়ার পর রিপোর্টের কোয়ারি হয়েছে। কোয়ারি কারা করেছে? রিপোর্টের কোয়ারি করেছে তহশীলে টাংগিয়ে দেওয়া হয়েছে ১৯/১৫ দিয়েছে ৪৬টি মৃত, ১৯/১৬ দিয়েছে ৪১ ছিল মৃত। তার মধ্যে ওরা ৩৭জনকে মেনেছেন। কিন্তু ৯ জনকে ওরা মানেন নি। স্বাক্ষর কার, স্বাক্ষর হচ্ছে পঞ্চায়েত প্রধান, সেক্রেটারী এবং তহশিলদারের। রিপোর্ট কি করলেন? নির্বাচন বিধিনিয়ক আধিকারিক অসিত কুমার দেব্বর্মা, এস. ডি. ও. সোনামুড়া। উনার কাগজের সাথে এই রিপোর্টা তহশীলে টাংগিয়ে দেওয়া হল। আমরা দিলাম ১৯/৯ এবং ১০ মোট ৫৪জন, উনারা রিপোর্ট দেন নিট ৪৯ জনের। স্যার, আমার কাছে নামগুলি আছে, যদি আপনি সময় দেন আমি মৃত ব্যক্তির নামগুলি রেকর্ড দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার :- ঠিক আছে এখানে জমা দেন।

শ্রী বিল্লাল মিঞা :- জমা দেওয়ার পর ১৯/৯ এবং ১৯/১০ ৩৯ মিস হলো বক্সনগরে বুথ সেন্টারে ১৯/৯ এবং ১৯/১০ বক্সনগর তহশীল সেখানে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, পঞ্চায়েত প্রধান এবং তহশীলদার উনারা ইনকোয়ারী অফিসার হিসাবে ইনকোয়ারী করেছেন। স্যার, পার্টি অফিস থেকে বলছিল আমাদের বিধায়ক এটা মিথ্যা কিনা

সত্য , এটা প্রমাণ করে দেওয়ার জন্য। আমি একটি প্রুভ করে দিলাম। এই হলো মৃতের অবস্থা। আমি এস.ডি.ও সাহেবকে প্রায় রিটেন দিয়েছিলাম। স্যার, এই রকমভাবে প্রতিটা তহশীলে যে ১৯/১৬ আমি উদাহরণ-স্বরূপ আমি বলছি মালঞ্চ বিবি, তার ক্রমিক নং ৫৬, মৃত কুসুস সাহা, তার ক্রমিক নং ২০৯, সে মৃত, সরকারের পক্ষ থেকে উনারা ইনকোয়ারী করেছেন প্রধান সেক্রেটারী এবং তহশীলদার, তাদের স্বাক্ষর ও আছে। এখানে উনারা বলেছেন যে, তারা মৃত না। এই হলো মৃতদের রির্পোট। আমি স্যার, পুরো রির্পোট নিয়ে এসেছি আমার এরিয়ার। স্যার, আমার কাছে পুরো রিপোর্ট আছে, আমার এরিয়ার কতজন মৃত আছে। এর পরে যদি আলোচনা করতে হয়, এখানে আর একটা আলোচনার ব্যাপার হল ৭ নাম্বার ফরম। এই ৭ নাম্বার ফরম ফিলাপ করা হয়েছে। যারা এখানে নেই, বিশেষ করে যারা স্থানান্তরিত হয়েছে বা দেশান্তর হয়েছে, তাদের ৭ নাম্বার-এ হেয়ারিং হয়নি। এবং বলছে কি এইগুলি বাড়ী বাড়ী গিয়ে ইনকোয়েরী হয়ে যাবে। এইগুলি লাগবে না। আমি একটা ভোটের দাগ এনেছি, এতে দেখা গেছে ইনকোয়েরী হয় নি। ইনকোয়েরী প্রধান সাহেবরা করে, তারা হল নির্বাচন কমিশনের অফিসার, জয়েন্ট কমিশনার হল পঞ্চায়েত প্রধানরা। আমার কাছে যে কোন সোর্স-এ একটা কাগজ এসেছে, ৭ নাম্বার ফরম ফিলাপ করা হয়েছে, হেয়ারিং করা হয় নি। এই হল ১৯ এর ২২ উত্তর নবদ্বীপ, চন্দ্রনগর, স্যার, এটা হল ইন্ডিয়ান ভোটার লিষ্ট। আর এটা হল বাংলাদেশের ভোটার লিষ্ট, এটা পাবলিকের ভিউ। পাবলিকের কাছে অনেক কিছু থাকতে পারে, পাবলিকের প্রতিনিধি হিসাবে আমার কাছে আসতে পারে। এবং ৭ নাম্বার ফরম তারা ফিলাপ করেছে। স্যার, আমি বলছি, গ্রাম সরত মল্লা, হানকি জেলা ওয়ার্ড নাম্বার ৩ ইউনিয়ন পুরসভা ৫নং পাস্তবিক, উপজেলা আদর্শ সদর জেলা কুমিল্লা, চুরান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হল ২৬-১০-২০০০ ইং বাংলাদেশের ভোটার লিষ্ট।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এই রকম করা যায় কিনা? এটা কি করে দেয়, তার একটা দেশের ভোটার লিষ্ট। আর একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের ভোটার লিষ্ট কি করে আসে এখানে?

(গন্ডগোল)

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :- আর একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের ভোটার লিষ্ট এই বিধানসভায় রেফার করা যায় কিনা? আমার কোন ভোটার লিষ্ট বাংলাদেশ পারবে। বিধানসভা মানে যা খুশী তা না। সাংসদ মানে যা খুশী তা না।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্লিজ বসুন। আপনি এই যে ভোটার লিষ্টটা পড়েছেন, আমি এটা ইনকোয়েরী করে দেখব। এটা এই দেশের না কোন দেশের। এটা আমাকে দিয়ে দেবেন।

শ্রী বিল্লাল মিঞা :- স্যার, আমি জমা দিচ্ছি, রেকর্ড করে জমা দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :- এটা জমা দিয়ে দেন।

শ্রী বিল্লাল মিঞা :- আমি জমা দিচ্ছি, স্যার। আবদুল হাকিম ইন্ডিয়ার আইডেনটি কার্ড আছে, বুসুমান এসা ইন্ডিয়ান আইডেনটি কার্ড আছে। ওর বাড়ী বাংলাদেশে তার বাড়ীর নাম্বার হচ্ছে ১০২।

(গন্ডগোল)

শ্রী বিল্লাল মিঞা :- স্যার, ৪০১ হচ্ছে নজরুল ইসলাম, ৪০২ হচ্ছে ফরিদ মিঞা, ৪০৩ হচ্ছে বাদল মিঞা, ৪০৪ হচ্ছে আবসাদ মিঞা।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :- প্লীজ শুনুন। এটা যদি বাংলাদেশের ভোটার লিষ্ট হয়ে থাকে তবে এটা কিন্তু বাতিল হয়ে যাবে।

শ্রী বিল্লাল মিঞা :- এটা ইন্ডিয়ান ভোটার লিষ্ট। ইন্ডিয়ান ভোটার লিষ্ট-এর সাথে বাংলাদেশের ভোটার লিষ্ট-এর মিল এখানে রয়েছে। আইডেনটি কার্ড রয়েছে।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :- প্লীজ বসুন।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) :- উনার অভিযোগ এমন কিছু লোক আছে যাদের নাম আমাদের ভারতবর্ষের ভোটার লিষ্টের মধ্যেও আছে এবং তাদের সম্প্রতি বাংলাদেশেরও ভোটার হয়েছে। বাংলাদেশের ভোটার লিষ্টেও নাম আছে। স্যার, বাস্তবিক পক্ষে আমরা কম বেশী বাংলাদেশের সাথে যুক্ত। কারণ হচ্ছে আমাদের জন্ম এক সময় বাংলাদেশে হয়েছে। আমি যদি কারো নাম বলি যে উনি বাংলাদেশের লোক তাহলে কি আপনি এক্সপাঞ্চ করে দেবেন, এটা হতে পারে না।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :- না, বাংলাদেশের ভোটার লিষ্ট আপনারা কিভাবে পেলেন।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :-,আপনি এখানে আপত্তি করুন, আপত্তি তাই। এখানে প্রিসাইডিং অফিসার যারা আছেন ইলেকশান কমিশন তাদের সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ থাকে এই লোক তারা ভারতীয় না, আপনি আপত্তি করুন।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :- আপনি বাংলাদেশের ভোটার লিষ্ট এখানে আনবেন এটা তো ঠিক না।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :- স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে উনি বাংলাদেশের ভোটার লিষ্টের তালিকা কি করে পেলেন। আসলে বাংলাদেশের সঙ্গে গোপনে গোপনে যোগাযোগ আছে। দেশদ্রোহী ছাড়া এই কাজ কখনো করতে পারে না।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :- প্লিজ বসুন।

শ্রী বিল্লাল মিঞা :- স্যার, এখানে প্রশ্নটা হল এই রাজ্যের ভোটার লিষ্টের তালিকায় শুধু বাংলাদেশী নয়....

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- কোন বাংলাদেশী ভোটার যদি থাকে তাহলে যে অভিযোগকারি তাকে হি ইজ টু প্রুভ দ্যাট ইজ সিটিজেন অব বাংলাদেশ এন্ড আই থিঙ্ক, দিস ইজ দি প্রপার প্লেস, এখানে অভিযোগ করা যেতে পারে।

শ্রী বিল্লাল মিঞা :- স্যার, ভোটার লিষ্ট এর তালিকা করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন নির্বাচন আধিকারিকে কাছে স্পিসিফিক কমপ্লেইন করেছিলাম। নাম হল গৌতম ভৌমিক, এ.টি.। পরে উনি কিছু দিন কাজ করলেন কলমছড়া হাই স্কুলে। উনি চলে যাওয়ার পরে বাবুল আচার্য্য নামে আসল হেয়ারিং দিনে ১১ তারিখ কাগজ পত্র জমা দিয়ে ভেলুর চলে গেছে। সাদা কাগজে নোট হবে না। পরবর্ত্তী সময় ১৩ তারিখ আবার ভোট করলেন কিন্তু পাবলিককে জানানো হল না। সেটা ইনকোয়ারি হয়। ইনকোয়ারি হওয়ার পরে দেখা গেল যারা সরকার পরিচালনা করছেন উনারা রোল করে দিয়েছে। পঞ্চায়েতের সেক্রেটারীকে যদি কোন সার্টিফিকেট দিতে হয় তাহলে বি.ডি.ওর সিগনেচার লাগবে। ৫ তারিখ আমি হেয়ারিং অফিসে গেলাম যাওয়ার পরে ওখানে দেখলাম পাবলিক পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর স্বাক্ষর নিচ্ছে। সেখানে বিডিও কোন স্বাক্ষর নেই। ওই দিনেই আমি মেলাঘরে হিয়ারিং আসলাম, মেলাঘরেও দেখলাম দেখে ডাইরেকট কমপ্লেইন দিলাম। কিছু সংখ্যক পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার, জেলা সমিতির মেম্বার, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান উনারা এসিসটেন্ট রিটার্নিং অফিসার হিসাবে কাজ করেছেন। হেয়ারিং অফিসার রূপে উনি টেবিলে বসে কাজ করছেন। আমার সামনে ১২ নং মতিনগর তহশীলে এক্স এম.এল. এ. ভাই সেখানে টেবিল হেয়ারিং নিচ্ছে। তাদের সামনে বসে আছে। হেয়ারিং ডিসিশান তো আজকেই দিতে হবে বললেন কি হেয়ারিং ডিসিশান এখানে হবে না। কখন হবে এস.ডি.ও. অফিসে গেলে ডিসিশান। শোভাপুর তহশীলে এস.ডি.ও হিয়ারিং দিলেন না, ডিসিশান স্পট করলেন না। না করার পরিপ্রেক্ষিতে যদি রিপোর্ট সত্যি হয় তাহলে এটা দূর্ভাগ্যজনক হবে। কারণ হচ্ছে হেয়ারিং সময় প্রতিদিনেই প্রতিটা ভোট সেন্টারে ৯০-৯৫%, সেখানে হিয়ারিং এ যোগ দিয়েছিলাম। বলিনা দুই দল, সেখানে

পঞ্চায়েত সেক্রেটারীরও খোঁজ পাই নি। সার্ভের জন্য যখন আমরা দাবি করলাম তখন বলল যে রেশন কার্ড আছে রেশন কার্ডের বয়সকে মানা হোক। যেহেতু পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে পাওয়া যায় না তাই পরবর্তী সময় ১২ তারিখ রির্টানিং অফিসারকে ধরলাম। ধরার পরে বললেন এটা মানা হবে। এই পরিস্থিতিতে ভোটার লিষ্ট নিয়ে আজকে যে অচলাবস্থা দাঁড়িয়েছে সঠিক ভোটার যারা আজকে অধিকার পাওয়ার যোগ্য। আমার কাছে গত বছরের কিছু ঘটনা আছে। এডমিট কার্ড, সিটিজেনশীপ কার্ড দেখিয়েছে তার পরেও নাম উঠেনি ভোটার লিষ্টে। স্যার, এই সব কারণেই আজকে আপনার মাধ্যমে নিরপেক্ষ ভাবেই ভোটার লিষ্ট প্রণয়নের জন্য নির্বাচন কমিশনকে যদি সেখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যে ট্রেজারী বেঞ্চ এবং অপজিশন সর্বসম্মতভাবে দৃষ্টি আর্কষণ করা উচিত। যারা বিদেশী, যাদের কোন স্টেইট নেই, যেমন- আশাবাড়ীতে ৯জন ট্রাইবেলের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে একজন ট্রাইবেলও নেই। এই পরিস্থিতিতে সঠিক ভাবে ভোটার লিষ্ট প্রণয়ন করতে হলে বাড়ী বাড়ী গিয়ে করতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের তিন দিকেই বাংলাদেশ। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ ঘটছে, সেটা মিথ্যা হতে পারে না। সত্যি কথা এখানে এমন কিছু ভোটারের নাম আছে যারা বাংলাদেশেও ভোটার এবং ভারতেও ভোটার। সুতরাং এগুলিকে বাতিল করে দিয়ে এ রাজ্যের যারা প্রকৃত ভোটার তাদের নাম যাতে সঠিক ভাবে ভোটার লিষ্টে অন্তভুক্ত হয় এবং যারা ফলস ভোটার তাদের নাম যাতে বাতিল করা হয় তার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী বীরজিৎ সিনহা (কৈলাশহর) :- স্যার আমি ২/৩ মিনিট বলতে চাই।

মিঃ স্পীকার :- ঠিক আছে অল্প কথায় বলুন।

শ্রী বীরজিৎ সিনহা :- মিঃ স্পীকার স্যার, ভোটার তালিকা প্রণয়ন সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আজকে হাউসে হচ্ছে। বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রেও আমরা সবসময়ই অভিযোগ করে আসছি যে ভোটার তালিকায় অনেক ভুয়া নাম আছে, মৃত ব্যক্তিদের নাম আছে। এবার আমরা ৮০ হাজারের উপর মৃত ব্যক্তি এবং ভুয়া ভোটারের নাম সংগ্রহ করে রিটারনিং অফিসারের কাছে জমা দিয়েছি। আগে ছিল যে কোন মৃত ব্যক্তির নামে কমপ্লেইন করলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখাতে হত। কিন্তু সেই সার্টিফিকেট তো আমাদের কাছে থাকত না। কিন্তু এবার ইলেকশান কমিশন থেকে নিয়ম করা হয়েছে যে নাম জমা দিলে ইনকোয়ারী করা হবে। সেই অনুযায়ী এবার আমরা ৮০ হাজারের মত মৃত এবং ভুয়া নাম জমা দিয়েছি। এই নামগুলি ১০বছর আগেও ছিল। সেই জন্য কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে আমরা দাবি করেছিলাম যে ডোর টু ডোর নতুন করে ভোটার লিষ্ট প্রণয়ন করা হোক। কিন্তু চীফ ইলেক্টরেল অফিসার আমাদের দাবি মেনে নেন নি। মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞা মহোদয় বলেছেন, এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। প্রশাসন ক্ষমতার বলে যেটা করছে সেটাকে মেনে নেওয়া যায় না। সব সময় আমরা দেখি রির্টানিং অফিসার হয়ে থাকেন এস.ডি.ও. এবং যে নামগুলি যেখানে হিয়ারিং হলো এবং কাগজগুলি আবার জমা পড়লো রির্টানিং অফিসারের অফিসে। সেখানে দেখা যায় যাদের ডেপুটেশনে আনা হয় তারা সম্বয়ভুক্ত কর্মচারী, যারা এককালে গাঁও প্রধান ছিলেন, নেতা ছিলেন তাদেরকে আনা হয়। আনা হওয়ার পর দেখা যায়, যেখানে চুড়ান্ত ডিসিশন হয়েছে, হিয়ারিং -এ ভুল করে দেওয়া হয়েছে। এইরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। যেমন - টাইটেল ভুল করে দেওয়া হল, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বাবার জায়গায় হয়ে যায় স্বামীর নাম। এমনও অনেক ঘটনা আছে, একটা ফ্যামিলির ১০জনের নাম উঠবে ভোটার লিষ্টে এবং হেয়ারিং-এ টিকলো, সেখানে দেখা গেল ১০টি নামের মধ্যে ২টি নাম কেটে দিল। ফাইনাল পাবলিকেশন বা ড্রাফট পাবলিকেশন থেকে দেখা যায় ২টি নাম বাদ পড়ে গেছে। এই যে ইনটেশনালী করা হচ্ছে এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। তাই আমার এটার প্রতিবাদ করছি। যেখানে এই রকম প্রশ্ন উঠেছে, সেই ক্ষেত্রে আমারা দাবি করছি যে, আরও কিছু টাইম দেওয়া হোক। কারণ আমারা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে এই বামফ্রন্ট সরকারের শাসনে হাজার হাজার মানুষ বাড়ীঘর ছাড়া হয়েছে। তাদের ভোটার অধিকার কি আমরা কেড়ে নিতে পারি ? তাই এই সমস্ত

বাড়ীঘর ছাড়া লোকেরা যেখানে আছে সেই জায়গায় তাদের নাম তোলার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ইলেকশান অফিস থেকে সেইভাবে পাবলিসিটি নেই। যারা দরখাস্ত করলো ধরুন আগে যারা ছিল টাকারজলায়, কিন্তু এখন আছে বাধারঘাটে, তাই তারা বাধারঘাট থেকে ফরম ফিলাপ করলো। কিন্তু সেই লোকটা জানে না যে আগের জায়গা থেকে রেকর্ড আনতে হবে। যদিও অন্য সাব-ডিভিশন থেকে আসে তাহলেও ঐ সাব-ডিভিশন থেকে ইলেকশন অফিসে রেকর্ড আনতে হবে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, যারা বাস্তচ্যুত হয়েছে, তারা সেরকম রেকর্ড দিতে পারে নি। সেই জন্যই আমরা টাইম বাড়ানোর দাবি করছি। কারণ ইলেকশন অফিস থেকে সেভাবে পাবলিসিটি করা হচ্ছে না। তাই আমরা দাবি করছি আরও ১৫দিন টাইম দেওয়া হোক, যাতে তারা সেই রেকর্ডগুলি আনতে পারে। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় কারণ হাজার হাজার মানুষের নাম ভোটার লিষ্টে,আসবে না বা ড্রাফট পাবলিকেশনে আসবে না। ট্রেজারী বেঞ্চ- এর অনেকে এখানে কটুক্তি করেছেন, কিন্তু আমারা তো চোখে আঙুল দিয়ে বলতে পারি। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমার বিধানসভা কেন্দ্রেও গত পৌরসভা ইলেকশনের সময় দেখা গেছে আমার বিধানসভা কেন্দ্রে আমি উদাহরণ দিচ্ছি যে, একই লোকে ভোটার লিষ্টে গ্রামেও নাম আছে, শহরেও নাম আছে, সে রকম সাড়ে তিন হাজার লোক আছে এবং এই ব্যাপারে আমরা এম.এল-এরা সবাই গিয়েছিলাম ইলেকশান অফিসে এবং তাদের রেকর্ড দিলাম, তখর উনারা ইনকোয়েরী করে সাড়ে তিন হাজার লোকের নাম ভোটার লিষ্ট থেকে বাদ দিয়েছে। এই রকম ঘটরা বহু জায়গায় হয়েছে। এটা তো অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।

মিঃ স্পীকার :- সিন্‌হা সাহেব শুনুন, আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি, আমার মেয়ে এবার টুয়েল্‌ভ পরীক্ষা দেবে। এখানে আমি একটা কাগজ রেকর্ড করেছিলাম. ২০০২ সালে তার যদি ১৮বছর বয়স হয় তাহলে তার নাম ভোটার লিষ্টে উঠবে। এই ব্যাপারে রিটার্নিং অফিসারের সাথে আলোচনা করে দেখা গেল, ১৮ বছর হতে আমার মেয়ের ২দিন কিংবা ৩দিনের সর্ট হবে। আমার মেয়ের তো সার্টিফিকেট দিতে হবে, কিন্তু সেই সার্টিফিকেটে ২ বা ৩ দিনের সর্ট থাকবে। তখন রিটার্নিং অফিসার বললেন, স্যার এটা আমরা করতে পারব না। বাকীটা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয় কারণ ঐ সময় আমি ছিলাম।

শ্রী বীরজিৎ সিন্‌হা :- না, ঐটা তো ঠিকই আছে। কারণ রিটার্নিং অফিসার এই ক্ষেত্রে ঠিকই আছে। এর আগের ঘটনা বলছি স্যার, আপনার কাছে, এই রকম যদি হয় তাহলে গণতান্ত্রিক যে ব্যবস্থাপনা সেটাকে কলুষিত করা হবে। তাই আমরা চাই যারা সত্যিকারের নাগরিক তারা যাতে ভোটার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। এবং যারা ভুয়া ভোটার তাদের নাম যেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। সুতরাং আমাদের বিধানসভায় এখন যদিও সময় নেই এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার যাতে টাইম আরও বাড়ানো হয়। টাইম বাড়াতে তো আপত্তি নেই, আরও ১৫দিন বা একমাস টাইম বাড়ানোর জন্য আমরা ইলেকশন কমিশনের কাছে সর্বসম্মতির ভাবে এখান থেকে আমরা সিদ্ধান্ত পাঠাতে পারি। যাতে মানুষ সংশোধনের আরো সুযোগ পেতে পারে। সেই রকম ব্যবস্থা করা দরকার। এইটুকু বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রী সুধন দাস :- এখানে অনেকটা যে আলোচনা হচ্ছে, তাতে আমরা লক্ষ্য করেছি, এই রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্নে এখন যে ব্যাবস্থা আছে এটা দেশের যে কোন রাজ্যের যে কোন জায়গা থেকে সবচেয়ে ভালো পজিশানে আছে। এই রাজ্যের মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, এই রকমের কোন দৃষ্টান্ত আমরা অন্ততঃ দেখছি না। এবার ভোটার তালিকার নাম অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে ও একটা ব্যাপক প্রচার আমরা লক্ষ্য করছি। এটা যেমন অফিসে কাগজপত্রের মাধ্যমে হয়েছে, তেমনি রাস্তার মাইকে বিভিন্ন মহল্লায়, বাজারেও মাইকিং করা হয়েছে। একটা ব্যাপক প্রচারের মধ্যে দিয়ে এই কাজটা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই দিক থেকে আমরা কোন রকমের ত্রুটি দুর্বলতা এগুলি দেখি নি। কোথাও এই রকম হলে নির্বাচন কমিশনের তাদের যে অফিসারার আছেন, তাদের দৃষ্টিতে নিলে সেই গুলি সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। কিন্তু

এখানে যে বিষয়গুলিকে যেভাবে আনা হচ্ছে, তাতে এটা অনেকটা ভুতের মুখে রাম নামের অবস্থা। জোট রাজত্বের সময় আমরা এটা দেখিছি যে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কোন জায়গায় গিয়েছিল, তখন ভোটার লিষ্ট-এ নাম অর্ন্তভুক্তি করার জন্য কোন তহশীলে বা কোন স্কুলে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। কংগ্রেস টি.ইউ.জে.এস এর নামধারী গুন্ডারা আক্রমন করে, অনেক মানুষকে আহত করেছে, ক্ষতবিক্ষত করেছে, মানুষ ভোট দিতে পারেনি, মানুষকে ভোট কেন্দ্রে যেতে দেওয়া হয় নি। অথচ ভোটের বাক্স ভর্ত্তি হয়েগেছে। তখন এমন রেকর্ড পরিমান ভোটে জিতেছেন, যার নজির ভারতবর্ষের অন্য কোথাও নাই। সন্তোষ মোহন দেবরা কিভাবে জিতেছেন? সেটা সারা রাজ্যের মানুষ জানে এবং ভোটের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কার কি ভূমিকা ছিল, সেটা রাজ্যের মানুষ জানে। কাজেই এখানে বিধানসভার আলোচনায় এগুলি বলে উনার যে, রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন, সেটা সকলেই বুঝে। তাদের এই আলোচনাটা ভুতের মুখে রাম নামের মতই শুনাচ্ছে। উনারা এই অভিযোগগুলি শুধু অভিযোগ করার জন্যই বলেছেন। তারপর মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞা সাহেবরা যে বলেছেন, বাংলাদেশী ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তি, কারা করেছেন, সেটা সে এলাকার মানুষরা জানেন। রাজ্যের মানুষেরাও জানেন। এবং বাংলাদেশের সাথে কার কি সম্পর্ক কিভাবে কাগজপত্র আদান প্রদান করে, এই সমস্ত কিছু প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই তাদের এই আলোচনাগুলি শুধু মানুষকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছুই না। নির্বাচনের জন্য, ভোটের জন্য, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে, ভোটার লিষ্টে মানুষের নাম অন্তর্ভুক্তি করার জন্য সুষ্ঠ পরিবেশ এখানে বজায় আছে, এটাই আমার বক্তব্য, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা মহোদয় কিছু বলবেন নাকি।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) :- স্যার, আমি দুই মিনিট নেব। স্যার, আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, প্রথমত ভোটের তালিকা প্রণয়ন করাটা নির্বাচন কমিশনের কাজ এটা সত্যি কথা। তা সেটা যে রাজ্যেই হোক, ত্রিপুরাতেই হোক আর ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্যেই হোক ভোটের তালিকা তৈরী করার ব্যাপারে কোন নীতি নির্দেশিকা যেটা নির্বাচন কমিশনের গাইড লাইন অনুসারেই হওয়ার কথা এবং আমরা এই কিছুদিন আগে আমাদের রাজ্যের ভোটের তালিকা প্রনয়নের কাজ শুরু হওয়ার আগে আমাদের বর্ষীয়ান বিধায়ক শ্রী শ্যামাচরণ বাবু, প্রকাশবাবু সহ আমি নির্বাচন কমিশনের সদস্য যারা আছেন তাদের সঙ্গে আমরা দেখা করেছিলাম রাজ্যের ভোটের তালিকার ব্যাপারে। স্যার, বিরোধী দলের তরফ থেকে এই ভোটের তালিকা প্রনয়নের ক্ষেত্রে যে সকল অভিযোগ করা হয়েছে, আমি সেগুলিকে পূর্ণ সমর্থন করছি এবং যিনি আজকের এই আলোচনার সুত্রপাত করেছেন, মাননীয় সদস্য রতিমোহন বাবু, ওনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নির্বাচন কমিশন ভোটের তালিকা তৈরী করবেন এবং তার জন্য প্রস্তুতি নেবেন তাতে আমাদের কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের এখানে, তারা যে ভোটার তালিকা তৈরী করার ক্ষেত্রে, সে ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা বলুন, তাদের কর্মী বলুন, অফিসার বলুন, এইগুলি রাজ্যে নাই। শুধু আমাদের রাজ্য না, অন্য কোন রাজ্যে আছে বলেও আমার জানা নেই। যে রাজ্য সরকারের উপর নির্ভর না করে নির্বাচন কমিশন শুধুমাত্র তাদের দপ্তরের অফিসার, কর্মী দিয়ে নির্বাচনের কাজ পরিচালনা করছেন বা ভোটার লিষ্ট প্রনয়ন করছেন, এমন তথ্য আমার জানা নেই। ফলে স্বাভাবিক কারণে নির্বাচন কমিশনকে কতকগুলি গাইডলাইন দিযে দেওয়া হয়, সেগুলি রাজ্য সরকার এবং নির্বাচন কমিশন পালন করে থাকেন।

স্যার, আপনি যথাযথভাবে আলোচনার জন্য আমাদের সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে আমরা স্যার, আমরা শংকিত যে এই এই রাজ্যে বর্তমানে যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে এতে সাধারন মানুষ তার ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে চলছে। এবং ব্যাপক সংখ্যক মৃত ও ভুয়া ভোটারের নাম বিগত দিনে ভোটার তালিকায় ছিল। যার ফলে আমরা শংকিত এই কারণে যে বর্তমানে যে সার্ভের কাজটা হয়েছে অথচ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি আমাদের বিরোধী বেঞ্চের তরফ থেকে মাননীয়

দীপকবাবু বলেছেন, মাননীয় প্রকাশবাবু বলেছেন, মাননীয় বীরজিৎবাবু বলেছেন, মাননীয় নগেন্দ্রবাবু বলেছেন তারা সকলেই এই ভোটারলিষ্টে যে ক্রুটি বিচ্যুতিগুলি রয়েছে সেগুলি তুলে ধরেছেন। এবং আমরা এটাও দেখেছি যে প্রতিটি বিধানসভাকেন্দ্রে কমপক্ষে ১৫০০, এরপরে ২২০০, ২৫০০ এর মত মৃত ও ভূয়া ভোটারের নাম এই তালিকায় অর্ন্তভুক্ত আছে। এরমধ্যে কিছুটা বাংলাদেশী রয়েছে, কিছুটা অদৃশ্য ব্যক্তির নাম আছে যাদের ডাবল অর্থাৎ দুই জায়গাতেই ভোটার লিষ্টে নাম আছে। আমি আপনাকে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, সুকরাম দেব্বর্মা, আমাদের সদরের এস.ডি.ও ছিলেন, তিনি নিহত হয়েছেন। এক সময় তিনি সাব্রুমের এস.ডি.ও. ছিলেন। এখানে আমার মনে আছে তথ্যমন্ত্রী তথা গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী উনিও এই মহকুমার। জিজ্ঞেসা করুন সুকরাম দেব্বর্মা যখন সাব্রুমের এস.ডি.ও ছিলেন সেটা কয়েক বছর আগে। এরপর সুকরাম দেব্বর্মা উদয়পুরের এস.ডি.ও. ছিলেন। সেখানে দুই তিন বছর তিনি এস.ডি.ও হিসাবে কাজ করেছেন। তারপর তিনি সদরের এস.ডি.ও হিসেবে কাজ করেছেন। এখন কোন সালে কত বছর আগে সুকরাম দেব্বর্মা সাব্রুমের এস.ডি.ও ছিলেন, সেখানে দুই একটা ভোট কেন্দ্রে সুকরাম দেব্বর্মার নাম লিপিবদ্ধ করা আছে। এবং এখন যে ভোটার লিষ্টটা করা হচ্ছে, এখনো প্রকাশিত হয়নি, তাতেও তার নামটা আছে। ঠিক এমনি করে অসংখ্য শুধু অখ্যাত না, যারা অত্যন্ত বিশিষ্ট আমলা, অফিসার, সরকারী কর্মী এবং অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং এলাকার সম্মানিত ব্যক্তি যারা দীর্ঘদিন আগে ছিলেন, দশ বছর আগে বা বার বছর আগে, তাদের কেউ মারা গিয়েছেন, নতুবা বদলি হয়ে গিয়েছে। যিনি এস.ডি.ও ছিলেন, তিনি আজকে সেক্রেটারী বা কমিশনার হয়ে গেছেন, আবার যিনি এস. ডি.পি.ও ছিলেন তিনি এখন হয়তো আই.জি.পি. র‍্যাংকে কাজ করছেন। ফলে এমন অনেক অফিসার আছে, যাদের নাম এই এখনো এই ভোটার তালিকার লিপিবদ্ধ আছে। এই কারণে আমরা শংকিত স্যার। কারণ এই সুকরাম বাবু যখন সাব্রুম থেকে ট্রান্সফার হয়ে এলেন তখন স্বাভাবিক কারণেই তার নামটা ভোটার লিষ্ট থেকে বাদ দেওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু সেখানে বাদ যায়নি।

তার আরেকটা দৃষ্টান্ত আমি দিচ্ছি স্যার। সে হলো এই গত মাসে আমি বিলোনীয়াতে এবং সাব্রুমে ভিজিট করতে গিয়েছিলাম। তো ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়লাম আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্র হৃষমুখে। সেখানে একটা মিটিং হলো। সেই মিটিং শেষ হবার পর কথা প্রসঙ্গে দুই একজন লোক এসে একটা ঘটনার কথা বললেন। ঘটনাটা হচ্ছে, এক বিধবা মহিলা এবং তার মেয়ে বিবাহ হয়নি আঠার বছরের বয়স। তারা ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে গেছে। এই মহিলা ও ভোট দিয়েছেন এবং তার মেয়ে ও ভোট দিয়েছেন। তো মহিলা যখন ভোট দিতে গিয়েছিলেন তখন পোলিং অফিসার না পুলিশ কর্মী তাকে তার নাম এবং স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করলে। মহিলা তার নাম এবং মৃত স্বামীর নাম বললো। তখন ঐ পোলিং অফিসার বললো যে তোমার স্বামীতো এই আধঘন্টা আগে এসে ভোট দিয়ে গেল। তার মেয়ে শুনছে সে কথাটা। তারপর মেয়ে যখন ভোট দিতে এলো এবং তার নাম ও তার বাবার নাম বললো। তখন ঐ পুলিং অফিসার তাকে বললো যে তোমার বাবা তো এই আধঘন্টা আগে এসে ভোট দিয়ে গিয়েছেন। তারপর ভোট কেন্দ্র থেকে চলে গেছে। সেখান থেকে গিয়ে রাস্তার মধ্যে কান্নাকাটি আরম্ভ করছে মেয়ে মার গলা ধরে, মা মেয়ের গলা ধরে, কি ভোট দিলাম, দিলামতো দিলাম আধঘন্টা আগে কেন আসলাম না, আসলেতো স্বামীকে পেতাম। কারণ এই স্বামী ভোট দিয়ে গেছে মৃত স্বামী। এটাতো সে জানে না। আরে ঘটনাতো আমি শুনলাম। এখন মেয়ে কাঁদছে বাবার জন্য ভোটতো দিলাম আধা ঘন্টা আগে কেন আসলাম না। আর মহিলা ও বলেছেন ভোট দিলাম আধা ঘন্টা আগে আসলাম না কেন আমার স্বামীতো ভোট দিয়ে গেছে। সুতরাং ভোটটা কেমন হয়! এরমধ্যে অবজারভার তখন সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন অবজারভার জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার, ভাবছেন কোথায়ও বাধা দিয়েছেন কিনা, গাড়ী থামিয়ে উনি জিজ্ঞাসা করলেন কাঁদছেন কেন? ভোট দেন নি? তিনি বললেন স্যার, কাঁদছি ভোট দিতে গেলাম আধ ঘন্টা আগেআমার স্বামী এসে ভোট দিয়ে গেছে আর মেয়ে বলছে আধ ঘন্টা আগে বাবা এসে

ভোট দিয়েগেছেন। সুতরাং এই হচ্ছে ভোটার লিষ্ট। রাজ্য সরকারকে নিশ্চয় কিছু দায়িত্ব নিতে হবে, রাজ্য সরকার দায়িত্ব না নিলে শুধু এইভাবে অনেক বিধবা মহিলা রাস্তার মধ্যে কিন্তু কাঁদে হয়ত একটা ঘটনা আমি জানি একটা ঘটনা শুনলাম। কিন্তু রাজ্যে এগুলি ঘটছে। ফলে আমাদের যে আশংকা যেটা বলতে চাই যে উনারা বলেছেন নিরপেক্ষ ভোটার লিষ্ট হউকএই রাজ্যের মানুষ অবাধে ভোট দিতে পারুক। অতীতের কাহিনী বলেছেন আমরা ও যদি অতীতেকে নিয়ে বলি তাহলে এমন কাহিনী অনেক আছে। সুতরাং আসুন সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে বরং আমরা নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করি যে রাজ্যে ভোটার লিষ্ট-এর কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে, দরকার হলে বাড়ী বাড়ী সার্ভে হউক আরও দুই মাস আমরা সময় চাই। আমরা বিধানসভা থেকে রাজ্য সরকারের প্রস্তাব পাঠাতে পারি আলোচনার বিষয় এটাই। আমরা চাই যে ভোটার লিষ্টটা অবাধ হউক এবং এটা নিরপেক্ষ ভোটার তালিকা হউক। প্রকৃত ভোটারের নাম যাতে ভোটার লিষ্টে অন্তর্ভুক্ত থাকে সে কোন দলের সমর্থক সেটা দেখার বিষয় না সে ভোটার হয়েছে কিনা, ভোটার হওয়ার মত বয়স তার হয়েছে কিনা সেটা দেখার বিষয়, ধন্যবাদ।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :-স্যার, আমাকে তো কিছু বলতে হবে সংক্ষিপ্তভাবে বলছি সব কিছু শুনার পর। গোটা বিষয়টা ভারতের নির্বাচন কমিশনের। এটা প্রতি বছর হয়, একটা সামার রিভিশন আর একটা হচ্ছে ইনটেনসিভ রিভিশন। বাৎসরিক যেটা, সেটা হচ্ছে সামার রিভিশন। তো পদ্ধত এখানে বিধায়ক বিধানসভার সবাই এতটা বিস্তৃত না জানলেও সবাই কম বেশী আমরা বিষয়গুলি জানি, কিভাবে হবে না হবে। তবে সবটা নির্বাচন কমিশন নিৰ্দ্ধারিণ করেন। নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারের সাহায্য নেয়। কারণ লোকতো বাইরে থেকে পাঠানো যাবে না। কিন্তু যাদের আমরা দেই তারা এই প্রক্রিয়াটা যখন চলে পুরোটা হচ্ছে কমিশনের কর্তৃত্বাধীন, আওতাধীন এবং তারা কিভাবে চালাবেন সবটা কমিশন ঠিক করেন এটা রাজ্য সরকারের কিছু করার নেই। তারা সময় সময় যা যা সাহায্য চাইবেন রাজ্য সরকার সেই সাহায্য তাদেরকে দিয়ে থাকেন। এখানে যে প্রশ্ন এসছে যে মৃত ভোটারের নাম বা ভোটার নেই এলাকায় এইরকম লোকের নাম বা আমাদের দেশেরই বাসিন্দা না এই রকম লোকের নাম আছে। এগুলিতো আমরা যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি সবার পক্ষে এগুলি কাম্য না। এইদিক থেকে এই ধরনের অভিযোগ এগুলি যদি প্রমাণ্য কোন তথ্য থাকে নিশ্চিতভাবে এগুলি নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টিতে নেওয়া উচিৎ। দলের প্রশ্ন না এটা যে কোন ব্যক্তি বিশেষ নিতে পারেন তবে এগুলি ভোটার তালিকায় থাকা উচিৎ না, এগুলি আমরা সমর্থন করি না, করার প্রশ্নও আসে না। ভোটার তালিকা সম্পর্কে সবাই অভিযোগ করার একটা সময় পেয়েছেন, দাবি রাখার একটা সময় পেয়েছেন, সংশোধনের জন্য সুযোগ পেয়েছেন তার একটা হিয়ারিং হয়েছে তারপর এটা এখন একটা চুড়ান্ত জায়গায় যাবে। আগামী ৭ তারিখ এটা সম্পর্কে ফাইনাল করে, আমি যা এখানে চার্ট দেখেছি তারা দিয়ে দেবেন। এরপরে পরীক্ষা করার সুযোগ আছে যে যে অভিযোগগুলি বা সন্দেহগুলি এখানে ব্যক্ত হয়েছে মাননীয় সদস্যদের আলোচনার মধ্যে তার পরে যদি দেখা যায় যে এই বিষয়গুলি সেখানে রয়ে গেছে এইরকম ভুল আছে তাহলে নিশ্চয় আবার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষন করা যাবে। এটা শুধু কংগ্রেস দলের ব্যাপার নয়, এটা টি. ইউ. জে. এস. দলের ব্যাপার না, এটা সি. পি. এম., আর.এস.পি., ফরওয়ার্ড ব্লক, সি.পি.আই, সবার জন্যই এই ব্যাপারটা থাকবে। কারণ আমরা প্রত্যেকেই চাই। যার কোন অস্তিত্ব নাই, যার কোন ভোটাধিকার পাওয়ার মত আইনত কোন সুযোগ নাই তাদের নাম যাতে ভোটার তালিকায় না থাকে। সেইদিক থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে এই বিষয়টাকে যে কোন সময় বলার আমাদের সুযোগ আছে। সেইদিক থেকে সদস্যরা যে আলোচনা করেছেন তার যে কংক্রিট যে ব্যাপারটা এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে এটাই।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এটা তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্যটাই বললেন। এখানে আমর প্রশ্ন হচ্ছে যেটা সেখানে যে কিছু কিছু ভুলত্রুটি আছে সেইগুলিকে ঠিক করার জন্য সেইগুলি

আমরা এখান এ বিধানসভা থেকে সর্বসম্মতিক্রমে একটা প্রস্তাব পাশ করে পাঠাতে পারি কি না ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি নির্বাচন কমিশনের কাজে সন্দেহমুক্ত। এখানে নির্বাচন কমিশনের কাজে সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন বিরোধী দলের অধিকাংশ সদস্য। এই ধরনের মতের সঙ্গে এক মত নই। কিন্তু ভুল থাকতে পারে। সেই কারণেই কংগ্রেস দল থেকে যদি কোন কিছু পাঠাতে চান পাঠাতে পারেন কিন্তু বামফ্রন্ট এটাকে সমর্থন করে না।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা):- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার বক্তব্যটা মনে হয়ে এই জায়গাতে এক হতে পারছে না, আমি বলছি নির্বাচন কামিশনের উপর আমাদের কোন সন্দেহ নেই, সন্দেহ হচ্ছে নির্বাচন কমিশনে কাজ করতে গিয়ে রাজ্য সরকারের যে সকল কর্মী কিংবা অফিসার তাদের মধ্যে কিছু একটা অংশ ইচ্ছাকৃতবাবে সেখানে নির্বাচন কমিশনের গাইড লাইনটাকে তার মানেন নি।

মিঃ স্পীকার :- না এটাই বলা হচ্ছে যেহেতু স্কোপ আছে আগামী সাত তারিখে পাবলিকেশান হবে সেখানটাই আপনি তুলে ধরবেন।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) :- আমরা যদি এই বিধানসভা থেকে এটাকে তুলে ধরি রাজ্যের স্বার্থে তাহলে অসুবিধাটা কোথায় ?

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- মিঃ স্পীকার স্যার, এটা সর্ট ডিসকারশান এখানে রিজোলেশন নেওয়ার কোন স্কোপ নাই। এটা যদি রিজোলেশন আকারে আসত তাহলে অন্য ব্যাপার ছিল।

মিঃ স্পীকার :- দ্বিতীয়ত নোটিশটা এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্যামাচরন ত্রিপুরা মহোদয়। নোটিশটি বিষয় হলো "বটতলা উপজাতি শ্মশানঘাট সংস্কার করা সম্পর্কে"। আমি শ্রী ত্রিপুরাকে অনুরোধ করবো উনার বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার খুব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও নাই। বিষয়টা হচ্ছে আগরতলা স্থাপনের পর থেকে বটতলা শ্মশানঘাট স্থাপিত হয়। এবং এটা কালক্রমে দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটা হচ্ছে রাজকীয় শ্মশানঘাট আর একটা হচ্ছে জেনারেল শ্মশানঘাট। জেনারেল শ্মশানঘাটটা এখন আর দুইভাগে হয়ে গেছে জেনারেলটা বাঙালীদের জন্য হয়ে গেছে আর অন্যটা রাজকীয় ট্রাইবেলদের জন্য হয়ে গেছে। এটা কিভাবে হলো আমি জানি না ইতিহাসটা। কিন্তু কালক্রমে এটা এমনটা হয়ে গেছে। রাজকীয় শ্মশানঘাটে ট্রাইবেলরা ওখানে দাহ করে। ওটা বিরাট সীমানা ছিল এখন এনক্রোজমেন্ট হয়ে গেছে। এখানে যে এলাকা আছে এটা যথেষ্ট কিন্তু এটা একটু ইমপ্রুভমেন্ট-এর দরকার। এটাই আমার বক্তব্য সেখানে অনান্য শ্মশানঘাটের মত জলের সুযোগ সুবিধা নেই। কয়েকদিন আগে সেখানে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার মতো কোন সুবিধা নেই। কাজেই এটাকে একটু আপটুডেট করা যায় কিনা এটা হচ্ছে আমার বক্তব্য। এটার একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও আছে। এখানে অনেক মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজা বিভিন্ন উজির বিভিন্ন নাজির বিভিন্ন কর্ত্তা তাদের সমাধি এখনো সেখানে আছে। এইগুলি সংরক্ষন করা তাদের ব্যাপার কিন্তু জায়গাটিতে সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখা এটা বোধহয় রাজ্য সরকারের ব্যাপার। এটা মনে হচ্ছে মিউনিসিপালিটির ব্যাপার। তথাপি আরবান ডেভলাপমেন্ট মিনিস্টারের দায়িত্ব থেকেই যায়। এই ব্যাপারে আরবান ডেভলাপমেন্ট মিনিস্টার এগিয়ে আসবেন কিনা এবং কি করবেন এটা আমার বক্তব্য।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- স্যার, মাননীয় সদস্য শ্যামবাবু এখানে যে বিষয়টা এনেছেন সর্ট ডিশকাশনে এটা ঠিকই যে এখানে একটি শ্মশানঘাট ছিল রাজ পরিবারের, পরবর্ত্তী সময়ে ট্রাইবেল জনগন সেখানে যাচ্ছেন। এটা ঠিক যে এই জায়গাটা অনেক সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। এবং এটার কিছু এস্টিমেইটও হয়েছে। তা সত্ত্বেও এখন যে টুকু বাকী আছে তার তিন দিকে এটার ওয়াল তৈরী করে প্রটেক্ট করা হচ্ছে যাতে ঐ দিকটাতে

আর এনক্রোজমেন্ট না হয়। কিন্তু দক্ষিণ দিকে সেখানে একটা বাউন্ডারী ওয়ালের প্রয়োজন। জল যাতে সেখান থেকে নিষ্কাশিত হয় সেই বিষয়গুলি করা দরকার। যারা শ্মশানযাত্রীরা সেখানে যান তাদের জন্য শেড এবং সেই জায়গাটাকে একটু উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে। এবং তারজন্য কিন্তু মিউনিসিপালিটি কর্মসূচী নিয়েছে। এম.পি.দের কাছ থেকেও কিছু কিছু সাহায্য নিয়ে ঐ জায়গাটা উন্নয়নের চেষ্টা হচ্ছে। আমি মনে করি জায়গাটা উচু করা দরকার। উচু না করলে সেই সমস্যা থেকেই যাবে। সেখানে মাটি ফেলে উচু করা দরকার। কিন্তু আগের যে সমাধিগুলি সেখানে রয়েছে সেই ক্ষেত্রেতে আমরা বর্তমানে যিনি আছেন বিভু কুমারী দেবী উনার কাছে যাওয়া হয়েছে। মিউনিসিপালিটি থেকে একটা প্রস্তাব ওখানে গেছে যে ঐ গুলিতে পরবর্ত্তী সময়ে আর্থ ফিলিং করে আবার সেই গুলিকে বসানোর ক্ষেত্রেতে কোন রকমের আপত্তি উনার আছে কিনা। তা হলে সার্বিক ভাবে উন্নয়ন সম্ভব। উনি তাৎক্ষনিকভাবে কোন সিদ্ধান্ত জানান নি। পরবর্ত্তী সময়ে জানাবেন বলেছেন। তবে এটার ইমিডিয়েট কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মিউনিসিপালিটি কাউন্সিল তারা ব্যবস্থা নেবেন। আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে চেয়ারম্যান-এর সাথে আলোচনা হয়েছে। তিনিও অন্ততঃ এই কথা বলেছেন যে ইমিডিয়েট আমরা সেই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করব, ধন্যবাদ।

VALEDICTORY SPEECH MADE BY SPEAKER

মিঃ স্পীকার :- শীতকালিন অধিবেশনের আজকে হচ্ছে শেষ দিন। যা আমাদের বিজনেসে ছিল তা সব শেষ হয়েছে। দীর্ঘক্ষন আপনারা আলোচনাও করেছেন, শেষ হয়েছে। কাজেই এই বিধানসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনারা আমাকে সাহায্য করেছেন এবং এই পরিচলনার ক্ষেত্রে যারাই আমাদের কর্মচারীবৃন্দ, আরক্ষা দপ্তরের কর্মীবৃন্দ, এবং বিভিন্ন সংস্থা যে ভাবে সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে এই সভা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী ঘোষনা করছি।

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

(Questions & Answers) **ANNEXURE - A**

Admited Starred Question No. 27

Name of the Member :- Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state:-

প্রশ্ন -

১) ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া এবং কল্যাণপুর থানা এলাকার কমলনগর, তোতাবাড়ী, সিনধাইবিল, সোনারাই, উত্তর মহারাণী জাতি-উপজাতি উভয় অংশের গ্রামবাসীরা নিরাপত্তার কারণে নিজেদের বাড়ী-ঘরে ফিরতে পারছেন না।

২) সত্য হয়ে থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর-

১) তেলিয়ামুড়া থানার অধীন কোন গ্রামের লোকজন তাদের বাড়ীঘরে ফিরতে পারছে না এমন কোন তথ্য সরকারের কাছে নেই। তবে কল্যাণপুর থানার অধীন গ্রামবাসীদের (জাতি/উপজাতি) একটা অংশ তাদের বাড়ীতে ফেরেন নি।

২) বাস্তুচ্যুত গ্রামবাসীরা যাতে বাড়ীঘরে ফিরতে পারেন তার জন্য এলাকায় দুইটি অস্থায়ী নিরাপত্তা শিবির স্থাপন করা হয়েছে।

Admited Starred Question No. 33

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state:-

প্রশ্ন -

১)ত্রিপুরা রাজ্যে ভি.আই.পি.দের দেহরক্ষী হিসাবে রাজ্য সরকারের আরক্ষা দপ্তরের যে সকল কর্মী নিয়োজিত রয়েছেন তাদের বকেয়া টি.এ. মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর -

১) আরক্ষা দপ্তরের কর্মীদের টি.এ বিল দেওয়ার জন্য বাজেটে আর্থিক বরাদ্দ করা আছে। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে বকেয়া টি.এ.বিল মিটিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Admit Starred Question No. 72

Name of the Member :- Shri Shyma Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state:-

প্রশ্ন -

২) সত্য হলে কোন থানায় কয়টি ও গ্রামগুলির নাম কি?

উত্তর -

ক্রমিক সংখ্যা	থানার নাম	ভি.আর. পার্টির সংখ্যা	এলাকা	সদস্য সংখ্যা
১.	আগরতলা পশ্চিম থানা	৩	গোলচক্কর	১৫
			গুঞ্জরাইটিলা	১৫
			জয়পুর	১৫
২.	আগরতলা পূর্ব থানা	১১	নন্দন নগর	২৪
			হরেকৃষ্ণ পাড়া	৪০
			দেবরাম ঠাকুর পাড়া	৩০
			প্রধান পাড়া	২৬
			সেন পাড়া	৩০
			কালিটিলা পশ্চিম / নোয়াবাদী	৩৫
			উত্তর রাজারবন	২৪
			বনকুমারী	৩০
			শঙ্কর পাড়া	৩০
			দমদমিয়া	২২
			যুবতারা	২৩
৩.	আমতলী থানা	১২	আমতলী বাজার	২১
			হাঁপানিয়া বাজার	২৫
			প্রীতিলতা মধুবন	১৮
			ফুলতলী বাজার	২৬
			চাম্পামুড়া বাজার	২১

			চৌমুহনী বাজার	১৮
			সিদ্ধিআশ্রম বাজার	৩২
			শচীন্দ্র লাল বাজার	২১
			অশ্বিনী বাজার	২৪
			মালাবতী চা বাগান	৯
			লক্ষ্মীছড়া	২১
			কাঁঠালতলী	১৮
৪.	জিরানিয়া থানা	১৫	রাধানগর	৬০
			ভদ্রমিশি পাড়া	৪৫
			জয়নগর	৮১
			কলাবাগান	৩৭
			বিশ্বমণি পাড়া	৪৫
			কৈয়াচান্দ বাড়ী	৭০
			অফিস টিলা	১৫
			এস.এন. কলোনী	৭০
			কামার বাড়ী	১০
			বঙ্কিম নগর	১৮
			নোয়াবাদী	৫৬
			বেগ বাড়ী	২৪
			চকবস্তা	০৮
			জয়কৃষ্ণ পাড়া	৫৪
			পূর্ব বড়জলা	৬৭
৫.	চাম্পাহাওড় থানা	১	পশ্চিম করণজিছড়া	৩০
৬.	সিধাই	১১	রাঙ্গাটিয়া	৩৭
			বিজয়নগর	৩০
			রোহিনীপুর	৩১
			বৌলিয়া	২৬
			বৈরাগীপাড়া	৩২
			তারাপুর	৩৫
			ভৌগজোর	৪১
			দক্ষিণ তারানগর	২০
			ভূমিহীন কলোনী	২১
			জলিলপুর	২৪
			গঙ্গাগতি পাড়া	২৪
৭.	শ্রীনগর	১	কান্ডের জলা	৩১
৮.	খোয়াই	৮	চেরমা	৩০

			উত্তর দূর্গানগর	২৫
			চর গণকী	৩৫
			গণকী	২৬
			পাহাড়মুড়া	৩৮
			ধলাবিল	৩৮
			গৌরনগর	২০
			সমতল পদ্মবিল	২৮
৯.	মেলাঘর থানা	৫	জুমের ঢেপা	৬৮
			লক্ষণ ঢেপা	৫৫
			শিবনগর	৭১
			কামরাঙ্গাতলী	২৫
			তৈবান্দাল	৮১
১০.	কল্যাণপর থানা	৫	কমল নগর	৪১
			কুঞ্জবন	৩৯
			দূর্গাপুর	৪২
			দাওছড়া	৩৮
			তোতাবাড়ী	৪৫
১১.	বিশালগড় থানা	৭	কলকলিয়া	৫৫
			মান্দব কিল্লা	৫৯
			ফকিরামুড়া	৫১
			নেতাজী নগর	৫০
			সেকলা ভূঁইয়া	৫৭
			ইট ভাট্টা	৫৮
			রামনগর	৩০
১২.	টাকারজলা থানা	৫	মোহনপুর	২৫
			পাথালিয়াবাড়ী	২৩
			পৌলপাড়া	২৯
			পাথালিয়াবাড়ী/শীলপাড়া	২১
			জম্পুইজলা	৩০
১৩.	কলমচৌরা থানা	১১	পুটিয়া	৩৪
			পুটিয়া ওয়ার্ড নং ১	৩২
			কলসীমুড়া	৩৭
			বাগাশ্বর	২৯
			বাগবেড়	৩০
			বারঢেপা	৩৮
			মানিক্য নগর	৪১

			উত্তর কলমচৌরা	৩৫
			মানিক্য নগর পুল পাড়া	২৭
			কালীবাড়ী	৪১
			পশ্চিম মানিক্য নগর	৩০
১৪.	যাত্রাপুর থানা	৬	দক্ষিণ মনাই পাথর	২৫
			উত্তর মনাই পাথর	৩০
			কালীখলা	২০
			থালিবাড়ী	২৬
			বাঁশ পুকুর	২৪
			বড়নাবয়ন	২৫
১৫.	সোনামুড়া থানা	২২	ইন্দুরিয়া মার্কেট	২৪
			ইন্দুরিয়া লালছড়া	২১
			মতিনগর পশ্চিম পাড়া	৩১
			মতিনগর পূর্ব পাড়া	২০
			মতিনগর নালঢেপা	১৯
			পঞ্চলালিয়া	৪৮
			উত্তর এন.সি.নগর	৩৬
			রাঙ্গামাটি	৫০
			এন.সি নগর দক্ষিণ	৩২
			আড়ালিয়া	২৫
			কমলনগর	২৫
			কুলুবাড়ী মধ্যপাড়া	৬৬
			বাটাঢেলা	১৪১
			সোনামুড়া বাজার	৭
			কুলুবাড়ী উত্তরপাড়া	২২
			ময়নামুড়া	২৩
			খেদাবাড়ী ওয়ার্ড নং ১	৩৪
			খেদাবাড়ী পশ্চিম পাড়া	২৪
			খেদাবাড়ী প্রধান পাড়া	৪০
			খেদাবাড়ী ওয়ার্ড নং ২	১৬
			খেদাবাড়ী ওয়ার্ড নং ২,পশ্চিমপাড়া	১২
			খেদাবাড়ী ওয়ার্ড নং ২,উত্তর পাড়া	১৮
১৬.	এয়ারপোর্ট থানা	১২	সুভাষ কলোনী	৩০
			রাজনগর	৩২
			৭০-কলোনী	২২
			তুফানিয়ালুঙ্গা	৩১
			লতামুড়া	২৯
			তাবারিয়া	৩০

			গান্ধীগ্রাম	২৭
			উত্তর রামনগর	৩৩
			দূর্গাবাড়ী	২৫
			দক্ষিণ নারায়নপুর	৩৫
			নতুন নগর	৩৬
			এন.সি.টিলা	২৪
১৭.	তেলিয়ামুড়া থানা	৭	তৃষ্ণাবাড়ী	৩২
			ধনিয়াবিল	৩৮
			১৮-কার্ড	৩০
			করইলং	২৬
			চিন্তাবাড়ী	৪০
			ইচারবিল	৪৫
			পশ্চিম হাওয়াই বাড়ী	২৯
১৮.	আমবাসা থানা	১৩	সোনারাম পাড়া	২৮
			জগরনাথপুর	২৩
			লালমটি এরিয়া	২১
			বাসুদেব পাড়া	৩১
			জহর নগর	৩০
			কুলাই সুধাংশু ঘোষ পাড়া	২২
			পশ্চিম লালচেরা	২২
			আমবাসা মার্কেট এরিয়া	৩০
			বাহওয়ালিয়া বস্তি	৩২
			কেকমাচেরা	২০
			ডলুবাড়ী ফরেস্ট অফিস রোড	২২
			সরকার পাড়া	৩০
			হরিণ মারা	২৬
১৯.	সালেমা থানা	৮	মধুচন্দ্র পাড়া	২২
			ভাতখাওরী	৩০
			মধ্যপাড়া	২২
			রামনাথ চৌমুহনী পাড়া	১৮
			ভুপিচেরা	৩৪
			দেবেন্দ্র চৌমুহনী পাড়া	২২
			নাকাশী পাড়া	৩০
			আভাঙ্গা	২৬
২০.	কমলপুর থানা	২৯	মালয়া (পশ্চিম)	৩৫
			মালয়া (পূর্ব)	১৭
			টিলা বালিগাঁও	১৮

			গোয়ালমারা	৩৪
			মোহনপুর	৩৩
			কমলপুর ফরেষ্টরেঞ্জ পাড়া	১৯
			কমলপুর ভিতর মার্কেট	৩০
			কমলপুর দশমীঘাট	২২
			পশ্চিম গঙ্গানগর(মুসলীম পাড়া)	২৩
			পূর্ব গঙ্গানগর(মুসলীম পাড়া)	৩১
			বালি গাঁও	৩৫
			বিলাসচেরা(স্কুলপাড়া)	১৭
			নোয়াগাঁও (মধ্যপাড়া)	৩৪
			নোয়াগাঁও (বালোয়াড়ী সেন্টার)	১৮
			উত্তর নোয়াগাঁও	৩৩
			নোয়াগাঁও (ডিয়ার ক্লাবের নিকট)	১৯
			নোয়াগাঁও (টেংকটিলা)	২২
			পশ্চিম নোয়াগাঁও (দাসপাড়া)	৩০
			মায়াছড়ি নং -১০(খাসটিলা)	৩১
			মায়াছড়ি নং -১০(পরশুরাম পাড়া)	২৩
			ফুলছড়ি	২৮
			রামর্দূলভপুর (খাসটিলা)	২৪
			রামর্দূলভপুর (স্কুলপাড়া)	৩৪
			রামর্দূলভপুর (চা বাগান)	১৮
			রূপাসপুর(মোহনপুর)	৩৫
			নোয়াগাও (ট্রাইবেল পাড়া)	১৭
			নোয়াগাও (ডিয়ার ক্লাবের নিকট)	৩১
			নিম্ন বালিগাঁও	২৩
			সিঙ্গিনালা	২৬
২১.	মনু থানা	৭	শান্তি পল্লী	৩৫
			বিচিত্র দাস পাড়া	১৭
			ছৈলেংটা দুর্জয় পাড়া	১৯
			বিষ্ণু দেব্বর্মা পাড়া	৩৩
			কাঞ্চনছড়া	২৩
			নালকাটা	৩১
			সাহা কলোনী	২৫
২২.	ছামনু থানা	৫	ছামনু বাজার	২৭
			বড়ুয়া কলোনী	৩৫
			সাহা কলোনী	১৫
			হেজাছড়া	২৪
			লংতরাই পাড়া	২৮
২৩.	গঙ্গানগর থানা	৩	উত্তর গঙ্গানগর বাজার	১৯
			দক্ষিণ গঙ্গানগর বাজার	৩৩

			পশ্চিম গঙ্গানগর বাজার	২৬
২৪.	গন্ডাছড়া থানা	৫	হরিপুর	৩৭
			কৃষ্ণপুর	১৫
			নারায়নপুর	৩১
			দূর্গাপুর	২৩
			৬০ কার্ড	১৬
২৫.	রইস্যাবাড়ী থানা	১৭	রইস্যাবাড়ী মার্কেট	৩৬
			বঙ্গলিয়া চাকমা পাড়া	১৭
			রামনগর	১৯
			মহন্ত রিয়াং পাড়া	১৮
			থানারাই পাড়া	২২
			ধানবাড়ী পাড়া	২৩
			বিশ্বকেতু পাড়া	১৬
			সুরেনবাশী পাড়া	২৪
			বধুজয় পাড়া	১৫
			কিনাকিশোর পাড়া	৩৫
			বিরাধন কারবাড়ী পাড়া	১৭
			হরিচরণ পাড়া	৩৪
			নলিনী পাড়া	১
			অনন্তহরি পাড়া	৩৩
			পৈতা পাড়া	১৯
			গামাচরন কারবারী পাড়া	২২
			নোয়ারাম কারবাড়ী পাড়া	৩০
২৬.	কচুছড়া থানা	৮	কচুছড়া মার্কেট	৩৫
			বলরাম মার্কেট	৩৩
			উত্তর মেছুরিয়া বিদ্যামণি পাড়া	৩৪
			সিঙ্গাগড় কলোনী	৩০
			চানকাপ	৩৬
			তহ কার্ড	৩১
			জামথুম নতুন বাজার	২৪
			দেবীছড়া ওয়ার্ড নং ৩	৩৭
২৭.	কৈলাসহর থানা	১৪	বোয়ালপাশা	৪৩
			বোয়লপাশা বর্ডার	২২
			ভাগ্যপুর	১৩
			গোলদারপুর	৫৩
			তিলকপুর	৪১
			জগন্নাথপুর	৩৭
			চিরাকুটি	২৪
			রংগুটি	১০
			বাবুর বাজার	১০

			ধলিয়ার কান্দি	১০
			টিলা বাজার	১১
			লক্ষ্মীপুর	১০
			ধনবিলাস	১৩
			ননচেরা/শিববাড়ী	১৪
২৮.	কুমারঘাট থানা	১৫	পূর্ব বটছড়া	১৫
			উজান দুধপুর	৫৯
			উজান দুধপুর ওয়ার্ড নং ৪	২০
			কুনারিয়া	৪৪
			চন্দ্রমা পাড়া	৬১
			কুমারঘাট রেলওয়ে কলোনী	১৪১
			সুকান্ত নগর	১৪৯
			লালঝুরি	৫১
			কৃষ্ণনগর	১৬১
			সুকান্ত পল্লী	৪৯
			দার্চি	৩০
			পশ্চিম রতিয়াছড়া	১৩৮
			তরণী নগর	১০০
			কমল চরণ পাড়া	৩৭
			দুমদম	৯
২৯.	কাঞ্চনপুর থানা	১৮	ধানিছড়া	২০
			ডি. এস. পাড়া	২০
			সুভাষ নগর	২০
			পূর্ব ধানিছড়া	২০
			পূর্ব লক্ষ্মীপুর	১০
			উজান মাছমারা	২০
			রামবাহাদুর পাড়া	১৯
			শিবনগর	১০
			মাখুমছড়া	৮
			ধনঞ্জয় পাড়া (দক্ষিণ)	১১
			ধনঞ্জয় পাড়া (উত্তর)	১০
			শান্তিপুর	১৬
			জয়শ্রী	১০
			কম্বল টিলা	১০
			দশদা	১১
			সাতনালা	৭
			সাতনালা অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার এরিয়া	১০
			ভক্তমোহন পাড়া	১০
৩০.	পেচরথল থানা	১	কিনাচরণ তালুকদার পাড়া	২৬
৩১.	ধর্মনগর থানা	৫	সোনারূপাশা	৪৩

			রাগনা	৭
			কৃষ্ণপুর	১৮
			প্রত্যেকরয়	২৪
			জইথাংগ/থাংগানাং/এন.সি.এ.গ্যাং	৩৭
৩২.	চুরাইবাড়ী থানা	৪	উত্তর খেরাংছরি	৫১
			লক্ষ্মীনগর বাজার	৪৭
			লক্ষ্মীনগর স্কুল এরিয়া	১৭
			লক্ষ্মীনগর রেলওয়ে স্টেশন এরিয়া	৬০
৩৩.	দামছড়া থানা	২	হালাম বস্তি	২৯
			কাকছংগ আর.সি.ক্যাম্প	২৩
৩৪.	রাধাকিশোরপুর থানা	১৭	হোলাক্ষেত	৪৫
			গর্জি	৭০
			ধূপতলি(দক্ষিণ পাড়া)	৩৫
			ধূপতলি বাজর	৩৫
			ধূপতলি ফরেষ্ট অফিস এরিয়া	৩০
			দক্ষিণ মির্জা	৮০
			মির্জা অনন্ত পাড়া	৬০
			শামুক ছড়া	৮০
			বড়ুয়াঘাট	১১০
			কলাবান	৫০
			বড় বাইয়া (মধ্যপাড়া)	২০
			হাতীছড়া	৮০
			মহারাণী মার্কেট	৪০
			বাগমা	৮০
			কুপিলং (বীরেন কলোনী)	৬০
			কামার বাগ	৮০
৩৫.	কিল্লা থানা	৭	পশ্চিম কুপিলং (উত্তর পাড়া)	১৭
			পশ্চিম কুপিলং (মধ্যপাড়া)	১৫
			করণসিং বাড়ী	৫
			তুলা বাড়ী	৫
			হরেবাড়ী	৫
			মইথুলং নং -৩	৩১
			তৈরূপা নং -২	১১
৩৬.	অম্পি থানা	৪	মাতবর টিলা	৩৫
			পশ্চিম পাড়া	৩৫
			দাস পাড়া	৩০
			মানিক কলোনী পাড়া	৪০
৩৭.	বি.আর.জি থানা	৫	মালবাসা	২০
			ডালক	২০
			বামপুর	২০

			সমতল বামপুর	২০
			কাফারিয়া খোলা	২০
৩৮.	তৈদু থানা	৮	গর্জন টিলা	১৫
			পশ্চিম তাইচাংগ	২০
			দক্ষিণ বায়বাবু পাড়া	১৮
			কাশীচরণ পাড়া	১৫
			থানা থেকে পশ্চিমে	১২
			রামবাবু পাড়া	১৮
			থানা থেকে পূর্বে	২৫
			থানার নিকটে	১০
৩৯.	নতুন বাজার থানা	২১	উত্তর একছড়ি(বাঙ্গালী পাড়া)	৪৯
			উত্তর একছড়ি	৪৯
			অরবিন্দ কলোনী	৭০
			শান্তি কলোনী	৭০
			উত্তর একছড়ি (নিলধন পাড়া)	৩৫
			ডিপাইছড়ি (বুদ্ধমন্দির এরিয়া)	৪২
			ডিপাইছড়ি (আর.বি. পাড়া)	২৮
			এন.টি.বি. ফরেষ্ট টিলা	৫৬
			গর্জন টিলা	২৮
			লেবাছড়া (গোদারা)	৪২
			যতনবাড়ী দাস পাড়া	৪৯
			শান্তি কলোনী (যে.টি.বি)	৫৬
			খেদারনল (গরু পাড়া)	২৮
			বেঙ্গল পাড়া	৩৫
			খেদারনল	৩৫
			১৪ কার্ড (দক্ষিণ সি.এল.জি.)	৩৫
			একছড়ি (দক্ষিণ সি.এল.জি.)	৩৫
			সুভাষ কলোনী (সি.এল.জি. বাজার)	২৮
			সমতল পাড়া (উত্তর সি.এল.জি.)	৪২
			বীরেন জয় পাড়া (ইচাছড়ি)	২৮
			রিচাই মগ পাড়া (পতিছড়ি)	২৮
৪০.	সাব্রুম থানা	৩	লুধুয়া চা বাগান	৫০
			চাতক ছড়ি	৫০
			লুধুয়া	৫০
৪১.	মনুবাজার থানা	৩	সাতচাঁদ	৩০
			কালাছড়া	২৫
			মাগুরছড়া	২৫
৪২.	বিলোনীয়া থানা	১৭	পাইখোলা	১১
			পাইখোলা(বালুটিলা)	২০
			পাইখোলা(জমিরাই পাড়া)	২০

			পাইখোলা(দাসপাড়া)	১৫
			পশ্চিম পাইখোলা (রিয়াং পাড়া)	১৮
			পশ্চিম পাইখোলা (গকুল পাড়া)	২০
			মেন্দারিয়া	১৬
			পূর্ব পাইখোলা	২৫
			উত্তর ভারতচন্দ্র নগর	২৫
			ঈশানচন্দ্র নগর(ভূমিহীন কলোনী)	২৫
			কাশারী আর.এফ.(উত্তর পাড়া)	২৫
			কদমতলী	১৬
			দক্ষিণ বিলোনীয়া	৩০
			সাড়াসীমা	২৫
			বনকর	১৫
			বিলোনীয়া শহর	১০
			কাশারী আ.এফ.(করণ পাড়া)	২০
৪৩.	বাইখেড়া থানা	৭	পূর্ব চরকবাই	১১
			মধ্য পিলাক	১৮
			মংসাই মগ পাড়া	৪৫
			এম.এল.এ. পাড়া	২২
			দক্ষিণ হিছাছড়া	২১
			দেবদারু বাজার	১৫
			দেবদারু বণিক পাড়া	৪০
৪৪.	শান্তির বাজার থানা	১৫	সতী কলোনী	২০
			শুরপাড়া	১৮
			আর.কে.গঞ্জ	২৬
			রাজাপুর	৩০
			রাজাপুর(কে. দেবনাথ পাড়া)	১৭
			বি.সি. নগর	২৫
			নারাইফাং	২০
			ছয়ঘরিয়া	২৫
			গার্দাংগ	২১
			কালাছড়া	২৫
			বি.সি. নগর(এস. ঘোষ পাড়া)	১৫
			বি.সি. নগর(পূর্ব পাড়া)	১৫
			পূর্ব বগাফা	৩০
			লালটিলা(ঠান্ডা মগ পাড়া)	৩৫
			কালাছড়া নং - ২	১৬
৪৫.	পি.আর.বাড়ী থানা	১৯	যশমুড়া ওয়ার্ড নং ৩	৪৮
			যশমুড়া ওয়ার্ড নং ৪	৮৫
			রাজনগর	৬২
			দক্ষিণ রাধানগর(বাতিসা)	২০

			নিহার নগর	২০
			বি. ও. পি রাজনগর	৬১
			নৈদার চাঁন পাড়া	৭
			শীল পাড়া	৭
			দত্ত পাড়া	৭
			নৈদার চাঁন পাড়া - ২	১৬
			চন্ডীবাড়ী	২৯
			যশমুড়া বাজার	১৪
			যশমুড়া স্কুল	১২
			যশমুড়া রিয়াং পাড়া	২৯
			যশমুড়া শান্তি পাড়া	১৭
			যশমুড়া মধ্য পাড়া	২৪
			চাঁদপুর পাড়া	১৬
			নন্দ পাড়া	১৪
			উত্তর চাঁদপুর	৩৪

Admit Starred Question No. 105

Name of the Member :- Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Civil Suppliers and Consumer Affairs Department be pleased to state:-

প্রশ্ন -

১) ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্য গোডাউন সংখ্যা কত ?

২) গঙ্গানগরে কোন খাদ্য (আমবাসা মহকুমা) গোডাউন আছে কি? এবং

৩) থাকলে ইহা চালু কিনা?

১) ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্য গোডাউনের মোট সংখ্যা ১০ টি।

২) হ্যাঁ, আছে।

৩) না, বর্তমানে চালু নেই।

Admit Starred Question No. 106

Name of the Member :- Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state:-

প্রশ্ন -

১) জানুয়ারী ১৯৯৮ ইং সাল থেকে নভেম্বর ২০০১ ইং পর্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি ডাইনী হত্যার ঘটনা ঘটেছে ?

২) অনুরূপ ঘটনা বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা?

৩) নেওয়া হলে তার বিবরণ?

উত্তর -

১) উক্ত সময়ের মধ্যে ৪টি ডাইনী হত্যার ঘটনা নথীভুক্ত হয়েছে।

২) হ্যাঁ।

৩) রাজ্যে এইরূপ ঘটনা বন্ধ করার লক্ষ্যে ডাইনী হত্যার বিরোদ্ধে জনগণকে সজাগ ও সচেতন করে তোলার জন্য সমস্ত থানাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 108
Name of the Member :- Shri Subodh Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power(Elecl.) Department be pleased to state:-

প্রশ্ন -

১) ইহা কি সত্য যে, কদমতলাতে(ধর্মনগর মহকুমা) প্রস্তাবিত ৩৩ কেভি সাব-ষ্টেশন বসানোর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রয়োজনীয় জমি পাচ্ছে না?

২) সত্য হলে, জমি পাওয়ার জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে?

৩) না নেওয়া হলে তার কারণ?

উত্তর -

১) ধর্মনগর মহকুমায় কদমতলাতে প্রস্তাবিত ১x৫এম.ডি. এ. ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন নির্মানের জন্য সরসপুর মৌজায় শিক্ষা দপ্তরের একটি জমি চিহ্নিত করে বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে হস্তান্তরের জন্যে সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের কাছে প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২) প্রস্তাবিত সাব-স্টেশন নির্মানের জমি পাওয়ার জন্য জেলা শাসক, উত্তর ত্রিপুরা এবং বিদ্যুৎ দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের কাছে সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। প্রস্তাবটি সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায়।

৩) ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 109
Name of the Member :- Shri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power(Elecl.) Department be pleased to state:-

প্রশ্ন -

১) রাজ্যে ২০০১ইং সনের নভেম্বর পর্য্যন্ত ডোমেষ্টিক ও কর্মাশিয়াল বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা কত?

২) এরমধ্যে কতগুলি গ্রাহকের মিটার বক্স নষ্ট বা অচল অবস্থায় আছে ? এবং

৩) রাজ্যে উৎপাদিত ও সরবরাকৃত বিদ্যুতের জন্য গত এক বছরে মাসিক গড় খরচের পরিমান কত ?

উত্তর -

১) রাজ্যে ২০০১ ইং সনের নভেম্বর পর্যন্ত ডোমেষ্টিক ও কর্মাশিয়াল বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা যথাক্রমে ১,৫৪, ২৮১ জন এবং ২২, ১৬৭ জন।

২) এরমধ্যে ২৬,৪২৪ টি ডোমেষ্টিক ও ৩,৭৭৫ টি কর্মাশিয়াল গ্রাহকের মিটার বক্স নষ্ট বা অচল অবস্থায় আছে।

৩) গড়ে প্রতি মাসে ৭.৮৩ কোটি টাকা।

Admitted Starred Question No. 110
Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state:-

প্রশ্ন -

১) রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা সুষ্ঠভাবে বজায় রাখার জন্য রাজ্যের কোথায় কোথায় নতুন করে থানা এবং পুলিশ ফাঁড়ি খোলার পরিকল্পনা রয়েছে ?

২) পরিকল্পনা অনুসারে কবে নাগাদ উক্ত থানা এবং ফাঁড়ি খোলা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর -

১) নিম্নবর্ণিত স্থানগুলিতে নতুন থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে:-

জিলার নাম	থানার নাম	পুলিশ ফাঁড়ির নাম
ধলাই জেলা	ছৈলেংটা, নেপালটিলা	
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা	রাণীর বাজার	জম্পুইজলা

২) নতুন থানা ও পুলিশ ফাঁড়ির জন্য পুলিশ কর্মী নিয়োগের কাজ সম্পূর্ণ হলে এবং থানা ও ফাঁড়ি ভবন নির্মাণের কাজ শেষ করার পর উক্ত থানা ও ফাঁড়ি খোলা হবে।

Assembly Admit Starred Question No. 112
Name of the Member :- Shri Joy Gobinda Deb Roy
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Civil Supplies and Consumer Affair Department be pleased to state:-

প্রশ্ন-

১) রাজ্যে রেশন কার্ডে সংখ্যা কত?

২) রেশন কার্ড নবীকরনের সময় কত ভূয়া কার্ডের সন্ধান পাওয়া গেছে?

৩) ভূয়া কার্ডধারীদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর -

১) নবীকরনের পর রাজ্যে বর্তমানে মোট রেশন কার্ডের সংখ্যা হল ৭,১২,৪১৮ টি।

২) নবীকরনের প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই প্রকৃত ভূয়া কার্ডের সংখ্যা পাওয়া যাবে। বর্তমানে এখন পর্যন্ত ভূয়া কার্ডের কোন তথ্য রাজ্য সরকারের গোচরে নেই।

৩) প্রশ্নই ওঠে না।

Admitted Starred Question No. 117
Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power(Elecl.) Department be pleased to state:-

প্রশ্ন -

১) রাজ্যে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং এই পদক্ষেপগুলি কার্যকর হলে রাজ্যে লোডশেডিং বন্ধ করা সম্ভব হবে কি না ?

২) সম্ভব না হলে, এর কারণ কি ?

৩) সম্ভব হলে কবে নাগাদ ত্রিপুরা রাজ্যে লোডশেডিং থেকে রাজ্যবাসী পরিত্রাণ পাবেন বলে আশা করা যায় ?

উত্তর -

১) রাজ্যে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে।

ক) রুখিয়া (ফেইজ-২) গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র - ১২১ মেগা ওয়াট এক্সটেনশান।

খ) বড়মুড়া গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ১ও২১ মেগা ওয়াট এক্সটেনশান

গ) সোনামুড়া সাব-ডিভিশনের মনারচকে নিপকো কর্তৃক একটি ৫০০ মেগাওয়াট গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের বিদ্যুতের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্পের আর্থিক সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে না পাওয়ার ফলে রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থায় বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না।

কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীন কিছু প্রকল্প-এর পরিচালনায় এবং নতুন প্রকল্পের কাজ করছে। এই প্রকল্পের শেয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যে একটি নীতির ভিত্তিতে যোগানো হয়। এই অবস্থায় রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদন এবং কেন্দ্রীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রাপ্য শেয়ার মিলিয়ে ও ঘাটতি থেকে যায়।

এই অবস্থায় রাজ্যের লোডশেডিং সম্পূর্ণ বন্ধ হবে এটা বলা কঠিন হবে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুত নীতি অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ প্রকল্পের শেয়ার ও নিজস্ব প্রকল্পের প্রকল্পের উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। অতএব উপরিক্ত রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপগুলি কার্য্যকর হলেও রাজ্যের লোড শেডিং বন্ধ করা সম্ভব হবে কিনা এখনই বলা কঠিন।

২) কেন্দ্রীয় সংস্থার বিশেষ করে বর্ষার জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন পুরোপুরি থাকে তখন একটা সময়ের জন্য রাজ্যের আংশিক চাহিদা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সংগ্রহ সম্ভব। মূলতঃ আর্থিক অসঙ্গতির জন্য রাজ্যে লোড শেডিং করতে হচ্ছে। লোডশেডিং বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ক্রয় করার আর্থিক সামর্থ্য রাজ্যের নেই।

৩) ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 118

Name of the Member :- Shri Billal Mia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state:-

প্রশ্ন -

১) ত্রিপুরায় ১৯৯৯ থেকে ২০০১ইং এর জুলাই মাস পর্যন্ত এম.টি.এফ. কর্তৃক কোন কোন স্থানে কতজনকে বে-আইনী অনুপ্রবশকারীকে বিদেশী নাগরিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ?

২) বিদেশী নাগরিকদের বে-আইনী অনুপ্রবেশ বন্ধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর ঃ-

১) ১৯৯৯ হইতে ২০০১ ইং সনের জুলাই মাস পর্যন্ত ১২,৮৭৯ জন বাংলাদেশীকে চিহ্নিত করে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। স্থানভিত্তিক ও বছরভিত্তিক বিদেশী (বাংলাদেশী) চিহ্নিত করণের হিসাব নিম্নরূপ:-

ক্রমিক নং	বাসস্থান	১৯৯৯ ইং	২০০০ ইং	২০০১ সনের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত	মোট
১.	আগরতলা	১৭১৬	১০২৭	৫৯৩	৩৩৩৬
২.	কমলাসাগর	৫৯৫	৬৩৭	৩৪২	১৭৭৪
৩.	সুন্দরটিলা	১৩১১	৪৭৭	২০৬১	৪৮৪৯
৪.	সোনামুড়া	৩২৪	২৯০	২৪৫	৮৫৯
৫.	খোয়াই	১৩১	১৯৮	৭১	৪০০
৬.	নরসিংগড়	১৯১	১৭৩	১৪৩	৫০৭
৭.	কৈলাসহর	২০১	২০৯	৪৬	৪৫৬
৮.	ধর্মনগর	২৯৪	৩৭৫	১৭৭	৮৪৬
৯.	কমলপুর	২২৫	২৪৯	১৩৫	৬০৯
১০.	বিলোনীয়া	১৬০	২০০	৮০	৪৪৩
	সর্বমোট	৫১৪৮	৩৮৩৫	৩৮৯৬	১২,৮৭৯

২) সমগ্র ত্রিপুরায় মোট দশটি বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার জন্য ক্যাম্প আছে। বিদেশী অনুপ্রবেশ বন্ধের জন্য এম.টি.এফ. কর্তৃক টহলদারী অব্যাহত আছে। এছাড়া বিদেশী নাগরিকদের ফেরৎ পাঠানোর জন্য বিশেষ অভিযানও চালানো হয়ে থাকে।

Admitted Starred Question No. 119
Name of Member :- Shri Billal Mia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department be pleased to state:-

প্রশ্ন -

১)সমগ্র সোনামুড়া বিভাগে রেশন দোকানগুলির মাধ্যমে জনসাধারনকে রেশন সরবরাহের জন্য সপ্তাহে মোট কত পরিমান চাল কেরোসিন ও চিনি প্রয়োজন হয় ?

২) ২০০০-২০০১ইং অর্থ বৎসরে কি পরিমানে চাল, চিনি ও কেরোসিন দেওয়া হয়েছিল এবং তা সুষ্ঠভাবে বন্টন করা হয়েছিল কিনা?

উত্তর -

১) সমগ্র সোনামুড়া বিভাগের দোকানগুলি মাধ্যমে জনসাধারনকে রেশন সরবরাহের জন্য সপ্তাহে মোট চাল ২০৪.৩ মেট্রিক টন, চিনি ৩৫ মেট্রিক টন এবং কেরোসিন ৫০ কিলো লিটার প্রয়োজন হয়।

২) ২০০০-২০০১ ইং অর্থ বৎসরে মোট চাল ৩,৪১৮ মেট্রিক টন, চিনি ১,৮০৯ মেট্রিক টন এবং ২৩৮৫ কিলো লিটার কেরোসিন দেওয়া হয়েছে এবং তা সুষ্ঠভাবে বন্টন করা হয়েছে।

(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 182

Name of Member :- Shri Birjit Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department be pleased to state:-

প্রশ্ন -

১) রাজ্যের গ্রাম অঞ্চলে ও দুর্গম এলাকাতে কেরোসিনের বরাদ্দ বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ করা হবে? এবং

৩) না থাকিলে তাহার কারণ কি?

উত্তর-

১) কেরোসিন তেলের বরাদ্দ বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই।

২) প্রশ্নই উঠে না।

৩) কেন্দ্রীয় সরকার কেরোসিন তেলের বরাদ্দ বৃদ্ধি করেনি।

Admitted Starred Question No. 203

Name of the Member :- Shri Bijoy Kr. Hrankhawl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state:-

Question -

1. What is the total number of person belonging to the different groups of identified under ground outfits including N.L.F.T. and A.T.T.F. so far captured or arrested by the security forces ?

Answer -

1. In all 1407 extrimists of different groups were arrested by the security forces in the State during the period from 10/04/1993 to 30/11/2001.

ANNEXURE - B

Admitted Un-starred Question No. 13

Name of the M.L.A :- Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department be pleased to state:-

প্রশ্ন -

১) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনায় এবং অন্নপূর্ণা যোজনায় কোন ব্লকে কত পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ?

২) যোজনাগুলি কবে থেকে চালু হয়েছে এবং কোন ব্লকে তা চালু করার বাকী রয়েছে ?

৩) ছামনু ও মনু ব্লকে উক্ত যোজনার অন্তর্ভূক্ত পরিবার কর্তার নাম,পিতার নাম, পরিবারের সদস্য সংখ্যা কি রকম(ব্লক ভিত্তিক ও পঞ্চায়েত ভিত্তিক পৃথক হিসাব) ?

উত্তর -

১) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনায় ও অন্নপূর্ণা যোজনাল ব্লক ভিত্তিক পরিবার অন্তর্ভূক্ত হিসাব নিম্নরূপ :-

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম		অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা		অন্নপূর্ণা যোজনা
১.	মোহনপুর	-	১২৮৫	-	৪০০
২.	জিরানীয়া	-	১৪১৬	-	৪৫০

৩.	মান্দাই	-	৭৭২	-	২১০
৪.	হেজামারা	-	৫২৩	-	২০০
৫.	মেলাঘর	-	১৪৬৫	-	৪৫০
৬.	বক্সনগর	-	৬২৭	-	১৯৮
৭.	কাঁঠালিয়া	-	৭০৪	-	১৮৫
৮.	বিশালগর	-	১৬৮৮	-	৫৩০
৯.	ডুকলী	-	১৩৭৮	-	৩৬০
১০.	জম্পুইজলা	-	১১০২	-	১৭০
১১.	খোয়াই	-	১০৭৩	-	২৪০
১২.	তুলাশিখর	-	১২১২	-	২০০
১৩.	পদ্মবিল	-	৫১৩	-	১৪০
১৪.	কল্যাণপুর	-	৬০৬	-	১৬০
১৫	তেলিয়ামুড়া	-	১২৫৯	-	৩০০
১৬.	মাতাবাড়ী	-	১৮৭৭	-	৪৬০
১৭.	কাকড়াবন	-	১১৩৪	-	২৫০
১৮.	কিল্লা	-	৮৯৯	-	১৬০
১৯.	ঋষ্যমুখ	-	৭২৮	-	২২০
২০	রাজনগর	-	১১৪০	-	২৭০
২১.	বগাফা	-	২০৪৪	-	৪৫০
২২.	সাতচাঁদ	-	১৮৩৫	-	৫২০
২৩.	রূপাইছড়ি	-	৬৭৩	-	১৮০
২৪.	অমরপুর	-	১৯১০	-	৪৯০
২৫.	করবুক	-	১০৯২	-	১৭০
২৬.	আমবাসা	-	৯৭৩	-	২৮০
২৭.	ডম্বুরনগর	-	১২০২	-	১৯০
২৮.	মনু	-	১৯৭০	-	২৬০
২৯.	ছামনু	-	৮০০	-	১৪০
৩০.	সালেমা	-	১৬৯৭	-	৪৩০
৩১.	কদমতলা	-	১৯১৭	-	২৬০
৩২.	পানি সাগর	-	১৫৯৭	-	৩৩০
৩৩.	দশদা	-	৯৮২	-	২৮০
৩৪.	পেচারথল	-	৩২৪	-	১৩০
৩৫.	ভাংমুন	-	১৮৫	-	৭০
৩৬.	দামছড়া	-	১৮২	-	৯০
৩৭.	গৌরনগর	-	১৪৬৯	-	৩৭০
৩৮.	কুমারঘাট	-	১২৪০	-	২৯০

২) অন্ত্যোদয় অন্নযোজনা ১লা সেপ্টেম্বর ২০০১ইং এবং অন্নপূর্ণা যোজনা ১লা অক্টোবর ২০০০ইং থেকে চালু হয়েছে এবং সমস্ত ব্লকেই উক্ত যোজনাগুলি চালু করা হয়েছে।

৩) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-starred Question No. 23

Name of Member :- Shri Billal Mia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department be pleased to state:-

প্রশ্ন-

১) বর্তমানে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন দোকানের সংখ্যা কত ?

২) তার মধ্যে এ.ডি.সি. এলাকায় রেশন দোকানের সংখ্যা কত ? এবং

৩) মহকুমা ভিত্তিক আলাদা করে ডিলারদের নাম ও রেশনসপগুলির নাম ?

উত্তর-

১) বর্তমানে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন শপের সংখ্যা ১৪৩২টি।

২) তার মধ্যে এ.ডি.সি. এলাকায় রেশন শপের সংখ্যা ৫৩১টি।

৩) মহকুমা ভিত্তিক আলাদা করে ডিলারদের নাম ও রেশন শপগুলির নাম সংগ্রহাধীন আছে।